CONTENTS

Thursday, 26th March 1998

Friday the 27th March, 1998

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The House met in the Assembly Building, Agartala on 26th March, 1998, Thursday at 11 A.M.

PRESENT

Sri Jeitndra Sarkar, Hon'ble Speakar in the Chair, the Chief Minister, the Dy. Speaker, 15 Ministers and 41 Members.

ELECTION OF THE DEPUTY SPEAKER

Mr. Speaker :— Now; the business before the House is Election of the Deputy Speaker.

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ অবগত আছেন যে, আজকে ২৬শে মার্চ ১৯৯৮ ইং, বৃহস্পতিবার উপাধ্যক্ষ নির্বাচনের দিন ধার্য্য করা হয়েছে। আমি মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, উপাধ্যক্ষ পদের জন্য তিনটি মনোনয়ন পত্র পাওয়া গিয়াছে। মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র মহোদয়ের নাম প্রস্তাব করে একটি মনোনয়ন পত্র পাওয়া গিয়েছে। মনোনয়নের প্রস্তাবক হচ্ছেন মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহোদয় এবং সমর্থক মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা মহোদয়। মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল চন্দ্র দাস মহোদয় এর নাম প্রস্তাব করে আর দুটি মনোনয়ন পত্র পাওয়া গিয়েছে। একটি মনোনয়নের প্রস্তাবক হচ্ছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় এবং সমর্থক মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহোদয়। অন্য মনোনয়নের প্রস্তাবক মাননীয় সদস্য শ্রীবিজয়কুমার রাংখল মহোদয় এবং সমর্থক মাননীয় সদস্য শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা মহোদয়। সেগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তিনটি মনোনয়ন পত্রই বৈধ। কিন্তু তিনটি মনোনয়ন পত্র হলেও তাহা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেছে প্রার্থী সংখ্যা দু, জন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেউ মনোনয়ন পত্রপ্রত্যাহার করেননি। কাজেই, ত্রিপুরা বিধানসভা কার্য্য পরিচালনা বিধি প্যারা ১০, ১৩ 'গ' ধারা মোতাবেক গোপন ব্যালটের মাধ্যমে বিধানসভার উপাধ্যক্ষ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন মাননীয় সচিব মহোদয় পর্য্যায়ক্রমে মাননীয় সদস্যদের নাম ডাকলে, মাননীয় সদস্যগণ এসে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ মাননীয় সচিব কর্ত্তৃক মাননীয় সদস্য গণের নাম ডাকলে, সচিবের নিকট থেকে একটি ব্যালট পেপার অধ্যক্ষের সংগ্রহ করে ডকের ডান দিয়ে তথা সভায় প্রবেশের ফটকের পশ্চিম দিকে ভোটিং কম্পার্টমেন্টে গিয়ে যিনি প্রার্থীকে ভোট প্রদান করতে চান তাহার নামের ডান দিকের কলমে টিক মার্ক প্রদান করবেন। তারপর বেলট পেপারটা আমার ডান

দিকে রাখা ব্যালট বাক্সে ফেলবেন। একজন সদস্যের জন্য একটি ভোট। ভোট দান সমাধা হলে ভোট গণনা করা হবে। এবং ফলাফল ঘোষণা করা হবে। এখন আমি প্রার্থী এবং তাদের প্রস্তাবকদেরকে অনুরোধ করছি ব্যালট বাক্সটি পরীক্ষা করে দেখার জন্য।

(অতঃপর মাননীয় সচিব মহোদয় পর্যায়ক্রমে মাননীয় সদস্যদের নাম ডাকেন এবং মাননীয় সদস্যগণ পর্যায়ক্রমে একজন একজন করে ভোট প্রদান করেন)

(মাননীয় সদস্যগণ পর্যায়ক্রমে ভোট দানের পরে ব্যালট বাক্স থেকে ব্যালট নিয়ে ভোট গণনার পর)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আজকের উপাধ্যক্ষ নির্বাচনে প্রার্থীর সংখ্যা ছিল দু জন। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে মাননীয় সদস্য শ্রীকাজলচন্দ্র দাস, উনি ভোট পেয়েছেন মোট ১৮টি ভোট এবং অপর প্রার্থী মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র মহোদয় পেয়েছেন ৩৯টি ভোট। সুতরাং আমি প্রার্থী শ্রীসুবল রুদ্র মহোদয়কে বিজয়ী বলে ঘোষণা করছি।

(শ্রীসুবল রুদ্র মহোদয়কে উপাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত ঘোষণা করার পর বিরোধী বেঞ্চের শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন এবং শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ও প্রার্থী শ্রীকাজলচন্দ্র দাস এবং ট্রেজারী ব্যাঞ্চের মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকেশব মজুমদার ও মাননীয় মন্ত্রী শ্রীপবিত্র কর মহোদয়গণ মাননীয় নিবাচিত উপাধক্ষ্য মহোদয়কে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে উনার নির্ধারিত আসনে বসিয়ে দেন।

(এখন নির্বাচিত উপাধ্যক্ষ মহোদয় সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন)

মিঃ ডেপটি স্পীকার :— (মাননীয় অধ্যক্ষ, মুখ্যমন্ত্রি, মন্ত্রীসভা সদস্যবৃন্দ এবং সদস্য মহোদয়গণ, সর্ব প্রথমে এই সভায় আপনাদের জানাচ্ছি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। আমাকে নব গঠিত ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত করার জন্য।

পরিষদীয় গণতন্ত্রে বিধানসভার উপাধ্যক্ষ পদটি অত্যন্ত গৌরব এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত। এই পদে যিনি কাজ করবেন তাকে অবশ্যই নিরপেক্ষ এবং সুবিবেচক হতে হবে। আমি সকলকে নিশ্চিত করতে চাই যে গুরুত্বপূর্ণ পদের ঐতিহ্য এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে আমি সর্বদাই সচেষ্ট থাকব এবং সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করব। আপানাদের আরও নিশ্চিত করতে চাই যে সভার কার্যা পরিচালনার ব্যাপারে আমি যে সমস্ত সিদ্ধান্ত দেন এবং যে পদ্ধতিতে সভাকে পরিচালনা করব সেগুলি এই সভা কর্তৃক প্রনীত আইন এবং পরিষদীয় গণতন্ত্রের নীতিনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ থাকবে। সেগুলি কোন অবস্থাতেই কোন বিশেষ ব্যক্তি বা দলের দ্বারা প্রভাবিত হবে না। সভার সকলের মনে আমি এই বিশ্বাস প্রতীয়মান করার চেষ্টা করব যে আচার আচরনে আমি একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছি এবং আমার চিন্তায় এবং কর্মে সর্ব প্রকার

বির্তকের উর্দ্ধে থেকে পরিষদীয় গণতন্ত্রের প্রতি অনুগত একজন উপাধ্যক্ষ হিসাবে আমি আমার কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু আমার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে যদি আমি সভার কার্য্য পরিচালনায় আপনাদের সকলের তথা শাসক ও বিরোধী দলের সমস্ত সদস্য গণের সাহায্যে সহযোগিতা না পাই।

সুতরাং, সভার সকল মাননীয় সদস্যের প্রতি আমার একান্ত আবেদন যে, এই সভাকে সুশৃংখল এবং শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনার ব্যাপারে আপনারা আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন। ধন্যবাদ

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা (ছাওমনু) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের নূতন উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। এটা গণতন্ত্রের একটা ব্যবস্থা। প্রত্যেক আইনসভায় অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্যানেল অব চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে থাকেন এবং এটা পার্লামেন্টারী প্রেকটিস এর একটা অন্যতম অঙ্গ। উপাধ্যক্ষ পদটি সাধারণত বিরোধী দলকেই দেওয়া হয়। পার্লামেন্টে এ যাবৎ ১৯৫২ ইং সনের এটা অনুসৃত হয়ে আসছে। শুধু তাই নয়, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু বিরোধী থেকেও মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং ডঃ আহেম্মদ করকে যাতে গণতন্ত্রকে আরো বেশী সুনিবদ্ধ এবং সুবুস্থিত করা যায় এই লক্ষ্যে বিধানসভায় সাধারণত লোকসভারই অঙ্গ। লোকসভায় যা হয় সাধারণত বিধানসভায় তাই অনুসৃত হওয়ার কথা। কিন্তু রাজ্য বিধানসভাগুলিতে উপাধ্যক্ষ পদে সাধারণত বিরোধীদের দেওয়ার এই যে রীতি এটার কোন অসুবিধা না থাকলেও তাকে এটা করা উচিৎ। আমরা যারা গণতন্ত্রের কথা বলি, তবে আমাদের কি আছে এখান থেকেই তো উদাহরণ শুরু করা যেত। আগামী দিনেও এটা করা যায়। এটা এমন কোন ব্যাপার নয়। আর উপাধ্যক্ষ যেহেতু বিরোধী দলের থাকেন সেই কারনে সংবিধানে সুধাতার প্রোসিডিওরে উপাধ্যক্ষের ক্ষমতা বলে কিছু নেই শুধু মাত্র অধ্যক্ষ অনুপস্থিতিতে অথবা অধ্যক্ষ যখন বসতে বসতে আর ভাল লাগেনা তখন উপাধ্যক্ষকে বসান চেয়ারে, এই পর্য্যন্ত। শুধু মাত্র, অধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুপস্থিতিতে প্রক্সি দেওয়া। কিন্তু উপাধ্যক্ষ যদি সরকারী দলের হয়ে থাকে তাহলে তাঁর ক্ষমতা থাকা উচিত। স্পীকার ইচ্ছা করলে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে পারেন। উপাধ্যক্ষ শাসক দলের গুরুত্বপূর্ণ পোষ্টে আছেন, অথচ অ্যাডমেনিসটেটিভ পাওয়ার কিছু থাকবে না মতামত দিতে পারবেন না। জোট আমলে রতিবাবু যখন উপাধ্যক্ষ ছিলেন, তখন কিছু ডেলিগেট করার চেষ্টা হয়েছিল। এই কথা চিন্তা করে উপাধ্যক্ষকে কিছুটা ক্ষমতা বিতরণ করুন যাতে উনি অনাথ হয়ে থাকতে না পারেন। আসামের স্পীকার, ডেপুটি স্পীকারের ডেসক্রিমিনেশন ফাণ্ড পর্য্যন্ত আছে। আর আমাদের এখানে সরকারী দলের ডেপুটি স্পীকারের কোন ক্ষমতা থাকবে না এটা হয় না। কাজেই, বিষয়টি চিন্তা করার জন্য আবেদন রাখব। ভারতবর্ষে গণতন্ত্র পোক্ত হয়েছে এর মধ্যে কোন ডিফারেন্স নেই। তাহলেও কথা আমরা মুখে মুখেই বলি। কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ

করি না। সরকারী দল চাইলে করব; না চাইলে করব না এটা স্পীকার, ডেপুটি স্পীকারের রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে। এর বাইরে আসলে আগামী দিনে অভিনন্দন জানাব, এবং এখন আগাম অভিনন্দন জানিয়ে রাখলাম। ডেপুটি স্পীকার এখানে উনার ভাষণে যে সব কথা বলেছেন তা শুনে আমারা খুব খুশী, এবং আগামী দিনে এটা পালন করবেন এই আশা রেখে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য। (বড়দোয়ালী ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আপনার নির্বাচনের সময় রিটার্নিং অফিসার ছিলাম এবং প্রথা অনুযারী আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে পারিনি। উপাধ্যক্ষ মহাশয়ের নির্বাচনের পর আমি দু' জনকে এক সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একটা নিবেদন আপনার সভার কার্য যখন পরিচালনা করবেন তখন সেটা হবে উইদাউট ফীয়ার আণ্ড ফেবার। আপনাদের কাজের ক্ষেত্র আইনগত যে প্রতিশ্রুতি আছে সেটা পালন করবেন। শাসক দলের শ্রদ্ধা যেমন অর্জন করবেন, তেমনি বিরোধী দলের থেকেও শ্রদ্ধা অর্জন করবেন।

কাজেই, আমি আশা করব যে মাননীয় অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ মহোদয়গণ আপনাদের উপর এই সভার যথেষ্ট শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস আছে এবং আমারও আছে। আপনার কাছে এই নিবেদন রেখে আপনাকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Bijoy kumar Hrangkhawl (Kulai) :— Mr. Speaker sir, thank you, for I should say this is the glory day for the House and to enjoy and see the dignity of the House. Sir, my submission to you will be that we all of us will expect very good hospitality and impertiality in the business and every walks, every proceedings of the House. So, I also thank to our Hon'ble Deputy Speaker who will also have same responsibility as Member as Deputy Speakr and as representative of the people. So, instead of our ideligical antagonism we are here all today representing the poor people. So, despite of our differences I will hope that the dignity of the House will be preserved and equal distribution of rights. Thank you.

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, উপাধ্যক্ষ পদের জন্য দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র মহোদয় সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন এবং উপাধ্যক্ষ পদে আসীন হয়েছেন। তারজন্য আপনার মাধ্যমে এই হাউসের পক্ষ থেকে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ শ্রীসুবল রুদ্র মহোদয়কে আমি অভিনন্দ জানাচ্ছি। স্যার, এই সভার অপর প্রতিদ্বন্দী নব নির্বাচিত মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল চন্দ্র দাস মহোদয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন। গণতন্ত্রের এটা একটা পরাকাষ্ঠা যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে কেউ হারবেন, কেউ জিতবেন। কিন্তু তারপর নিশ্চয়ই আমরা এটা

মনে রাখব না। আমি সেই প্রতিদ্বন্দ্বী বন্ধুকে এই সভার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যে, আগামীদিনে একজন সফল বিধায়ক হিসাবে তিনি সাফল্যের সাক্ষর রাখবেন। এর সাথে এই হাউসের পক্ষ থেকে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে আমরা সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবো এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এবং এই বিশ্বাস এবং প্রত্যয় নিশ্চয়ই ঘোষণা করব যে মাননীয় অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ আপনাদের উভয়েরই নেতৃত্বে এবং যোগ্য পরিচালনা এই সভা থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের স্বার্থ ও সমৃদ্ধি রক্ষিত হবে এবং রাজ্যের জনগনের একতা, সংহতি ও মৈত্রী সুদৃঢ় করবে। এই কথা বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

মি: স্পীকারঃ — মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমি সভাকে জানাচ্ছি যে, মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কেশব মজুমদার বিধানসভার সরকারী দলের "চীফ হুইপ" (মুখ্য সচেতক) হয়েছেন এবং টি, ইউ, জে, এস সংসদীয় দলের নেতা ও উপনেতা হয়েছেন যথাক্রমে সর্বশ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা এবং নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়।

মাননীয় সদস্য বৃন্দ, সভার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, মাননীয় সদস্য শ্রী অনিল চাকমা মহোদয় বিজনেস্ এ্যাডভাইসরি কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং আমি ইহা গ্রহণ করেছি। এই পদত্যাগটি অদ্য ২৬ শে মার্চ, ১৯৯৮ ইং হতে কার্যকরী হবে।

এখন আমাদের প্রশ্ন পর্ব আরম্ভ হবার কথা কিন্তু ডেপুটি স্পীকার ইলেকশানে অনেক সময় চলে গেছে। তাই বলছি এখন কি রেফারেন্স পিরিয়ড এবং কলিং এটেনশান আরম্ভ হবে? আপনারা যদি মনে করেন প্রশ্ন পর্ব বাদ দেবেন তাহলে রেফারেন্স পিরিয়ড এবং কলিং এটেনশান আরম্ভ হতে পারে।

শ্রী অশোককুমার ভট্টাচার্য্য (বড়দোয়ালী) :— স্যার, প্রশ্ন পর্ব খুব জরুরী তাই এটা বাদ দিলে হবে না।

মি: স্পীকার :— আপনারা যদি মনে করেন তাহলে অর্ধেক টাইম করে নিতে পারেন। তা না হলে সময় বাড়াতে হবে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) স্যার, আমরা তো বিজনেস এডভাইসরি কমিটিতে আলোচনা করেছিলাম যদি নির্বাচন হয় তারপর থেকে বিজনেস চলবে এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে টাইম বাড়ানো হবে।

QUESTIONS AND ANSWERS

মি: স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি

সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে যে কোন নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন।

সময় যেহেতু কম তাই আমি প্রত্যেক সদস্যদের অনুরোধ করছি একটা প্রশ্নের জন্য আপনারা তিনটি করে সাপ্লিমেণ্টারী করতে পারবেন এবং মাননীয় মন্ত্রীদেরও অনুরোধ করছি যারা উত্তর দেবেন সংক্ষেপ করে উত্তর দেবেন। ট্রেজারী এবং বিরোধী দলের প্রত্যেক সদস্যকেই এই অনুরোধ করছি।

শ্রীবীরজিৎ সিনহা (কৈলাশহর) :— স্যার, নির্বাচন এবং ভোটার তালিকা সম্পর্কে আমার ২টি প্রশ্ন ছিল কিন্তু এই প্রশ্ন ২টি লিষ্ট অব্ বিজনেসে দেওয়া হয়নি !

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আগামীকালও হাউস চলবে, হয়তো আগামীকাল আপনার প্রশ্ন উঠতে পারে। আপনি আমার চেম্বারে গেলে বলে দিতে পারব।

মাননীয় সদস্য উমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রী উমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮।

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে মঞ্জুরীকৃত কতটি ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন আছে, যেগুলির এখনও কনষ্ট্রাকশানের কাজ ধরা হয়নি ?

২। ধর্মনগর কদমতলা ব্লক এলাকাধীন মঞ্জুরীকৃত ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশনগুলির কাজ না হওয়ার কারণ কি ?

৩। যদি করা হয় তবে কবে নাগাদ ঐগুলির কাজ ধরা হবে ?

উত্তর

১। এক (১) টি।

২। কদমতলা ব্লকে অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্র স্থাপনের জন্য এখনো মঞ্জুরী দেওয়া হয়নি।

৩। অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্র স্থাপনের মঞ্জুরীর সিদ্ধান্ত হলেই কেন্দ্রটি স্থাপনের কাজ দ্রুত শুরু করা হবে।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ফায়ার ষ্টেশনের জন্য মঞ্জুরীকৃত সরকারী অর্ডার কদমতলা ব্লকে আছে। আমরা কদমতলা ফায়ার ষ্টেশনের জন্য জায়গা দেখিয়েছি কিন্তু ডিপার্টমেণ্ট নাকচ করে দিয়েছেন। স্যার, আমরা চাই এটা হোক।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৯৮-৯৯ ইং অর্থ বছরে ফায়ার ষ্টেশন খোলার

জন্য সিদ্ধান্ত হবে। এই সম্পর্কে আগাম একটা আলোচনা হয়েছে এবং সেটা হয়ে গেলে ষ্টেশনের ব্যাপারে এটা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত হবে। তাদেরকে একটা ট্রেনিং দিতে হয়, এটাকেবেসিক ট্রেনিং বলে। এই ট্রেনিংটা ৬ মাসের জন্য। সেই ট্রেনিং-এর কাজ হাতে নেওয়া হবে। আশা করা হচ্ছে ২ হাজার সালের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ নেবে। কাজেই মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন তুলেছেন এই বিষয়গুলি আমার মনে হয় এর মধ্যে কাভার হবে।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথ।

শ্রী রতন লাল নাথ (মোহন পুর) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৩৪।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৩৪।

প্রশ্ন

১। ১০। ৪। ১৯৯৩ ইং সন থেকে ১৩। ৩। ৯৪ ইং সন পর্যান্ত ত্রিপুরা রাজ্যে মহিলা ধর্ষণের অভি-যোগের সংখ্যা কত ?

২। উক্ত সময়ে মহিলা নির্যাতন এবং মহিলা খুনের সংখ্যা কত ?

৩। উক্ত সময়ে উল্লিখিত ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে কত জন আসামী আদালত কর্তৃক সাজা পেয়েছে ?

উত্তর

১।, ২।, ৩। :— এই তিনটি প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এখানে যেটা বলা হচ্ছে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা যায়নি। তথ্যগুলি সংগ্রহাধীন আছে। নিশ্চয়ই আসলে পরে পরবর্ত্তী সময়ে এগুলি উপস্থিত করার চেষ্টা করব।

শ্রীরতন লাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্টমন্ত্রীর জানা আছে কিনা ১৯৯৩ ইং সনের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্ মুহূর্ত্তে বামফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তাহারে পঞ্চম পৃষ্ঠায় মা বোনদের মর্যাদা রক্ষায় বলা হয়েছিল মহিলাদের মর্যাদা রক্ষার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। যারা ধর্ষণ ও গণধর্ষণের স্বীকার হয়েছেন তাদের সকলকে পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। যাদের গণধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে তাদের কোন নিকট আত্মীয়কে সরকারী চাকরী অথবা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। মহিলাদের উপর অত্যাচারকারীদের, অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে। সেই প্রতিশ্রুতি থেকে আমাদের বুঝে নিতে হবে গত পাঁচ বৎসরে রাজ্যে যে ভাবে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ এবং ধর্ষণ করে খুন করার মত নারকীয় ঘটনাগুলি রেকর্ড সংখ্যায় সংঘটিত হয়েছে, সেটা সরকারী পরি-সংখ্যান রয়েছে, এমন কি এই হাউসের প্রসিডিংসেও রয়েছে। যেমন নারী নির্যাতন হয়েছিল ৯৪-৯৫-৯৬ তে ৮১৩টি, কিশোরী অপহরণ হয়েছিল ৯৪ যে ৩০টি, ৯৫ তে ২০টি এবং ৯৬ তে ৩৯টি। ৯৩ ইং থেকে ৯৭ ইং পর্যন্ত এই ধর্ষণের ঘটনা হয়েছিল ২৮২টি। তাহলে তাতে কি তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষায় বার্থ নাকি মা বোনদের মর্যাদা হানির বিষয়টি গত পাঁচ

বৎসরে দুস্কৃতকারীদের উৎসাহিত করা হয়েছে ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য প্রশ্ন করতে গিয়ে নিজেই মন্তব্য করে নিচ্ছেন। ব্যাখ্যা বা জবাবটা যদি দিতে হয়, আমি বলেছি বিনীতভাবে যেহেতু সারা রাজ্যের ব্যাপার এবং এটা সারা রাজ্য থেকে তথ্যগুলি একটা জায়গায় কনসোলিডেটেড করে দিতে হয়, কাজেই এটা সংগ্রহাধীন। বাকী যেটা বলেছেন সেগুলি সম্পর্কিত এখানে এর পরিপ্রেক্ষিতে আর কিছু বলা যায় না। যে ইস্তাহারের কথা উল্লেখ করেছেন সেই ইস্তাহার একটা পার্টিকুলার পিরিয়ডের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী থার্ড লেফ ফ্রন্ট গভর্ণমেন্ট তারব্যবস্থা নিয়েছেন। তার অর্থ এই নয় যে, এর পরবর্ত্তী সময়ে যে ঘটনাগুলি, এই ঘটনাগুলি কেইস-ওয়াইজ যদি পরীক্ষা করে দেখা যায় এই জিনিসগুলি বিবেচনার মধ্যে আসতে পারে। পূর্বতন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হয়েছে কেন এই ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হবেনা ? নিশ্চয়ই গ্রহণ করা হবে। আর এটা ঠিক যে মা-বোনদের নিয়ে প্রশ্ন। এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্কের অবকাশ নেই। আমরা সবাই এই ব্যাপারে সচেতন। আমাদের প্রত্যেকের মা বোনের ইজ্জত রক্ষার দায়িত্ব আমাদের সকলকে নিতে হবে। এই ধরনের ঘটনা ঘটলে পরে আমাদের সকলের পক্ষে লজ্জাজনক। আমরা চাইব এই জাতীয় ঘটনাগুলির চিরসমাপ্তি হোক। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এমন একটা ব্যবস্থায় আমরা বাস করছি যে, এটা সবটা আমাদের হাতের মধ্যে নেই। কিন্তু আমাদের চেষ্টা থাকবে এবং আগামীদিনেও আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করব এটাকে কিভাবে আরও কমানো যায়।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছেন একটা পার্টিকুলার পিরিয়ডের কথা আমি নির্বাচনী ইস্তাহারে বলেছি, স্যার, ১৯৯৩ ইং এর কথা এখানে বলা হয়েছে। তা সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তাহারে মা বোনদের ইজ্জত রক্ষা করার কোন রকম প্রতিশ্রুতি রাখা হয়নি। এটা কিসের ইঙ্গিত বহন করে ?

মিঃ স্পীকার :— তথ্য সংগ্রহাধীন আছে বলার পরে আর সাপ্লিমেন্টারী চলে না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, উনি একটা পার্টিকুলার পিরিয়ডের কথা বলেছেন তার জন্যই আমি বলছি, না হলে একটা কথাও বলতাম না। এবারের নির্বাচনী ইস্তাহারেও মা বোনদের ইজ্জত রক্ষার ব্যাপারে কিছু লেখা নাই।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— পয়েন্ট অফ্ অর্ডার স্যার, এখানে নির্বাচনী ইস্তাহার নিয়ে ডিসকাশনের কোন বিষয় নেই, এখানে একটা নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন ছিল এবং প্রশ্নটার তথ্য সংগ্রাহাধীন বলেছেন। তারপর এখানে নির্বাচনী ইস্তাহার আসে কি করে ?

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমার কাছে ১৯৯৩ ইং সালের এবং ১৯৯৮ ইং সালের

নির্বাচনী ইস্তাহার দুইটাই আছে।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, নির্বাচনী ইস্তাহারটা বামফ্রন্টের, প্লিজ টেইক ইউর সীট। এই ইস্তাহারটা যখন তৈরী হয় তখন বামফ্রন্টের একজন কর্মী হিসাবে ইস্তাহার তৈরী করার দায়িত্ব আমারও ছিল। আই এম কোয়াইট কনসার্ণ এবাউট ইট। কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে মা বোনদের সম্পর্কে কিছু লেখা না থাকেও তো তার অর্থ এটা ধরে নেওয়া ঠিক হবে না যে আমরা তার সম্পর্কে সচেতন নয়। এটা ভাবছেন কেন, ভাবার কোন কারণ নেই। আমার মনে হয় আপনি নির্দ্দিষ্ট ভাবে যে তথ্যগুলি চেয়েছেন সেগুলি নির্দ্দিষ্টভাবে আসলে তখন এগুলি আলোচনা করা যাবে। প্লিজ হেল্প আস্।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, অ্যাসেম্ব্লি রুলস-এর ৪৭ ধারার বি উপধারায় অনুসারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করছি যে, উনি কত দিনের মধ্যে এই তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এটাতো নির্দ্দিষ্টভাবে বলতে পারছি না, তবে এস্ আরলি এস পসিবল।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— কবের মধ্যে আপনি তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন এই প্রশ্নটা যে কোন সদস্যই বলতে পারেন। তা ছাড়া, আপনি কি দুই মাসের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন না ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— নিশ্চয়ই, মাননীয় সদস্যদের তথ্য জানার অধিকার আছে এবং তথ্য চাপিয়ে রাখার কোন প্রশ্নই আসে না। তথ্য উপস্থিত করাটা সরকারের দিক থেকেও দায়িত্ব এবং এই সম্পর্কে আমরা সদা সতর্ক থাকব এবং সমস্ত তথ্য হাউসের সামনে উপস্থিত করার জন্য আমরা সব সময় চেষ্টা করব। আর একটা হল মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন, তথ্য সংগ্রহ করতে আমার দুই মাস সময় লাগবে কেন ?

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বীরজিৎ সিনহা।

শ্রী বীরজিৎ সিনহা :— মি: স্পীকার স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৬।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যের প্রশ্ন হচ্ছে

১) মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে রাজ্যে উগ্রপন্থীদের দ্বারা অপহৃত ব্যক্তিদের উদ্ধারের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার অপহৃত ব্যক্তিদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিবেন কিনা ?

২) না নিলে এর কারণ কি ?

উত্তর

১) না।

২) অপহরণ একটি অমানবিক ও সামাজিক অপরাধ জনিত কাজ। তাই উক্ত বিষয়ে সহায়তা

দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। সহায়তা এ কাজকে পশ্রয় দেওয়ার সামিল। সরকার সব সময় অপহরণের ঘটনার বিষয় অবগত হলে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বাহিনী দিয়ে অপহৃত ব্যক্তিবর্গকে উদ্ধারের বিষয়ে অগ্রসর হন। সব ক্ষেত্রে যে সফল হন ঘটনা তা নয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত অপহৃত ব্যক্তি উদ্ধার না হন ততক্ষণ পর্যন্ত উদ্ধারের বিষয়ে নিরাপত্তা কর্মীরা সক্রিয় উদ্যোগ চালিয়ে যান।

শ্রী বীরজিৎ সিন্‌হা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি জানতে চাই যে এই ব্যাপারে উগ্রপন্থীরা কত জনকে অপহরণ করেছে এবং কত জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যেতে পারে।

শ্রী জওহর সাহা (বীরগঞ্জ) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যারা অপহৃত হয়েছেন তারা সরকারী কর্মচারী হলে সরকারী তহবিল থেকে মুক্তিপণ দিয়ে তাদের উদ্ধার করা হয়। অথচ বেসরকারী যারা শ্রমিক, কৃষক, ড্রাইভার বা মোটর কর্মী, ব্যবসায়ী তাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের সরকারী কোন সাহায্য কার্য্যকরী করা হয় না। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হয়তো বলেছেন যে সরকারী ভাবে কাউকেই কোন সাহায্য দেওয়া হয় না। কিন্তু আমি জানি আমাদের অমরপুরে পূর্তদপ্তরের একজন ইঞ্জিনীয়ার অপহৃত হয়েছিলেন এবং যতনবাড়ী থেকে পাওয়ার ডিপার্টমেন্টের একজন কর্মী অপহৃত হয়েছিলেন। সেখানে সরকারীভাবে কোন তহবিল থেকে দিয়েছেন জানিনা, কিন্তু সরকার তাদের মুক্তিপণ বাবদ অর্থ দিয়ে উগ্রপন্থীদের হাত থেকে তাদের মুক্ত করেছেন। সুতরাং এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে বেসরকারী কোন ব্যক্তি এইভাবে উগ্রপন্থীদের দ্বারা অপহৃত হলে সরকারী তরফে উদ্যোগ নিয়ে মুক্তিপণ দিয়ে তাদের উদ্ধার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মূল প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের উত্তরে বলেছি যে এইভাবে সরকারী তরফে অর্থ দিয়ে সাহায্য করার কোন ব্যবস্থা নেই। কাজেই আমার বন্ধু যে প্রশ্ন করেছেন সেটা ইনফ্রাকচুউয়াস—সরি।

শ্রী বীরজিৎ সিন্‌হা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিগত সরকারের আমলে আমরা ত্রিপুরার বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দেখতে পাই যে কমলপুরের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক রনজিৎ ঘোষ যখন অপহৃত হন তখন সরকারী তরফে যারা বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স হোল্ডার, রেশনশপ ডিলারস্ তাদের থেকে টাকা তোলে ৩০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দিয়ে তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। তারপর প্রাক্তন বিধায়ক শ্রী পূর্ণ মোহন ত্রিপুরাকে ২৫ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে। পত্রিকায় দেখেছি তাকে উদ্ধার করার জন্য কাঞ্চনপুরে টাকা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এরপর আমাদের বিগত বিধানসভার এম, এল, এ

এবং বর্তমান বিধানসভার তিনি এম, এল, এ, (শ্রী প্রনব দেববর্মা) উনাকে উগ্রপন্থীরা অপহরণ করে বাংলাদেশে নিয়ে গিয়েছিল। এবং প্রচুর টাকা মুক্তিপণ দিয়ে তাকে উদ্ধার করা হয়েছিল। এখন আমার প্রশ্ন ভী, আই, পি, দের এইভাবে যদি জনগণের টাকা দিয়ে সরকার উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন তাকে বেসরকারী কোন ব্যক্তি শ্রমিক, কৃষক বা ব্যবসায়ী মোটর কর্মী তারা অপহৃত হলে তাদের কেন এইভাবে সরকারী উদ্যোগে উদ্ধার করা হবে না? আমি এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি, মূল প্রশ্ন করতে গিয়ে এগুলিতো কারও মনে আসতে পারে। রাজনৈতিক দল এগুলি বলতে পারে। পত্র-পত্রিকায়ও এগুলি লিখতে পারে। কাজেই এই দিয়ে আমরা অহেতুক বিতর্কে যেতে চাই না।

আমি বলতে চাই অপহরণ হচ্ছে একটি অমানবিক কাজ। এটাকে প্রশ্রয় দেওয়া সঠিক নয়। আমি প্রথম থেকেই বলছি চলুন বিষয়টি নিয়ে সমাধানের জন্য আমরা সবাই সহযোগিতা মুলক দৃষ্টিভঙ্গীতে এগিয়ে যাই। নিশ্চয়ই একটি জায়গাতে গিয়ে আমরা রাজ্যের স্বার্থে মিলিত হতে পারি। মূল কথা হচ্ছে এই ব্যাপারে সহযোগিতা করা।

এটাতো ঠিক যে একটি অপহরণে একটি পরিবার কি ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেটা আমাদের উপলব্ধি রয়েছে। কোন অবস্থাতেই সেটাকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। কাজেই বিষয়টি নিয়ে সমাধানের লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সকলের সহযোগিতার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে এবং হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী প্রকাশচন্দ্র দাস মহোদয়।

শ্রী প্রকাশচন্দ্র দাস (বামুটিয়া) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্‌ কোশ্চেন নাম্বার—৬৭।

মিঃ স্পীকার :— এড্‌মিটেড্‌ স্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার—৬৭।

শ্রী সুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্‌ কোশ্চেন নাম্বার—৬৭।

প্রশ্ন

১। রাজ্য মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে মৎস্য বিক্রয়ের জন্য কোন কর্মী সূচী বর্তমানে চালু আছে কিনা,

২। না থাকলে চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা, এবং

৩। না নেওয়া হয়ে থাকলে এর কারণ কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ, চালু আছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী প্রকাশচন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে যদি চালু থেকেই থাকে তাহলে সেটা কোন বাজারে চালু রয়েছে ?

শ্রী সুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, রাজধানী আগরতলা শহরের ১০টি বাজার বিভিন্ন মহকুমা শহরের বাজারগুলিতে এটা চালু রয়েছে।

শ্রী প্রকাশচন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা এই মাছ যেটা বিক্রি হচ্ছে সেটা কি মৎস্য দপ্তরের হচ্ছে অর্থাৎ সরকারী পর্যায়ে নাকি বে-সরকারী পর্যায়ে বিক্রয় হচ্ছে ?

শ্রী সুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মৎস্য দপ্তর তথা সমবায়ের ব্যবস্থাপনায় বিক্রি হচ্ছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পিনগর) :— রাজধানীতে অর্থাৎ আগরতলায় বর্তমান আর্থিক বছরে এখন পর্যন্ত কত পরিমাণ মাছ বাজারে বিক্রি হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ১৯৯৭-৯৮ ইং অর্থ বর্ষে এখন পর্যন্ত মোট ৬৪,১২ কে, জি, মাছ বিক্রি করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্মিটেড্ স্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার—৪০।

মিঃ স্পীকার :— এড্মিটেড্ স্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার—৪০।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার এড্মিটেড স্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার—৪০।

প্রশ্ন

১) গত ৩রা মার্চ থেকে ১৫ ইং মার্চ, ১৯৯৮ ইং কয়টি নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে,

২) উক্ত ঘটনায় কতজন নিহত বা আহত হয়েছেন, এবং

৩) উক্ত ঘটনায় যুক্ত অপরাধীদের কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?

উত্তর

১) মোট ৩৫ টি।

২) ৬ জন নিহত এবং ৩২ জন আহত হয়েছেন।

৩) ৪৮ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত ৩রা মার্চ অমরপুরের ভুঙ্গিয়া গ্রামে জে, এস, জমাতিয়া এবং ধ্রুব জমাতিয়া এরা দুইজন যুব সমিতির সক্রিয় কর্মী। তাদের উপর বোতল দিয়ে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করা হয়। এবং বোতল দিয়ে আঘাত করার ফলে বোতল ভেঙ্গে মাথায় ঢুকে যায় এবং

আশংকাজনক অবস্থায় তাদের দুইজনকে অমরপুর হাসপাতালে আনতে হয়েছিল। সেই সময় পার্শ্ববর্তী আসাম রাইফেল ক্যাম্পে খবর পেয়ে তারা বিদ্যারাজ জমাতিয়া সহ কয়েকজনকে পাকড়াও করে। এরপর তাদের যখন পুলিশের হাতে দেওয়া হয় পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে তাদের ছেড়ে দিয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস যারা এই সমস্ত কাজ করছে তাদের পুলিশের হাতে দেওয়ার পর কেন তাদের ছেড়ে দেওয়া হয় ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সুনির্দিষ্টভাবে না দিতে পারলে চট করে বলাতো অসুবিধা। এবং যে ঘটনার কথা মাননীয় সদস্য উল্লেখ করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে এই সম্পর্কে যদি আমাদের সাহায্য করেন কাগজপত্র দিয়ে তাহলে নিশ্চয় আমি খবর নেওয়ার চেষ্টা করব যে একজন অভিযুক্তকে থানা থেকে কি করে ছেড়ে দেওয়া হল নিশ্চয় আমরা দেখব।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমাভ্যালী) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই ৩৫টি ঘটনা এবং ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে।

এই ছয় জনের মধ্যে কতজন জাতি উপজাতির লোক আছেন। এবং বর্তমানে নির্বাচনের পরে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এই সন্ত্রাস চলছে এখনও বন্ধ হয় নাই। এগুলি বন্ধ করার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ? এবং যে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে সেগুলি কোন কোন মহকুমায় এটা জনাবেন কিনা ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নগুলি করেছেন এগুলি এখানে তার বিস্তারিত নেই। এটা আলাদা করে দিতে পারলে ভালো হত। না থাকায় আমি দিতে পারছিনা দুঃখিত। এবং যেটা বলেছেন যে এর মধ্যে কতজন জাতি উপজাতি এটাও আমি দিতে পারছি না। কিন্তু নির্বাচনের পরে এখনও কোন কোন জায়গায় এইসব চলছে এগুলি আমরা সমর্থন করছি না। এবং সমস্ত জায়গায় পুলিশকে বলা হয়েছে শক্ত হাতে এগুলি মোকাবিলা করার জন্য। এখানে কোন দলমতের প্রশ্ন নেই। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্রবাবু যে নাম বললেন সম্ভবতঃ বিদ্যারাজ জমাতিয়া যদি উনার নামে অভিযোগ থাকে, ডাইরী থাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান না দিয়ে যদি তাকে ছেড়ে দেন তাহলে কোন আইনে তাকে ছাড়লেন নিশ্চয় তদন্ত করে দেখতে হবে। এই জায়গায় যদি আমরা হাত দিতে পারি তাহলে এই জিনিষগুলি বন্ধ করা যাবে। এবং পুলিশকে সেখানে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে ক্রমলি আইনশৃংখলার প্রশ্নে ডিল করতে হবে। ওখানে কোন দলীয় প্রশ্ন নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত ৯ই মার্চ, শ্রীমতি সতি মলসম, তার গ্রাম হচ্ছে ছনখলা অম্পী থানার অধীন। তাকে কর্ণসাধন জমাতিয়া তার বাবা হচ্ছে শিবসাধন জমাতিয়া তার ছেলে তাকে হামলা করে প্রচণ্ডভাবে মারধোর করে। তারফলে তার বাচ্চাকে যে দুধ দেবে সেটাও পারে না। আমি যখন অম্পী গিয়ে পৌঁছি তখন এই অবস্থায় মহিলা আমার কাছে এসেছিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে থানাকে জানালাম। কিন্তু আসামীর নাম দেওয়া সত্বেও গ্রেপ্তার হয়নি। এমনকি

থানার পক্ষ থেকে বলছে যে আপনারা কেইস না দিয়ে মিমাংসা করে ফেলেন এইভাবে চাপাচাপি করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমি প্রথম যে ঘটনা বললাম এবং দ্বিতীয় যে ঘটনা বললাম যে নারী নির্যাতন এই দুটি ঘটনাই তদন্ত করে দেখবেন কিনা যে, কেন আসামী গ্রেপ্তার হয় না।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এই ব্যাপারে আমি মাননীয় সদস্যের সহযোগিতা চাইব। যে সমস্ত ব্যাপারে উনি এখানে নেতা বলেছেন এই সব ব্যাপার নিয়ে আমরা দুজনে আলাপ আলোচনা করে পুলিশের কাছে তদন্ত করে দেখব। একটা জিনিষ হচ্ছে, পুলিশের এক ধরনের চেষ্টা থাকে। ঘটনার মামলা মকদ্দমা করার ক্ষেত্রে তাদের একটা সোসাল রেসপন্সিবিলিটি আছে। কাজে, আইন তার নিজের পথ ধরে চলে এই ব্যাপারে বিতর্কের কোন অবকাশ থাকে না। সবগুলি ঘটনাই কোর্ট কাছারীতে না গিয়ে তারা নিজেরাই ঘটনার মিমাংসা করে ফেলতে পারে। সেখানে গেলে পয়সা কড়ির প্রশ্ন আছে। তারা সকলেই নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক কাজেই তারা নিজেরা বুঝতে পারে। এবং যার দ্বারা ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তার উপলব্ধি থেকে যদি আছে যে না আমার অপরাধ হয়ে গেছে ভবিষ্যৎ এই সব কাজ থেকে আমরা নিবৃত থাকতে হবে জিনিষটা এমন হলে অনেক দিক সুখকর হয়। কথাটা হচ্ছে, পুলিশ এই ধরনের সওয়ার্তা ভূমিকা নেন না ঘটনাটা তা না। কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন এমন অফেন্স থাকে সেগুলি গ্রামাঞ্চলে বসে মিমাংসা করাটাই প্রত্যাশিত। কাজেই, এই জায়গায় আমাদের সচেতন থাকতে হবে সব দিকে। পার্টিকোলার পয়েন্টে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা নিশ্চই দেখতে হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার প্রশ্ন যে পুলিশ কেইস করতে সেখানে পুলিশ বলছে যে আমরা কেইস নেবনা এই ব্যাপারটি তদন্ত করে দেখবেন কিনা।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য, আমি বলেছি যে আপনার সঙ্গে বসে এইগুলি তদন্ত করে দেখব।

মিঃ স্পীকারঃ — মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার এডমিটেড কোয়েশ্চান নম্বর—৬২

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নম্বার—৬২

প্রশ্ন

মাননীয় সদস্যের প্রশ্নটা হচ্ছে,—এটা কি সত্য গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের দিন জোটের সমর্থিত উপজাতি যুব সমিতির প্রার্থী শ্রীজগদীশ দেববর্মাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে অসামাজিক কাজে লিপ্ত দুস্কৃতিকারীরা বোমা নিক্ষেপ করেছেন ?

প্রশ্ন নং ২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে উক্ত বোমা নিক্ষেপকারীদের শাস্তি দানের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

১ এবং ২ নং প্রশ্নের প্ররিপ্রেক্ষিতে উত্তরটি হল নিম্নরূপ শ্রীজগদীশ দেববর্মা গত ১৬.২.৯৮ ইং তারিখে জিরানীয়া থানায় তাকে হত্যা করার উদ্দেশে বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে বলে ৩৫ | ৯৮ নম্বর ধারাই মামলা নথিভুক্ত করেছেন। মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন আছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, গত ১৬ তারিখে জগদীশ দেববর্মা তার নিজের ভোটটা দিয়ে এসেই দূর্গানগর হাই স্কুলে যখন আসেন তখনেই সি, পি, এম, এর রানীরবাজার লোক্যাল কমিটির গোপাল চৌধুরী, সিরাজ মিঞা, গৌবিন্দ মজুমদার তাদের নেতৃত্বে দুই তিন শত লোক লাঠি দা সোটা ইত্যাদি নিয়ে জগদীশ দেববর্মার উপর আক্রমন করা হয়েছে এবং ৬,৭,৮,৯ এই সব ভোট কেন্দ্রে ব্যাপক রিগিং করা হয়েছে এই তথ্য আপনার কাছে আছে কিনা ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, র‍্যাগিং হয়েছে কিনা এটা তো নির্বাচন দপ্তর বলবে এটা আমি বলতে পারবনা কিন্তু প্রাথমিক বিষয়ে যেগুলি প্রশ্ন তুলেছেন সেটি আমি বলছি, জগদীশ দেববর্মার ভোট কেন্দ্রের সামনে যে ঘটনা যে ঘটেছে আক্রান্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন। তার লাগোয়া এলাকাতেই তার বাসস্থান। সেখানে তার সঙ্গে দুটো গাড়ী ছিল, দুটো গাড়ীবই পার্টির ছিল। এবং বেশ কিছু আরোহী ছিল গাড়ীতে। সেখানে একটা ঘটনা ঘটে। যাদের সম্পর্কে এখানে বলা হল তাদেরও আবার আর একটা মামলা আছে। তাদের মামলাটা হচ্ছে যে তাদের উপর বোমা নিয়ে আক্রমণ করা হয়েছে এবং মাননীয় জগদীশ দেববর্মা যে ব্যক্তিগত দেহ রক্ষি তার সার্ভিস রিভালবার থেকে গুলি শুরু করেছেন। এবং সেই জায়গায় পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে হস্তক্ষেপ করেন এবং গাড়ীগুলি পরে অন্য লোককে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেই গাড়ীর পাশে পুলিশ দুটি তাজা বোমা উদ্ধার করেছেন। সংঘর্ষ হওয়ার পর সেখান থেকে ১৬ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাদেরকে আটকিয়ে রাখা হয়। এবং তারা এই এলাকারও লোক না। তার মধ্যে কিছু ছাড়া পান এবং কিছু কোর্টে পাঠানো হয়েছে। আসল হচ্ছে যে দোষী সে শাস্তি পাবে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, প্রশ্ন হচ্ছে একটু আগে বলেছি ৫,৬,৭,৮ এবং ৯ এই ৫টি কেন্দ্রে বুথ দখল হয়েছিল কিনা ? তা আমি জানতে চাইছি। কিন্তু আপনি বল্লেন সেটা নির্বাচন দপ্তরের ব্যাপার। এস,ডি,ও সাহেবকে, রিটানিং অফিসারকে এপ্লিকেশান দেওয়া হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে যে, আমার উপর আক্রমণ করা হয়েছে, বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে ও বুথ দখল হয়েছে। সেই এপ্লিকেশানের কপি আমার কাছে আছে। আপনি যদি তা দেখতে চান তা আমি আপনাকে দেখাতে পারি। সেই এপ্লিকেশানে সমস্ত কিছু বলা আছে কি ভাবে আক্রমন করা হয়েছে বোমা নিক্ষেপ করা এবং বুথ দখল করা হয়। এই এপ্লিকেশান করার পরও সি,পি,এম এর কর্মচারীদের হ,গ,ব পন্থীরা যারা আছেন তাদের হুমকীতে এস,ডি,ও রিটানিং অফিসার কোন ব্যবস্থা নিতে পারলেন না। এই

জিনিসটা আপনি খতিয়ে দেখবেন কিনা ? শুধু ভাইনা মেসেজও পাঠানো হয়েছে ইলেকশান কমিশনের কাছে, নির্বাচন দপ্তরে। কিন্তু, এখানকার বর্তমানে যে শাসক দল সেই শাসকদলের লোকেরা রিটানিং অফিসারকে বলাতে এবং অব্জার্ভারকে হুমকি দেওয়ায় তাদের পক্ষে কোন রূপ ব্যবস্থা নেওয়ার সাহস হয় নাই। এবং সেখানেও বলা হয়েছে এই আক্রমন বোমাবাজী এবং বুথ দখলের কথা। এটা ১৬ তারিখ নির্বাচনের দিন পাঠানো হয়েছে দিল্লীর নির্বাচন দপ্তরে। এই সমস্ত সঠিক তথ্য আমার কাছে আছে। এই ব্যাপারটা খতিয়ে দেখে দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমেই বলেছি নির্বাচনের ব্যাপারটা একটা নির্দ্দিষ্ট দপ্তর দেখে। এবং সেখানে রিটানিং অফিসার আছেন, তার উপরে সেক্টর অফিসার আছেন, "কারন আমি নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করেছি বলে বলছি" এবং তার পর অব্জার্ভার আছেন, অব্জার্ভার জাতীয় স্তর থেকে পাঠানো হয়, নির্বাচন দপ্তর পাঠান। এবং যারা কেন্দ্রীয় অব্জার্ভার তারা এই রাজ্যের কেউ নন। তারা বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসেছে। আমার যে প্রতিদ্বন্দী বন্ধু এই অভিযোগ করেছেন প্রথম উনি উনার প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে করতে পারেন, তা যদি না হয় তার উপরে সেক্টর অফিসার অথবা অব্জার্ভার এর কাছে আবেদন করতে পারেন। এই বিষয়গুলি তাদের দেখবার বিষয়। এর পরেও যদি কোথাও থাকে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাজ কি ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাজ হচ্ছে শান্তিতে নির্বাচন হয়েছে কিনা সেটা দেখা। এবং সেই জায়গায় স্বরাষ্ট্র দপ্তর ওখানে ভোট করার ক্ষেত্রে কার্য্যকরী যোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। কারন, সাধারণ ভাবে ভোটারদের কাছ থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরে এই ধরনের কোন অভিযোগ আসেনি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহোদয়।

শ্রীমানিক দে :—(মজলিশপুর) স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বিস্তৃতি দিয়েছেন, জীরানীয়া পি, এস, এ কেইস নং ৩৬/৯৮ এই মামলায় জগদীশ দেববর্মা সহ অভি দেববর্মা, গোপাল দেববর্মা, রঞ্জিত দাস, কাশ্চারাম দেববর্মা সুচিলাল দেববর্মা, নন্দ দেববর্মা, শম্ভু দেববর্মা, রবি দেববর্মা, সচিন্দ্র দেববর্মা, সুধীর দেববর্মা, রবি দেববর্মা, মৃনাল দেববর্মা, নন্দকুমার দেববর্মা, বীরকুমার দেববর্মা, দুর্যোধন দেববর্মা, সচিন্দ্র দেববর্মা, এই ১৬ জন তাদের বাড়ী কোথায় তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ? যে স্থানে ঘটনা ঘটেছে ইলেকশনের দিন টি, আর-০১-৯৫০৯ এই গাড়ীর পারমিশান ছিল এবং টি, আর, ০১-০২৪৬ উইদাউট পারমিশানে বোঝাই করে রাম দা সহ মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে হামলা চালাতে গিয়েছিলেন পুলিশ তাদের ঘটনাস্থল থেকে ধরে এনেছে। আণ্ডার সেকশন ১৪৮ | ১৪৯ | ৩০৭ আই, পি, সি ২৫ আরমস্ আ্যাক্ট এবং ৩১৫ এ্যাকসপ্লয়িট অ্যাক্ট-এ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। ১৯৯০

সালেও উনার নেতৃত্বে জিরানীয়াতে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে।

মিঃ স্পীকার :— ১৯৯০ সাল এই প্রশ্নের সঙ্গে রিলেটেড নয়। আপনি আপনার সাপ্লিমেণ্টারী কি করতে চান, সেটাই বলুন।

শ্রীমানিক দে :— আমি জানতে চাই, এটার সঙ্গে ওটাও রিলেটেড কিনা এ খবর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহোদয় এখানে যে বিষয়ে জানতে চেয়েছেন উনার সাপ্লিমেণ্টারীতে সে বিষয়ে আমি আগেই বলেছি, ১৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা চলছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল দাস।

শ্রীকাজলচন্দ্র দাস (কল্যানপুর) :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—৬৪

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—৬৪।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—৬৪

প্রশ্ন

১। গত ১২.১১.৯৬ ইং কল্যাণপুর বাজার কলোনীর গৃহদাহ ও নারকীয় গণ হত্যার সঙ্গে জড়িত দোষীদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার সহ শাস্তিদানের ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

২। যদি নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে কাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এবং

৩। ইহা কি সত্য যে এলাকা থেকে দুস্কৃতকারী দোষীদের নাম বলা সত্বেও গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না ?

উত্তর

১। কল্যাণপুর বাজার কলোনীর ঘটনায় কল্যাণপুর থানায় ৫৪ | ৯৬ নং মামলা ভারতীয় দণ্ডবিধি ১৪৮ | ১৪৯ | ৩২৬ | ৩০২ | ৪৩৬ ধারায় লিপিবদ্ধ করে রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরকে তদন্তের ভার অর্পণ করা হয়েছিল। তদন্ত শেষে (১) অসিত দেববর্মা ওরফে চিত্ত, পিতা নন্দকুমার দেববর্মা, সাং জয়মণি কোবরা পাড়া থানা, কল্যাণপুর, (২) চিত্ত দেববর্মা পিতা প্রফুল্ল দেববর্মা, সাং— গয়াপাত থানা কল্যাণপুর, (৩) খগেন্দ্র দেববর্মা ওরফে যগেশ্বর পিতা যোগেন্দ্র দেববর্মা সাং—রজনী সর্দার পাড়া, থানা কল্যাণপুর (৪) অতুল দেববর্মা পিতা রমনী দেববর্মা, সাং—রজনী সর্দার পাড়া থানা কল্যাণপুর (৫) কিশোর দেববর্মা পিতা নীলমোহন দেববর্মা সাং—গগণ সর্দার পাড়া, থানা কল্যাণপুর ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গত ১২.১.৯৭ ইং তারিখে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১১০ (বি) ৪৩৬ । ৩০২ ধারায় অস্ত্র আইনের ২৭ (৩) ধারায় ২৪ নং চার্জসিট আদালতে দাখিল করা হয়েছে যাহা বর্তমানে বিচারাধীন আছে।

২। তদন্ত কার্য্য চলার সময়ে কল্যাণপুর থানার পুলিশ (১) অসিত দেববর্মা ওরফে চিত্ত পিতা নন্দকুমার দেববর্মা, সাং—জয়মনি কোবরা পাড়া এবং (২) চিত্ত দেববর্মা, পিতা প্রফুল্ল দেববর্মা,

সাং—গয়াও ফাও থানা কল্যাণপুর গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপার্দ করেন।

৩। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ অভিযান অব্যাহত আছে।

শ্রীকাজলচন্দ্র দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জানেন কিনা এই কল্যাণপুরে ১২, ১২, ৯৬ তারিখের ঘটনায় যারা নিহত হয়েছেন, যারা আহত হয়েছেন, যাদের ঘর-বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তাদের বাড়ী থেকে এই সব ঘটনার জন্য যাদের চিনতে পেরেছিল তাদের নামে কমপ্লেইন করেছিলেন। এই সব অভিযুক্ত লোকদের মধ্যে আমি দুই জনের নাম বিশেষ করে বলছি। তারা হচ্ছে, বিমর দেববর্মা. ও অতুল দেববর্মা। ওরা এখনও শাসক দলের ছত্র ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে আগরতলা শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করতে সাহস পাচ্ছে না। আর এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী উনার উত্তরে যে চিত্ত দেববর্মা, পিতার নাম নন্দ দেববর্মা এবং প্রফুল্ল দেববর্মা বললেন সে অভিযুক্ত চিত্ত দেববর্মা এক ব্যক্তি নয়। সেই চিত্ত দেববর্মা যার নামে অভিযোগ করা হয়েছে, তার পিতার নাম, অশ্বিনী কুমার দেববর্মা এবং বাড়ী গয়াও ফাও নয়, সরগম তার বাড়ী।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় আমি সদস্যকে বলছি এগুলি এলাকার থানার দায়িত্ব। ব্যাক্তিগত ভাবে প্রশ্ন করলে তো আমি বলতে পারব না যদি এ সম্পর্কে উনি মনে করেন যে তথ্যের বিবৃতি হচ্ছে তাহলে আমি উনাকে অনুরোধ করব আমাদের সাহায্য করেন সংশ্লিষ্ট থানা যদি ঠিকানার উলটপালট করে, আপনার কাছে যদি ইনফরমেশান থাকে তাহলে থানাকে ইনফর্ম করুন। যদি থানা না করে তাহলে জেলা পুলিশের উপরের স্তর আছে সেখানে যোগাযোগ করুন। আমাদের সবার চেষ্টা করতে হবে দুস্কৃতকারীকে ধরার জন্য সে যে দলেরই হোক না কেন তার পরিচয় দুস্কৃতকারী এবং এই কাজে কাউকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।

শ্রীকাজলচন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমার পক্ষ থেকে নাম বলা সত্বেও যাদের কথা বলা হয়েছে তারা আমাদের ছত্রছায়ায় আছে এবং তদন্ত সাপেক্ষ এটা করা হবে কিনা। আপনি ভাল করে অবগত আছেন যে এই ঘটনার পরবর্তী মুহূর্তে খোয়াই অঞ্চলে রাস্তা করে খোয়াইকে আগরতলা শহর থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল। এটা সবারই জানা আছে, এবং এই ঘটনায় যারা জড়িত তাদের নামে প্রকাশ্যে পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে সবারই কাছে বলা হয়েছিল এবং সরকারের তরফ থেকেও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে ৭ দিনে আসামীকে গ্রেপ্তার করা হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আবেদন করছি এই ঘটনাটি তদন্ত করে এবং আপনাদের দেওয়া যে প্রতিশ্রুতি ছিল সেখানকার মানুষের নিরাপত্তা রক্ষা করা সেটা করা হবে কিনা?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলেছি যাদের নামে অভিযোগ আছে সবাইকে ধরা না গেলেও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং বাকীদের ধরবার জন্য প্রচেষ্টা চলছে। ওরা কার ছত্রছায়ায় আছে সেটা আমার জানা নেই। পুলিশের দায়িত্ব হচ্ছে যার ছত্রছায়ায়ই থাকুক না কেন ওরা যদি অভিযুক্ত হন, তাহলে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা এবং সে দায়িত্ব পালনে পুলিশের নিশ্চয়ই সচেষ্টা

থাকবে। শুধু খোয়াই না, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আমরা সর্বোতো ভাবে সচেষ্ট।

শ্রী সমীর দেব সরকার (খোয়াই) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যদিও এখানে কল্যাণপুর বাজার। কলোনীর কথা বলা হয়েছে আমরা দেখছি মূলতঃ ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে জনগণের যে সম্পর্ক সে সম্পর্ককে বিঘ্নিত করার জন্য, জাতি উপজাতির মধ্যে যে মৈত্রী, সে মৈত্রীতে ফাটল ধরানোর জন্য চক্রান্ত দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। প্রাক্তন বিধানসভার সদস্য, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী মহোদয়কে মূলতঃ টারগেট করা হয়েছিল। তাঁর উপর আক্রমন করা হয়েছে এবং তাঁর বাড়ীঘর ভস্মভূত হয়েছে এবং সেখানকার কর্মচারী সংগঠনের নেতা সুদামীনি দাস তার উপরও আক্রমণ করা হয়েছে এবং তার আত্মীয় স্বজনও খুন হয়েছেন। এই কথাগুলি বলছি আমি এই কারনে যে সেখানে প্রাক্তন সি, পি, আই বিধায়ককে টারগেট করা হয়েছিল, সে এলাকার সংগঠন দুর্বল করা, জাতি উপজাতির মৈত্রীকে বিঘ্নিত করার জন্য একটা পরিকল্পিত চক্রান্ত দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, শান্তি, সম্প্রীতি ও সংহতি নষ্ট করার যে চক্রান্ত এটা দেশদ্রোহীতার সামিল। আমরা যারা গনতন্ত্রের পূজারী তারা দলমত নির্বিশেষে এর বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য আবেদন করছি। এই চক্রান্ত সকলের পক্ষে ক্ষতি বিশেষ ক'রে কমিউনিষ্ট পার্টি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। কাজেই এই সমস্ত কার্যাকলাপ বন্ধ করার জন্য আমি সবার কাছে আবেদন করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল নাথ।

শ্রী রতন লাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে এত বড একটা ঘটনা ঘটে গেল, ত্রিপুরাতে আমার জানা মত এটা বোধহয় সবচেয়ে বড় ঘটনা। কল্যাণপুর থেকে থানার দূরত্ব মাত্র ৩০০ গজ দূর কিন্তু আড়াই ঘণ্টার মধ্যেও সেখানে পুলিশ যেতে পারেনি না, তারপর গেলেন। সেই থানার বিরুদ্ধে যেহেতু প্রশ্ন কর্ত্তা বলেছেন দোষীরা সবাই আগরতলায় শাসক দলীয় লোকদের ছত্রছায়ায় বাস করছে এবং তাদের নামও বলা হয়েছে কিন্তু থানা থেকে কিছুই করা হচ্ছে না তাদের বিরুদ্ধে। তৎকালীন বিধায়ক মাখন চক্রবর্ত্তীও এই প্রশ্ন তুলেছিলেন। এটা দেশদ্রোহীতার কাজ করেছে। তাই আমার প্রশ্ন হচ্ছে নিরপেক্ষ ভাবে থানা থেকে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ? নিরপেক্ষতার জন্য উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের জন্য সি, সি, আই, আছে কিন্তু সি, বি, আইয়ের কথা বললে তো আপনারা রেগে যাবেন। সি, বি, আই দিয়ে এটার তদন্ত করা হবে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়গুলি আগেও বিস্তৃতভাবে আলোচনা হয়েছে। আমাদের রাজ্যে যারা আরক্ষা দপ্তরের কর্মচারীরা আছেন তাদের উপর আমরা বিশ্বাস রাখতে পারি এবং তারা সততার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদের রাজ্যে আর একটা সংস্থা আছে গোয়েন্দা দপ্তর। এই গোয়েন্দা দপ্তর তারাও কিছু কিছু ব্যবস্থা নিচ্ছেন

মিঃ স্পীকার :— যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (★) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

এই সভা বেলা ২ (দুই) ঘটিকা পর্যান্ত মুলতবী রহিল।

AFTER RECESS AT 2-00 P.M.

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ একটি রেফারেন্সের নোটিশ মাননীয় সদস্য মহোদয়ের নিকট থেকে নিম্নে উল্লিখিত বিষয়ের উপর পেয়েছি এবং নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আমি গুরুত্ব অনুসারে নিম্নে উল্লিখিত বিষয়টি উৎথাপন করার সম্মতি দিয়েছি। যিনি নোটিশটি দিয়েছেন তাঁর নাম উল্লেখ করছি। মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া —

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পিনগর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার নোটিশের বিষয়বস্তু হচ্ছে, "সাম্প্রতিক ঝড়ে রাজ্যের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি তিনি এক্ষণি বক্তব্য রাখতে না পারেন তাহলে তিনি সময় চাইতে পারেন।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এটাতো রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টেরই হওয়া উচিত।

মিঃ স্পীকার :— হ্যাঁ, রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টের দেওয়ার কথা, আপনিও দিতে পারেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, মিনিষ্টার আসেননি কেন ? মিনিষ্টারের কাছে কি আপনি নোটিশের কপি পাঠাননি ? আমি ডুপ্লিকেট কপি দিয়েছি যাতে মিনিষ্টারের কাছে যায়। উনি কি পাননি ? যদি পেয়ে থাকেন আসেননি কেন ? শুধু মেম্বাররা উপস্থিত থাকবেন, মিনিষ্টাররা উপস্থিত থাকবেন না এটা-ত হয়না। মিনিষ্টারকে উপস্থিত থাকতে হবে। এটা হাউসকে অবমাননা করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— এটা চীফ মিনিষ্টারও বলতে পারেন।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমার নিজের ধারণা যে এই সম্পর্কে বিবৃতি দেওয়ার জন্য মিনিষ্টার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। যাই হোক, মাননীয় স্পীকার মহাশয়ের মাধ্যমে অনুরোধ করব যে রেভেনিউ দপ্তর থেকে আজকেই বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি না হয় তাহলে কালকে আমি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ আর একটি রেফারেন্সের নোটিশ মাননীয় সদস্যের নিকট থেকে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে নিম্নে উল্লিখিত বিষয়টি উৎথাপনের সম্মতি দিয়াছি। নোটিশটি যিনি দিয়েছেন তার নাম উল্লেখ করছি। মাননীয় সদস্য শ্রী কাজল চন্দ্র দাস।

শ্রী কাজলচন্দ্র দাস :— স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হল। "গত ২৩ শে মার্চ, ১৯৯৮ ইং তারিখ স্থানীয় দৈনিক সংবাদ পত্রিকা প্রথম পৃষ্ঠায় বৈরী হামলার আগাম খবর ছিল দপ্তরে শিরোনামে প্রকাশিত ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি এক্ষণি তিনি বিবৃতি দিতে না পারেন তাহলে সময় চাইতে পারেন।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যে, আগামীকাল অলরেডি ৯টি এই রকম জবাব দিতে হবে। কাজেই মাননীয় সদস্য যেটা জানতে চেয়েছেন সেই তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করব, যদি সম্ভব না হয় পরবর্ত্তী সময়ে দিয়ে দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ আর একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য মহোদয়ের নিকট থেকে নিম্নে উল্লিখিত বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটি যিনি এনেছেন তার নাম উল্লেখ করছি। মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ।

শ্রী রতনলাল নাথ :— স্যার, আমার নোটিশের বিষয়বস্তু হলো-"নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস অব্যাহত" প্রতাপগড়ে কংগ্রেস কর্মী খুন, বোমা ফেটে ও সি,পি এম কর্মী আহত, এই শিরোনামে ১৯৯৮ ইং সনের গত ১৫ই মার্চ, দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি এক্ষণি বিবৃতি দিতে প্রস্তুত না থাকেন তাহলে তিনি সময় চাইতে পারেন।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আবারও বলছি চেষ্টার ক্রুটি থাকবেনা। কিন্তু আমার মনে হয় সবগুলি মিলিয়ে হয়ত কালকে দেওয়া কঠিন হয়ে যাবে। যদি তথ্য সমস্ত সংগ্রহ করতে পারি নিশ্চয়ই আমি কালকে বিবৃতি দেব। আর না পারলে পরবর্ত্তী সময়ে দিয়ে দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে পাঁচটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথমটি গত ২৬.৩.৯৮ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় উত্থাপন করেছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হল :—

"উদয়পুর মহকুমার কিল্লা থানাধীন পশ্চিম খুমপইলুঙ নিবাসী শ্রী নিখিল দাস পিতা শ্রী ননীগোপাল দাস গত ২১.৩,৯৮ ইং তারিখে অপহৃত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৩১,৩,৯৮ ইং বিকালে পশ্চিম কুপিলং

নিবাসী জনৈক বিমল দাস, পিতা নিখিল দাস এবং ননী দাস পিতা মহেন্দ্র দাস কুমিল্লা সি, আর, পি, এফ ক্যাম্পে উপস্থিত হয়ে জানায় যে ঐদিনই বেলা ২.৩০ মিঃ সময় শ্রী নিখিল দাস পিতা ননীগোপাল দাস সহ কয়েকজন গ্রামবাসী ঐ গ্রামেই গরু চড়াইতে ছিলেন তখন তিনি চার জন অস্ত্র নামা উপজাতি যুবক পিস্তলের মুখে বলপূর্বক নিখিল দাসকে অপহরণ করে টাকারজলা থানার দিকে অগ্রসর হয়। এই ঘটনাটি কিল্লা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৪ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ৬,৯৮ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে। তদন্ত কালে অপহৃত নিখিল দাসকে খুঁজে বার করার জন্য সম্ভাব্য প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে কিন্তু এখনও তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। নিখিল দাসকে খুঁজে বার করার জন্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ঘটনায় এখনও পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই। তদন্তকার্য্য অব্যাহত আছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, গত ৩রা মার্চ যেদিন যখন ভোট কাউন্টিং চলছিল তখন সি,পি,এম-এর কর্মীরা ননীগোপাল দাস ও তার ছেলে অপহৃত নিখিল দাসকে কংগ্রেস করার দায়ে জীবন নাশের হুমকী দিয়েছিল এবং ঐদিন রাতেই রাত প্রায় ৮টা নাগাদ ঐ ননীগোপাল দাসের দুইটা খেরমুরী পুড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারই পরবর্তী সময়ে ননীগোপাল দাস বা তার ছেলে নিখিল দাস যে অপহৃত হয়েছে তার জন্য ওনারা যাতে থানায় কেস দায়ের না করেন এবং কেস দায়ের করলে তাদেরকে খুন করা হবে এই রকম ভাবে সাবধান করে দিয়েছিল। এই রকম তথ্য আছে কি? আর একটা হচ্ছে, এই ঘটনার দুই দিন আগে ১৯ তারিখ উক্ত গ্রামেরই সি,পি,এমের প্রাক্তন প্রধান অনিল ঘোষ ও অন্যান্য কর্মীদেরকে নিয়ে এলাকার সি,পি,এম-এর নেতা দিলীপ দত্ত সহ মানিক্যাতে গিয়ে বীরেন্দ্র জমাতিয়ার বাড়ীতে এলাকার আত্মসমর্পনকারী এ টি টি এফদের সঙ্গে মিটিং করেন এবং এই মিটিং-এর দুই দিন পরেই এই ঘটনাটা ঘটে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি? আর যদি এই তথ্যগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে না থাকে তাহলে তথ্য সংগ্রহ করে জানাবেন কিনা?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে তথ্যগুলি জানতে চেয়েছেন এই তথ্যগুলি আমার কাছে নেই।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :— পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই তথ্য গুলিকে সংগ্রহ করে এক্ষণি সেটাকে দ্রুত তদন্ত করে দোষী যারা তাদেরকে ধরে এনে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন কিনা জানাবেন কি?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারে অলরেডি কেস দায়ের করা হয়েছে এবং তাতে তদন্ত চলছে, তদন্তে যারা দোষী সাব্যস্ত হবেন তাদের সম্পর্কে কোর্ট ব্যবস্থা নেবেন।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ২৬.৩.৯৮ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় উত্থাপন করেছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হল — "মোহনপুরের পথে ফটিক ছড়ায় 'বোমা' সেনাবাহিনীর পোষাক সহ ছয় যুবক পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার এই শিরোনামে গত ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮ ইং সনের "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ৬.২.৯৮ ইং তারিখ রাত অনুমান ১১.৩০ মিনিটের সময় ফটিকছড়াস্থিত ১২৬ নং সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ক্যাম্পের জওয়ানগণ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে একটি জীপ গাড়ীতে করে সিধাইয়ের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে আটক করে এবং গাড়ীতে তল্লাসী চালিয়ে ৫টি তাজা বোমা, ছয় জোড়া জলপাই রং-এর পোষাক এবং ১৩টি টুপি উদ্ধার করে — (১) টিংকু বনিক, পিতা ইন্দ্রমোহন বনিক, সাং— শিবনগর। (২) সুবল পাল, পিতা নারায়ণ পাল, সাং—জগৎবিমুড়া। (৩) সজল দেব, পিতা অনিল দেব, সাং—বনকুমারী। (৪) ভানুলাল সাহা, পিতা জীবন সাহা, সাং—কলেজটিলা। এই ঘটনায় সিধাই থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৯৯৮, ১৪৯ বিস্ফোরক আইনের পাঁচ ও ছয় ধারায় এবং বে-আইনী কার্যকলাপ আইনের ১৩ ধারায় মোকদ্দমা নং ১৮.৯৮ নথিভুক্ত করা হয়। উপরোক্ত আটক ব্যক্তিগণকে ৬.২.৯৮ ইং তারিখে মাননীয় আদালত জামিন দিয়েছেন। মাননীয় সেশান জজ অভিযুক্ত সজল দেব, সুবল পাল, ভানুলাল সাহা এবং তপন দেবকে বিগত ৬.৩.৯৮ তারিখে মুক্তি দেন। অভিযুক্ত টিংকু বনিককে আগামী ২৮.৩.৯৮ ইং পর্য্যন্ত জেল হাজতে রাখার নির্দেশ দেন। ঘটনার তদন্ত এখনো অব্যাহত রয়েছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশান স্যার, এখানে সদ্য বিধানসভার নির্বাচনের আগে মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তারা একটা আন্তর্জাতিক চোরা চালান-কারী সংস্থা যারা চীনের ছাপ মারা অস্ত্র এনে ত্রিপুরাতে বিভিন্ন উগ্রপন্থী সংস্থার কাছে যোগান দেয় কমিশনের ভিত্তিতে। বি এস. এফ তাদের ইন্‌ভেস্টিগেশানের সময় তাদের জিজ্ঞাসাবাদ যখন করে তখন তারা আগরতলা থেকে মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে যিনি বামফ্রণ্টের প্রার্থী সমীরবাবুর নাম বলেছে যে, উনি তাদেরকে হায়ার করে এখানে উগ্রপন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে যাতে নির্বাচনকে বানচাল করা যায় তার জন্য তারা সেখানে কিলিং করার জন্য, অপহরণ করার জন্য একটা প্রস্তুতি নিয়েছিল। বি, এস, এফ এটা তদন্ত করে পেয়েছে। কাজেই এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই ধরনের তথ্য আছে কিনা ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ধরনের কোন তথ্য আমার কাছে নেই।

এবং এই ব্যাপারে যেহেতু বি.এস.এফ. তদন্ত করেছে, এবং বি. এস. এফ পুলিশের কাছে সেটা তুলে দিয়েছে। কাজেই সমস্ত বিষয় নিশ্চয় বি.এস.এফ. পুলিশকে দিয়েছে। পুলিশ এখন তাদের দায়িত্ব পালন করবে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যেহেতু এটা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দেখা গেছে, দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় দেখা গেছে নাম বেরিয়েছে এই সমীরবাবুর জন্য মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে যিনি বামফ্রন্টের প্রার্থী ছিলেন তার বাড়ী জগহরিমুড়ার কাছে এবং যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযুক্ত তাদের বাড়ীও জগহরিমুড়ার আশপাশে অবস্থিত। যেহেতু এইটা একটা দেশদ্রোহীতার সামিল আর্মির ড্রেস পরিধান করে পরবর্তী সময়ে দেখা গেল ১১ই মার্চ ওনাবাড়ীতেও উগ্রপন্থীরা এসে পাঁচ জনকে খুন করেছে এবং ২০টি বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। একটা গাড়ী ওদের ধরা পড়েছে। বি. এস. এফ. ঐদিন তাদের ধরার পরই সেদিন রাত্রে পুলিসের একটা অংশ বি. এস. এফ. থেকে তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছিল। পত্রিকায় উঠেছে, যেহেতু এটা রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে পত্রিকায় দেখে। আমি এখানে যেসব তথ্য উল্লেখ করেছি সেগুলি বি. এস. এফ—এর ইন্‌ভেস্টিগেশনের একটি পার্ট। কাজেই এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ধরনের কোন তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যে সমস্ত জিনিষ এখানে উদ্ধার করা হয়েছে, পাঁচটি তাজা বোমা, ছয় জোড়া সেনাবাহিনীর পোষাক, এবং টুপি[এইগুলি পাওয়া গিয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই সমস্ত জিনিসগুলি কিসের জন্য আনা হয়েছিল ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, সেটাই তো তদন্ত চলছে। মামলাটির বিষয়বস্তুই তো এটা।

মিঃ স্পীকার :— তিন-তিনটি পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশাণ দেওয়া হয়েছে। আর দেওয়া যায় না। আরোও অনেক রয়েছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমি সবাইকেই বলছি। সরকার পক্ষ বা বিরোধী পক্ষ কাউকেউ এলাউ করতে পারি না। সময়ের মধ্যে আমাকে চলতে হচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, আপনি এলাউ করবেন না কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খোলা মনে উত্তর দিলেই সব ঠিক হয়ে যায়।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে আর নয়। উল্লেখ্য বিষয়ের তৃতীয়টি গত ২৪.৩.৯৮ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী বিন্দুরাম রিয়াং ও শ্রী অমিতাভ দত্ত মহোদয় কর্তৃক যুগ্মভাবে উত্থাপন করেছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লিখিত বিষয় বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো —"অতি সম্প্রতি পার্শ্ববর্তী রাজ্য

মিজোরাম হইতে আনুমানিক ২৪ হাজার উপজাতি শরণার্থী ত্রিপুরা রাজ্যের কাঞ্চনপুর মহকুমায় আশ্রয় নেওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে— "অতি সম্প্রতি পার্শ্ববর্তী রাজ্য মিজোরাম হইতে অনুমানিক ২৪ হাজার উপজাতি শরণার্থী ত্রিপুরা রাজ্যের কাঞ্চনপুর মহকুমায় আশ্রয় নেওয়া সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার স্যার, পার্শ্ববর্তী রাজ্য মিজোরাম থেকে বিগত ১৯৯৭ ইং সনের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে রিয়াং শরণার্থী ত্রিপুরা রাজ্যের কাঞ্চনপুর মহকুমায় আশ্রয় নিয়েছে। বর্তমানে রিয়াং শরণার্থীদের সংখ্যা হলো— ২৪,১৭৭ জন।

ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশের পর এই সমস্ত শরণার্থীদের সাথে প্রশাসনের পক্ষ থেকে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। তাদের নিজ রাজ্য ছেড়ে এই রাজ্যে আসার কারণ জানতে চাওয়া হয়। রিয়াং শরণার্থীরা বলেন, মিজোরামে রিয়াং অধ্যুষিত অঞ্চলে ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী রিয়াংদের জন্য স্বশাসিত জেলা পরিষদ (যেমনটা ত্রিপুরায় রয়েছে) দাবী করার ফলে মিজোরামে বসবাসকারী জনগনের একটি অংশ এর বিরোধিতা করেন। এই বিরোধিতার ফলে পরিস্থিতি অশান্ত হয়। মারদাঙ্গা এবং গৃহদাহের সূত্রপাত হয়। ফলতঃ নিরাপত্তার প্রশ্নে সেখানকার রিয়াং অধিবাসীদের একটি অংশ নিজ রাজ্য ছেড়ে ছড়িয়ে পড়েন ত্রিপুরা সমেত পার্শ্ববর্তী অন্যান্য রাজ্য সমূহেও। কিন্তু কালক্রমে পার্শ্ববর্তী রাজ্যে যারা যেতে বাধা হয়েছিল তারাও ত্রিপুরা রাজ্যে আসতে শুরু করে।

শরণার্থীদের জন্য ত্রিপুরা সরকার তার আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রাথমিক সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করেন। ত্রাণের কাজও শুরু হয়। এই পরিস্থিতিতে সংযোগ স্থাপন করা হয় মিজোরাম সরকারের সঙ্গে এবং ভারত সরকারের সঙ্গেও রাজ্যের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তৎকালীন দুই সাংসদ সর্ব্বশ্রী বাদল চৌধুরী ও বাজুবন রিয়াং মহোদয় শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন নিয়ে আলোচনা করেন এবং এলাকা সফর করেন।

ইতাবসরে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ২৮শে নভেম্বর, ১৯৯৭ ইং তারিখে রিয়াং শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি নিয়ে ত্রিপুরার তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মুখ্য সচিব এবং মিজোরামের অর্থমন্ত্রী ও মুখ্য সচিবের সঙ্গে এক উচ্চ পর্য্যায় পর্য্যালোচনা সভার আয়োজন করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান অফিসারেরা এতে অংশগ্রহণ করেন। একটা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমস্ত রিয়াং শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে দুই রাজ্যকে যৌথভাবে একটা সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্য বলা হয়। সেই অনুযায়ী প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়ার ব্যাপারে উদ্যোগ শুরু হয়। ফলতঃ প্রথম দিকে শরণার্থীরা প্রত্যাবর্তনে উদ্যোগী হলেও পরে পিছিয়ে পড়ে। কারণ, এই উদ্যোগ পর্বে কোন কোন স্বার্থান্বেষী মহল থেকে শরণার্থীদের না যেতে প্ররোচিত করা হয়। পরিণামে ফিরে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি ব্যাহত হয়।

সর্বশেষে বিগত ১৬ই মার্চ, ১৯৯৮ ইং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বিশেষ সচিব, ত্রিপুরার মুখ্য সচিব এবং মিজোরামের স্বরাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে এক বৈঠকে বিষয়টি পর্যালোচনা করেন। সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ত্রিপুরায় অবস্থানরত রিয়াং শরণার্থীদের একটি প্রতিনিধি দল মিজোরামে যাবেন এবং সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। তাদের বসতি অঞ্চল সমূহ পরিদর্শন করবেন।

আমরা আশাবাদী যে, মিজোরামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সে রাজ্যের রিয়াং অধিবাসী-দের যারা উদ্বাস্তু হয়ে বর্তমানে ত্রিপুরায় রয়েছেন বিষয়টির আলোচনা ফলপ্রসূ হবে এবং মিজোরাম সরকারের সক্রিয় উদ্যোগে ত্রিপুরা থেকে সমস্ত রিয়াং শরণার্থী সেই রাজ্যে ফিরে যাবেন। আমরা এটাও আশা করছি যে, সমস্ত রিয়াং শরণার্থী তাদের ফেলে আসা বাড়ী ঘর ফিরে পাবেন এবং শান্তি ও নিরাপত্তার অভাব বোধ করবেন না রাজ্যে ফিরে গিয়ে।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত (ধর্মনগর) :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, এখন পর্যন্ত কতটা ক্যাম্পে কতজন উপজাতি রিয়াং শরণার্থী রয়েছেন এ তথ্য আছে কিনা, এছাড়া এই শরণার্থী কিছু প্রত্যাবর্তন ঘটেছে এছাড়াও কংগ্রেস শাসিত রাজ্য মিজোরামে রিয়াংদের উপাধি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, রিয়াং হওয়ার অপরাধে তাদের রেশন কার্ড ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, এছাড়াও কংগ্রেসের ঝাণ্ডা নিয়ে রিয়াং উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার মধ্যে তাদের বাড়ীঘর সম্পদ স্থায়ী সম্পদ বিনষ্ট করা হয়েছে এই ধরনের তথ্য আছে কিনা ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যেভাবে চেয়েছেন যে ক্যাম্পের সংখ্যা। এটা এখন আমি সুনির্দিষ্টভাবে দিতে পারছি না। তবে সংখ্যাটা যেটা সেটা আমি বয়স ইত্যাদির মাধ্যমে দেওয়া যেতে পারে। প্রাপ্ত বয়স্ক ১৯,৬৬১ জন এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ৪,৫১৫ জন। সব মিলিয়ে যে সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে সেখানে তারা বিভিন্ন সরকারী দপ্তর থেকে যে অস্থায়ী ক্যাম্পগুলি করা হয়েছে তাতে আছেন। তার বাদ বাকি প্রশ্নগুলি মাননীয় সদস্য এখানে জানতে চেয়েছেন এই সম্পর্কে। এটাতো আমাদের পার্শ্ববর্তী একটা রাজ্যের আভ্যন্তরীন বিষয় সেই রাজ্যটি কোন দল চালান এটা বড় প্রশ্ন না। উপজাতি অংশের জনগন তার মধ্যে রিয়াং অংশের যারা তারা উপজাতিদের মধ্যে আরও পেছনে পড়ে আছেন। কাজেই স্ব-শাসনের দাবী তারা করতে পারেন। এটা সাংবিধানিক ব্যাপার। আমাদের এখানে ৬ষ্ঠ তফসিল মোতাবেক চালু আছে। সেখানে যে সরকার আছেন নিশ্চয় বিশেষ করে আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য মিজোরামের যিনি মুখ্যমন্ত্রী তিনি একজন উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত তিনিতো একাধিকবার নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছেন স্বভাবতই উপজাতি জনজীবনের সমস্যা সম্পর্কে সম্যক ধারণা উনার আছে। কিন্তু বিশেষ করে এই রিয়াং সম্প্রদায়ভুক্ত যারা, তাদের বিষয় তিনি ভাল জানবেন। এই জায়গায় তাদের রেশন কার্ড নিচ্ছে তাদের ভোটাধিকার হরণ করেছে এসব তথ্য আমার কাছে বা আমার সরকারের কাছে নেই। যদি এই ধরনের কোন

ঘটনা ঘটে থাকে নিশ্চয় আমরা এখান থেকে সেই সরকারের উদ্দেশ্যে আবেদন করব নিশ্চয় এগুলি দেখবেন। এবং আমার বিশ্বাস আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং তার সরকার এই প্রশ্নে দ্রুত মীমাংসা করার জন্য ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। আর ক্যাম্প সম্পর্কে যেটা বলেছেন আমার কাছে যা এখানে আছে কাশীরামপুর এবং গাসিরাম পাড়া এই দুটি জায়গায়দুটি ক্যাম্প আছে।

মি. স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী বিন্দু রাম রিয়াং মহোদয়।

শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মিজোরাম থেকে আগত শরণার্থীরা তারা ফিরে যাওয়ার প্রশ্নে সেখানে সি,আর,পি. এফ বাহিনীর সাহায্যার্থে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

দ্বিতীয়ত: হচ্ছে, যতদিন পর্যান্ত তারা নিজেদের রাজ্যে ফিরে যেতে না পারছে ততোদিন পর্যান্ত তাদের রেশন ব্যবস্থা করা হবে কিনা এবং বাসস্থান চিকিৎসা ব্যবস্থা ইত্যাদি করা হবে কিনা ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) : — মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে দুটি প্রশ্ন করেছেন যে সি. আর, পি, এফ —এর ব্যবস্থা করে পাঠানো এটাতো আসলে সমস্যার সমাধান না। মূল ব্যাপারটা হচ্ছে ওখানকার সরকারের দিক থেকে স্বতঃপ্রণোদিত ইতিবাচক উদ্যোগ নেওয়া। এবং আমরা ত্রিপুরা থেকে সি, আর, পি. এফ দিয়ে তাদের পাঠাবার চেষ্টা করাটা শোভন হবে না। এবং সি, আর, পি, এফ, দেওয়ার ব্যাপারটা কেন্দ্রীয় সরকার দেখেন। এইভাবে কেন হবে এটাতো আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য আমরা একটা দেশের মধ্যে আছি। ঐ চট্টগ্রাম থেকে চাকমা শরণার্থীরা আসতে বাধ্য হয়েছিলেন এই ব্যাপারটা এই রকম না। এরাও ভারতের নাগরিক তারা আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যে বাস করে। আমরা তাদের ফিরে যাবার প্রশ্নে একটি কমিটি গঠন করেছি। তারা কিছু দিনের মধ্যে মিজোরামে যাবেন সেখানে তারা মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন। তারপর সেখান থেকে স্পটে যাবেন। সেখানে গিয়ে কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেগুলি দেখবেন। তারপরে তারা এসে আবার সরকারের সঙ্গে কথা বলবেন। আমরা আশাবাদী যে তারা খুব শীঘ্রই ফিরে যেতে পারবে। আর যদি তারা সেখানে নিরাপত্তা অভাব বোধ করে, তারা যদি সেখানে নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে তাহলে আমরা ব্যাপারটা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে নেব। আর সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং যারা দেখবাল করছেন তাদের দৃষ্টিতে দেওয়া হবে। তারা নিরাপত্তা বোধ করছে, নিরাপত্তা নিশ্চয়তা করার জন্যে। এই বিষয়টা বিবেচনা করে দেবার জন্য। এটা আমরা করতে পারি। দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে, রেশন ব্যবস্থা. এটা তো চলছে। এবং রেশন সেখানে দেওয়া হচ্ছে। এই ব্যাপারে আমাদের কাছে যে তথ্য আছে

সেটি হচ্ছে ৩৩ লক্ষ টাকা এই পর্যান্ত খরচ হয়েছে। সেখানে আমরা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পেয়েছি ৩০ লক্ষ টাকা। আমরা ধরে নিচ্ছি তারা খুব তারাতাড়ি ফিরে যেতে পারবে। কেউ তো বাড়ী-ঘর ছেড়ে বাইরে থাকতে পছন্দ করে না। বাড়ী-ঘর তার যতই খারাপ হউক না কেন, কিন্তু তার পরেও একটা আগাম একটা অনুমান করে এখানে একটা হিসাব করা হয়েছে। যদি তারা যায় কোন কারণে তাহলে এটা তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা লেগে যেতে পারে। মাসিক খরচা প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার মত হবে। এটা একটা ধারণার মধ্যে রাখা হয়েছে। এবং কেন্দ্রীয় সরকার বলছেন যে তারা যতদিন ফিরে যেতে না পারছে ততদিন পর্যান্ত তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা আমাদের দেখতে হবে। সেই অনুযায়ী ৩৩ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩০ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। আর চিকিৎসার ব্যাপারেও আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগ উদ্যোগ নিয়েছেন। আমরা সবাই জানি ক্যাম্পের জায়গাটা খুব সুখের নয়। মানে সেখানে যে পরিবেশ হয় তাতে বিভিন্ন রোগ দেখা দিতে পারে। তার জন্য সেখানে বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিসেবার ব্যবস্থা হয়েছে। গত জানুয়ারী থেকেই সেখানে স্বাস্থ্য পরিসেবার জন্য শিবির করা হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ঔষধ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তারপরে মৃত্যুর ঘটনাও আছে। এই মর্মান্তিক ঘটনাগুলি ঘটেছে। আমাদের ত্রিপুরার একটি সুনাম আছে যে কেউ যদি আমাদের রাজ্যে এসে আশ্রয় চায় তাদেরকে আমরা সাধ্য মত ব্যবস্থা করে দেই। এটা এই রাজ্যের ৩০ লক্ষ মানুষ জানে। তারা যত দিন এখানে থাকবে, তারা যতদিন ফিরে না যায় ততদিন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে রাখতে হবে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মিঃ স্পীকার স্যার, পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা, আজকে যারা মিজোরাম থেকে এসেছেন তারা অনেকেই অরিজিনেলী ত্রিপুরার। অধিকাংশ রিয়াং লোকেই কাজের সন্ধানে মিজোরামে যায়। এখনো আমাদের রাজ্যে তাদের বাড়ী-ঘর আছে। আমি এবং কাশীরাম বাবু এমন গ্রাম নেই যে গ্রামে আমরা গেছি না। সেখানে গিয়ে দেখা গেল অনেকে কাঞ্চনপুরের অনেকে অমরপুরের তাদের সঙ্গে সেখানে গিয়ে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। আসলে প্রকৃতপক্ষে ত্রিপুরার। তাদের সেখানে আবার ফিরিয়ে দেওয়া আমার মনে হয় মানবিক দিক থেকে ঠিক হবে না। আর এখন তাদেরকে ক্যাম্পে রাখার ব্যাপারে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। তার চেয়ে, তাদের পুর্ণর্বাসনের ব্যবস্থা করবেন কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেই রকম তথ্য আমার কাছে নেই। তবে এটা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাদের মধ্যে একটা অংশ থাকতেই পারে। এবং বিভিন্ন সময় কাজের সন্ধানে তারা সেখানে যেতে পারে। শুধু

সেখানে না পার্শ্ববর্তী আরও বিভিন্ন রাজ্যেও কাজের সন্ধানে যেতে পারে। এবং আবার তারা ফিরে এসেছে এমনও তো হতে পারে। এখানে তাদেরকে পুর্ণর্বাসন দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি এখানে এমন পরিস্থিতি হয় যে তারা আর সেখানে যেতে পারছে না, তাহলে কেন্দ্রীয় সহযোগিতায় সেই রকম পদক্ষেপ আমাদেরকে নিতে হবে। এখন এদের সেটেলমেন্টের যে প্রশ্নটা এসেছে এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি পরিস্থিতি এই রকম হয়ে যায় তারা যেতেই পারছেন না তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা আমাদের নিতেই হবে। তা নিয়ে দুই রাজ্যের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে হবে। এবং আলোচনা করে ভবিষ্যতে কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় আগাম এখানে থেকে মন্তব্য করলে পরে যে পক্রিয়াটা শুরু হয়েছে এই পক্রিয়াটা কিন্তু হল্টেড হয়ে যাবে। এটা বোধহয় ঠিক হবেনা। কিন্তু এই জায়গায় তারা ফিরে যাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তারা যেতে চাইছেন। তারা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। তারা যা কথা বলুক দেখা যাক। তারপর আপনারাও তো আছেন সকলের সঙ্গে বসেই তো আমরা কথা বলব। কথা বলে যেটা করলে ভাল হয় তা করব। আফটারঅল তারাও তো ভারতবর্ষের নাগরিক সেটাই তো সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। সেটা তো দেখতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের ৪র্থটি মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয় এনেছিলেন। এই বিষয়ের উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিতে রাজি হয়েছিলেন বিষয়বস্তুটি হল— "গত ৯ই মার্চ ১৯৯৮ ইং তারিখে স্থানীয় দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় সি. পি. এম. কর্মীদের আক্রমনে আহত স্বাধীনতা সংগ্রামীর মৃত্যুঃ ধিক্কার শিরোনামে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে"।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২,৩,৯৮ ইং তারিখ সন্ধ্যা আনুমান ৩,৩০ মিঃ সময় জনৈক বাদল দাস এবং অন্যান্য কয়েকজন ধলাই জেলায় অন্তর্গত মনু থানাধীন ছৈলেংটা নিবাসী শ্রীরেবতী সরকার, ভূপেশ চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীমতি বন্দনা সরকারকে অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে মারাত্মকভাবে আহত করে। রেবতী সরকারের আঘাত গুরুতর বিধায় তাহাকে আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং পরে গত ৭-৩-৯৮ ইং তারিখে এই আঘাত জনিত কারণে মারা যান। ঘটনাটি ছৈলেংটা নিবাসী ভূপেশ চক্রবর্ত্তী পিতা মৃত আশুতোষ চক্রবর্ত্তীর অভিযোগ মূলে মনু থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৫/৩৪ ধারায় মোকদ্দমা নং ৭/৯৮ মামলা রজু করা হয়। পরে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারাও সংযোজন করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে। তদন্ত কালে পুলিশ এফ, আই, আর,-এ বর্ণিত অভিযুক্ত কাজল দাস এবং চিত্ত মজুমদারকে গ্রেপ্তার করেন। বর্তমানে ঘটনাটি তদন্তাধীন আছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, পত্রিকায় সি, পি, এম, কর্মী দেওয়া হয়েছে। এফ, আই, আর,-এর কপি আমার কাছে আছে। সেখানে অবশ্য সি, পি, এম, বলা হয়নি, বলা হয়েছে দুস্কৃতিকারী বলে। এই ঘটনাটা সি, পি, এম, এর একজন লোকাল কর্মী বিপদ সরকার তার দোকানের কাছে ঘটনাটা ঘটেছিল। বিপদ সরকার এখানে জড়িত না। উনি অবশ্য অনেক সাহায্য করেছেন। কাজেই এটা আমি মানবিক দিক থেকে বলছি। এখানে বলছেন যে ২ জন গ্রেপ্তার হয়েছে, এটা ঠিক আছে, কাজল দাস এবং চিত্ত মজুমদারকে। এছাড়া সুজিত দেব ওরোফে বাসু, প্রদীপ দেবনাথ, পার্থ মজুমদার, বিশ্বজিৎ দেবনাথ, রমেশ দাস এবং নারায়ণ দে এদের নাম এফ, আই, আর,-এ থাকার ফলেও তারা প্রকাশ্য ঘুরে বেরাচ্ছে। বাসুকে পরের দিন এরেস্ট করা হয়েছিল কিন্তু পরেরদিন ৬ তারিখ তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। অবশ্য সেটা অন্য কেসে তাকে জরিয়ে এরেস্ট করা হয়েছিল। সি, পি, এম,-ই সি, পি, এম, এর বিরুদ্ধে কেস দিয়েছিল। এ, ডি, সি, মেম্বার রাধাচরণের ছেলে সেও একজন সি, পি, এম-এর নেতা উনার অভিযোগ ছিল। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে এফ, আই, আর, থাকা সত্ত্বেও কেন ছেড়ে দেওয়া হল এবং বাকীদের কেন ধরা হচ্ছেনা এবং তারা সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তা তদন্ত করে দেখবেন কিনা এবং যারা দোষী তাদের গ্রেপ্তার করা হবে কিনা?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মামলা যেহেতু রুজু করা হয়েছে এবং এফ, আই, আর,-এ ২ জন যেহেতু গ্রেপ্তার হয়েছে বাকীরা গা-ঢাকা দিয়ে থাকলেও কয়দিন গা-ডাকা দিয়ে থাকবেন। গ্রেপ্তার তাদের হতেই হবে। এবং একটা না একটা সময় তারা পুলিশের হাতে ধরা পরবেই। সেই দিক থেকে গ্রেপ্তার হওয়ার ব্যাপারে কোন গাফিলতি আছে কিনা সেটা নিশ্চই তদন্ত করে দেখব।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, গাফিলতি কিনা তা আমি জানিনা। আমি অন্তত দেখেছি যে তারা সেখানে আছে। তারা দোষী কিনা দোষী সেটা আদালত বিচার করবে। কিন্তু এর আগে তাদেরকে এরেস্ট করে তো কোর্টে পাঠানো তা তাদের দায়িত্ব। এটা আপনি দেখবেন কিনা?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে আমি বলেছি পুলিশকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের পঞ্চমটি গত ২৫,৩,৯৬ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহাশয় উৎথাপন করেছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো — "পাশের বাড়ীতে প্রচুর বোমাসহ কুখ্যাত সমাজদ্রোহী গ্রেপ্তার— গন্ধ শুঁকে সেনাবাহিনীর কুকুর কং (ই) প্রার্থীর বাড়ীতে ঢুকতে গেলে বাধাদান এই শিরোনামে গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ ইং তারিখে ডেইলি দেশের কথা পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে ."

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, "পাশের বাড়ীতে প্রচুর বোমাসহ কুখ্যাত সমাজদ্রোহী গ্রেপ্তার— গন্ধ শুঁকে সেনাবাহিনীর কুকুর কং-ই প্রার্থীর বাড়ীতে ঢুকতে গেলে বাধাদান এই শিরোনামে গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ ইং তারিখে ডেইলি দেশের কথা পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

বিগত ১৩-২-৯৮ ইং সনের ডেইলি দেশের কথা পত্রিকায় সেনাবাহিনী কর্ত্তৃক সিধাই থানা এলাকায় বিস্ফোরক পদার্থের তল্লাসীতে গেলে প্রতিহত হওয়ার সংবাদটি প্রকাশিত হয়।

বিগত ১২.২.৯৮ ইং তারিখ বেলা ৮-৩০ মিঃ সময় সিধাই থানাধীন হেজামারায় অবস্থিত ১৪ নং মারাঠী রেজিমেন্ট ক্যাম্পের সেনাবাহিনীর জওয়ানগণ একটি গোপন সূত্রের ভিত্তিতে তারাপুর নিবাসী জনৈক হরেন্দ্র দেবনাথের পুত্র সঞ্জীব দেবনাথের বাড়ীতে তল্লাসী চালায় এবং সেখান হইতে গান পাউডার, লোহার পাইপ ইত্যাদি উদ্ধার করে।

ঘটনাটি সিধাই থানায় বিস্ফোরক আইনের ৫/৬ ধারায় এবং অবৈধ কার্য্য-কলাপ আইনের ১৩ ধারায় মোকদ্দমা নং ১৩/৯৮ দায়ের করে। সেনাবাহিনীর জওয়ানগণ উক্ত ঘটনার সংস্রবে শ্রীসঞ্জীব দেবনাথ এবং লক্ষ্মীলুঙ্গা নিবাসী জনৈক তপন তাঁতীকে গ্রেপ্তার করেন। গ্রেপ্তারকৃত উভয় ব্যক্তিই বর্তমানে জামিনে মুক্ত আছে।

ঘটনাটির তদন্তকার্য্য অব্যাহত আছে।

শ্রীমানিক দে :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, পাশের বাড়ী থেকে সঞ্জীব দেবনাথ নামে যে ছেলেটি গ্রেপ্তার হয়েছিল, তার পাশের বাড়ীটি কি রতনলাল নাথের বাড়ী কিনা তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এ তথ্যও আছে কিনা, এই সঞ্জীব দেবনাথ ছেলেটি একজন কংগ্রেস (আই) দলের সক্রিয় কর্মী? আমার তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, সেনাবাহিনী যখন গ্রেপ্তার করে ছেলেটিকে পুলিশে হ্যাণ্ড-অভার করে তখন ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করা করেছিল কিনা, কেন সে ঐখানে বিস্ফোরক পদার্থ এবং বোমা-পটকা নিয়ে জমায়েত হয়েছিল? নির্বাচনকে বানচাল করার উদ্দেশ্য ছিল কিনা তা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কিনা? আমার চতুর্থ প্রশ্ন হচ্ছে, এই পাশের বাড়ীতে কিছু সমাজদ্রোহী যারা বিভিন্ন খুন সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত এবং বাংলাদেশী ডাকাত ও উগ্রপন্থীরা সে সময় সেখানে ছিল কিনা তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা? তাছাড়া,

আমার পঞ্চম প্রশ্ন হচ্ছে, টেনু ভূষণ দেবের হত্যাকারী কিংবা হত্যার সঙ্গে যুক্ত কালা মিঞাও সে সময় ঐখানে ছিল কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা? যদি জানা থাকে, তাহলে পরবর্ত্তী সময়ে তাদের গ্রেপ্তার করার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? আর পাশের বাড়ীতে ঢুকতে বাঁধা দেওয়া আইনের কাজে যে অসহযোগিতা করা হয়েছে তার জন্য পুলিশ কি ব্যবস্থা নিয়েছে? এবং

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এই ভাবে পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান হয় না। আপনি কোন পয়েন্টের উপর পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান চাচ্ছেন সেটা আগে বলুন।

শ্রীমানিক দে :— আমাকে শেষ করতে দিন। এই যে অস্ত্র এখানে মজুত করা হয়েছে, এবং যারা পাশের বাড়ীতে ছিল তারা আগের দিন উদাবাড়ীতে যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল তার সঙ্গে যুক্ত কিনা তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে তথ্য আছে কিনা? যদি তথ্য থাকে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে সরকার থেকে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য উনার পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশানে অনেক কিছু জানতে চেয়েছেন। সব তথ্য আমার কাছে নেই। তবে প্রশ্ন করার অধিকার সবার আছে। স্যার, বাড়ীটা রতন বাবুর কিনা তা মাননীয় সদস্য নিজেই বলতে পারবেন। পুলিশের রিপোর্টে এই রকম কিছু নেই। মাননীয় সদস্যের কাছে ইনফরমেশন থাকলে ভাল কথা। এই সব ইনফরমেশান পুলিশকে দিন, পুলিশ তদন্ত করে দেখবে।

শ্রীপ্রনব দেববর্মা :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে আমার পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান, আর্মির কাছে খবর ছিল সেই খবরের পরিপ্রেক্ষিতে আর্মির লোকেরা পাশের বাড়ীতে ঢুকতে গিয়েছিল। কিন্তু কিছু যুবক গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে তাদের কাজে বাধা দেয়। এর ফলশ্রুতি কালা মিঞা সহ আরো কিছু দুষ্কৃতকারী ঐ বাড়ী থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— কালা মিঞা বলে এক ভদ্রলোকের ছবি আমি দেখেছি। তবে উনি ছিলেন কিনা তা পুলিশ ভাল বলতে পারবে। এখান থেকে তা বলা কঠিন। মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহোদয়কে আমি বলেছি, ইনফরমেশন থাকলে পুলিশকে দিন। আপনাকেও তাই বলছি। তথ্য দিয়ে পুলিশকে সাহায্য করুন, যাতে পুলিশ প্রকৃত দোষীকে ধরতে পারে। এবং তারা যে উদ্দেশ্য নিয়ে ভোটের আগে জড় হয়েছিল তা করার সাহস যেন না দেখাতে পারে, সেই জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করুক পুলিশ।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমি আশা করব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবেন। স্যার, ডেইলি দেশের কথায় খবর বেড়িয়েছিল পাশের বাড়ীতে প্রচুর

বোমাসহ কুখ্যাত সমাজদ্রোহী গ্রেপ্তার—গন্ধ শুঁকে সেনাবাহিনীর কুকুর কং-ই প্রার্থীর বাড়ীতে ঢুকতে গেলে 'বাধাদান'। এই কং (ই) প্রার্থী দেট্ মীনস্ আমাকে মীন্ করা।

ডেইলী দেশের কথায় প্রশ্ন উঠেছে—গন্ধ শুঁকে সেনাবাহিনীর কুকুর কং-ই প্রার্থীর বাড়ীতে ঢুকতে গেলে বাধা দান এই শিরোনামে গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ ইং তারিখে ডেইলী দেশের কথা পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে'। স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় প্রশ্ন কর্তার প্রশ্নের ভিত্তিতে এখানে রিপ্লাই দিয়েছেন। যেহেতু এটা আমার কর্নস্টিটিউয়েন্সী তাই আমি এখানে সঠিক তথ্য বলছি যাতে তদন্ত করতে পুলিশের সুবিধা হয়। ঘটনার দিন ৩টা থেকে সাড়ে তিনটা……

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয় ঘটনা ইলাবোরেটলী বলার দরকার নেই। ইউ আর গিভিং এ স্টেটমেন্ট। আপনি অন্লী ক্ল্যারিফিকেশান চান।

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ আপনারা ইন্টারাপ্ট করবেন না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, এখানে ডেইলী দেশের কথা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যে প্রার্থীর বাড়ীতে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। ডেইলী দেশের কথা পত্রিকা এবং শাসক দল একটা প্রি-প্ল্যান করেছিল যে সারা রাজ্যে কংগ্রেস, টি, ইউ, জে, এস এবং টি. এন.ভি প্রার্থীদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেবার জন্য এবং ক্রিকরাবের ঘটনা বিফ্রেক্ট করবে। ডেইলী দেশের কথা সংবাদ পরিবেশন করার পর টু দা এডিটর, ডেইলী দেশের কথা, মেলার মাঠ, আগরতলাকে মেজর সতিনদার সিং একটা চিঠি দিয়ে বলেছে যে—তুমি যে ১৩ তারিখে সংবাদ দিয়েছ এটা অসত্য এবং সত্য জিনিষটা বেড় করার জন্য আমার চিঠি ছাপ। চিঠিটা আমি এখানে পড়ছি স্যার —Please refer to your news item, printed on the first page of your newspaper o' 13 February 98 wherein you have stated that Mr. Jayonto Deb ath. a news reporter of Dainik sambad was interfering to the Army operations and he arrested and taken to police station Sidhai. আরও অনেক কথা এখানে লেখা হয়েছে সবটা আমি পরছি না। ঘটনা হয়েছে তারাপুর গ্রামে, আর আমার রেসিডেন্স হচ্ছে গঙ্গাগতিপুর। মেজর সতিন্দার সিং সত্য ঘটনা প্রকাশ করার জন্য বলেছে—I request that correct version may please be published immediately. Your co-operation is solicited. আমি জানতে চাই এই অসত্য সংবাদ পরিবেশন করার জন্য ডেইলী দেশের কথা এবং শাসক দলের লোকরা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে আর্মির সাথে যোগাযোগ করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ডেইলী দেশের কথা পত্রিকায় একটা

সংবাদ বেড়িয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে একটা মোটিশ এসেছে এবং আমি জবাব দিয়েছি। "ডেইলী দেশের কথা" পত্রিকা যদি বিকৃত করে কিছু দিয়ে থাকে এবং তাতে কাউকে যদি হেয় করা হয়ে থাকে তাহলে সেই ব্যক্তি বিশেষের পূর্ণ অধিকার রয়েছে ডেইলী দেশের কথা পত্রিকার বিরুদ্ধে মামালা দায়ের করার। সেকেণ্ডলী, ডেইলী দেশের কথার আমি একজন নিয়মিত পাঠক এবং এই চিঠি আমিও পড়েছি। ডেইলী দেশের কথা পত্রিকার সম্পাদকও এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে চিঠি ছেপে ফাদার কতগুলি প্রশ্ন রেখেছেন, এটাও ঘটনা। সে ব্যাপারে কিন্তু আবার আর্মির পক্ষ থেকে রিজয়েণ্ডার দেওয়া হয় নি। এই বিতর্কে আমরা যেতে চাইনা। ডেইলী দেশের কথা পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার দায়িত্বতো রাজ্যসরকার নিতে পারে না। এটা আর্মি যদি মনে করে আর্মি নেবে।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ একটি দৃষ্টি আর্কষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহাশয়ের নিকট থেকে। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহাশয়কে অনুরোধ করছি উনার দৃষ্টি আর্কষণী নোটিশটি সভায় উৎথাপন করার জন্য।

শ্রীমানিক দে :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার দৃষ্টি আকষর্ণী নোটিশটি হলো :—

"বিশালগড় মহকুমার আমতলী থানার চারিপাড়ায় (পল্লাম পাড়া) খাদ্য গুদাম শ্রমিক শচীন্দ্র নমঃ দাস গত ৪/৩/৯৮ ইং দুষ্কৃতকারীদের হাতে খুন হওয়া সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়ের দৃষ্টি আর্কষর্ণী নোটিশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি।

এখন আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আর্কষণী নোটিশটির উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। এক্ষনি যদি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেও বলেছি অনেকগুলি হয়ে গেছে। আমি চেষ্টা করব যদি সম্ভব হয় তাহলে দেওয়া হবে। আর যদি না হয় তাহলে পরে দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আর্কষর্ণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীসমীরদেব সরকার এবং মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়দের নিকট থেকে। এখন আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের মধ্য থেকে যে কোন একজন দাঁড়িয়ে নোটিশটি উৎথাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের দৃষ্টি আর্কষর্ণী নোটিশটি হলো :— "গত ৯-২-৯৮ ইং" খোয়াই থানাধীন সমতল পদ্মবিল গ্রামে উগ্রপন্থী হামলায় খুন, জখম, গৃহদাহ সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে ।"

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের দৃষ্টি আর্কষর্ণী নোটিশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি ।

এখন আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আর্কষর্ণী নোটিশটির উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি । এক্ষুণি যদি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন ।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি দুঃখিত একই কথা আমাকে বার বার বলতে হচ্ছে ।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আর্কষর্ণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহাশয়ের কাছ থেকে । এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহাশয়কে উনার দৃষ্টি আর্কষর্ণী নোটিশটি সভায় উৎথাপন করার জন্য অনুরোধ করছি ।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার দৃষ্টি আর্কষর্ণী নোটিশটি হলো —

"সিধাই থানাধীন নোয়াগাঁও এলাকায় গত ২১/৩/৯৮ ইং তারিখ বোমা ফেটে নিতাই শীলের নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে ।"

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়ের দৃষ্টি আর্কষর্ণী নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উৎথাপনের অনুমতি দিয়েছি ।

আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আর্কষর্ণী নোটিশটির উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি । এক্ষুণি যদি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন ।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এটাতেও একই প্রশ্ন আসছে আমি চেষ্টা করব যদি সম্ভব হয় তাহলে আগামীকাল দেওয়া হবে ।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আর্কষর্ণী নোটিশের উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন । এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কেঅ নুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকষর্ণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন ।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো — "গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী নির্ব্বাচনের দিনে ভোটের সমর্থিত উপজাতি যুব সমিতির প্রার্থী শ্রীজগদীশ দেববর্মাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে কতিপয় দুষ্কৃতকারী কর্ত্তৃক বোমা নিক্ষেপ করার ঘটনা সম্পর্কে ."

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— গত ১৬/২/৯৮ ইং তারিখ বেলা ১-১০ মিঃ সময়ে মান্দাই (এস, টি) বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শ্রীজগদীশ দেববর্মা এক লিখিত অভিযোগ করেন যে, তিনি ১২/১৬ নং বুথের ভোট দিয়ে অন্যান্য কেন্দ্র পরিদর্শন করার জন্য দুর্গানগর হাই স্কুল ভোট কেন্দ্রে যান । তখন সকাল অনুমান ৯টা । ঐ স্কুলে ৫, ৬. ৭, ৮, ৯ নং বুথ আছে । ঐ কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করে অন্য কেন্দ্রে রওয়ানা হবার উদ্যোগ নিলে হঠাৎ সি, পি, আই (এম) কর্মী ও নেতারা তার গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করে এবং এলোপাথারী লাঠি-সোটা নিয়ে আক্রমণ করে । আনুমানিক ৫/৬টি বোমা নিক্ষেপ করে, এতে তার টি, আর-০১-৩৫০৯ এবং টি, আর, এম-১২৪৬ গাড়ী গুলি বোমার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । উনার ব্যাগে থাকা ২০,০০০ (কুড়ি হাজার) টাকা, একখানা শালের চাদর, ২ বেণ্ড রেডিও ১টি ও অন্যান্য কাগজপত্র দুষ্কৃতকারীরা নিয়ে যায় । দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে (১) শ্রীগোপাল চৌধুরী (২) শ্রীগোবিন্দ মজুমদার (৩) সিরাজ মিঞা'র নেতৃত্বে ৩০ জনের মত সি, পি, আই (এম) কর্মী ছিল । উক্ত ঘটনার ফলে তাঁর সঙ্গী ৬ জন আহত হয় এবং তাদের জিরানীয়া হাসপালে চিকিৎসা করা হয় । ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮ | ১৪৯ | ৩০৭ ধারায় এবং অ্যাক্‌প্লোসিভ সাসটেন্স অ্যাক্‌টের ৩/৫ ধারায় ও অস্ত্র আইনের ২৫ (ক) ধারামূলে জিরানীয়া থানাধীন দুর্গানগর নিবাসী শ্রীগোপাল চৌধুরী ওরফে গোপেন্দ্রের এক অভিযোগমূলে জিরানীয়া থানায় ৩৬ | ৯৮ নং মোকদ্দমাটি লিপিবদ্ধ করা হয় যে গত ১৬ | ২ | ৯৮ ইং আনুমানিক ৯-৩০ মিঃ সময়ে জিরানীয়া থানাধীন দুর্গানগর স্কুলে অবস্থিত ১১ মান্দাই নগর ভোট কেন্দ্রটি টি, ইউ, জে, এস প্রার্থী শ্রীজগদীশ দেববর্মা আরও ২৫ | ৩০ জন অন্যান্য যুবকসহ পরিদর্শন করতে যান এবং হঠাৎ শ্রীজগদীশ দেববর্মা উক্ত গোপাল চৌধুরীকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করেন এবং তার দেহরক্ষী শ্রীরেনু দেববর্মা তার পিস্তল হইতে গুলি ছুড়তে থাকেন । কিন্তু অভিযোগকারী কোনমতে নিজেকে রক্ষা করেন এবং অভিযোগকারীর সঙ্গীয় লোকগণ উক্ত ঘটনায় আহত হন । স্থানীয় পুলিশ ঘটনাস্থল হইতে ২টি তাজা বোমা উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করে ফেলেন । মোকদ্দমাটি ৩৪ | ৯৮ এস, আর, হিসাবে গণ্য করা হয় ।

মোকদ্দমাটির তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে । স্থানীয় পুলিশ এই ঘটনায় ১৬ জন আসামীকে গত ১৬ | ২ | ৯৮ ইং গ্রেপ্তার করে ১৭-২-৯৮ ইং মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন ।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েণ্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই প্রশ্নেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জবাবের সময় বলছিলেন যে জগদীশ দেববর্মাকে আক্রমণ করা হয়েছে এবং তার যে সিকিউরিটি

সে সার্ভিস রিভলবার থেকে কয়েক রাউণ্ড গুলিও করেছে। এখানে জগদীশ দেববর্মাকে আক্রমণ করা হয়েছে এবং সি, পি, এমের এরাই যে আক্রমণ করেছে এটা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কিনা যে জগদীশ দেববর্মার যে সিকিউরিটি তাকে কি অবস্থায় গুলি করতে হয়েছে?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):— মাননীয় সদস্য বন্ধুবর যে প্রশ্ন তুলেছেন, মামলা-ত দুটো হয়েছে। কাজেই এখানে কি অবস্থায় হয়েছে, না হয়েছে সেটা কিন্তু পুলিশ যখন মামলার তদন্ত শুরু করবে নিশ্চয়ই তিনি তখন স্টেটমেণ্ট করবেন। কাজেই এই মুহূর্তে ডিটেলস কিছু বলা সম্ভব নয়। তদন্ত চলছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া:— পয়েণ্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ব্যাপার হচ্ছে এই যে, গভর্ণমেণ্ট যখন সিকিউরিটি প্রভাইড করে কোন ভি, আই, পিকে, বা কোন ক্যাণ্ডিডেটকে তখন নিশ্চয়ই এই ভি, আই, পিকে রক্ষা করার জন্যই তার সিকিউরিটির প্রয়োজন হয়, সেই প্রয়োজনেই তাকে দেওয়া হয় এবং সে কোন্ অবস্থায় গুলি করবে? যখন ভি, আই, পি ক্যেনডিডেট আক্রান্ত হবেন তখনই-ত গুলি করবেন। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার পয়েণ্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান হচ্ছে, শ্রীজগদীশ দেববর্মার সিকিউরিটি যদি গুলি করে থাকেন, নিশ্চয়ই শ্রীজগদীশ দেববর্মা আক্রান্ত হলে তবেই সে গুলি করবে। কাজেই কি অবস্থায় তাকে গুলি করতে হয়েছে সেটা জানাবেন কিনা?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):— মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা ঠিক। যার নিরাপত্তার জন্য নিরাপত্তা কর্মী নিয়োজিত হন, তার নিরাপত্তার বিঘ্নের কোন কারণ যদি ঘটে তখন তাকে রক্ষা করার জন্য তাকে ব্যবস্থা নিতে হবে। কাজেই সেই জায়গায় শ্রীজগদীশ দেববর্মার নিরাপত্তা কর্মী গুলি করেছেন। কাজেই এটা তিনিই জাস্টিফাই করবেন তদন্তকারী যারা কর্তৃপক্ষ যে জগদীশবাবু আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং তাকে রক্ষা করার জন্য আমাকে গুলি করতে হয়েছে। কাজেই আগাম এখান থেকে কিছু মন্তব্য করার সুযোগ নেই। তদন্তকারী যে কর্তৃপক্ষ তাকেই জাস্টিফাই করতে হবে।

শ্রীমানিক দে:— পয়েণ্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যারা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাদের ১৬ জনের মধ্যে ৬ জনই এন, এস, এফ, টি কোলাবোরেটর, এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন কিনা? যে দুটো গাড়ী বোঝাই হয়ে জগদশীবাবু যে ভোট কেন্দ্রে গিয়েছিলেন, যে ঘটনা হয়েছে তার মধ্যে ৬ জন এ, এন, এফ, টি কোলাবোরেটর বলে যে পুলিশের খাতায় লিপিবদ্ধ আছে এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আছে কিনা?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যারা গ্রেপ্তার হয়েছে

তাদের একটা তালিকা আছে। এদের মধ্যে কারা কোলাবরেটর আছে এই রকম ত কিছু লেখা নাই। কাজেই মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহাশয়কে অনুরোধ করব যদি এই রকম কোন তথ্য থাকে নিশ্চয়ই সংশ্লিষ্ট থানা কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করবেন। তাহলে দুটো একসাথে মীমাংসা করা যাবে। একদিকে উগ্রবাদীদের সাহায্যকারী যারা তাদের ব্যাপারটা যেমন মোকাবিলা করতে সুবিধা হবে আর একদিকে যদি এখানে নির্বাচন ভণ্ডুলের কাজে যুক্ত বলে কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন এটা সত্য কিনা যাচাই করে ভবিষ্যতে যাতে এই ধরণের ঘটনা না ঘটতে পারে তার জন্য প্রি-কশান নিতে পারেন'।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় শ্রীজগদীশ দেববর্মা যখন আগাম জামিনের জন্য ডিষ্ট্রিক্ট জাজ কোর্টে আপীল প্রেয়ার করে তখন সেখানে মাননীয় জাজ কমেন করেছেন From the action of the police I find that police acted with partigan attitude to warde the supporters of a particular political parties which is not expected from the police who should act nutrally, honestly and without any business. এখন এই ব্যাপারে যেহেতু পুলিশ সম্পর্কে পার্টিকুলারলী ডিষ্ট্রিক্ট জাজের কোর্ট থেকে এই রায় বেরিয়েছে সেই জন্য তদন্ত কার্য্য পুলিশ থেকে সরিয়ে নিয়ে তার নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করা দরকার। কারণ জাজ পরিষ্কার বলেছেন যে, এখানে নিরপেক্ষ তদন্ত হচ্ছে না। জাজের ভাষায় জাজ পুলিশকে পারটিকুলার পলিটিক্যাল পার্টি'স বলেছেন, মানে তাহলে সেটা রুলিং পার্টি'র কথা এখানে বলা হয়েছে। কাজেই এই সমস্ত কারণে এই ব্যাপারের তদন্ত কার্য্যটাকে পুলিশের হাত থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে কিনা, এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলেন ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই সম্পর্কেতো আমরা এখন কিছু ভাবছি না। জগদীশবাবুর অভিযোগ মূলেইতো মামলাটা চলছে এবং এই কেসে রেফারেন্স নিয়ে জগদীশবাবু যদি তদন্তকারী অথরিটি অ্যাপয়ন্ট, যাদের করা হয়েছে তাদের সম্পর্কে যদি কোন সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন তাহলে তিনি যদি সেইভাবে বলেন তো সংশ্লিষ্ট দপ্তর সেটা পরীক্ষা করে দেখবে। এখান থেকেতো আগাম এই ব্যাপারে কোন রকম মন্তব্য করা যাবে না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, এটা কিন্তু জগদীশবাবুর প্রশ্ন না। এটা হচ্ছে জাষ্টিস-এর প্রশ্ন অর্থাৎ জাজ সমস্ত রেকর্ড দেখে নিজে বলেছেন যে, পুলিশের ভূমিকা নিরপেক্ষ ছিল না, একটা পারটিকুলার পলিটিক্যাল পার্টি'র প্রতি ভায়েষ্টড ছিল। সুতরাং এই ব্যাপারে পুলিশ নিরপেক্ষভাবে কাজ করার জন্য বলেছেন। এটা জগদীশবাবুর প্রশ্ন না। সত্যটাকে উৎঘাটনের জন্য পুলিশের তদন্ত সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে কেসের শুরুতেই। সুতরাং তদন্তকার্য্য পুলিশের

কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে অন্য কোন তদন্তকারীর উপর দায়িত্ব দেওয়া হবে কিনা এই ব্যাপারে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এখানে দায়িত্ব নিয়ে বলতে হবে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য, বিচারক মহোদয় তার যে মন্তব্য এখানে প্রকাশ করেছেন তার থেকে যদি তিনি এই নির্দেশ দিয়ে থাকেন যে এটাকে আলাদা এজেন্সী দিয়ে বা যারা এখন তদন্তের দায়িত্বে আছে এই অফিসারদেরকে সরিয়ে অন্য অফিসারদের দিয়ে তদন্ত করার ব্যবস্থা করার জন্য, তো নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করব। তাহলে নিশ্চয়ই আমরা ব্যবস্থা করব।

DISCUSSION AND VOTING ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR— 1997-98

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো, "১৯৯৭-৯৮ ইং অর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের উপর আলোচনা এবং ভোট গ্রহণ।"

আজকের কার্যাসূচীতে মোট ৩১টি অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে। এখন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যাসূচীতে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী সমূহ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশান) দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরী প্রস্তাবসমূহ সভার কার্যাসূচীর সঙ্গে মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নিকট দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং যে সমস্ত অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর ছাটাই প্রস্তাব (কাট মোশান) আছে সেগুলো একত্রে সভায় উৎথাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হল। এখন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করব, আলোচনা চলাকালে তাঁরা যেন তাঁদের বক্তব্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি প্রথমে ছাটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশান) ভোটে দেব এবং তারপর মূল অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইপদের অনুরোধ করব আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেওয়ার জন্য।

একটি ঘোষণা দিতে চাই এই ব্যাপারে যে আপনাদের নাম দেবেনই। এখানে আমাদের হাতে সময় আছে দুই ঘন্টা, এক ঘন্টা বাড়ালে তিন ঘন্টা হবে, যদি ছয়টা পর্যান্ত চলে তাহলে। কারণ প্রশ্ন পর্বটা ইলেকশানে চলে গেছে। এখন তিন ঘন্টার মধ্যে এখানে আমাদের ভোটিং

আছে এবং ভোটিং-এর জন্য তিন ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা চলে যাবে। তাহলে বাকী থাকছে আর দুই ঘন্টা তারমানে ১২০ মিনিট, ৭০ মিনিট হচ্ছে অপজিশানের, আর ৮০ মিনিট হচ্ছে রুলিং পার্টির। অপজিশানকে আমি আরও দশ মিনিট বাড়িয়ে দিয়ে ৫০ মিনিট করে দিলাম।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— মিঃ স্পীকার স্যার, এইভাবে হাউস না বাড়িয়ে এবং আজকে যেহেতু একটা গুরুত্বপূর্ণ খেলা আছে বরং হাউস্ আরও একদিন বাড়িয়ে দেওয়া হোক্। এই ব্যাপারে আমি আপনার মাধ্যমে লিডার অব্ দ্যা হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এইভাবে ডেইলি এক ঘন্টা করে বাড়িয়ে নিলেই আমরা কাভার করতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বৃন্দ, আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আপনাদের যে টাইম অ্যালটেড করা হয়েছে সেটা শেষ হবার দুই মিনিট পূর্বে আমার পার্শ্বে রাখা সাদা বাতি জ্বলবে এবং টাইম শেষ হয়ে গেলে লাল বাতি জ্বলবে। তখন আপনারা বুঝবেন যে আপনাদের সময় শেষ হয়ে গেছে।

এখন বিরোধী পক্ষ থেকে আলোচনা শুরু হবে। আপনাদের লিডার অব্ দ্যা অপোজিশানকে সেটা আমি জানি না, যাই হোক্ সেটা আপনারা ঠিক করে নেবেন, এখানে আমার কাছে যে লিস্ট আছে তাতে প্রথমে মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহোদয়ের নাম রয়েছে। সুতরাং আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহোদয়কে প্রথমে আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট পেশ করেছেন এবং এরমধ্যে বিরোধী দলের সদস্যগণ কর্তৃক যে সকল কাট-মোশানস্ আনা হয়েছে আমি সে সকল কাট-মোশানগুলিকে পূর্ণ সমর্থন করছি। এই কারণে যে, আমার এখানে একটা কাট-মোশান রয়েছে অন্ ডিমাণ্ড নাম্বার-৩, মেজর হেড ২০৭০। এখানে চেন্নাইতে ত্রিপুরা ভবনের কথা বলা আছে। আমরা এইটা অস্বীকার করতে পারিনা যে ত্রিপুরার রোগীদের চিকিৎসার জন্য মাদ্রাজে যেতে হয়, ভেলুরে যেতে হয়। এবং আমরা বিভিন্ন সময়ে দাবী করেও এসেছি এই সমস্ত জায়গায় ত্রিপুরার রোগীদের সাহায্য করার জন্য সরকারী তরফে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। কিন্তু আমরা দেখেছি চেন্নাইতে রোগীদের চিকিৎসার সুযোগ দেওয়ার চেয়ে অফিসারদের পুনরবাসন দেওয়ার জন্য জায়গাটা বেছে নেওয়া হয়েছে। যেমন ত্রিপুরার একজন মোস্ট সিনিয়র আই, এ, এস অফিসার সম্ভবতঃ মিঃ দামোদরম, উনাকে পুর্ণবাসন হিসাবে সেখানে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। তিনি বসে বসে বেতন নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু রোগীদের বা অন্যদের

সাহায্যে উনার কোন ভূমিকা রাজ্যবাসী দেখতে পান না। রাজ্যের লোকদের জন্য সেখানে উনার কাজ করার কোন মানসিকতা আছে মনে হয় না। কারণ এটাই হচ্ছে রাজ্যবাসীর অভিযোগ উনার বিরুদ্ধে। সাহায্যের কোন দৃষ্টিভঙ্গী উনার নেই। সেখানে রাজ্যের একটি লোক গেলে সাহায্য করার মত লোক নেই। রাজ্য সরকারের সঙ্গে উনার ব্যক্তিগত ঝগড়ার ফলেই রাজ্যবাসী সেখানে গিয়ে বঞ্চনার স্বীকার হচ্ছেন। কাজেই জনগণের কাজে যে টাকাটা আসছে না সেই জন্যই এখানে আবারও টাকা চাওয়া হয়েছে এবং আমি এই কারণে নতুন ব্যয় বরাদ্দের বিরোধিতা করছি। জনগণের স্বার্থে সেটা যদি খরচা হত নিশ্চয়ই সেটাকে সমর্থন করতাম। রাজ্য সরকারের সঙ্গে উনার বনিবনা হচ্ছে না ফলে এই রকম হচ্ছে। সেই জন্য আমি এই ডিমাণ্ডের বিরোধিতা করছি।

ডিমাণ্ড নম্বার ৬ এর মেজর হেড ২২৩৫। সেখানে ৪৯ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে। স্যার, গত পাঁচটি বছরে আমার নির্বাচণী ক্ষেত্রে ২৭ জন কর্মী খুন হয়েছেন। এর মধ্যে ১৮ জন সরকারী চাকুরী পাওয়ার জন্য আবেদন করেন অর্থাৎ এই ১৮ জন পরিবারের উপযুক্ত সদস্য সরকারী চাকুরী পাওয়ার জন্য আবেদন করা সত্ত্বেও তাদেরকে সরকারী চাকুরী দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড অবহেলা করা হচ্ছে। গত বছর পাঁচ জন খুন হয়েছিল। প্রশাসনে চাকুরীর জন্য তাদের পরিবার থেকে আবেদন করা হলে বলা হল চাকুরী নয়, পরিবর্তে সরকারী নীতি অনুসারে টাকা নিয়ে যাও। তারা সেই প্রস্তাব প্রত্যাক্ষান করার পর আজও চাকুরী পায়নি। এদের একজন কার্তিক সাধন জমাতিয়া মারা গিয়েছিলেন। তারপর জমাতিয়ার পরিবার থেকে চাকুরীর আবেদন জানানো সত্ত্বেও এখনও চাকুরী দেওয়া হয় নাই। অপর দিকে প্রসাশন তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে সাদা কাগজে টিপ সই বা স্বাক্ষর নিয়ে বলা হচ্ছে মৃতের পরিবার আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করেছে কাজেই সরকারী চাকুরী দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না, আর্থিক সাহায্যই দেওয়া হবে। এই ব্যাপারে আমরা দক্ষিণ জেলার সঙ্গে দেখা করে প্রতিকার চেয়ে সুনির্দিষ্টভাবে উনার দৃষ্টি আকর্ষন করেছিলাম। কিছুই হল না। অর্থাৎ এই সরকারী স্কীমে কেবল মাত্র শাসক দলের লোকরাই সাহায্য পাবে কিন্তু বিরোধীরা পাবে না। ঠিক এই কারনেই আমি তাদের এই ডিমাণ্ডটিকেও বিরোধিতা করছি। আমি নব নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব তিনি যাতে এই সমস্ত ঘটনাগুলো অত্যান্ত তীব্রভাবে রাজনৈতিক দৃষ্টি কোনের উর্দ্ধে রেখে তাঁর সরকারের কর্মসূচী বাস্তবায়িত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

স্যার, আমার আর একটা ডিমাণ্ড, ডিমাণ্ড নং—২৭, মেজর হেড—২৫০১। এখানে এটা দেওয়া আছে কি কৃষি সামগ্রীর ক্ষেত্রে ভুর্তুকী দেওয়া। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা গত ৫ বছরে বামফ্রন্ট সরকারের কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে দৃষ্টিভঙ্গী দেখেছি আজকে আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি স্যার, যে বিরোধী দলের কোন সমর্থক তার জমিতে সার লাগবে, জমিতে কীট নাশক ঔষধ লাগবে দেখা যাচ্ছে

বিরোধী দলের সমর্থক হওয়াতে সেটা সে পাবে না এমনকি পায়নি। এমনকি জমিতে পোকা আক্রমণ করেছে স্প্রে মেশিনের প্রয়োজন সেখানে বলা হচ্ছে যে না তুমি পাবে না তুমি কংগ্রেস কর, তুমি টি. ইউ, জে. এস, কর তুমি স্প্রে মেশিন পাবেনা। অথচ আমরা দেখি সরকারের বীজাগারে যেসকল কীট নাশক ঔষধ কৃষকদের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে, সার দেওয়া হয়ে থাকে সেগুলি এই কৃষকদের না দিয়ে তাদেরকে বঞ্চিত করে কিছু শাসক দলের পেটুয়া নেতা, পেটুয়া কর্মী ওরা নিয়ে নিচ্ছে আর বাকিগুলি কালো বাজারে বিক্রি করে নেবে। ফলে কৃষকদের প্রতি এই যে বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে সেটা দেখা হচ্ছে না। আমরাতো স্যার, যেখানে রাজ্যের বৃহত্তম অংশের কৃষকের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হবে আর সরকার এই কিছু পেটুয়া নেতাদেরকে সাহায্য করার জন্য তাদের পেটটাকে বড় করে দেওয়ার জন্য তাদের পকেটটাকে আরও ভর্তী করে দেওয়ার জন্য যদি বাজেট এখানে আনা হয়ে থাকে তাহলে এই রাজ্যের জনগনের স্বার্থে আমরাতো সমর্থন করতে পারি না স্যার। আজকে আমরা এটা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে. বর্তমানে চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার আসার পরও আমাদের অমরপুরে এই গত কয়েক দিনের মধ্যে এই সরকার শপথ নিয়েছেন চৌদ্দ পনের দিন চলছে। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করে বলব যে, দয়া করে খবর নিয়ে দেখুন অমরপুর নগর পঞ্চায়েত যেটা রাজ্যের মধ্যে একমাত্র বিরোধী নগর পঞ্চায়েত সেখানে আমাদের সদস্যরা অন্তত দশ দিন ঢুকতে পারেনি, অফিসে ঢুকতে পারেনি। আমাদের যারা ভাইস চেয়ারপার্সন চেয়ার পার্সন কিংবা মেম্বার তাদেরকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে এখানে কংগ্রেসের কাউকে এই নগর পঞ্চায়েতে ঢুকতে দেওয়া হবে না। কিন্তু প্রত্যেকটা নগর পঞ্চায়েতের বাজেট সেখানে পাশ করতে হয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কাশীবাবুর সময়টা আমি নেব।

মিঃ স্পীকার :— কাঁশীবাবু দেবেনতো?

শ্রীজওহর সাহা :— হ্যা স্যার. দিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে বলুন।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফলে আমি বলব যে দয়া করে এই ব্যাপারগুলো একটু ভেবে দেখার জন্য। অমরপুরে পূর্ত দপ্তরের অফিস আছে এবং এখানে পূর্ত দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ও আছেন। সেখানে যে এস, আর, পি, এন, আর, ই, পি, কাজ হচ্ছে সেখানে প্রকৃত গরীব যারা কাজ পাচ্ছেনা কেননা তাহারা কংগ্রেস করে টি, ইউ, জে, এস, করে। তাহলে আপনি চিন্তা করে দেখুন এখানে আমরাও তো নির্বাচিত হয়ে এসেছি। আমরাও তো প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছি। আমাদের তো লোক আছে। আমরাও তো বৃহত্তম অংশ মানুষের ভোট নিয়ে

এখানে এসেছি, আর সেখানে রাজ্য সরকার বৃহত্তম অংশের মানুষকে বঞ্চিত করবেন এই অবস্থা আমরা মানতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, আর একটা মিনিট, আমি শেষ করছি। আর আমার একটি কাট মোশান আছে, সেটি হল ডিমাণ্ড নাম্বার ৪১ এবং মেজর হেড হচ্ছে ২২৩৫ আর একটা হচ্ছে ডিমাণ্ড নাম্বার ৫৩ মেজর হেড হচ্ছে ৬০০৪ আমি আমার কাট মোশান বিরোধীদের আনা সমস্ত কাট মোশানকে সমর্থন করে এবং বাজেট বরাদ্দকে বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী, অঘোর দেববর্মা মহোদয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ২৪ তারিখ এখানে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের বাজেট পেশ করেছেন, আজকে এখানে বিভিন্ন সদস্য আলোচনায় অংশ গ্রহণ করছেন, এবং অনেকে কাট মোশানও এনেছেন। আমি প্রথমেই যে সমস্ত দপ্তরের প্রতি কাট মোশান আনা হয়েছে তাকে বিরোধিতা করছি। আর বরাদ্দকৃত অর্থগুলিকে সমর্থন জানাচ্ছি। এখানে ডিমাণ্ড নম্বর ১৯ এ মেজর হেড ২২২৫ উপজাতি কল্যাণ দপ্তর। এই ডিমাণ্ডের উপর মাননীয় সদস্য প্রকাশ দাস ১ তাহার এক শত টাকা কমিয়ে দেওয়ার জন্য বলেছেন। গতকাল আলোচনার সময় মাননীয় সদস্য রতিবাবু বলছিলেন যে অনেক উপজাতি এবং তফ্‌শিলী জাতি ছাত্র ছাত্রীরা স্টাইপেণ্ড, পোস্ট মেট্রিক স্কলারশীপ, প্রি-মেট্রিক স্কলারশীপ দেওয়া হয়নি। তার পরেও উপরোক্ত বাড়তি এই সাপলিমেন্টারী ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এখন এখানে আমাদের বলতে হয় এই যে আমাদের যে গত বাজেট এই বাজেটের পর আমাদের জানা উচিৎ নাম্বার অব স্টুডেন্ট বেড়েছে। তার পরও স্টাইপেণ্ড বাড়ানো হয়েছে। স্বাভাবিক কারনেই এই টাকাগুলি দিতে গিয়ে বেশ কিছু বাড়তি টাকা আমাদের খরচ করতে হয়েছে। এই টাকাগুলির যদি এখানে আমরা অনুমোদন না পাই, এই টাকা যদি না দেওয়া হয় তবে যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রীরা এখনো পোষ্ট মেট্রিক স্টাইপেণ্ড এবং প্রি-মেট্রিক স্টাইপেণ্ড পায়নি তাদের স্টাইপেণ্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়ে যেতে পারে। তারজন্য আমরা এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছি। কাজেই এখানে বিরোধীরা প্রকৃতই যদি তারা এই রাজ্যের এস, টি, এবং এস সি, ছাত্র ছাত্রীদের তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক বিকাশের প্রশ্নে তাদের শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রশ্নে যদি আন্তরিক ও যত্নবান হতে চান তা হলে এই বিষয়ে তাদের কোন বিরোধিতা করা উচিৎ ছিল না। বিরোধিতা থাকার কথা ছিল না। তার পর এখানে আমাদের সকলের জানা আছে যে কতগুলি হেড উপজাতি কল্যান দপ্তরে এসেছে। কিন্তু দপ্তরটা উপজাতি কল্যান দপ্তর না। এই রাজ্যের মধ্যে বিগত দিনে সাব-প্লেন এরিয়া এলাকায় উন্নয়নের জন্য ডিফারেন্স যে দপ্তরগুলি আছে

তারা নিজেরা করতেন। আপনারা এখানে বলেছেন যে আর, ডি, ডিপার্টমেণ্ট একটা আছে। মেজর হেড—৪২১৬। এখানে মাননীয় বিরজিৎ সিনহা মহাশয় কাট মোশান করেছেন ৪২১৬ মেজর হেড ২ হাজার ৮০০ টাকা। বলা হয়েছে "Need to stop mal & corrupt practices in implementing Indira Awas yzona.

ইন্দিরা আবাস যোজনার যে স্কীম সেখানে গরীব মানুষেরা ঘর করতে পারেন। আমরা সেই কেন্দ্রীয় স্কীমের মাধ্যমে গরীব মানুষকে এই ইন্দিরা আবাস যোজনা স্কীমের মাধ্যমে গরীব অংশের মানুষকে ঘর তৈরী করার জন্য সাহায্য করা হচ্ছে। তাদেরকে ঘর তুলে দেওয়া হচ্ছে। এখানে করাপশানের কোন সুযোগ তো নেই। আপনারা আলোচনার মধ্যে বলেছেন যে ঘর হয়েছে। ঘর হতে তো সেই টাকা খরচ হয়েছে। টাকা তো দিতে হবে আমাদের। কাজেই সেই জায়গাতে জি, সি, আই, কিন্তু তাও টেণ্ডার হচ্ছে, বাইরের কম্পানী থেকে সেইগুলি আনতে হচ্ছে। তার পর হচ্ছে মার্ট ওয়াল। যে ঘর তৈরী করবে তাকে ঘর দেওয়া হবে তিনিই এই ঘরটা তৈরী করবেন। এই মার্ট ওয়াল তৈরী করবেন। এই সবগুলি আমাদের অবজার্ভ করে আমাদের করতে হচ্ছে। এখানে টাকা পয়সা নয় ছয় করার মত কোন স্কোপ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই জায়গায় এই জিনিসগুলি আরো গরীব মানুষের কাছে যাদের ঘর নেই যারা নিজেদের পয়সায় ঘর তৈরী করতে পারেনা তাদের সাহায্য করার জন্য এই ইন্দিরা আবাস যোজনা স্কীম এর মাধ্যমে করা হচ্ছে। সেখানে বিরোধিতা করার কোন কারন আমরা দেখতে পাচ্ছিনা আশা করি যারা কাট-মোশান এনেছেন তারা এই বিষয়ে একটু গভীর চিন্তা করে গরীব মানুষের প্রতি আন্তরিকতা নিয়ে এটাকে সমর্থন করবেন।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস :— পয়েণ্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে গরীব মানুষের জন্য তা করা হচ্ছে। গরীব মানুষের সংজ্ঞা কি? সি, পি, এম, এর পতাকা নিয়ে ঘুরলেই কি গরীব মানুষ হওয়া যায়? নাকি তা সত্যিকারের গরীব মানুষদেরকে দেওয়া হচ্ছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে সি, পি, আই, (এম) শুধু পাবেন এটা আমাদের কাম্য নয়। আমরা এটা চাই না। আর এরকম ঘটনা রাজ্যে ঘটেছে এ ধরণের কোন তথ্যও সরকারের কাছে নেই। পঞ্চায়েতের মেম্বাররাও আমাদের মত ইলেকটেড মেম্বার। এসব পঞ্চায়েত থেকেই ঠিক করে দেবেন। পঞ্চায়েত থেকে ডিসক্রিমেনেশন হয়ে থাকলে আমি অনুরোধ করব, আপনারা পঞ্চায়েতের নলেজে একটু নিয়ে আসুন। সরকারের নলেজে আনুন। অবশ্যই এটা দেখা হবে। আর একটি কাট মোশন এসেছে পাবলিক হেলথের উপরে। স্বাধীনতার ৫০ বৎসরের মধ্যে একটি দল একটানা ৩০ বছর শাসন করে গেছে। কিন্তু দুর্গম অঞ্চলের গরীব অংশের মানুষদের মধ্যে চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার কোন ব্যবস্থাই

এতদিন নেওয়া হয় নি। বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর আপনারা দেখেছেন, প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক হাসপাতাল করা হয়েছে। এখন সেগুলি চালু করে সেখানে ঔষধ পত্র গরীব লোকদের দেওয়ার প্রশ্নে এখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। আমি খুবই দুঃখিত, এখানে কাট মোশন না এনে বিরোধী দলের তরফ থেকে আরো বেশী টাকা রাখার দাবী কেন রাখা হল না, স্যার, ডিমাণ্ড নং ১৯ মেজর হেড ২৫০৫ এ মাননীয় সদস্য কাট মোশন এনেছেন। কিন্তু তিনি কোথায় দেখলেন, ওয়েষ্টফুল আাকসপেণ্ডিচার সেটা আমি বুঝতে পারলাম না। রুরাল এলাকায় ডেভলাপমেন্ট করার জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। আমি মাননীয় সদস্যকে প্রশ্ন করতে চাই, রাজ্যের উন্নয়নের জন্য যে কাজ হচ্ছে, তা কি আপনাদের সহ্য হচ্ছে না? অবশ্য এটা না হওয়াই স্বাভাবিক। সরকারী কাজের সমালোচনা করতে পারেন, সরকারের এটি বিচ্যুতি তুলে ধরতে পারেন। কিন্তু সরকারী কাজ কেন বন্ধ করে দিতে চান, সেটা বুঝতে পারছি না। এখানে কৃষি দপ্তর থেকে আমরা বীজ, সার দিচ্ছি। আপনারা প্রশ্ন তুলেছেন, বীজ বন্টন ঠিকভাবে হচ্ছে না। এই না হওয়াটা আমাদের কাম্য নয়। অবশ্যই আমরা এটা দেখব। কিন্তু এই যে বীজ সার দিতে গিয়ে অতিরিক্ত খরচ হল, তারজন্যই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের বিকাশের স্বার্থে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে গুরুত্ব দিয়ে এটা সমর্থন করব এই আশা রেখে কাট মোশনের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া। মাননীয় সদস্য আপনার সময় ৫ মিনিট। এই সময়ের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট, ইরিগেশান, হল্থ, এস, আর, ই, পি, ইকোলজি এগুলিতে আমরা কাটমোশন এনেছি। উনারা সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্ট এনেছেন সর্ব মোট ৬৫ কোটি টাকা। আগে অরিজিনাল বাজেট ছিল ১৪৯০ কোটি টাকা এবং এখন ৬৫ কোটি টাকা যোগ করলে হয় ১৫৫৫ কোটি। আমি জানতে চাই ১৫৫৫ কোটি টাকার মধ্যে এ, ডি, সিকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে? আর এই ৬৫ কোটি টাকার মধ্যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারকে এক পয়সা দেওয়া হয়েছে এটা কি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তর বলতে পারেন? এ, ডি, সি গত বছর মাত্র ৯৮ কোটি টাকা চেয়েছিল। এর মধ্যে এ, ডি, সিকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে আমার জানা নেই। ৫০ কোটি টাকার মত এ, ডি, সিকে দেওয়া হয়েছে আর বাকী ৪০ কোটি টাকার উপর তাদেরকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে প্রতি বছর এ, ডি, সির বাজেট অর্দ্ধেকের চেয়েও বেশী কমে যাচ্ছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা (মন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, গতবছর এ, ডি, সি ৯৮ কোটি

টাকা বাজেট করেছিলেন তার মধ্যে আমটাইড ফাণ্ডের টাকা যেটা এ. ডি. সি এলাকায় খরচ করা হয়েছে এই টাকাটা ধরে নিয়েই তারা বাজেট করেছিল। ২৩ কোটি টাকার মত ব্লককে দেওয়া হয়েছে যে টাকাটা এ. ডি, সির তত্ত্বাবধানে খরচ করা হচ্ছে।

তাহলে ৭৩ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে আর বাকী ২৩ কোটি টাকা কোথায় গিয়েছে ? আমি যেটা বলছি যে এ. ডি. সির বাজেট কমছে এটা ঠিক আছে। মাননীয় মন্ত্রীও স্বীকার করে নিয়েছেন যে এ. ডি. সির বাজেট কমছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এ রাজ্যের উপজাতিরা কি তাদের অধিকার পাবে না ? তারা শুধু অধিকার নয় তারা অগ্রাধিকার পাবে। কেননা তারা হচ্ছে গিরিবাসী। সরকারী চাকুরীতে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, চিকিৎসা ক্ষেত্রে, পানীয় জলের ক্ষেত্রে, সেচের ক্ষেত্রে তারা বেশী সুযোগ পাবে। কারণ তারা উপজাতি। স্যার, গণ্ডাছড়াতে বা গঙ্গা নগরে যারা ট্রাইবেল আছে তাদের কোর্ট কোথায় ? তাদের কোর্ট হচ্ছে অমরপুরে। তাদের অমরপুরে যাবার রাস্তা কোথায় ? আমবাসা হয়ে আগরতলা হয়ে উদয়পুর হয়ে তিনটি ডিষ্ট্রিকেট পেরিয়ে তারপর তাকে অমরপুরে যেতে হবে। তাহলে তাকে কতটাকা গাড়ী ভাড়া বাবদ খরচ করতে হবে ?

শুধু একজন যদি তার আসামীর সঙ্গে দেখা করতে যায় তাহলে তার কত পয়সা খরচ হয় ? একজন আসামী যদি হাজিরা দিতে যায় তাহলে কত টাকা খরচ হচ্ছে ? বিচার কি তার বেশী হয়েছে না কম হয়েছে ? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে রেশন সপের অবস্থা দেখুন আমার এলাকায় ১৫ কিলোমিটার দূরে গিয়ে ২ কে. জি. চাউল আনতে হয় তৈদু থেকে। রেশনে চাউলের সুযোগ ট্রাইবেলরা কি বেশী পাচ্ছে না কম পাচ্ছে ? তারা যখন এত কষ্ট করে সেখানে যায় তখন বলা হয় তোমাদের এটা শেষ হয়ে গেছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই ভাবে বৈষম্য হচ্ছে। সারা ত্রিপুরায় পানীয় জলের অবস্থা দেখুন ট্রাইবেল এলাকায় সবচেয়ে কম টিউব-ওয়েল। এতে ট্রাইবেলদের জন্য আমরা যারা কথা বলছি, এখানে যারা কথা বলছেন, আর কি করছেন ? শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে, মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী বলছেন শিক্ষার উন্নতি করা হবে। স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী বলছেন সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হবে। কিন্তু ট্রাইবেল এলাকায় যে শিক্ষার প্রসার ঘটনা হওয়া উচিত এই কথা কেন নেই ? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কৃষি ক্ষেত্রে আজকে প্রশ্ন উত্তর পর্বে বলা হয়েছে ১৯৮৮ সালে ১০০০ হেক্টর সবজি চাষ হয়েছে, ১৯৮৮-৮৯ সালে ১৫০০ হেক্টর জমিতে সবজি চাষ হয়েছে, ১৯৯১-৯২ সালে ২০০০ হেক্টর জমিতে সবজি চাষ হয়েছে, ১৯৯২-৯৩ সালে ২০০০ হেক্টর জমিতে চাষ হয়েছে, ১৯৯৩-৯৪ সালে ২০০০ হেক্টর জমিতে চাষ হয়েছে, ১৯৯৪-৯৫ সালে ৫১৯ হেক্টর জমিতে চাষ হয়েছে, ১৯৯৫ ৯৬ সালে ৫১০ হেক্টর জমিতে

চাষ হয়েছে এবং ১৯৯৬-৯৭ সালে ৫১০ হেক্টর জমিতে সবজি চাষ হয়েছে। এই প্রকল্পে মোট ব্যয় হয়েছে ১৯৮৮-৮৯ সালে ৩.০০ লক্ষ টাকা. ১৯৮৯-৯০ সালে ব্যয় হয়েছে ৯৯.০০ লক্ষ টাকা, ১৯৯০-৯১ সালে ব্যয় হয়েছে ৯০.০০ লক্ষ টাকা, ১৯৯০-৯২ সালে ব্যয় হয়েছে ১০০০.০০ লক্ষ টাকা, ১৯৯২-৯৩ সালে ব্যয় হয়েছে ১২০.০০ লক্ষ টাকা, ১৯৯৩-৯৪ সালে ব্যয় হয়েছে ৩৭.৬৮ লক্ষ টাকা, ১৯৯৫-৯৬ সালে ব্যয় হয়েছে ৪২.৫৬৮ লক্ষ টাকা এবং ১৯৯৬-৯৮ সালে ব্যয় হয়েছে ৪২-৫৬০ লক্ষ টাকা। তার চেয়ে বেশী আমাদের আমলে সফল হয়েছিল। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ এখানে বসে আছেন। মুখে ট্রাইবেলদের জন্য মায়াকান্না কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করছেন না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে আপনি সংক্ষেপ করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের আমলে ট্রাইবেল অধ্যুষিত কয়েকটি জায়গায় ইরিগেশানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং স্যাংশান হয়ে কাজও শুরু হয়েছিল কিন্তু গত ৫ বছরে এইগুলি অচল করে রাখা হয়েছে।

এই হাউসে আমাদের সদস্য যখন প্রশ্ন করেছিলেন, আমি প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলাম, এটা হাউসের অ্যাসুরেন্সও। কোনটাই করেননি। মিডিয়াম ইরিগেশান আছে তিনটা মাত্র, এটাতে টোটাল ট্রাইবেল এলাকা কাভার করে না। সেই কারণে ট্রাইবেল এলাকায় যদি মর্ডানাইজেশান আনতে হয় তাহলে জলসেচ ছাড়া হবেনা। জলসেচ ব্যবস্থা করতেই হবে, না হলে ট্রাইবেলদের ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়বে কি করে ? করা হয় না। কাজেই এখানে বৈষম্য বাড়ে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, যারা বৈষম্য তৈরী করে তাদেরকে সাম্প্রদায়িক বলা হয় কিনা জানিনা. সংকীর্ণ বলা হয় কিনা জানিনা। কিন্তু যারা বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলে তাদেরকে বলা হয় সংকীর্ণ, তাদেরকে বলা হয় বিদেশীর চর। যারা বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলে তাদেরকেই বলা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক। এই কারণেই বৈষম্য রয়েছে, আরো বাড়বে এবং আরো বাড়ছে। স্যার, সমস্ত ট্রাইবেল এলাকায় স্কুল বন্ধ, এখানে বলছে যে শিক্ষার উৎকর্ষ আরো বাড়াতে হবে। সমস্ত চিকিৎসার সুযোগ সব বন্ধ রেখে এখানে বলা হচ্ছে সবচেয়ে আধুনিকীকরণ করা হবে। এই গণবিমুখ প্রশাসনের জন্য এই বৈষম্য বাড়ছে। শুধু ট্রাইবেল এলাকায় আমরা বলছি না, গ্রাম, পাহাড়ে সেখানে বাঙ্গালী যারা আছেন গরীব সেখানেও বৈষম্য। উনারাও বৈষম্যের শিকার। কাজেই এখানে যারা বৈষম্য করছে তাদের সংগে একমাত্র বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সংগে তুলনা করা যায়। এটা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ হতে পারে। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সমস্ত কাটমোশানগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅনিল সরকার। আপনার সময় ১৫ মিনিট।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ট্রেজারী বেন্চ থেকে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের জন্য যে বরাদ্ধ চাওয়া হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করি, এর বিরুদ্ধে যে সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাব এসেছে, এর বিরোধিতা করি। প্রসঙ্গত মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রকাশ দাস মহাশয় তফসিলী জাতি ছাত্র-ছাত্রীর স্টাইপেণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে ক্ষোভকে প্রতিহত করার জন্য ১০০ টাকা কমানোর জন্য যে প্রস্তাব করেছেন এই প্রসঙ্গে আমি বলছি, তফসিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর তফসিলী জাতি ছাত্রদের স্টাইপেণ্ড ও স্কলারশিপ প্রদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত আন্তরিক ও তৎপর। বর্ত্তমান আর্থিক বছরে উক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের স্টাইপেণ্ড ইত্যাদি প্রদানের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা খাতে ১ কোটি ৮৭ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা এবং পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে মোট ৩৪ কোটি ৬৫ হাজার টাকা বাজেট বরাদ্ধ করা হয়। এই সমাক টাকা শিক্ষা বিভাগের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্ত্তী সময়ে শিক্ষা বিভাগ তফ্‌শিলী জাতি কল্যাণ বিভাগকে জানায় যে. ছাত্র ছাত্রীর স্টাইপেণ্ডের টাকা কিছু ঘাটতি রয়েছে। তফ্‌শিলী জাতি কল্যাণ বিভাগ, অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা বিভাগের সহযোগিতায় স্টাইপেণ্ডের জন্য আরও অতিরিক্ত ১ কোটি ৬১ লক্ষ ৯৬ টাকা বরাদ্দ করে এবং এই টাকা অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এই টাকা শিক্ষা দপ্তরের হাতে দেওয়া হয়। এতেও যদি স্টাইপেণ্ডের টাকার ঘাটতি থাকে, তবে আগামী বৎসরের বাজেট থেকে ঘাটতি পূরণ করে দেওয়া হবে। সুতরাং মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনা কাটমোশানটা যুক্তি হীন। প্রসঙ্গত: যে কথাটা বলা দরকার, বিশেষত: অনগ্রসর শ্রেণী তফসিলী জাতি, উপজাতি তাদের মধ্যে সেই স্টাইপেণ্ড বা শিক্ষার সুযোগ বাড়ানোর জন্য আমাদের সরকার খুবই আন্তরিক। প্রসঙ্গত: প্রথম কথাই এসেছে পাহাড়ের স্কুলগুলি সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আসলে পার্বত্য এলাকায় যা দূরবর্ত্তী গ্রামীণ এলাকায় যা বাস্তব বিশেষত বৈরী হানার জন্য একটা আতংক। সেই আতংক কি উপজাতি, কি অনুপজাতি সমস্ত মানুষের জীবনের যে অগ্রগতির চাকা সেটা বন্ধ করে দিয়েছে। প্রথম প্রথম যারা অনুপজাতি কর্মচারী তারা পার্বত্য এলাকায় নিরাপত্তা-হীনতার কথা বলেছেন, পরবর্তী সময়ে দেখা গেল সেখানকার উপজাতি এলাকায় যারা উপজাতি সম্প্রদায়ভূক্ত কর্মচারী বা এই সমস্ত ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্ক-এর সাথে যুক্ত তাদের পক্ষে পার্বত্য এলাকায় দূরবর্তী গ্রাম এবং পাহাড়ে থাকা সম্ভব হয়ে উঠছে না এবং এটা কি জাতীয় ক্ষেত্রে, কি আঞ্চলিক ক্ষেত্রে, কি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এটা একটা চক্রান্ত। ফলে এই অনগ্রসর মানুষ সবার নীচে সবার পিছে যারা আছে তারা চিরকাল সেই উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে তারা ওয়ার্কিং ফোর্স হিসাবে থাকে এবং প্রায় তারা স্টারভিং এবং স্লিপ, শ্রমদাস, এবং তাদেরই অগ্রগতির পক্ষে সব সময় যারা অগ্রসর যারা পুঁজিবাদী কি সামন্তবাদী চিরকাল তাদের অগ্রগতির বিরোধী

এবং এই মুড়াটা এখনও যে নাই তা নয় এবং তাতে নানা দিক থেকে সেটাকে সফল করে তোলা হচ্ছে। এমন একখানা করা হচ্ছে, যে একখানের জন্য হাজার হাজার বছর ধরে যে মানুষগুলো দূরে পাহাড়ে বলা যায় নগর সভ্যতার বহির্ভূত যে জনগোষ্ঠি জন সমাজের মধ্যে বহিস্কৃত, যারা শিক্ষা বানিজ্য ভূমি এবং অন্যান্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তারা সব সময় সংরক্ষিত সেই গোলাম বাহিনীর সাজ উৎপাদক শ্রেণী হিসাবেই থাকছে। আজকে পার্বত্য এলাকায় যে চক্রান্ত চলছে এবং সমতল এলাকায় যে চক্রান্ত চলছে তাতে জাতি উপজাতির মধ্যে একটা বিবাদ সৃষ্টি করে সমস্ত অগ্রগতিকে পিছিয়ে দিচ্ছে। তারই পরিনতি হিসাবে পার্বত্য এলাকা আজকে জঙ্গল জঙ্গলে ঢেকে যাচ্ছে এবং অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে, সেই এলাকায় স্বভাবিক অনিবার্য ভাবেই যে ঘটনা ঘটছে তার পরিনতিতে যে যত বড় চেষ্টাই করুক এটা সম্ভব না। এখানে বার বার লক্ষ্য করা গেছে আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং আঞ্চলিক চক্রান্ত এর পেছনে আছে। সমস্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ডিভাইড অ্যান্ড রুল্‌স্‌, ডিভাইডের মাধ্যমে বেঁচে থাক, রাজত্ব কর, লুণ্ঠন কর। সেই প্রক্রিয়া বা সেই লক্ষ্য থেকে এই রাজ্যের উপজাতি ও উপজাতির মধ্যে বিরোধ বাধানোর চেষ্টা করছে নানা ভাবে নানা সময়ে নানা তথ্য উপস্থিত করে। এই যদি বন্ধ না হয় এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি যদি এইক্ষেত্রে একমত না হয় কমিটেড না হয় তাহলে এখানে আমরা বিভিন্ন বাজেট থেকে ভাষণ দিতে পারব, এবং এই ভাষণটাকে ক্ষমতা দখলের ইস্যু হিসাবে ব্যবহার করতে পারব। আমার সন্দেহ আছে আমরা সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি চক্রান্ত এই ক্ষেত্রে সৎ কমিটেড বা যতটুকু হওয়া দরকার ততটুকু আমরা সৎ কিনা। কাজেই অন্তত পক্ষে এখান থেকে এই ধরনের একটা মানবিক ও সামাজিক যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী সেটাকে গ্রহন করা হোক। যে কোন মূল্যে আমরা এই সন্ত্রাসবাদ ও বৈরীতার বিরুদ্ধে দাঁড়াব। এগুলির যদি অবসান না হয় এবং পাহাড় ও গ্রামাঞ্চলে যদি অন্ধকার থাকে তাহলে আমাদের যারা সব চাইতে বড় উৎপাদক শ্রেণী তাদেরকে রক্ষা করা যাবে না। এই বিধানসভার প্রত্যেক জন বাবু সেই জনপ্রতিনিধি যাদের চারপাশে ঘিরে থাকা কিছু স্তাবক নাগরিক দিয়ে এই রাষ্ট্র, এই সমাজ এবং এই রাজ্যকে রক্ষা করা যাবে না। এই বিধানসভা এমন একটা পবিত্র স্থান যাতে মানে এই আইন সভায় দাঁড়িয়ে এদের সম্পর্কে নিজেদের বক্তব্য রেখে আমরা একটু আত্ম অহংকার অর্জন করতে পারব ঠিকই। কিন্তু দিনে দিনে ত্রিপুরা কোন দিকে যাচ্ছে আমাদের সেটাও দেখার দরকার আছে। কাজেই সেই সুদূর প্রসারী ভাবে ত্রিপুরাকে ধ্বংসের দিকে যারা ঠেলে দিচ্ছে আমি আশা করব বিরোধী পক্ষ এবং শাসক পক্ষের অন্তত পক্ষে একটা

দ আমরা ন ক তাহলে দূরে গ্রামের

যারা অগ্রগতির চাকাকে ঘোরাবেন তারা সেখানে যাবে। আজকে আমরা দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লক্ষ্য করছি উপজাতিদের মধ্যে যারা শিক্ষিত যারা কর্মচারী এবং যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যারা এই জাতিকে জাগানোর জন্য দায়িত্ব নিতে পারে প্রথম তারাও দূরবর্তী গ্রাম ও পাহাড় থেকে সরে আসছে। তারা মনে করে আগরতলা শহরই একটা নিরাপদ আশ্রয়।

কিন্তু আমি নিশ্চিত যে, এই শহরও নিরাপদ আশ্রয় হবে না। গোম্বে যদি কারো নিরাপদ আশ্রয় না হয় তাহলে এই আগরতলা শহরও হবে না।

প্রসঙ্গত আমি বলছি যে ছাত্রদের স্টাইপেণ্ড পেতে দেরী হয়েছে তার কারণ হলো আমাদের আর্থিক সংকট ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আর এটা থাকবে না।

(নেপথ্যে শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— এখন কতটা স্কুল বন্ধ রয়েছে ?)

বর্তমানে মোট ৩৭ টা স্কুল বন্ধ রয়েছে, তারমধ্যে ৩৫টি এ. ডি. সি, এলাকায় এবং অন্যান্য এলাকায় দুইটি।

ও. বি, সি, এবং এস. সি, দের স্টাইপেণ্ড সম্পর্কে — বোর্ডিং হাউস স্টাইপেণ্ড ১৯৯৩-৯৪ সনে পেতেন ৪৫০ জন, আর ৩, ১, ৯৭ পর্যান্ত পেয়েছে ৬৬৫ জন ছাত্রছাত্রী। অর্থাৎ গত তিন বছরে ৪৫০ জন থেকে বেড়ে হয়েছে ৬৬৫ জন। প্রাক্-মাধ্যমিক বৃত্তি ক্লাস সিক্স্ থেকে টেন পর্যান্ত ৯৩-৯৪ ইং সনে পেয়েছে ২৫,০০০ এবং ৩১, ১, ৯৭ পর্যান্ত পেয়েছে ৩২,০০০ জন ছাত্রছাত্রী।

মাধ্যমিক-উত্তর ছাত্রছাত্রীরা পরিপূরক ভাতা যেটা ৬০ টাকা করে পেয়েছে ৯৩-৯৪ সনে ১৫০০০ জন আর ৩১, ১. ৯৭ পর্যান্ত পেয়েছে ১৭০০ জন। আর বি, আর, আম্বেদকর বৃত্তি যারা ফাস্ট' ডিভিশন পেয়েছে মেধাভিত্তিক যারা পেয়েছে ৯৩-৯৪ সনে ৪৭৪ জন, আর ৩১, ১. ৯৭ পর্যান্ত পেয়েছে ৭৪১ জন। মাধ্যমিকোত্তর ছাত্র বৃত্তি পেয়েছে ৫১০৩ জন ৯৩-৯৪ ইং সনে আর ৯৭ সন পর্যান্ত পেয়েছে ৭০০০ জন। অপরিচ্ছন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত যারা ছাত্রছাত্রী রয়েছে তারা ৯৩-৯৪ সনে পেয়েছে ৪০০০ জন, আর ৯৭ সন পর্যান্ত পেয়েছে ৩৫০০ জন। ও, বি. সি, এটা আমরা চালু করেছি বুক্-গ্র্যাণ্ট ক্লাস-সিক্স্ টু এইট ১০০ টাকা করে ৯৫-৯৬ ইং সনে পেয়েছে ২১,৯০০ জন আর ক্লাস-নাইন টু টেন ১২০ টাকা করে মেধা ভিত্তিক পেয়েছে ১৪০০ জন। আর মাধ্যমিকোত্তর মেধাভিত্তিক পেয়েছে ১১৫০ জন ছাত্রছাত্রী। আর এখানে সংখ্যালঘু মুসলিমদের সম্পর্কে কোন কাট মোশান নেই, তবে তাদের জন্য একটা করপোরেশন আমরা শুধু করেছি। কাজেই ট্রাইবেল, এস. সি, ও, বি, সি, মাইনোরিটি এবং মহিলাদের এবং অন্যান্য গরীব অংশের মানুষ যারা আছে তাদের জন্য এই বামফ্রন্ট সরকার ভাবছে। তাদের শিক্ষা, তাদের অগ্রগতির জন্য আমাদের পরিকল্পনা আছে। এই বক্তব্য রেখে আমি আমার সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ডের উপর বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমধুসূধন সাহা মহোদয়।

শ্রীমধুসূধন সাহা (বনমালীপুর) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২৪,৩.৯৮ ইং তারিখে মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর পেশ করা ১৯৯৯ ইং সালে পাঁচ মাসের জন্য ৫৭৬ কোটি ২৪ লক্ষ টাকায় ব্যয় বরাদ্দের অনুমোদন চেয়ে যে ভোট অন্ একাউন্টস্ সভায় পেশ করেছেন তার আমি তীব্র বিরোধিতা করছি এবং সংশোধন দাবী করছি। কারণ, এই ভোট অব্ একাউন্টস্ রাজ্যের উন্নয়ন এবং জনস্বার্থের বিশেষ করে গ্রামের শ্রমিক-কৃষক-তফসীলি জাতি ও উপজাতিদের কল্যাণের স্বার্থের কথা চিন্তা করে রচিত হয় নি।

গত বছরে যে বাজেট এই সভা অনুমোদন করেছিল এবং সেই অনুমোদিত বাজেটের উপর আবার অতিরিক্ত প্রায় ৬৫ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করা হয়েছে। এখানে দায়সারভাবে ভোট অব্ একাউন্টস্ও পেশ করা হয়েছে সেই ভাবেই। গত বছর-এর বাজেটের সঙ্গে তুলনা করে এবং তার উপর ভিত্তি করে যে ভোট অব্ একাউন্টস্ পেশ করা হয়েছে তার মধ্যে বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের নতুন কোন জন কল্যাণের চিন্তা-ধারা প্রতিফলিত হয় নি। গত অর্থ বছরের প্রথম চার-পাঁচ মাসে ঐ বাজেটের ২০ ভাগ অর্থও এই বামফ্রন্ট সরকার খরচা করতে পারেনি। কাজেই ঐ হিসাবে পৌনে ছয়শ কোটি টাকার পাঁচ মাসের বাজেট পেশ করে রাজ্য সরকার রাজ্যের উন্নয়ন ও জনকল্যাণের দায়িত্ব বোধের স্বাক্ষর রাখতে পারেনি। সেহেতু এখন পর্যান্ত রাজ্য সরকারের তরফ থেকে জন কল্যাণের সুস্পস্ট কোন আভাস এখানে রাখতে দেখা যায়নি। এই গতানুগতিক ভোট অন্ একাউন্টস্ পেশ করে বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার বিধানসভার পবিত্র গুরুত্বকে অবহেলা করেছেন। বিশেষ করে পাঁচ মাসের জন্য ভোট অব্ একাউন্টস্ চেয়ে সরকার দীর্ঘ সময় হাতে নিয়ে নিয়েছেন আগামী বাজেট অধিবেশন বিলম্বিত করার জন্যে এবং সংশোধিত আকারে ভোট অব্ একাউন্টস্ পেশ করার দাবী জানাচ্ছি। আমি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয়। সময় ১৫ মিনিট।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অপাধ্যক্ষ মহোদয়, সাপ্লিমেন্টারী বাজেট যেটা এখানে আনা হয়েছে। সেটার উপর ডিমাণ্ড ভিত্তিক আলোচনা গতকালও এখানে হয়েছে। ডিমাণ্ড ভিত্তিক আমাদের যে চাহিদা সেটা আমরা গতকালও এই হাউসে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তবুও বিরোধী দলের কিছু কিছু মাননীয় সদস্য এই নিয়ে কয়েকটি কাট মোশানও এনেছেন এবং এতে তারা কিছু যুক্তির অবতাড়না আনার চেষ্টাও করেছেন। তারা বলেছেন দিল্লী, কলিকাতা এবং চেন্নাইতে ত্রিপুরা ভবন রয়েছে সেখানে নাকি ওয়েস্টফুল একস্পেণ্ডিচার হচ্ছে। কাজেই

রয়েছে সেখানে একটি অ্যাক্টকুল একস্পেন্ডিচার হচ্ছে। কাজেই সেখানে টাকা বরাদ্দ রাখা যাবে না এবং টাকা কাট করতে হবে। হ্যাঁ, ত্রিপুরা ভবন নিয়ে এখন কমরেড আদের কিছু গাত্রজ্বালা হতে পারে। এক সময় এই ভবনগুলিই ছিল তাদের নামনেশান থেকে শুরু করে তাদের দলীয় কমিটি গঠন পর্যন্ত প্রক্রিয়া থেকে ব্যবহারের জায়গা। বিশেষ করে কংগ্রেস ই দলের যারা আছেন তারা এটাকে যাদা ব্যাক বলা যায় একটি পোলিটিক্যাল ওয়ার্ক সেখানে সংঘটিত হত। কংগ্রেস ই লোকদের আত্মংকে সেখানে অন্যদের থাকতে হত। এখন সেখানে থাকার ব্যাপারে কিছু রুলস এণ্ড রেগুলেশান করা হয়েছে। সেইজন্য এর যে সুবিধাটা আমাদের কলকাতার যে ত্রিপুরা ভবন সেখানে বেশীর ভাগ রোগী বা অন্য কাজে যে সমস্ত লোক যান গরীব মানুষ এই রাজ্যের এটাই একমাত্র তাদের আশ্রয়স্থল। এখানে আমরা নতুন করে ভবন তৈরী করছি। রোগী যারা আছেন তাদের জন্য সল্টলেক সেখানে ভবন তৈরী করা হয়েছে। আনোয়ার শাহ রোড সেখানে বাড়ী রাখা হয়েছে। তার পরও স্থান সংকুলান হচ্ছে না। আমাদের চিন্তাভাবনার মধ্যে এটাও ছিল যে এখান থেকে ছাত্ররা যারা উচ্চ শিক্ষার জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের রাজ্যের মধ্যে নেই সেই সমস্ত জায়গার মধ্যেও আমরা তাদের জন্য বাড়ীঘর করতে পারি কিনা এই ধরনের সুযোগ সুবিধা বাড়ানো যায় কিনা সেটা আমরা চিন্তাভাবনা করছি। কিন্তু আর্থিক সংকুলানের জন্য সেই সমস্ত কাজগুলো করা যাচ্ছে না। সুতরাং এখানে মাননীয় সদস্য কাটমোশান আনতে গিয়ে নিজেও বলেছেন যে, আমাদের এখান থেকে অসংখ্য রোগী যেতে হচ্ছে এই ভেল্লোরে, ব্যাঙ্গালোরে চিকিৎসার জন্য এবং তারা সেখানে পৌঁছে অসহায় অবস্থার মধ্যে থাকে। আমরা এখন একজন অফিসার বসিয়ে একটা ঠিকানা করেছি বাড়ীঘর এগুলো আমরা এখনও তৈরী করতে পারি নি। ভাড়া বাড়ীর মধ্যে কোন মতে কাজ চালানো হচ্ছে অন্তত এই বিপন্ন মানুষ যারা যান সেই মানুষ যাতে অন্তত তারা তাদের কাছে কিছু খুঁজে পেতে পারেন একটা ঠিকানা খুঁজে পেতে পারেন সেই কাজটা আমরা সেখানে শুরু করেছি সবে মাত্র এটা শুরু পর্যায়ের মধ্যে আছে। এবং এটাকে আরও কিভাবে শক্তিশালী করা যায় সেই সময় দিয়ে সরকার চিন্তা ভাবনা করছেন। সুতরাং এঁরা যারা তুলছেন ত্রিপুরা ভবন সম্পর্কে এর কোন যুক্তি আছে বলে আমরা মনে করি না।

দ্বিতীয়তঃ, এখানে তারা যেটা তোলার চেষ্টা করেছেন নির্বাচন দপ্তর সম্পর্কে। এই বছরেই দুটো নির্বাচন হয়ে গেল বিধানসভা এবং লোকসভা। নির্বাচন দপ্তরের খরচ আছে নির্বাচন নিয়ে তারা কিছু হৈ চৈ করে কিছু সাপশ্রয়ের চেষ্টা করেছেন। আজকে অবস্থাটা কি ?

নির্বাচন কমিশন এরা কোন দলের লোক না দিল্লী থেকে তাদের পাঠিয়েছেন। তারা এখানে প্রেস কনফারেন্স, প্রেস স্টেটমেন্ট করেছেন যে নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে তাদের কাছে কোন অভিযোগ জমা পড়েনি কোন জায়গার মধ্যে। এবং সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা মাত্র রাজ্য যেখানে নতুন করে একটি ভোট কেন্দ্রে বাই ইলেকশান হয়নি নতুন করে নির্বাচন করতে হয়নি। সমস্ত ভোট কেন্দ্রের মধ্যে বলা যায় সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরাই একমাত্র যেখানে এই নির্বাচন সংগঠিত হয়েছে। সুতরাং, আজকে যারা এর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন নির্বাচন হওয়ার পর ও তাদের কোন অভিযোগ ছিল না। বরং তারা উল্টো প্রচার করেছেন তারা সরকার করছেন এবং গণনা কেন্দ্রে কি ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে তার সেই সমস্ত সম্পর্কে মানুষকে কনফিউজ করার জন্য এই সমস্ত প্রচার তারা চালিয়েছেন। এখন যখন নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে তাদের স্বপ্ন যখন ভঙ্গ হয়েছে তারতো কোন রাস্তা নেই এই নির্বাচনের দোষ গাওয়া নির্বাচন সম্পর্কে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানো এটা আজকে তাদের আসল কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটাতো সবাই জানে এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এখানে আলোচনা হয়েছে। বরং উগ্রপন্থীদের সাহায্যে তারা গ্রহণ করেছে? এই যে ছামনু থেকে শুরু করে গণ্ডাছড়া হয়ে অমরপুর পর্য্যন্ত এবং বাংলাদেশ বর্ডারেতে ও সাতে খোলা রাখা যায়, বাংলাদেশকে বেইস করে এখানে এই সমস্ত ঘটনা সৃষ্টি করতে পারে সেই চট্টগ্রাম থেকে একটা জোন তারা তৈরী করেছে। তাদের এই সমস্ত কার্যকলাপগুলো সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল আমরা অন্ধকারে আছি এটা ভাববার কোন কারণ নেই। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা তাঁরা কোথায় থাকেন কি করেন কাকে কি সাহায্য করেন কখন কাকে বহন করেন সেটা আমাদের কাছে গোপন আছে এটা ভাববার কোন কারন নেই। এখন তারা যদি মনে করেন যা কিছু করবেন যা কিছু করে যাবেন এবং ৮০ সালের দাঙ্গার মত এই সমস্ত ঘটনা আবার তৈরী করবেন সেগুলি মানুষ এখন জানে। ৮৮ সালের ঘটনা আমরা বলি সেগুলি করার আর কোন সুযোগ নেই। এখন ৯৮ সালে ইচ্ছার করলেও সেইসমস্ত ঘটনা সৃষ্টি করার এখন কোন সুযোগ নেই।

আজকে জেনে শুনে তারা কাট মোশন এনেছেন। জানি না কেন এনেছেন। আজকে শ্যামাচরন মত প্রাজ্ঞ লোক বলে যাবে দাবী করেন, মিজোরাম থেকে যারা রিয়াংরা এসেছেন, আজকে এখানে তাদের জন্য যে ব্যবস্থাগুলি করা হয়েছে, আজকে সকাল বেলায় ও এই সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে, তবু তারা এখানে কাট মোশান এনেছেন। তারা মানুষের কথা বলেন এখানে যখন বক্তব্য রাখেন তখন তারা অসুখ বিসুখ ঔষধ পত্র এই সমস্ত কথা বলেছেন এখানে তো তার জন্যই টাকা রাখা হয়েছে। এই কাজটা করার জন্য। অথচ তারা তার উপর কাট মোশান এনেছেন। তারা নিজেরাই জানেন না তারা নিজেরা কি কাজটা করছেন। বিরোধিতার জন্য তো বিরোধিতা হয় না। গঠনমূলক আলোচনা

করুন যেখানে কাজটা করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি সেই কাজের জন্য আপনারা সাহায্য করুন। হোম ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে কাট মোশান এনেছেন রবীন্দ্র দেববর্মা এবং বীরজিৎ সিংহ তারা। একটা জায়গাতে দেখছি ঠিক আছে। আমরা উগ্রপন্থী দমন করার জন্য আমরা যে ব্যবস্থা নিচ্ছি এটাই তারা বলছে। সেগুলি যাহাতে সফল হতে না পারে কার্য্যকরী না হতে পারে। সেখানে তারা আপত্তি করছে। আমাদের ষ্ট্যাট পুলিশ ডি,আর, বা অন্যান্য যারা আছে, ষ্টাট রাইফেলস, উগ্রপন্থী মোকাবেলা করার মত তাদের হাতে ক্ষমতা নেই। আমরা তাদের হাতে উগ্রপন্থী মোকাবেলা করার মত অস্ত্র-সস্ত্র তুলে দিতে আমরা তাদেরকে সেইভাবে ট্রেনিং দিতে চাই, তাদের হাতে এইসব অস্ত্র তুলে দিতে চাই। তারজন্য আমরা টাকা চাইছি, কেন্দ্র সরকার সেখানে টাকা দিচ্ছেন, সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছেন এবং সেই টাকা খরচ করার ক্ষেত্রে তারা আপত্তি করছে। আমরা উগ্রপন্থী মোকাবেলা করার লক্ষ্যে টি,এস,আর, এর আরও চারটি ব্যাটেলিয়ন তৈরী করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এবং অভিজ্ঞতার মধ্যে এটা দেখা গেছে, রাজ্যে নিজেরা নিজেরা বাহিনী তৈরী করতে পারে। এবং তাদের যদি আমরা সেইভাবে ট্রেনিং এবং অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে তৈরী করতে পারি তাহলে রাজ্যের যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতির মোকাবেলায় তার অনেক সাহায্য হতে পারে। তারা রাস্তা ঘাট চেনেন, জঙ্গল চেনেন, গাছ চিনেন মানুষ চিনেন এবং সেই সমস্ত দিক থেকে তারা অনেক আগে বেশী কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। আমরা নিজেদের শক্তির মধ্যে দাড়িয়ে যাতাতে এই সমস্ত ঘটনাটা মোকাবেলা করতে পারে তার জন্য যখন আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি আমরা দেখছি সেখানে রবীন্দ্রবাবু এবং বীরজিৎ সিংহ তারা আপত্তি তুলেছেন। তাদের কোন স্বার্থের ক্ষতি হচ্ছে তাদের যদি কোন স্বার্থের ক্ষতি না হতে পারে নিশ্চই আপত্তি তুলতেন না। ট্রান্সপোর্ট সম্পর্কে শ্যামাবাবু কাট মোশান এনেছেন। উদয়পুর, অমরপুর অম্পি এই সমস্ত জায়গায় যাতে টি,আর,টি,সি, বাস বাড়ানো। আমরা কালকেও বলেছি বে-সরকারী বাসগুলিকে আমরা অনেক জায়গায় পাঠাতে পারি না কারণে কারণে তারা যেতে চায় না। টি আর টি সি তারা সেই দায়িত্ব গ্রহণ করছে। দুর্গম অঞ্চলের সঙ্গে যাতে যোগাযোগ রাখা যায় আগরতলা শহরের সঙ্গে যাতে যোগাযোগ রাখা যায় তার জন্য আমরা টাকা চাইছি। অথচ তিনি সেই জায়গায় আপত্তি তুলেছেন কাট মোশন এনেছেন। আমি এটা বলব নিশ্চই মাননীয় সদস্য বাজেট বরাদ্দটা পড়ে দেখেন নি। একটা কাট মোশান আনতে হবে তার জন্য এনেছেন। কিন্তু এটা কাকে সাহায্য করবেন। আপত্তি তুলেছেন পাওয়ার সম্পর্কে, মাননীয় সদস্য শ্যামাবাবু বলেছেন যে, "নিউ ইমপোর্ট প্রডিউস পাওয়ার এণ্ড নিড টু ইমপ্রোউ পাওয়ার এণ্ড প্রডাক্সন।" আমরা তো এটাই করতে চেষ্টা করছি, যাতে আমরা নিজেরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারি। আজকে

DISCUSSION AND VOTING ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1997—98.

আমরা দেখছি বড়মুড়াতে ও রামচন্দ্রনগর ত্রিপুরার সর্বশেষে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এখানে। আমরা ও এন, জি, সি কর্তৃপক্ষের উপর এবং কেন্দ্র সরকারের উপর আর ও বেশী চাপ সৃষ্টি করছি। যাহাতে দ্রুত গ্যাস উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়। যাহাতে এখানে নতুন নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প গ্রহণ করতে পারি আগামী দিনে শিল্প কারখানা যাহাতে বেশী করে গড়ে তুলতে পারি যেগুলি বিদ্যুৎ ছাড়া হয় না। এই বিদ্যুৎ উৎপাদন যদি করতে না পারি তাহলে আমাদের সামনে যে সমস্যাগুলি আছে বেকার বলুন রাজ্যের অগ্রগতির কথা বলুন উন্নতির কথা বলুন এই সমস্ত সমস্যা সমাধান করা।

এখানে আমরা যে বাজেট রেখেছি গ্রামীন বৈদ্যুৎতিকরনের জন্য. আর, এ, সি, থেকে লোন এনে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছাতে হবে। আজকে তার সুদের যে টাকা আসছে বৎসরের শেষে সেই সুদের টাকা সুদ করার জন্য আমাদের যে মিনিমাম টাকাটা দরকার সেটা না হলে চলেনা, সেই টাকাটা সংস্থানের কথায় আমরা এখানে তা করে রাখার চেষ্টা করেছি। এবং এখানে এটাই রাখা হয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও তারা কিছু কিছু আপত্তি এনেছেন বিশেষ করে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া তিনি উনার কাট মোশানের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে খুবই উত্তেজিত হয়েছেন। তিনি সব্জী চাষের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের দালাল খুঁজে পাচ্ছেন। এটা অদ্ভুৎ ব্যাপার। হ্যাঁ, তিনি সব্জী চাষের জন্য উদ্যোগ গ্রহন করেছিলেন। সব্জী চাস তো এখন শুধু কৃষি দপ্তর করেনা। আজকে এই যে আর, ডি, দপ্তর তার যে আন-টাইট ফাণ্ড তার একটা ভাল অংশ-এর টাকা গ্রাম পঞ্চায়েত গুলি, পঞ্চায়েত সমিতি গুলি তারা নিজেরা বসে ঠিক করেছেন তার উপরে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। সুতরাং উৎপাদনের দিক থেকে যদি বলেন তা হলে সব্জী উৎপাদন একটু ও কমেনি। আপনারা তো বাজারে যান, বাজার দেখলেই বুঝা যায়। আগের তুলনায় সব্জী আসা কমে গেছে এই তথ্য কোন অবস্থার মধ্যেই নেই। হ্যাঁ, উনি এখানে সাম্রাজ্যবাদ দেখতে পাচ্ছেন, সব্জী উৎপাদনের যারা বিরোধিতা করে তারা তো সাম্রাজ্যবাদের চর। এখানে অন্তত নগেন্দ্রবাবু কি যুক্তি দ্বারা বলাতে চেয়েছেন তা বোঝা আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন। কৃষি ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার তার একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে বানিজ্যের দিক থেকে। এবং আমাদের রাজ্যের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ এই কৃষি বা তার যে সংক্রান্ত তার উপর নির্ভরশীল। এখানে শুধু সব্জী উৎপাদন না, ফসল উৎপাদন থেকে শুরু করে হর্টিকালচার তার পরে অন্যান্য তার সঙ্গে যে যুক্ত সেই সমস্ত জায়গায় আমরা সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছি। আগেরবার যখন বামফ্রন্ট সরকার ছিল তখন আমরা এই দপ্তরকে ভাগ করেছি। দুইটি দপ্তর আমরা করেছি। সেখানে নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করে তার সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার ঃ- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, শেষ করুন।

ঠিক আছে। কারন এই রাজ্যের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে বিশেষ করে গ্রামীন অংশের মানুষ, এখানকার উপজাতি অংশের মানুষ বা অন্যান্য গরীব অংশের মানুষ তাদের উন্নতিতেই যুক্ত হয়ে আছে এই কৃষির উন্নতির সঙ্গে। এবং সেই দিক থেকে এই কাজগুলিকে সেখানে যাতে করা যেতে পারে সেই দিক থেকে আমরা সেই সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করছি। সুতরাং সব্জী চাষের ক্ষেত্রে আমাদের সরকারের কোন দুর্বলতা কোন জায়গাতে নেই। উপজাতি অঞ্চলে জল সেচের জন্য আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। আমাদের স্কীম এবং প্রোগ্রামগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এই গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। একটা বিশেষ কারনে এই সব জায়গায় কর্মসূচীগুলি রূপায়নে নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যারা কন্টাকটার যারা কন্টাক নিচ্ছেন তারা সেখানে যেতে পারছেন না। তারা সেখানে গিয়ে কাজ করতে সাহস পাচ্ছে না। অপহরণ হয়ে যাচ্ছেন। অনেক সময় আক্রান্ত হয়ে পরেন। এবং এই গুলি সম্পর্কে কালকেও যখন আমরা আলোচনা করেছি তখন বলেছি দরকার হলে সেনা বাহিনীর যদি সাহায্য নেওয়ার দরকার হয় তা আমাদের দৃষ্টির মধ্যে আছে। যাতে আমাদের এই কর্মসূচীগুলি দুর্গম অঞ্চলের মধ্যে, উপজাতি অঞ্চলের মধ্যে আমাদের সরকারী কর্মসূচী নিয়ে যেতে পারি সেই সমস্ত দিক থেকে পরিকল্পনা আমাদের উন্নয়নের কর্মসূচীগুলি নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের একটা প্রচেষ্টা আমাদের বাজেটের মধ্যে আছে। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার তার যে সর্ব্বশেষ বাজেট তৈরী করেছিলেন তার মধ্যে কিছু টাকার দরকার হয়ে পরেছিল। সেই গুলি সম্পর্কে আমরা এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এনেছি। বাজেট নিশ্চয়ই আমরা করব। এবং সামনের দিনের কর্মসূচীগুলি আমরা কি ভাবে রূপায়িত করতে চাই তার দৃষ্টিভঙ্গি কি তার রূপরেখা কি আমরা তার মধ্যে তুলে ধরব। এবং নিশ্চই আমরা চাই ত্রিপুরা রাজ্য সম্পর্কে তার গতি সম্পর্কে, এই রাজ্যের জনগন সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল যে রাজ্যের জন্য কি করলে পরে এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। রাজ্যের জন্য কি কাজ করলে পরে এখানকার উপজাতি অংশের মানুষ গরীব অংশের মানুষ, তফসিলী অংশের মানুষ, অগ্রসর হয়ে যেতে পারবেন এটা বামফ্রন্ট সরকারের নজরের মধ্যে আছে। দৃষ্টির মধ্যে আছে। এটা তারা জানেন এবং আমরা এই ক্ষেত্রে যারা বিলিভেন্সের মধ্যে আছে আমরা ও তাদের সাহায্য চাইব। ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ন একা কোন সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা যার উপর নির্ভশীল কেন্দ্রীয় সাহায্য, আর্থিক বরাদ্ধ করানো। বিভিন্ন ভাবে টাকা পয়সা তার কাজ থেকে আনতে পারলে পরে এই রাজ্যের উন্নয়ন

DISCUSSION AND VOTING ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1997—98

কোন অবস্হার মধ্যে সম্ভব নয়। সেই ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আমরা আশা করব বিরোধী বন্ধুর আমাদের সাহায্যের হাত বাড়াবেন। অতিতে তাদের যে ভূমিকা ছিল সে তারা ভূমিকা পরিত্যাগ করবেন। এবং এই সমস্ত কাজে তারা এগিয়ে আসবেন। আমি তার অনুরোধ করব বিরোধী পক্ষে যারা আছেন তারা যাতে এই সমস্ত কাট মোশান প্রত্যাহার করে নেন। এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এখানে রাখা হয়েছে সেটাকে পাশ করার ক্ষেত্রে আপনাদের সহযোগিতার হাত বাড়ান এই কয়েকটা কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটী স্পীকারঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমাভ্যালী):— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সাপ্লেমেন্টারী ফর গ্র্যান্টের বিরোধিতা করে এবং বিরোধী দল থেকে আনা সমস্ত কাট মোশনের সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। এখানে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী যিনি মহা কবি, মহা জ্ঞাণী চলে যাচ্ছেন দেখি তিনি তাঁর বক্তৃতায় জ্ঞাণ বিতরণ করে গেছেন। আমি উনার মত একটুকু জ্ঞাণী নই, তবে এ ব্যাপারে কয়েকটি কথা বলতে চাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমান্ড নং ৩, মেজর হেড-২০৭০ ত্রিপুরা ভবনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং উন্নয়নের কথা বলে অতিরিক্ত অর্থের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা জানি, ত্রিপুরা ভবনের বর্তমান পরিস্থিতি আবার ১০ বছর আগের বামফ্রন্টের আমলের অবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঝে জোট আমলে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছিল। কলকাতার ত্রিপুরা ভবণের অবস্থা আমরা দেখেছি কি অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। মন্ত্রী বাদল বাবু বলেছেন ত্রিপুরা ভবন আধুনিক করা উচিত। উনি বলেছেন, ত্রিপুরা ভবনে থাকার জন্য একটি আইন বা রুলস করা হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি, ত্রিপুরা ভবনে বিরোধী দলের সদস্যদের থাকার জন্য জায়গা হয় না। কিন্তু সরকারী একটি লিষ্ট নিয়ে গেলে, নাতীন-পুতিন শালীদের থাকার জায়গার অভাব হয় না। দিল্লীতেও একই অবস্থা। আমি একবার ১৯৭৪ সনে সদস্য হিসাবে দিল্লী গিয়ে ত্রিপুরা ভবনে জায়গা না পেয়ে ১ দিন আমাকে দিল্লীর কালীবাড়ীর ফ্লোরে থাকতে হয়েছিল। প্রতিদিন ত্রিপুরা ভবনে গেছি, কিন্তু সেখান থেকে আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার আপীল বারবার নাকচ করা হয়েছে। এই হচ্ছে, আইনের ব্যবস্থা। কাজে কাজেই, এটাতে টাকা ধরা হলে তাঁদের সুযোগ সুবিধা হবে, জনসাধারনের হবে না। এজন্যই এখানে কাট মোশান আনা হয়েছে। তারপর আছে বিদ্যুৎ। ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুতের কি অবস্থা তা মানুষ জানে। গত পাঁচ বছরে নূতন কোন বৈদ্যুনিক প্রকল্প সরকার থেকে নেওয়া হয়নি। রুখিয়া তাপ

বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং রামচন্দ্র নগর, দুর্গাধুরী পাড়া বৈদ্যুতিক প্রকল্প সবই জোট আমলে নেওয়া। রামচন্দ্র নগরের প্রকল্পটি ৩৩ মাসে শেষ হবার কথা থাকলেও ৫ বছর পার হয়ে গেল শেষ হয়নি। এখন মাত্র ২টি ইউনিট পরীক্ষারমূলক ভাবে চালু হয়েছে। তারজন্য টাকায় দরকার হয় না। আর এটা ন্যাপকো করছে। আর রুখিয়ার টাকা এন.ই.স. দেবে। এবং এর জন্য আলাদা ভাবে টাকা বরাদ্দ আছে। রামচন্দ্র নগর বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ইপ্তিব প্যানে করা আনার কথা। এবং এর জন্য অলরেডি ২৮ কোটি টাকা ধরা আছে। কিছু দিন আগে রেডিওতে প্রচার শুনেছি যে সেটাকে সম্প্রসারণ করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাঁচ বছর আগে টাকা স্যাংশান হয়েছিল, সামান্য কাজ করার জন্য তৎকালীন বিদ্যুৎ মন্ত্রীর কোন উদ্যোগ ছিল না। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে বড়মুড়া ত সাড়ে বার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে, রুখিয়াতে ৪৮ মেগাওয়াট. গোমতীতে আপগ্রেডেশান স্কীমে সাড়ে পঁচিশ মেগোওয়াট, রামচন্দ্র নগরে ৪টা ইউনিট প্রতিটি ২১ মেগাওয়াট করে ৮৪ মেগাওয়াট, মহারানীপুর ব্যারেজে সেটা ডিফেকট কিনা আমি সেখানে নিজে গিয়েছি, টোট্যালটাই ডিফেকট। কথা ছিল সেখানে আড়াই মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে, কিন্তু সেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে ৫০০ কিলো ওয়াট কোন কোন সময় সেটা ২০০/৩০০ কিলোওয়াটে নেমে যায়। যদি সমস্ত কিছু চালু থাকত তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে টোট্যাল বিদ্যুৎ উৎপাদন হত ১৮১ মেগাওয়াট। কিন্তু কোথায়? বর্ত্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে ৬৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। রুখিয়াতে দুইটা ইউনিট যদি চালু থাকত তাহলে ৮৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হওয়ার কথা। কিন্তু সেখানে হচ্ছে না। বাইরে থেকে যেটা আনা হচ্ছে আমি শুনেছি আইসোলেইট মেশিন চালু করে রাখে সিনক্রোনাইজ করলে নাকি মেশিন ডাউন হয়ে যায়, মেশিনের ক্ষতি হয়। যেখানে ১১ হাজার ঘন্টা চালু রাখার কথা সেখানে বামফ্রন্ট সরকার ১৮ হাজার ঘন্টা মেশিন চালু রাখে, অফ্ করে না। আরেকটা জিনিষ আমি এই সভাকে জানাতে চাই যে উনারা সব সময় সি. পি, আই (এম) দিয়ে মেশিন চালু রাখতে চান। সি, পি আই (এম দিয়ে মেশিন চালু রাখা যায় না. কংগ্রেস দিয়েও মেশিন চালু রাখা যায় না। সেখানে ইঞ্জিনীয়ার দিয়ে মেশিন চালু রাখার কথা। কিন্তু কি করা হচ্ছে? সেখানে সি, পি. আই (এম) সাবোরটারদের বদলী করে এনে মেশিন বসানো হচ্ছে। দক্ষই হোক আর অদক্ষই হোক তাদেরকেই মেশিনে বসাতে হবে। বাইরে থেকে যারা ট্রেনিং দিয়ে এসেছে তাদেরকে সেখানে সুযোগ দেওয়া হয় না।

DISCUSSION AND VOTING ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1997—98

তারপর স্যার আর, ই. সি স্কীমে এটা লোন বেসিস, আমি দুই বছর বিদ্যুৎ দপ্তর চালিয়েছি এন. ই. সি. তে আমি দুই বছর চেয়ারম্যানও ছিলাম। আর, ই সি, স্কীমে ত্রিপুরা রাজ্যে কোথাও স্কীম এ্যাকসটেনশান করা হয়েছে ? লোন নিলে লোন ফেরৎ দিতে হবে, কোথায়ও আপনারা খুঁটি এ্যাকসটেনশান করেছেন ? জোট সরকার আমলে যে খুঁটি গুলি দাঁড় করা না হয়েছিল সেগুলি আছে কিন্তু তার নেই. কোথাও তার আছে কারেন্ট নেই। কারেন্ট আছে মানুষ নেই। সবত্রই নেই, নেই শব্দ। যেখানে শত শত লাইন করা হয়েছিল সেগুলি সব অকেজো হয়ে আছে। চালু না হলে আর. ই, সি, স্কীমে লোন কি করে ফেরৎ পাবেন। টাকা ফেরতের প্রশ্ন আছে তারপর স্যার, হোম ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে উগ্রপন্থীদের সঙ্গে যোগসাজস করে নাকি আমরা কাটমোশান এনেছি। কিন্তু এখানে আপনারা একবারও উল্লেখ করলেন না যে রেসিংগড় পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার থেকে ৮টা ওয়েপন চুরি গেছে। আড়াই হাজার গুলি নাই, উদয়পুর ট্রেনিং সেন্টার থেকে ৪টা ওয়েপনস নেই। তারপরও কি বলতে হবে এটার নাম আধুনিকরণ ? স্যার, হাসপাতালের কথা বলা হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—প্লীজ আপনি বসুন আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ—স্যার আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি এই পয়েন্টটা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব।

জগবন্ধু পাড়ায় ডিসপেনসারী খোলা হয়েছে এবং সেখানে ডাক্তারও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানে গেলে দেখা যায় দিনের বেলায় সেই ডিসপেনসারীতে শিয়াল থাকে, ডাক্তার থাকে না। এখানে মাননীয় মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে মাননীয় সদস্যরা আপনারা সবাই মেহনতী মানুষের কথা বলেন কিন্তু কাজের বেলায় দেখা যায় কিছুই হচ্ছে না। ইলেকসনের সময় হলে আপনারা বলেন" ইনক্লাব জিন্দাবাদ আমরা তোমরা সবাই জিন্দাবাদ" আর ইলেকশান হয়ে গেলে বলেন ইনক্লাব জিন্দাবাদ তোমরা সবাই বাদ"।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার —মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীবিমল সিনহা। আপনার সময় ১৫ মিনিট।

শ্রী বিমল সিনহা মন্ত্রী :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের সমস্ত ডিমান্ডগুলিকে সমর্থন করে এবং কাট মোশানের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় সদস্য রবীন্দ্রবাবু বলেছেন, কেন বলেছেন জানি না জগবন্ধু পাড়া ডিসপেনসারীতে ডাক্তার থাকে না শিয়াল থাকে, আমি অস্বীকার করছি না ডাক্তার না থেকে শিয়ালও ডাকতে পারে এটা আপনাদের কালচার যদি হয়ে থাকে তাহলে

হতে পারে। ডিসপেনসারী সম্পর্কে যেটা লেখা আছে তার মধ্যে দেখলাম তিনি তার বিরোধীতা করেছেন। এখানে আমি হাউসের অবগতির জন্য বলছি যে টাকা চাওয়া হয়েছে এই টাকা আমাদের সেন্ট্রাল স্পনসর্ড স্কীমের রিপ্রডাকটিভ চাইল্ড হেলথের টাকা। এই টাকা এখনও আসে নি কিন্তু আসবে বলে তো অপেক্ষা করা যায় না. যে টাকা এখনও আসে নি এটা খরচ হয় নি। এই রিপ্রডাকটিভ চাইল্ড হেলথের টাকা ৫ বছর পর পাওয়ার কথা এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে তারা দিতে সম্মত হয়েছিল। ৪৫ কোটি টাকার পরিকল্পনা আছে। এই পরিকল্পনায় প্রত্যেক বছর ইনস্টলমেন্ট হিসাবে টাকা দেবে যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট রাখা হয়েছে সেটা দিলেই এই ৪৫ কোটি টাকা খরচ হবে। এটা খরচ করা হয় নি কেবল পরিকল্পনা করা হয়েছে। ঔষধ সম্পর্কে একটা ধারনা আছে যে হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র পাওয়া যায় না এটা আমিও স্বীকার করি। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে মিলিয়ে যে ভাবে ঔষধ খরচ করা দরকার সেই রকম টাকা আমাদের নেই। ঔষধ প্রতি হাসপাতালে যায় কিন্তু সবাই পায় না। এখানে মাননীয় সদস্যদের সবার জানার জন্য বলছি ডিস্ট্রিকট্ হাসপাতালগুলিতে ৯৮ রকমের ঔষধ দেওয়া হয়. রোরাল হাসপাতাল গুলিতে ৮৪ রকম ঔষধ দেওয়া হয়, প্রাইমারী হেলথ্ সেন্টারগুলিতে ৮৪ রকম ঔষধ দেওয়া হয় যেখানে ডাক্তার আছে. বেড নেই সেখানে ৩৭ রকমের ঔষধ দেওয়া হয় এবং তাছাড়া ডাক্তার নেই ফার্মাসিস্ট আছে সেখানে ১৩ রকমের ঔষধ দেওয়া হয়। গড়ে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রত্যেক বেড প্রতি প্রত্যেক হাসপাতালে প্রত্যেক বছর খরচ করা হয়।

বিরোধীদের উদ্দেশ্যে না পৌঁছে; না, ইমপ্লিমেনটেশানও হয়। পরিমানটা কম। সংখ্যায় রোগী বেশী, জনসংখ্যা বেশী। প্যারাসিটামল যদি ৩০ টা যায় বা ৫০০ টা যায়. রোগী যদি ২০০ জন আসে এটা কোন ভাবে সংকুলান হয় না। পরিমানটা কম, সেটা আমরাও স্বীকার করি। ডিসপেন্সারী, সাব সেন্টারে গড়ে বৎসরে ৫ হাজার টাকার ঔষধ দেওয়া হয়। মোটামুটি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এখনের পজিশান ২ হাজার ২৪২ টা সীট সেই হিসাবে ১১ হাজার গিয়ে পুরণ করতে হয়। কাজেই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে সেটা মিলে না। সেই কারনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঔষধের ক্রাইসিস হওয়াটা স্বাভাবিক। তবে গ্রামীন হাসপাতালগুলিতে আমরা গুরুত্ব দিয়ে থাকি, যাতে সাপ্লাইটা অটুট থাকে। এখন যে ঔষধের কথা বলা হচ্ছে. প্রশ্ন উঠতে পারে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের টাকা কি করা হয়েছে। এখানে প্রত্যেকের জানা উচিত এ, ডি সি এলাকার মধ্যে ১৭টি সাব-সেন্টার এই স্কীমে ডেলিভারী রুম নেই। ডেলিভারী রুম আমরা করব। এটা এই প্রজেক্টের মধ্যে আছে। এই এগারটা পি. এইচ. সিতে, ৫টা রুরেল হাউস সেন্টারে ছোট ছোট অপারেশন থিয়েটার হবে। যেগুলির মধ্যে লেবার রুম করা হবে। এখানে সবচেয়ে বেশী

যেটা প্রব্লেম, প্রকাশবাবু এই ব্যাপারে প্রশ্ন এনেছিলেন পি, এইচ, সি মেটারনিটিতে ইক্যুইপমেন্টস্ নিয়ে। এটা আমি বলতে পারি লেবার রুম রেনভেসার এই স্কীমের মধ্যে পড়ছে। এটা সর্বত্র করা হবে। কাজেই টোট্যাল এ, ডি, সি এলাকায় ২৭টি পি, এইচ, সি, ৬টা সি এইচ, সি এবং ২১৭টা সাব সেন্টার আছে। এর মধ্যে আমি যা বললাম সেগুলি আপাততঃ আমরা করছি। মাননীয় সদস্য নগেনবাবু হঠাৎ আলুর ক্ষেত সবজি ক্ষেত; তারপর মেডিসিন তারপর সাম্রাজ্যবাদ। বলল এটা আমার ঠিক বোধগম্য হলনা। কেনই উত্তেজিত হলেন আর কেনই বা শান্ত হলেন। তার কারণটা কি আমি বুঝলামনা। এখানে তিনি একটা কথা বলেছেন মডার্নাইজেশানের ব্যাপারে, সেটা আমরা করেছি। হ্যাঁ মডার্নাইজেশান আমরা করছি। খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রচন্ড রকমের আমরা মডার্নাইজেশান করেছি এবং আরো করব। কিন্তু উনি বলেছেন অ্যাক্সপানশান বা অ্যাক্সটেনশান নেই। এটার উত্তরটা আমি দিচ্ছি। আপনারা শুধু গত বৎসরের মধ্যে ৮২ মাইল হাসপাতাল আমরা ওপেন করেছি, ছৈলেংটা হাসপাতাল আমরা ডিক্লেরেশান দিয়েছি। আমরা বুধনাং হাসপাতালকে চালু করেছি। ইন্টেরিয়ার এরিয়াতে তুইচাকমার মত জায়গায় সিক্স বেডে হাসপাতাল আরম্ভ করেছি। অলরেডি সেখানে কাজ আরম্ভ হয়েছে। আমরা জামথুম হাসপাতাল আরম্ভ করেছি, টেন্ডারকল হয়েছে ওয়ার্ক-অর্ডার হয়েছে। আপনার দাবী অম্পিতে বা তৈদুতে কেন করা হচ্ছেনা বা অম্পি হাসপাতাল কেন বড় করা হচ্ছেনা। এখানে অম্পিতে জায়গা আছে, এটাকে আরও গুরুত্ব সহকারে আমরা দেখব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার কথা ছিল অম্পি বিধানসভা কেন্দ্রে একটা মাত্র পি, এইচ সি আছে, আর কোন হাসপাতাল নেই বলে।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে ওনাকে বক্তব্য রাখতে দিন।

শ্রীবিমল সিনহা (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য ইন্টেরিয়ারের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের এহেন জায়গা নেই যেখানে চিকিৎসা ব্যবস্থাটাকে পৌছানোর ব্যবস্থা আমরা করিনি বা করছি না। থালাছড়াতে আমরা হসপিটেল করেছি, সেখানে আমরা পুরোপুরি বিল্ডিং করার জন্য গ্রীপসকে অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু ওরা রাজী হয়নি। তারপর আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি বি এস এফকে দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের ইন্টেরিয়ার জায়গাগুলিতে হসপিটেল করানোর জন্য। ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত জায়গাতে একজন করে ফার্মাসিষ্ট ও একজন করে ডাক্তার দিয়ে ৩৩ টা জায়গার মধ্যে আমরা চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করার জন্য চেষ্টা করেছি। তবে সেখানে আমরা খুব সফল হয়েছি আমি বলব না। কারণ সেখানে ডাক্তার বাবুরা একমাস গেলে তারপর আর একমাস যায় না, নানা রকম এক্সটেনশান্ নেই একথাটা ঠিক নয়। সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যে যেগুলি বন্ধ হয়ে আছে সেগুলিকে আবার রিমুনেট

করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তারপর করবুকেও স্টপ ছিল সেটাকেও আবার রি-ওপেন করা হয়েছে। আপনারা জেনে রাখুন নতুনবাজারে আর একটা ওয়ার্ড বাড়ানো হয়েছে, করবুকেও নূতন করে কয়েকটা বেড বাড়িয়ে সেটাকে এক্সটেননশান করা হয়েছে এবং রি-ওপেন করা হয়েছে। আজকে ডাক্তার আছে ফার্মাসিস্ট আছে তবু আমরা তাদের সার্ভিসটাকে সব জায়গায় পৌঁছাতে পারছি না। আমি এই সম্পর্কে একটা কথা বলতে চাই, এখানে উগ্রপন্থীদের সমস্যার কথা অনেকেই বলেছেন এবং তার জন্য যে হেল্থ সার্ভিসটা কিছুটা এফেকটেড সেটাও অনেকে বলেছেন। স্যার, পাল্স পোলিও পোগ্রাম এগজিকিউট করতে গিয়ে ডাক্তাররা আক্রান্ত হল, সি আর পি মারা, গেল ড্রাইভার ইনজিউর্ড হল সুবলসিং-এর মধ্যে। কাজেই আমি যদি বলি তবুও স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে তাদের পক্ষে আবার যাওয়া সম্ভব নয় এই সমস্ত ক্ষেত্রে উগ্রপন্থী সমস্যা অনেক জায়গাতে দায়ী এই এস্কটেনশান প্রোগ্রামটাকে বাধা দেওয়ার ক্ষেত্রে। এই অবস্থায় বিরোধী সদস্যরা যদি সহযোগিতা না করেন তাহলে এখানে শুধু শুধু কথা বলে কিছু হবে না,আশ্বাস আশ্বাসই থাকবে। এগুলিকে কার্য্যকরী করার জন্য যেমন নগেন্দ্রবাবুকে গ্যারান্টি দিতে হবে। মানে উনি যদি গ্যারান্টি দিতে পারেন তাহলে উনি যেখানে বলবেন আমরা সেখানেই চিকিৎসা ব্যবস্থাটাকে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করব। তবে ওনার টোট্যাল সিকিউরিটির জন্য দায়িত্ব নিতে হবে আমি এটা বলব। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, সকালবেলা মাননয়ী বর্ষীয়ান সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা বললেন রিয়াংদের প্রশ্নে যে, এখানে আগে অনেক রিয়াং ছিল। সত্যি কথা রিয়াং ত্রিপুরাতে অনেক ছিল, যারা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছেন মিজোরাম থেকে তাদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ ছিল আমাদের ত্রিপুরার. যারা জোট আমলে গিয়েছিলেন ত্রিপুরা থেকে। তা তারা জোট আমলে গেলেন কেন ত্রিপুরা থেকে ....।

(গন্ডগোল)

শ্রীবিমল সিন্হা (মন্ত্রী স্যার, তখন চরম পৈশাচিক ও নৃশংস অভিযান হয়েছিল এবং তাতে সমস্ত ট্রাইবেলদের এলাকাগুলিকে তছনছ করা হয়েছিল, আবার আজকে তারা ফিরে এসেছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- মাননীয় মন্ত্রী আপনি শেষ করুন।

শ্রীবিমল সিন্হা (মন্ত্রী) :- মি ডেপুটি স্পীকার স্যার এখানে যে কাট মোশানগুলি আনা হয়েছে. যেমন রবীন্দ্র বাবু যে কাটমোশান এনেছেন আমি তার ব্যাখ্যা দিলাম এবং ওনার এই ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এটা উইথড্র করা উচিৎ।

আমি অনুরোধ করছি কাট মোশান যেটা এনেছেন সেটা ভিত্তিহীন, অবাস্তব, আশাকরি উইথড্র করবেন।

এখানে দুটো কাট মোশান এনেছেন আরবান ডেভেলাপমেন্ট এর উপরে। আরবান

ডেভেলাপমেন্টের কোন কোন জায়গায় কাজ হয়নি, এই সম্পর্কে দুই একটি কথা বলতে চাই। অমরপুরে সেখানে হাউজিং স্কীমে টাকা গেছে কিন্তু একটা টাকাও খরচ করতে পারেন নি তারা। আমি পার্সোন্যালী সেখানকার চেয়ারম্যান বাদল বাবুকে ডেকে এনে বল্লাম কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত কোন কাজ হলো না। সে অবস্থা আগরতলাতেও। আর বাকি যেখানে যেখানে হয়নি-সেখানে তারা কমিটি গঠন করে সেটা পর্য্যালোচনা করতে পারেন, সেটা আমি তাদের অনুরোধ করছি। আরবান ডেভেলাপমেনট হাউজিং স্কীম এন, আর, ওয়াই, স্কীম, জে, আর, ওয়াই, স্কীম এই গুলি নিয়ে তাদের নেতারা যেন পর্য্যালোচনা করেন।

শ্রীরতন লাল নাথ :- পয়েণ্ট অব্ অর্ডার স্যার, এই ব্যাপারে এই হাউস থেকে একটি সর্ব্বদলীয় কমিটি গঠন করা হোক।

শ্রীবিমল সিন্‌হা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, যারা এই সব কাজ হচ্ছেনা বলে দাবী করছেন-আমরা তাদেরও সহযোগিতা চাই। আজকে সর্ব্বত্র কিড্‌ন্যাপ হচ্ছে, অমুক কিড্‌ন্যাপ হচ্ছে, তমুক কিড্‌ন্যাপ হচ্ছে, এভাবে প্রতিদিনই কিড্‌ন্যাপ হচ্ছে। কিন্তু ভাগ্যবান তারা-কারন তাদের কেউই এখনো পর্য্যন্ত কিড্‌ন্যাপ হয়নি, যদি কিড্‌ন্যাপ হয় তো আমাদের সি, পি, এম, এর লোক। তাদের তো কেউ কিড্‌ন্যাপ হয়নি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— পয়েণ্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, শৈলেন্দ্র জমাতিয়া, আমাদের ডিভিশন্যাল সেক্রেটারী-তাকে নৃসংশভাবে খুন করা হয়েছে।

শ্রীবিমল সিন্‌হা (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ ডেঃ স্পীকার স্যার, এইটা অত্যান্ত দুর্ভাগ্যজনক যে এত এত কিড্‌ন্যাপ হচ্ছে কিন্তু তাদের মুখ থেকে এখনো পর্য্যান্ত একটি নিন্দা সূচক প্রস্তাবও আসেনি, একটু কন্‌ডেম্‌ও তারা করলেন না এর বিরোদ্ধে। আজকে তাদের শুভ বুদ্ধি হোক এই বলে আমার ডিমাণ্ডগুলির উপর আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রী বিজয় কুমার রাংখল। ইওর টাইম ইজ অ্যালা উড্ অনলি ৮ (এইট) মিনিটস্।

শ্রীবিজয়কুমার রাংখল (কুলাই) ঃ- মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বাংলা ভাষায় বলার চেষ্টা করব, ভুল ত্রুটি হলে মার্জ্জনা করবেন। ১১

এখানে কয়েকটা ব্যাপারে আপনার মাধ্যমে দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার প্রশ্ন যে, ছৈলেংটাতে একটা ট্রাইবেল আবাসন (রেসিডেন্‌শিয়েল স্কুল) হওয়ার কথা ছিল ব্লক অফিসের পাশেই। বিগত আট নয় বছর হয়ে গেছে, এইটা এখনো হয়নি। এইটার পাশাপাশি দাম ছড়াতে সেটা এখন ৯৯ পারসেন্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে, এইটা আমাদের ট্রাই-পারটাইট এগ্রিমেন্টেল একটা প্রভিশন ছিল সেটা ইনপ্লিমেন্টেশনের ব্যাপারে।

তারপর আমার ৩২ নাম্বার ডিমাণ্ডের উপরে আছে যে শিলং এ আমাদের একটা হাউস প্রয়োজন। প্রত্যেকটি নর্থইস্ট রাজ্যের একটা করে হাউস আছে সেখানে। আমাদেরও একটা হাউস সেখানে করা দরকার। কারন আমি দেখেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক ষ্টুডেন্টস সেখানে থাকেন। এবং অনেক রোগী গৌহাটি হোক্ বা চেন্নাই হোক্, রেলওয়ের মাধ্যমে তারা যান সেন্ট্রাল ও ষ্টেট্ গভার্ণমেন্টেরও অনেক কর্মচারী রয়েছে তারাও শিলং দিয়ে যেতে হয়। কারন এখান থেকে ক্যালকাটা এমনিতে ফ্লাইটে ৪০-৪৫ মিনিট লাগে কিন্তু টাকা ইন্ভলভ্মেন্ট অনেক বেশী হয়। এইভাবে ট্রাইবেল এবং নন্-ট্রাইবেল ষ্টুডেন্টস অনেক আছে শিলংএ। কিন্তু সেখানে কম্পারেটিভলি রাজ্য সরকার খুব নজর দেন না। যার জন্য অনেক ষ্টুডেন্টস্ তারা সেন্টিমেন্টালী ভিক্টিমস্। এইভাবে তাদের ষ্টুডেন্টস্ লাইফ থেকে তারা আমাদের রাজ্যের বিরোদ্ধে ইন্ডিভিজুয়েলী বিরোদ্ধে হোক, বা রাজ্য সরকারের বিরোদ্ধে হোক এইভাবে আমরাই আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে ছেলেমেয়েদেরকে ডেভেলিপেট করছি। এবং এইটা একটা সেন্টিমেন্টাল ইস্যু। উত্তর পূর্বাঞ্চলের যে সব এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউশন আছে সে ক্ষেত্রে আমরা কোন ইম্পোরটেন্স দেই না। কাজেই সেখানে আমাদের সুন্দর একটি হাউস প্রয়োজন।

বর্তমানেব সেখানে ছাত্রছাত্রীদের জন্য যেটা বেড্লি মেনটেইন্। আমি এখন দপ্তরের মাননীয়, মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ করছি যাতে এটাকে ভাল ভাবে মেনটেইন্ করা হয়।

তারপর হচ্ছে, গত মার্চের ২(দুই) তারিখে রাত্রি আনুমাণিক ১-৩০ মিনিটে শিকারী-বাড়ীর উপজাতি ছাত্রাবাসে আগুন লেগে সব পুড়ে যায়। শুধু টিনগুলি বর্তমানে সেখানে রয়েছে। দূদূরান্ত থেকে সেখানে উপজাতি ছাত্ররা এসে পড়াশুনার জন্য থাকত। জানা গেল লুজ ওয়েরিং-এর কারনে সেখানে আগুন লেগে গিয়েছিল। আমরা গিয়ে শুনলাম যে ট্রাইবেল ওয়েল-ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট ঠিকভাবে তত্ত্বাবধানে করেন নাই। আগুন লাগার পর তাৎক্ষনিক বিকল্প কোন ব্যবস্থা না করেই ছোট-ছোট উপজাতি ছাত্রদের, যারা পড়াশুনা করার জন্য সেখানে থাকত তাদেরকে অনিশ্চিত কালের জন্য বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। যে কথা ছিল একটি রাজ্য সরকারের একটি বেসিক রেসপন্সিবিলিটি। তার মানে এই বছর তাদের পড়াশুনা শেষ। একবার যদি এই ছোট-ছোট ট্রাইবেল ছেলেরা ঘরে যায় তাহলে তো আর সহজে স্কুলে আসতে চায় না। এখানে প্রশান্ত দেববর্মা মহোদয় আছেন আমরা গেলাম সেখানে। গিয়ে দেখলাম এদের মধ্যে একনভাগই পেটের প্রবলেম আছে। মেডিক্যাল টিম নিয়ে যাওয়া হল। পায়খানায় পৌঁছার আগেই পায়খানা করে দিচ্ছে। এমন একট অবস্থায় আমরা স্কুলের হেড মাষ্টারের সঙ্গে ও আলোচনা করলাম। আমি জানি না দপ্তরের মন্ত্রী এই ব্যাপারে কি করেছেন এখন পর্য্যন্ত।

DISCUSSION AND VOTING ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1997--98

স্যার, শিলং-এ অনেক ছাত্র পাশাপাশি চিকিৎসার জন্য অনেক রোগীও যায়। কিন্তু সেখানে থাকার ব্যবস্থাটুকু করার জন্য সরকার কমই নজর দিচ্ছেন বলে আমি মনে করি। আমাদের ট্রাইবেলদের ডেভলাপমেন্টের যে ইন্‌ভলভ্‌ আছে -গত বছর সিডিউল ট্রাইবস্ এবং সিডিউল কাস্টের একটি ইন্টারভিউ ছিল কনস্টেবল থেকে সাব ইন্সপেক্টর পদের জন্য -গত আট নয় মাস আগে, সেটার এখন পর্য্যন্ত কোন রেজাল্ট নেই।

এভাবে দেখলাম কাগজ পত্রে সব ঠিক আছে। অনেক মন্ত্রী হাউসে পজিটিভ ভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই সব এখানেই শেষ হয়ে যায়। কাজেই সরকারের চিন্তাধারার সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল খোঁজে পাচ্ছি না বলে আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। কারন, বাজেট ফাণ্ড অনুসারে রাজ্যে কিভাবে কার্য্যকারিতা হচ্ছে না। আমার অধিকার যদি আর একজনে কেড়ে নিয়ে যায় এবং তার কাছে যদি সেই অধিকার বছর বছর ধরে থাকে তখন আমি বলব যে সেটা আমার অধিকার-এটা আমাকে দাও। তখন সেও মনে করবে এটা তার অধিকার। এভাবে প্রশাসনের দোষে এই ধরনের ভুল বুঝা-বুঝি হয়ে যায়। এটা সম্পূর্ণ প্রশাসনের দোষ।

একইভাবে বলা চলে উপজাতিদের জমি নিয়ে, বছরের পর বছর একজন উপজাতির জমি আর একজনের কাছে রয়েছে। সেখানে ঐ উপজাতির কোন অধিকার নেই। জমি উদ্ধার করে তাদেরকে দেওয়া এবং যার কাছ থেকে উদ্ধার করা হবে তার সম্পর্কেও কোন চিন্তাধারা দেখা যাচ্ছে না। ১৩

সর্ব্বশেষে আমি বলতে চাই ফরেস্ট পারটিসিপেশানের ব্যাপারে। এখানে বন মন্ত্রী আছেন উনার কাছে আমার একটি ছোট প্রশ্ন হল :- যে পার্টিসিপেটরি ত্রিপুরার পাঁচটি সেন্টারে আরম্ভ করা হয় এবং ডি. এফ. ও যারা রয়েছেন তারা সেটা তত্ত্বধান করেন। রেঞ্জার অফিসার বা বীট অফিসার এটার অফিসিয়্যাল সেক্রেটারী হয়ে থাকেন। সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তি হয়ে থাকে যে বেনিফিসারিস্‌দের ৫০ শতাংশ টাকা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ইউনিসেফ কতৃক প্রদত্ত টাকায় দিয়ে থাকেন। ১৯৯২-৯৩ সালে প্রথম এটা শুরু হয়েছিল আমবাসায়। পরে বনমন্ত্রী বললেন-এটার জন্য টাকা পয়সা নেই। এটা ট্রাইবেলের ব্যাপার। আমি কিছুই জানিনা। ডি. এফ. ওরা সেটা উৎসাহ দিচ্ছেন না। ট্রাইবেলরা যেটা রোপন করেছিল সেই জমির পরিমান কম পক্ষে ২০০ একরের উপর। পার্টিসিপেটরি ওয়েস্ট বেঙ্গলে ১০০ শতাংশ সফলতা পাচ্ছে। কিন্তু ত্রিপুরাতে এখন ও সেইভাবে সাক্‌সেস্ হয়নি। কেন এ বন মন্ত্রী নিরুৎসাহিত করলেন আমি বুঝতে পারলাম না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- ঠিক আছে, শেষ করুন ।

শ্রীবিজয় কুমার রাংখল :- লাস্ট ওয়ান মিনিট, স্যার ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- নো ।

শ্রীবিজয় কুমার রাংখল :- ঠিক আছে স্যার, ধন্যবাদ ।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রীবীরজিৎ সিনহা মহোদয় ।

শ্রী বীরজিৎ সিনহা (কৈলাশহর) :- মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউসে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্রাণ্টস আনা হয়েছে, এটার ব্যাপারে আমি কাট মোশান এনেছি চারটিতে । এখানে মন্ত্রী মহোদয়রা এই কাট মোশানের সমালোচনা করেছেন । কাট মোশান কেন করা হয় এটা সকলের জানা আছে । যে ডিমাণ্ডগুলি আসে সেখানে কাট মোশান এনে বাজেটটা পর্য্যালোচনা করার জন্য কাট মোশান আনা হয় । উনারা যখন বিরোধী দলে ছিলেন তখন উনারাও কাট মোশান আনতেন । কাজেই এটা নিয়ে বেশী কটাক্ষ করা আমার মনে হয় বেশী যুক্তিযুক্ত নয় ।

এখানে ইন্দিরা আবাস যোজনার ব্যাপারে যে ডিমাণ্ড চেয়েছে এবং এখানে উত্তরে আমাদের মন্ত্রী মহোদয় অঘোরবাবু বলেছেন যে ইন্দিরা আবাস যোজনা সুন্দর সুষ্ঠুভাবে হয়েছে । মাননীয় স্পীকার স্যার, ইন্দিরা আবাস যোজনা কংগ্রেসের নেতৃত্বকে কেন্দ্রীয় সরকার তখন এই স্কিমটা চালু করেছিলেন গরীব অংশের মানুস দারিদ্র সীমার নিচে যারা বসবাস করেন তফশীলি জাতি, তফশীলি উপজাতি ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য । যেহেতু উনি জোর গলায় বলে গেছেন তারজন্য আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই । কুমারঘাট ব্লকের অন্তর্গত ফুলবাড়ী কান্দি গাঁও পঞ্চায়েতে, যে গাঁও পঞ্চায়েত কংগ্রেসের দখলে আছে সেখানে ইন্দিরা আবাস যোজনা দিয়ে তের জনের নামে ঘর স্যাংশান করা হয়েছিল সরাসরি জেলা-পরিষদ থেকে । সেখানে জেলা পরিষদের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান এবার এম, এল, এ, হয়ে মন্ত্রী হয়েছেন উনি উপস্থিত আছেন পঞ্চায়েতকে ডিংগিয়ে ব্লককে ডিংগিয়ে সরাসরি এস, ডি, ওর মাধ্যমে করানো হয়েছিল এবং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের একজন কর্মচারীকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল । পরবর্তী সময় যখন তারা পঞ্চায়েত থেকে খবর নিয়ে দেখেন যে, তের জনের একজনও ঘর পায়নি । সব টাকা হাপিজ হয়ে গেছে । পরবর্তী সময় এই তের জনকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য রুরাল মিনিমাম নীড প্রোগ্রাম থেকে দুই হাজার টাকা করে দেওয়া হয় এবং এই দুই হাজার থেকেও পাঁচশ টাকা করে কেটে রাখা হয়েছে । পরবর্তী সময় গাঁও পঞ্চায়েতের তরফ থেকে যখন লিখিতভাবে এস, ডি, ওকে দেওয়া হল ডি, এম, কে দেওয়া হল এবং এখানে আর, ডি, সেক্রেটারীকে দেওয়া হল ডি, এম, সাহেব নিজে তদন্ত করেছেন । তদন্ত করার পরে এটা

এখনও ধামাচাপা আছে। আর যে এস, ডি, ও, সাহেব যিনি এক সময় এস,এফ, আই করতেন আবার সি, পি, এম, সমর্থক ছিলেন। এই এস, ডি, ও সাহেব কতুব আলী উনি তদন্ত করেছেন বলে উনাকেও ট্রেন্সফার করেছেন। এই হচ্ছে ইন্দিরা আবাস যোজনার একটি উদাহরণ। মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি কালকেই এই হাউসে এই তথ্য দিয়ে দিতে পারি। যে ১৩ জন বিনিফিসারী বিজিলেন্সের কাছে তদন্তের জন্য যে আবেদন করেছে তার কপি আমার কাছে আছে। সুতরাং, কাট মোশান এনে এইগুলি আমরা আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি। বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রী মাণিক সরকারের নেতৃত্বে যে সরকার হয়েছে তার সরকার যাহাতে এই ধরনের কাজ না করে তার জন্য আমরা উনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবং হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টের জন্য ডিমাণ্ড রাখা হয়েছে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে। হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্টে টাকা নিয়ে কি করবেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি জানেন লোকসভার এম, পি,-রা লোকসভা থেকে তাদের এড়িয়া উন্নয়নের জন্য প্রতি বছর এক কোটি টাকা করে পাই। কৈলাশহরের রাজীব গান্ধী মেমোরিয়েল হাসপাতাল, ডিষ্ট্রিক হাসপাতাল, সেখানে মেটারনিটি ওয়ার্ড নেই, চাইল্ড ওয়ার্ড নেই তার নিজের জলের কোন সোর্স নেই। আমি নিজে থেকে উদ্যোগ নিয়ে মহারাণী এম, পি, থাকা কালীন সেখানে ৪২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল। এবং সেখানে পি, ডব্লিউ, ডি, কে চাপ সৃষ্টি করে সেখানে একটি প্ল্যান স্টিমেট তৈরী করা হয়েছিল। এখনে কোন কাজ হচ্ছে না। সেখানে কার নির্দেশে এখানে কাজ হচ্ছে না আমরা জানি না। শুধু হেল্থ ডিপার্টমেণ্টে টাকা চাই যেখানে কোন কাজ হচ্ছে না। অথচ যেখানে আমরা বেশী করে টাকা চেয়েছি সেখানে জনসার্থ সম্পর্ক সেখানে তার টাকা বাড়াতে নারাজ। কৈলাশহর হাসপাতালে যারা দুর থেকে আসবে, বিশেষ করে ট্রাইবেলরা যারা দুর থেকে আসবে তারা কোথায় থাকবে এই সমস্ত দিক চিন্তা করে সেখানে কো-অপারেটিভ এর জায়গায় আর, ডি, ডিপার্টমেন্টের সহায়তায় ১৬ লক্ষ টাকায় সেখানে একটি ট্রাইবেল রেস্ট হাউস করার অনুমোদন করা হয়েছিল যাহাতে আমাদের ট্রাইবেলের তাদের আত্মীয় স্বজন যখন হাসপাতালে থাকে তখন সেখানে থেকে যাহাতে দেখা শুনা করতে পারে তার জন্য। সেটও অজ্ঞাত কারণে কেন্সেল হয়ে গেছে। কেন জানি না। সুতরাং, এটা পরিস্কার যে তারা ত্রিপুরার উন্নতি চায় না। আপনারা সবাই জানেন যে গত বছরের বাজেটেয় টাকা একশত কোটি টাকার মত অব্যয়িত রয়েছে। তার অর্থ এই যে ত্রিপুরার মানুষ তাদের প্রাপ্য অর্থ থেকে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তৃতীয় বামফ্রণ্ট সরকার ছিল আমলা নির্ভরশীল জানি না এখন বর্তমান তরুণ তুর্কী মুখ্যমন্ত্রী কি করবেন। তখনকার মুখ্যমন্ত্রী অসুস্থ ছিলেন। সেই কারণে সুযোগ করে আমলারা আরো বেশী গ্রাস করেছেন।

সেখানে এম, এল, এ, মন্ত্রীদের কোন কথা চলে না। আমার বিশ্বাস নূতন নেতৃত্ব এখন এসেছেন, উনি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি এখানে যেভাবে বক্তব্য পেশ করেছেন সত্যিই এটা প্রতিদানযোগ্য। এটা যদি কার্যাক্ষেত্রে বাস্তবে রূপায়িত হয় তাহলে ত্রিপুরার মানুষের উপকার হবে। সুতরাং এই বাজেটকে পূর্ণ বিরোধিতা করে এবং বিরোধী সদস্যরা যে কাট মোশান এনেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীমাণিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, যখন আজকে যখন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন নিয়ে সবাই ব্যস্ত ছিলাম তখন আমরা ঠিক করে নিয়েছিলাম যে আজকে আমাদের কার্যসূচী যে সমস্ত বিষয় আছে সেইগুলি যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ না হয় তাহলে সময় বাড়ানো। তবু, আমার নিজের ধারনা যে ডিমাণ্ডগুলি আছে সেটাকে ভোটিং দিয়ে শেষ করতে আর ৪৫ থেকে ৫০ মিনিট লাগতে পারে। তাই আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করতে চাই না। গতকাল এই হাউসে ভাষণ দানের সময় মাননীয় অর্থমন্ত্রী অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের সপক্ষে যে ভাষণ রেখেছেন তাহা আমাদের শাসক দল বিরোধী বন্ধুরা জেনারেল ডিসকাশনে অংশ গ্রহন করে তারা বিভিন্ন বিষয়ে অবতারনা করেছেন এবং আজকের দিনটিও বিভিন্ন দপ্তরে কাট মোশান এনে তার সপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা তারাও তাদের ডিমাণ্ডের সপক্ষে বক্তব্য রেখে বঁঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন। কাজেই এখানে বিস্তৃত অনেক কিছু বলা হয়েছে। কাজেই আমি যদি অতিরিক্ত একটা কিছু বলতে যায় এটা চর্বিতে চর্বন হবে। এবং হাউসকে ভারাক্রান্ত করা হবে। তাই আমি আপনার মাধ্যমে বলতে চাই যে রাজ্যে অগ্রগতির প্রশ্নে, জনসাধারণের উন্নয়নের প্রশ্নে যে মিনিমাম যে টাকা যেটা না হলে না হয় যেটা অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এখানে বাজেটের মাধ্যমে যে ডিমাণ্ড পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে, এবং বিরোধী দলের সদস্যরা যে কাট মোশান এনেছেন, তারা বেন্টিলেট করেছেন ঠিক আছে, সেখানে তাদের কতগুলি গ্রিবেন্স এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু প্রস্তাবও রেখেছেন এবং বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়রা আলোচনা করতে গিয়ে তারা বলেছেন যে এই বিষয়গুলি আবার নূতন করে ভেবে দেখতে হবে এবং কিছু কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার কথা সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেনও। সামগ্রিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে যে কাট মোশানগুলি আছে, দুঃখিত এটাকে সমর্থন করতে পারছে না বলে তাই তার বিরোধীতা করছি এবং আশা করব ত্রিপুরার স্বার্থে সবাই মিলে বাজেটকে পাশ করে নিতে পারি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ।

MOTION FOR VOTE ON ACCOUNTS FOR PART OF THE FINANCIAL YEAR 1998-99

Major Head- 2055 be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :-

" failure to control eliminate wasteful expenditure On Modernisation of police Force, Rs. 2crore."

(The Motion was put to voice vote and Lost).

Now, the question before the House is the Cut motion moved by the Hon'ble member shri Brijit sinha that the amount of the demand under Major Head - 2053 be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular mater viz :-

" Failure to control & eliminate wasteful expenditure on secret service expenditure. (Rs 40 thousand).

(The Motion was put to voice vote and Lost)

Mr. Speaker :- Now I am putting t e Demand No. 10 to vote.

Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister in charge that further a sum not exceeding of Rs. 5,31 98 000/- be granted to defry the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 10 under the following Major Heads :-

2053-District Adminstation	Rs 40.0 0/-
2055-Police	Rs. 5,31, 58.000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :- Now I am putting the Demand No: 14 to vote. But there are two Cut Motions on this Demand First I am putting the Cut Motions to vote one by one .

Now the question before the House is the Cut Motion moved by shri Shyama Charan Tripura on Demand No. 14. Majar Head 2801

That the Demand be reduced by Rs. 1000/- to ventilate the spedific grievance that :

" Need to reduce import of power & need to improve our own produotion ".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Now the question before the House is the Cut Motion moved by shri Rabindra Deb Barma on Demand No. 14, Major Head-2801

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :-

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on import of power 2 crore 17 lacs."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. speaker :- Now I am putting the Demand No. 14 to vote.

Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that further a sum not exceeding of Rs. 3, 41 50.000/- be granted to defry the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No 14 under the following Major Heads :-

2801-Power	Rs.3,41,50,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :- Now I am putting the Demand No. 18 to vote. But there is one Cut Motion on this Demand. First I am putting the Cut Motion to vote.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member shri Prakash Ch. Das on Demand No. 18 Major Head 2252 -

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the Specific grievance that :-

" Need to entertain only eligible persons as state guest." (10. 94 lacs).

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :- Now I am puting the Demand No 18 to vote. Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that further a sum not exceeding of Rs.10,94,000/- be granted

MOTION FOR VOTE ON ACCOUNT FOR PART THE FINANCIAL YEAR 1998 99

to defray the charges which will come in course of payment during under the year ending on the 31st, March 1998 in respect of Demand No 18 under the following Major Heads :-

2252-other social servicess Rs. 10,94, 000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :- Now I am putting the Demand No 20 to vote.

Now the question before the House is Motion moved by the Hon'ble Minister-in -charge that further sum not exceeding of Rs.3.66,06,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No.20 under the following Major Heads :-

Welfare of scheduled castes and
Other Backward Classes Department

2225-Welfare for S.C./ S.T. and other Back ward classes.	Rs. 41, 63,000/-
Health & Family Welfare Department.	
4210-Capital outlay on Medical and Public Health.	Rs. 1,50 000/-
Handloom , Handicraft and Sericulture Department,	
4425--Capital outlay on Co-operation.	Rs. 1,00,000/-
5465-Investment in General Financial and Trading Institution.	Rs. 4,00,000/-
Agriculture Departmeut.	
2401—Crop Husbandry.	Rs. 2.41.000/-
Rural Development Depertment,	
2505-Rural Employment,	Rs 1,39,30,000/-
4216-Capital outlay on Housing.	Rs. 1,75,22,000/-
Science,Technology Environment Department.	

3425-other Scientific Research. Rs. 1.00.000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :- Next, Demand for Supplementary Grant No—43. There is one Cut Motion on this Demand. I am putting the Cut Motion. to vote, first, and then the main motion.

The question before the House is the Cut Motion moved by the Honb'le member Shri jawhar Saha that the amount of the demand under the Major Head-6004 be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to controll & elimınate wasteful expenditure on Chakma refuges. (displacd person from East pakistan) (Rs. 14 thousands).

(The Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker:- Now the question before the House is the motion moved by the Honb'le Finance P.W. Minister that further a sum not exceding of Rs. 3.67.55.000/- (excluding the charged amount of Rs. 15.45.65 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March. 1998 in respect of Demand No.43 under the following Major Heads :-

2047-other fiscal Services	Rs.5.68.000/-
2052-Secretariat General Services	Rs.3.00.000/-
2071 pension & other Retirement	Rs.1 30.00.000/
5465- -Investment in General Fininoial and Trading Inst.	Rs.2.28.37.000/

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Next, Demand for Supplementry Grnat. No 27. There is one Cut motion on this Deman. I am putting the Cut motion to vote. first. and then the main motion.

The question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble member Shri Jawhar Saha that the amount of the demand under the Major Head—2401 be reduced by Rs. 100/—to ventilate the specific grievance that :—

Need to improve the credivility of Bio—control Laboratory (35° lacs)"

(The Motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No.27 to vote. The question before the House is the Demand No.27 moved by the Hon'ble Minister.—in—charge of the Tribal Welfare Department th t further a sum not exceeding of Rs 1,12,82,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March,1993 in respect of Demand No. 27 under following Major Heads :—

2401—Crop Husbandry	Rs.1,06,82,000/-
2552—North—Eastern Areas	Rs. 6,00,000/—

The Demand was put to voice vote and passed.)

Ma. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motions (s) on the Demand No.19 moved by—

1. Shri Birajit Sinha 19—2505 That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/— to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Employment Assurances scheme."

2. Shri Prakash Ch. Das 19—2225 That the amount of the Demand

			be reduced by Rs.100/—to ventilate the specific grievance that :— "Need to regularise the scholarship and Stipend of S.T and S.C."
3.	Shri Birajit Sinha	19—4215	That the amount of the Demand be reduced by 100/—to ventilate the specific grievance that :— "Need to stop mal & corrupt practice in implementing Indira Awas Yozana.
4.	Shri Prakash Ch. Das	19-2210	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :— "Need to supply & repair machinery & Equipments in the P H C of Rural area.

(The Motions are put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No.19 to vote. The question before the House is the Demand No.19 moved by the Hon"ble Minister—in charge of the Tribal welfare Department that further a sum not exceeding of Rs. 7,35, 01,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No.19 under the following Major Heads :—

2225—Welfare of Schedule Caste/ Schedule Tribes and other Backwards Classes.	Rs.26,72,000/—
2702— Minor Irrigation	Rs.18,29,000/—
2210— Medical, Public Health	Rs.4,00,000/—

5465- Investments in General Financial and Trading Institutions.	Rs. 3,88,000/-
2402- Soil & Water Conservation	Rs. 8,07,000/-
2505-Rural Employment	Rs. 3,06,00,000/-
4216- Capital outlay on Housing.	Rs 3,06,00,000/-
3425- Other Scientific Research	Rs 1,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :-Now I am putting the Demand No. 29. to vote. The question before the House is the Demand No. 29 moved by the Hon'ble Chief Minister that further a sum not exceeding of Rs.88,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 29 under the following Major Heads :

2552- North Eastern Areas—— Rs.88,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :- Now I am puting the Demand No. 30 to vote. The question before the House is the Demand No. 30 moved by the Hon'ble Chief Minister that further a sum not exceeding of Rs. 73,17,000/- be granted to defray the charges which will come incourse of Payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 30 under the following Major Head :-

2402-Soil and Water Conservation	Rs. 72,000/-
2406-Forestry and wildlife	Rs. 72.45,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr.Speaker :- Now the question before the House is the Cut Motions (S) on the Demand No.6 moved by——

1. Shri Shyma Charan Tripura 6–2246 That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to vantilate the specific grievance that Need to provide adequate food & medical facility to Reang the Refugees.

2. Shri Jawhar Saha 6-2235 That the amount of the Demand be reduced by Rs.1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :.

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on exgratia payment to public member effected by extremist violence.

(The Motions are put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :- Now I am putting the Demand No. 6 to vote. The question before the House is the Demand No 6 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department that further a sum not exceeding of Rs.2 18,15,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 6 under the following Major Heads :-

2029- Land Revenue (C.S.S)	Rs.1,49,15,000/-
2235- Social welfare (C.S.S)	Rs. 49,00,000/-
2245- Relief on Account of Natural Calamities	Rs. 20,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :- Now the question before the House is the Cut Motion (S) on the Demand No. 37 moved by Shri Kajal ch. Das. Major Head- 2230. That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/–

to represent the ceonomy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Employment Services".

Shri Ratan Lal Nath Major Head. 2230 That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/— to ventilate the specific grievance that :—

"Need to stop corrupt practices in respect of Employment Services".

(The motions were put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :- Now I am putting the Demand No. 37 to vote. The question before the House is the Demand No. 37 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Lobour Department that further a sum not exceeding of Rs. 82,000/- be granted to dafray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 37 under the following Major Head :- 2230/-

Labour & Employment - Rs. 82, 000/- .

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :- Now the question before the House is the Cut Motion on the Demand No. 16 moved by Shri Rabindra Deb Barma major head—2211. That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular mattar viz :-" Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Medicine

(The Motion was put to voice vote and lost)

Mr Speaker :- Now I am putting the Demand No. 16 to vote. The question before the House is the Demand No. 16 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Health Department that further a sum not exceeding of Rs. 4,81,83,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending

on the 31st March. 1998 in respect of Demand No. 16 under the following Major Heads :- 2210-Medical and Public Health -

	Rs. 14,50,000/- (State Plan)
2211-Family welfare(C.S.S)-	Rs. 4,66,33,000/- .
2552- North Eastern Areas-	Rs. 1,00,000/- .

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :- Now the question before the House is the Cut Motion on the Demand No. 35 moved by Shri Ratan Lal Nath Major Head - 2217 .That the amount of the Demand be reduced by Rs.100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :- "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Nehru Rojgar Yozana"

Shri Prakash Ch. Das Major Head-2217. That the amount of the Demand be reduced by Rs.1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :-'Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Swarna Jayanti Sahari Rojgar Yojana'. Shri Prakash Ch. Das Major Head 2217. That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :-

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Prime Minister's Integrated Urban Poverty Erad. cation Programme.

(The Motions was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :- Now I am putting the Demand No. 35 to vote. The question before the House is the Demand No. 35 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Urban Development Department that further a sum not exceeding of Rs.1,28, 77,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 35 under the following Major Heads :-

2217 - Urban Development Rs. 39,97,000/-

4216 – Capital Outlay on Urban Dev Rs 88,80,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :– Now the question before the House is the Cut Motion(s) on the Demand No. 12 moved by -

1. Shri Prakash Ch. Das on Major Head-12-6003 - That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the the spceific grievance that: "Need to stop loans from NABARD on ARDR Scheme

2. Shri Rabindra Deb Barma on Major Head 12-2425 That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz- "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on grant in-aid to Co-operation.

Now I am putting the Cut Motions to vote.

(The two Cut Motions were put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :– Now I am putting the Demand No. 12 to vote. the question before the House is the Demand No. 12 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operation Department that further a sum not exceeding of Rs. 1,86,20,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 12 under the following Major Heads :-

2425- Co-operation Rs. 2,00,000/-

(The demand was put to voico vote and passed)

Mr. Speaker :- Now I am putting the Demand No. 17 to vote. The question before the House is the Demand No. 17 moved by the Hon,ble Minister-in-charge of the I.C.A.T Department that further a sum not exceeding of Rs. 36,00,000/- be granted to defray the charges which

will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 17 under the following Major Heads :-

2205 - Arts and Culture	Rs. 8,60,000/-
2220- Information & Publicity	Rs. 20,40,000/-
3452-Tourism	Rs.7,00,000/-

(The demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :- Now I am putting the Demand No. 33 to vote. The question before the House is the Demand No. 33 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of I.C A.T. Department that further a sum not exceeding of Rs. 7,60,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 33 under the following Major Heads :-

4810-Capital Outlay on Non Conventional Source of Energy (C.S.S)	Rs 7,60,000/-

(The demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :- Now the question before the House is the Cut Motios on the Demand No. 41, moved by Hon'ble Shri Jawahar Saha on Major Head 41—2235 That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- - to represent the economy that can be effected on the particular matter viz:—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure in I.C.D.S. (Integrated Child Development Scheme)

(The Cut motion was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :- Now I am putting the Demand No. 41 to vote.

The question before the House is the Dema d No, 41 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the I.C.A.T. Depertment that further a sum not exceeding of Rs. 21,00,000/-

MOTION FOR VOTE ON ACCOUNT FOR A PART OF THE FINANCIAL YEAR 1998—99

be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 41 under the following Major Heads :—

2235 -Social Security & Welfare (CSS) Rs. 21,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :- Now, the question before the House, I am putting the Demand No. 42 to vote. The Demand No. 42 moved by the Hon'ble Minister-in charge of the Sports & Youth program Department that a sum not exceeding of Rs. 20,07,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No.- 42 uuder the following Major Heads :-

2204 - Sports & Youth Services (N.P.) Rs. 20,07,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :- Now, the question before the House is the Cut Motion moved by Sri Kashiram Reang on Demand No. 11. Major Head: 5055, "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that":-

"Need to increased the TRTC Bus on the Udaipur to Amarpur, Teliamura to Amarour via Ampi Road immediately"

(The Motion was put to voice vote and lost.).

Mr. Speaker :- Now, I am putting the Demand No. 11 to vote. The question before the House is the Demand No. 11 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department that a sum not exceeding of Rs.1,01,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 11, under the follwoing Major Heads:-

3055 - Road Transport Rs. 25,00,000/-

5055 - Capital outlay on Road Transport Rs. 76,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :- Now the question before the House is the Cut motion is moved by Shri Kajal Ch. Das, on Demand No. 26 Major Head 2405, "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/ to ventilate the specific grievance that"

"Need to inquire into the corrupt practies as alleged against FFEA. West Tripura."

(The motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :- Now, I am putting the Demand No. 26 to vote. The questions before the House is Demand No. 26 moved by the Hon'ble Minister-in-charges of the Fisheries Department that "a sum not exceeding of Rs 34 80,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 26 under the following Major Heads :-

2405 - Fisheries (C.S.S)	Rs. 22,50,000/-
2552 - North Eastern Areas	Rs. 12,30,000/-

(The demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :- Now, the qnestion before the Cut Motion on the Demand No. 21, Major Head 3456, moved by the Hon'ble Member Shri Shyama Charan Tripura "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that" :-

"Need to make regular food supply to Tribal areas such as Rashyabari, Damcharra, Khedacharra etc. with adequate transport facilities"

(The Motions was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :- Now, I am putting the Demand No. 21 to vote. The question before the House is the Demand No. 21 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil supplies Department, that "a sum not exceeding of Rs. 20,00,000/- be granted to defray

MOTION FOR VOTE ON ACCOUNT FOR A PART OF THE FINANCIAL YEAR 1998-99.

the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No.21 under the following Major Head" :-

3456 - Sivil Supplies (C.S.S.) Rs. 20,00,000/-

(The motions was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :- Now, I am putting the Demand No. 36 to vote. The question before the House is the Demand No. 36 moved by the Hon'ble Minister-in charge of the Jail Department, that "a sum not exceeding Rs 16,69,000/- be granted to defary the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 36 under the following Major Head" :-

2056 - Jail (C.S S.) Rs. 16,69,000/-

(The motion was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :- Now, I am putting the Demand No. 24 to vote. The question before the House is the Demand No 24 moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department, that a sum not exceeding of Rs. 17,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 24 under the following Major Head :-

2851 - Village and small Industries - 17,00.000/-

(The demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :- Now, the Demand No. 31 There are four Cut Motion on this demand .Now, the question before the House is the Cut Motion on the Demand No. 31 moved by Hon'ble member Shri Ratan Lal Nath that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :-

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Indira Awash Yozana. (2 thousands)".

(2) Hon'ble member Shri Ratan Lal Nath. that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particuler matter viz :-

" Failure to control & eliminate wasteful expenditure construction of Block Buliding."

3. Hon'ble member Shri Ratan Lal Nath, that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :-

"Failure to control & eliminate & wasteful experditure on (EAS) Employment Assurance Scheme".

4- Hon'ble member Shri Bijoy Kr. Hrangkhawl, that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :-

"Need to constructed Block Offices at Sailengta."

(The Cut Motions were put to voice vote and lost)

Mr. Sqeaker :- Now, I am Putting the Demand No. 31 to vote. The question before the house is the Demand No. 31 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the R.D. Department, that a sum nor exceeding of Rs. 7,75,19,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1998 in respect of Demand No. 31 under the following Major Heads :-

2505 - Rural Employment (C.S.S.)	Rs. 3,98,80,000/-
4216 - Capital Outlay on Housing (State Plan)	Rs. 3,44,02,000/-
4515 - Capital Outlay on Other Rural Development programme	Rs. 32,37,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

PAPER'S LAID ON THF TABLE
(Questions & Answers) ANNEXURE —'A'

Admited Started Question No. 10.

Name of the Member :- **Shri Ratan Lal Nath.**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge, of the Home Department, be pleased to state :-

১। রাজ্যের থানাগুলিতে গ্রেপ্তারকৃত আসামী কে খাবার দেওয়ার জন্য প্রতি আসামী পিছু প্রতিবেলায় কত করে টাকা ধার্য্য করা আছে ?

ANSWER

১) নং প্রশ্নের উত্তর

আসামী পিছু প্রতিবেলায় মং ৫.০০ (পাঁচ টাকা) হারে বরাদ্দ আছে।

Admitted Starred Question No. 19.

Name of the Member :- **Shri Ratan Lal Nath**

Will the Hon'ble Minister-in-charge, of the Home Department be Pleased to state :-

১। রাজ্যে নিরপত্তার কাজে নিয়োজিত সামরিক বাহিনীর জোয়ান সহ বি, এস এফ; সি আর, পি, এফ, সি, আই, এস, এফ; সহ কেন্দ্রীয় বাহিনীব সংখ্যা কত।

২। রাজ্যে সরকারের নিজস্ব আরক্ষাকর্মীর সংখ্যা কত ?

ANSWER

১। নং প্রশ্নের উত্তর

রাজ্যে নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত বাহিনীর হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :-

ক) সামরিক বাহিনী — ৬ ব্যাটেলিয়ন

খ) সি আর পি এফ — ৫ ব্যাটেলিযন এবং ১০ কোম্পানী

গ) বি এস এফ — ৮ ব্যাটেলিয়ন

ঘ) সি আই এস এফ — ০

২। নং প্রশ্নের উত্তর

রাজ্য সরকারের নিজস্ব আরক্ষা কর্মীরসংখ্যা মোট — - ১২,৮৭১ জন

Admited Starred Question No. 37.

Name of the Member :- Shri Prakash Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Departmeat be pleased to state :-

১) রাজ্যে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কতজন উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করেছে।

২) তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে উগ্রপন্থীদের পুর্নবাসন বাবদ মোট কত টাকা খরচ হয়েছে এবং পুর্নবাসন বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কতটাকা সাহায্য পাওয়া গিয়েছে ?

ANSWER

১) এপ্রিল ১৯৯৩ ইং হইতে ১০-৩-৯৮ ইং পর্যন্ত মোট ২৪৩৪ জন উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করেছে।

২) উগ্রপন্থীদের পুর্নবাসন বাবদ মোট ৮,৪৮,৭২,০০০, টাকা খরচ হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার হইতে মাত্র ২,৩৮.৩০,০০০ টাকা পাওয়া গিয়েছে।

Admitted Starred Question No. 41.

Neme of the Member :- **Shri Nagendra Jamatia.**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge, of the Home Department be Pleased to state :-

১। ইহা কি সত্য যে, অমরপুরের হুলুমা গ্রামে টি,এস.আর,এর একটি হেড কোয়াটার স্থাপন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ?

২) সত্য হলে এর কারন কি ?

উত্তর :—

১) নং প্রশ্নের উত্তর :-

হ্যাঁ।

২) নং প্রশ্নের উত্তর :

অমরপুর মহকুমার হুলুমাতে একটি টি,এস, আর, এর প্রধান কার্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। ঐ জায়গাটি **Bn. Headquarter** স্থাপনের উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় হুলুমাতে **Bn.** স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছেন।

Admitted Starred Question No. 47.

Name of the Member :- **Shri Umesh ch. Nath.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :-

১) রাজ্যে নির্বাচন ঘোষনার পরে এখন পর্য্যন্ত দুসকৃতকারীদের হাতে কতজন খুন হয়েছেন ?

এবং

২) যারা খুন হয়েছেন, সেই পরিবারগুলিতে সরকার কি কি সাহায্য দিয়েছেন ?

ANSWER

১) নং প্রশ্নের উত্তর :- মোট ৬০ জন

২) নং প্রশ্নের উত্তর :—

মৃত ব্যক্তির প্রত্যেক পরিবারকে সরকারী আইন অনুযায়ী সাহায্যের বিষয়ে ব্যবস্থা

Mr. Sqeaker :- Now, I am putting the Demand No. 25 to vote. The question before the house is the Demand No. 25 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of tbe Printing & Stationary Department that a sum not exceeding of Rs. 6,35,000/- be granted to defray charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 199- in respect of Demand No. 2 under the following Major Heads :-

2851 - Village & Small Industries Rs. 3,00,000/-

4425 - Capital Outlay on Co-operation. Rs. 3,35,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

মি : স্পীকার :- দ্য কুপিস আব নট একসিডিং,

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মি : স্পীকাব স্যাব, আমাদের এখানে লিস্ট অব বিজনেসে বি পাশড বলে যেভাবে মোভ হয় ঠিক এই ফর্মে আসা উচিৎ। এই বিলটা পাশড এই রকম একটা মোশান আনতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— এই মোশানটা আগে উত্থাপিত হয়েছে।

শ্রী:কেশব মজুমদার(মন্ত্রী) :- ঠিক আছে, আগে উত্থাপিত হয়েছে কিন্তু পাশ করার জন্য আলাদা একটা মোশান লাগবে।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :- দ্য বিল বি পাশড, এক্সপেণ্ডিচার অব গর্ভণমেন্ট, ত্রিপুরা, ১৯৯৮ — ৯৯।

মিঃ স্পীকার :- এই মোশানটাই আমি পড়ছি।

শ্রী শ্যামা চরণ ত্রিপুরা :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এতে তো অনেক সময় লাগবে। টোটাল এমাউন্টটা পাস করলেই হবে। সবগুলির দরকার নেই।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :- Sir, for the part of the finacial year, Total amount টা pass করিয়ে নিলেই হবে।

মিঃ স্পীকার :- ঠিক আছে, আপনারা ধরে নিয়েছেন। তা হলে আমি এটা ভোটে দিয়ে দেই। এখন আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত ভোট অন্ এ্যাকাউন্টস্ মোশানটি ভোটে দিচ্ছি।

"অতএব, ১৯৯৮-৯৯ ইং আর্থিক সালের ভোট অন এ্যাকাউন্টস সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো"।

GOVERNTMENT BILL-Introduced

মিঃ স্পীকার :- সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো— "The Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill,1998(Tripura Bill No. 4 of 1998) উত্থাপন।

আমি এখন অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রি) :- Mr Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce that "The Tripura Appropriatian (Vote on Account) Bill 1998 (Tripura Bill No. 4 of 1998) এই সভায় উৎথাপন করার জন্য অনুমতি চাইছি

মিঃ স্পীকার :- এখন অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি।

মোশানটি হলো "The Tripura Appropriation (Vote on Account)Bill,1998 (Tripura Bill No 4 of 1998) এই সভায় উৎথাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

"এই সভা ধ্বনি ভোটে অনুমতি দিয়েছেন কাজেই বিলটি উৎথাপিত হালা"।

মিঃ স্পীকার :- সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ,'The Tripura Appropriation (No. - 2) Bill, 1998 (Tripura Bill No.-5 of 1998)." উৎথাপন। আমি এখন অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভার উপস্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী):- Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduced that "The Tripura Appropriation (No.-2) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 5 of 1998)". এই সভার উৎথাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মি : স্পীকার :- অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো, " The Tripura Appropriation (No.-2) Bill, 1998 (Tripura Bill no.-5 of 199১,,) এইসভায় উৎথাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

"এই সভা ধ্বনি ভোটে অনুমতি দিয়েছেন কাজেই বিলটি উৎথাপিত হলো।

মিঃ স্পীকারঃ- মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের সভায় উৎথাপিত বিলগুলির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার :-এই সভা আগামী ২৭শে মার্চ শুক্রবার, ১৯৯৮ ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রহিল।

নেওয়া হইতেছে। নিহতদের প্রতিটি Case কে আলাদাভাবে পরীক্ষা করে সরকারের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী যে যে Case সাহায্যের আওতায় আছে তাহাদিগকে সাহায্যের ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

Admitted Starred Question No .48

Name : **Shri Nagendra Jamatia, M.L.A.**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Animal Resources Development Department be pleased to state :

QUESTIONS

১) অমরপুরের ডলুমাতে মহিষ খামারে বর্তমানে কয়টি মহিষ আছে।

২) ঐ খামারটিতে পামওয়েল চাষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হবে কি ?

৩) না হলে তার কারন কি ?

ANSWER

১) অমরপুরের ডলুমা মহিষ খামারে বর্তমানে কোন মহিষ নেই।

২) খামারটিতে পামওয়েল চাষ করার কোন পরিকল্পনা নেই।

৩) অনুমোদিত পরিকল্পনায় এই ধরনের প্রকল্প নেই।

Admitted Starred Question No. 63.

Name of the Member : **Shri Kajal Ch. Das**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge, of the Home Department be pleased to state :

১। কল্যাণপুর বাজার কলোনীতে গত ১২-১২-৯৬ ইং গণহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকার জনসাধারণের দাবী মেনে কল্যাণপুর থানা এলাকায় ৫-৬টি স্থায়ী Camp দেওয়া হবে বলে রাজ্য সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই Camp গুলি স্থাপন করা হয়েছে কিনা এবং

২। না হয়ে থাকলে কারণ কি ?

ANSWER

(১) ও (২) নং প্রশ্নের পরিপেক্ষিতে

গত ১২-১২-৯৬ ইং সনের কল্যাণপুর বাজার কলোনীর ঘটনার পরে উক্ত এলাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে আলোচনাক্রমে কল্যাণপুর বাজার কলোনী হইতে আধা কি. মি. দক্ষিণে রজনী সর্দার পাড়ায় উক্ত এলাকার নিরাপত্তার প্রয়োজনে একটি T S R Camp স্থাপন করা হয়েছে এবং তাহাদের টহলদারী অব্যাহত আছে।

Admitted Starred Question No. : 65

Name of the Member : **Shri Kajal Ch. Das**

Will the Hon'ble Minister-in-charge, of the Home Department be pleased to state :

QUESTION

১। গত ১২-১২-৯৬ ইং কল্যাণপুর বাজার কলোনীর ঘটনায় নিহত সমস্ত পরিবারে সরকারী চাকুরী সহ আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে কিনা ?

২। যদি দেওয়া না হয়ে থাকে তার কারণ কি ?

৩। যদি দেওয়া হয় তবে কবে নাগাদ দেওয়া হবে ?

A N S W E R

:- ১নং প্রশ্নের উত্তর

গত ১২-১২-৯৬ ইং কল্যাণপুর বাজার কলোনীর ঘটনায় নিহত সমস্ত পরিবারে সরকারী চাকুরী আর্থিক অনুদান সরকারী নিয়ম অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে।

:- ২নং প্রশ্নের উত্তর, প্রশ্ন আসে না।

:- ৩নং প্রশ্নের উত্তর, প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 73

Name of Member :- **Shri Prakash Ch. Das.**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge, of the Home Department be Pleased to state :

প্রশ্ন	উত্তর
১) ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমান কত ?	১) বর্তমানে ত্রিপুরার রাজ্যে মোট কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাম হল ২,৮৪,৫০০ হেক্টক।
২) রাজ্যের কত শতাংশ কৃষিযোগ্য জমি জল সেচের আওতায় রয়েছে ?	২) রাজ্যে বর্তমানে প্রায় ১২ শতাংশ কৃষিযোগ্য ভূমি জল সেচের আওতাধীন রয়েছে।
৩) কৃষিকার্য্যে কৃষকদের উৎসাহ প্রদানের জন্য সরকার কি ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছেন ?	৩) কৃষি কার্য্যে কৃষকদের উৎসাহ প্রদানের জন্যরাজ্য সরকার বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছেন। এর মধ্যে মুখ্যত :- ক) ভর্তুকীতে উন্নত ধরনের এবং উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ বিতরন।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Question & Answer)

খ) ভর্ত্তুকীতে রাসায়নিক সার ও রোগ পোকাড় দমনকারী ঔষধ বিতরণ ।

গ) ভর্ত্তুকীতে উন্নত মানের কৃষি যন্ত্রপাতি যথা—পাওয়ার টিলার, ধান মাড়াই যন্ত্র বিতরন। এছাড়া ও বলদ ও ঠেলাগাড়ী ও বিতরন করা হয়।

ঘ) উচ্চ ফলনশীল জাতের প্রদর্শনী ক্ষেত্র চাষ ;

ঙ) বিভিন্ন শস্যের মিনিকিট বিতরণ ।

চ) আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে কৃষকদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষন এর ব্যবস্থা করা ও পুস্তিকা বিতরণ করা ।

ছ) কৃষকদের উৎপাদন বাজার জাত করার জন্য গ্রামীন এলাকায় বাজার শেড নির্মান করা ।

Admitted Starred Question No.91 .

Name of the Member :- **Shri Sudhan Das**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state: –

১) ইহা কি সত্য পুলিশ দপ্তরে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হওয়ার পরও অনেক পরিবারে চাকুরী হয়নি ;

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে সংখ্যাকত; এবং

৩) এদের কবে নাগাদ চাকুরী দেওয়া হবে ?

ANSWER

১ নং ২ নং ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ইহা সঠিক যে পুলিশ দপ্তরের প্রয়োজনীয় Vacancy না থাকায় সকলকে চাকুরী দেওয়া যায় নাই । তবে পরবর্তীকালে সরকারী সিদ্ধান্ত অনুসারে নিজ Department এ – Supperancemerary post সৃষ্টি করে প্রয়োজনীয় চাকুরী প্রদানের ব্যবস্থা নেওয় হয়েছে যাহার সংখ্যা ২৫১ জন। এদের মধ্যে মাত্র ৫৯ জনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এদের মধ্যে যাহাদের চাকুরীর বয়স নাই তাহাদেরকে মং ৫০,০০০, টাকা করে এককালিন আর্থিক সাহার্য্যেরও চিন্তা করা হচ্ছে ।

Admitted Starred Question No. 101.

Neme of the Member :- Shri Madhu Sudan Saha

Will the Hon'ble Minister-in-Charge, of the Home Department be Plesed to state :-

১) আগরতলা শহরের বৈদ্যুতিক ট্রাফিক সিগন্যাল চালু করতে কতটাকা ব্যয় হয়েছিল ।

২) কি কারনে ঐ ব্যবস্থা বর্তমানে অচল রয়েছে ।

৩) পুনরায় করে নাগাদ বৈদ্যুতিক ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থা চালু করা হবে ।

৪) না করা হলে এর কারন কি ?

ANSWER

১) আগরতলা শহরের বৈদ্যুতিক ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থা চালু করতে মোট ৭,৯৫,২৫৬ টাকা ব্যয় হয়েছিল ।

২) বিদ্যুৎ সরবরাহ ও ভোল্টেজের উঠানামার জন্য এই ব্যবস্থা বর্তমানে অচল রয়েছে ।

৩) বৈদ্যুতিক ট্রাফিক সিগন্যাল চালু করার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের সঙ্গে আলোচনা চলছে ।

৪) ২ নং ও ৩নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না ।

ANNEXURE —'B'

Admitted Un-Starred Question No. 1.

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister–in-Charge of the Home Department be Pleased to state:-

১) ১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯৮ ইং সনের ১৭ই মার্চ পর্য্যন্ত সরকারী P.P. এবং A.P.P গন সারা রাজ্যে কয়টি মামলা রাজ্যের বিভিন্ন আদালত থেকে প্রত্যাহার করেছেন (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

২) এর মধ্যে যে মামলা মোকদ্দমাগুলি প্রত্যাহার করা হয়েছে সেগুলি ভারতীয় দণ্ড বিধির কোন কোন ধারা মতে কয়টি। (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

ANSWER

১ নং প্রশ্নের উত্তর :-

১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯৮ ইং সনের ১৭ই মার্চ পর্য্যন্ত মোট ১০৭ টি মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :-

সদর — ১৩, খোয়াই — ১৫, অমরপুর — ২৩, উদয়পুর — ০২, বিলোনিয়া — ০৬ গণ্ডাছড়া — ০৫, লংতরাইভ্যালী — ১১, কমলপুর — ২৭, কাঞ্চনপুর — ০৩, কৈলাশহর — ০২. মোট–১০৭টি

২ নং প্রশ্নের উত্তর :-

PAPER'S LAID ON THE TABLE

(Question's and Answer's)

[illegible]

SL. No.	Name of Sub Division	Name of P.S and case reference	Murder	Dioolty	Robbery	Kindapping	Others	Doisharge	Retiremets	Political
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	SADAR.	JRN P.S. case No.4(7)92 U/S 307 IPC & 27 Arms Act.	—	—	—	—	1	1	EXT.	—
2.	—do—	JRN P.S. case No.1(11)91 U/S 148 149/326/307 IPC 7 of Arms Act.	—	—	—	—	1	3	EXT.	—
3.	—do—	JRN P.S. case No.15(4)92 U/S 302 I.P.C.	1	—	..	—	—	1	EXT.	—
4.	—do—	JRN P.S. case No. 7(7)92 U/S 25(1) (A) Arms Act.	..	—	—	-	1	1	EXT.	—
5.	—do—	JRN P.S. case No 9(10)91 U S 302 I.P.C.	1	—	.	—	—	2	EXT.	—
6.	—do—	JRN P.S. case No.1(4)92 U/S 392 I.P C.	—	1	—	—	-	2	EXT.	—
7.	—do—	SDI P.S. case No 10(1)91 U/S 364/ 302/326/34 I.P.C. & 27 of Arms Act.	1	—	-	—	..	2	EXT.	—
8.	—do—	SDI P.S. case No. 9(5)92 U/S 447/ 325 IPC & 27 of Arms Act.	—	—	..	—	1	11	EXT.	—
9.	—do—	SDI P.S. case No. 6(10)91 U/S 148/ 149/326/307/302 I.P.C & 27 Arms Act	1	—	—	—	—	26	EXT.	—
10.	—do—	SDI P.S. case No.3(4)92 U/S 447/ IPC & 27 Arms Act.	—	—	—	—	1	3	EXT.	
11.	—do—	SDI P.S. case No.4(12)91 U/S 394 IPC.	—	—	1	—		2	EXT.	—
12.	—do—	SDI P.S. case No.44/94 U/S 399/307 IPC & 27 Arms Act.	—	-	—	—	1	1	EXT.	—
13.	—do—	ARP P.S. case No.2(2)93 U/S 380 IPC.	—	—	—	—	1	1	EXT.	
14.	Khowai	KLN P.S. case No.1(4)92 U/S 302/ 427 I.P.C. & 27 Arms Act.	1	—	—	—		4	EXT.	
15.	—do—	KLN P.S. case No.11(6)91 U/S 148/ 149/325/427/326/307 I.P.C.	—	—	—	—	1	12	EXT.	—
16.	—do—	KLN P.S. case No.5(7)92 U/S 395/ 397 I.P.C.	—	1	—	—	—	9	EXT.	—
17.	—do—	KLN P.S. case No.4(12)92 U/S 148/ 149/326/302 IPC & 25 Arms Act.	1	—	—	—	—	2	EXT.	—
18.	—do—	KLN P.S. case No.10(6)91 U/S 382 I.P.C. & 27 of Arms Act.	—	—	—	—	1	8	EXT.	—

SL. No.	Name of Sub-Division	Name of P.S. and case reference	Murder	Dacoity	Robbery	Kidnapping	Others	Discharge	Extremets	Political
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19.	—do—	KLN P.S. case No. 3(6)91 U/S 302 I.P.C.	1	—	—	—	—	4	EXT	—
20.	—do—	KLN P.S. case No.8(5)91 U/S 148/149/448/325/ IPC. & 27 Arms Act.	—	—		—	1	9	EXT	—
21.	—do—	KLN P.S. case No.11(3)92 U/S 149/353/370/307/326/302 IPC & 27 Arms Act	1	—	—			5	EXT	—
22.	—do—	KLN P.S. case No.7(9)91 U/S 302/322 IPC & 25 Arms Act.	1	—	—	—		6	EXT	—
23.	—do—	KLN P.S. case No.1(3)90 U/S 302 I.P.C.	1		—		—	2	FXT	—
24.	Khowai	KHW P.S. case No.12(9)90 U/S 148/149/448/363 IPC	—	—	—	1		5	FXT	—
25.	—do—	TLM P.S. case No. 3 (1) 92 U/S 302/307/398/400 IPC & 27 of Arms Act.	1	—	—	—		2	EPT	—
26.	—do—	TLM P.S. case No. 9 (3) 92 U/S 397/398 IPC & 27 Arms Act.	—	1	—	—	—	5	EXT	—
27.	—do—	TLM P.S. case No 9 (6) 92 U/S 364/302 IPC	1	—		—	—	7	EXT	—
28.	Amarpur	NTB P.S. case No. 1 (12) 92 U/S 25 (1) (A) Arms Act	—	—	—	—	1	1	FXT	—
29.	—do—	NTB P.S. case No. 53 (11) 86 U/S 457/38 ICP	—	—	—		1	3	FXT	—
30.	—do—	NTB P.S. case No. 3 (5) 93 U/S 395/364 IPC & 25 (1) (A) of Arms Act		1	—	—	—	11	EXT	—
31.	—do—	NTB P.S. case No. 5 (7) 91 U/S 148/149/365/302 IPC.	1	—	—	—	—	6	EXT	—
32.	—do—	NTB P.S. case No. 75 (9) U/S 395/354 IPC (A) of Arms Act	—	1	—	—	—	5	EXT	—
33.	Amarpur	OMPI P.S. case No. 1 (10) 91 396 IPC & 25 (1) (A) Arms Act	1 (one)	Nill	—	—	—	7	EXT	—
34.	—do—	TDU P.S. case Mo. 2 (5) 93 U/S 395 IPC & 27 Arms Act	—	1	—	—	—	1	EXT	—

SL. No.	Name of Sub-Division	Name of P.S. and case reference	Murder	Dicoity	Robbery	Kidnapping	Others	Discharge	Extremets	Political
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
35.	—do—	TDU P.S. case No. 1(9)91 U/S 399/402/307/353 I.P.C. & 25 (1) (A) I.P.C.	—	1	—	—	—	15	EXT	—
36.	-do--	TUD P.S. case No.5 (4) 93 U/S 364/307/326/302 I.P.C. 27 of Arms Act.	1	—			—	3	EXT	--
37.	—do--	TDU P.S. case No. 2(5) 92 U/S 398/307/323/427 I.P.C. & 27 Arms Act.	—	1	—	—	—	6	EXT	--
38.	Amarpur	TDU P.S. case No. 2 (7)91 U/S 395/397/398 I.P.C.	—	1	—	—	—	9	EXT	—
39.	--do--	DRG P.S. case No. 3(11)92 U/S 395 I.P.C. & 27 of Arms Act.	—	1		—	—	1	EXT	--
40.	--do—	BRG P.S. case No.6(11)92 U/S 395 I.P.C. & 27 of Arms Act.	—	1	--	—		1	EXT	—
41.	—do—	BRG P.S. case No. 6 (12) 92 U/S 364 I.P.C.	—	—	—	1	—	6	EXT	—
42.	--do--	BRG P.S. case No. 1 (5) 93 U/S 395/412 I.P.C. & 25 (1) (A) I.P.C.	--	1	-	--	—	7	EXT	—
43	-do—	BRG P.S. case No 17 (5) 93 U/S 399/409 IPC & 27 Arms Act	—	1	—	—		5	EXT	—
44	—do—	BRG P.S. case No. 1 (12) 92 U/S 25 (1) (A) Arms Act	—	—		--	1	5	EXT	—
45.	-do—	BRG P.S. case No. 5 (12) 92 U/S 307/400/120 (B)/140/153 (A) I.P.C. & 25 (1) (A) 27 Arms Act.	—	1	—		1	6	EXT	
46	--do—	BRG P.S. case No. 10 (10) 93 U/S 148/149/323 IPC & 27 Arms Act.	--	--	—	--	1	8	EXT	-
47.	—do—	BRG P.S. case No. 1/91 U/S 395/397 IPC & 27 Arms Act.	—	1	—	--	—	5	EXT	—
48.	do—	BRG P.S. case No. 3/94 U/S 25 (1) (A) Arms Act.	—	—	—	—	—	1	EXT	—
49.	—do—	BRG P.S. case No. 22/94 U/S 376 (2) (B) I.P.C.	—	—	--	—	1	1	EXT	—
50.	Udaipur	R. K. Pur P.S. case No. 28 (4) 92 U/S 148/147/320 IPC	1	—	—	--	—	5	EXT	—
51.	—do—	R. K. Pur P.S. case No. 3 (11) 92	—	—	—	—	1	1	EXT	—

SL. No.	Name of Sub Division	Name of P.S and case reference	Murder	Dacoity	Robbery	Kidnapping	Others	Discharge	Extremists	Political
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		U/S 307 IPC & 25 (1) (A)/27 of Arms Act.								
52.	Belonia	BKR P.S. case No.1(12)93 U/S 395/397 IPC & 27 Arms Act.	–	1	–	–	–	22	EXT.	–
53.	–do–	BKR P.S. case No.11(11)93 U/S 395/397 I.P.C. & 27 Arms Act.		1	–	–	–	5	EXT.	–
54.	–do–	BKR P.S. case No. 4(11)93U/S 140/149/325/364 IPC & 27 of Arms Act.	–	–		1		9	EXT.	–
55.	–do–	BKR P.S. case No.12(11)93 U/S 140/149/323/302 I.P.C. & 27 of Arms Act.	1	–	–	–	–	8	EXT.	–
56.	–do–	BKR P.S. case No.2(12)93 U/S 25 (1) (A) (B) of Arms Act.	–	–		–	1	1	EXT.	–
57.	–do–	BKR P.S. case No.3(7)93 U/S 395/307 I.P.C. & 27 of Arms Act.		1				7	EXT.	–
58.	Gandacherra	BKR P.S. case No. 3(5)92 U/S 395/397/364 IPC & 27 of Arms Act.	–	1	–	–	–	6	EXT.	
59.	–do–	GNC P.S. case No. 5(11)92 U/S 395/397/366 I.P.C & 27 Arms Act.	–	1	–	–	–	1	EXT.	
60.	–do–	GNC P.S. case No.1(11)92 U/S 395/397 IPC & 27 Arms Act.	–	1	–		–	2	EXT.	–
61.	–do–	GNC P.S. case No. 1(2)91 U/S 395/396 IPC & 27 Arms Act.		1		–	–	7 (seven)	EXT.	–
62.	–do–	GNC P.S. case No.1(10)92 U/S 396/400/120(B) IPC & 25(1) (A)/27 Arms Act.	1	–	–	–	–	9	EXT.	–
63	Longtharai Velly	CMN P.S. case No.3(4)93 U/S 457/380 IPC.		–	–	–	1	5	EXT.	–
64.	–do–	CMN P.S. case No 2(8)93 U/S 302/34 I.P.C. & 27 Arms Act.	1	–	–	–	–	2	EXT.	–
65.	–do–	CMN P.S. case No.5(4)93 U/S 395 I.P.C. & 27 Arms Act.	–	1	–	–	–	6	EXT.	–

PAPER'S LAID ON THE TABLE (Question's and Answer s)

SL. No.	Name of Sub Division	Name of P.S and case reference	Murder	Dicoity	Robbory	Kidnapping	Others	Dischar,e	Extremists	Political
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
66,	–do–	CMN P.S. case No.6(2)93 U/S 148/149/399/307/353 I.P.C. & 25 (1) (A) (B) Arms Act.	–	–	–	–	–	–	.	–
67.	–do–	CMN P.S. case No. 3(6)92 U/S 396/364/307/400 IPC & 27 of Arms Act.	1	-	–	- -	-	8	EXT.	–
68.	–do–	CMN P.S. case No.2(4)91 U/S 364/347 34 IPC & 25 (1) (A) of Arms Act.	..	-	-	1		6	EXT.	–
69.	–do–	MANU P.S. case No.5(6)93 U/S 148/149/323/302/436 I.P.C. & 27 Arms Act.	1	–	–	–	–	10	EXT.	–
70.	–do–	MANU P.S. case No. 6(4)92 U/S 395/307/436 IPC & 27 Arms Act.	–	1	-	–	–	13	EXT.	–
71.	–do–	MANU P.S. case No 5(3)91 U/S 366 I.P.C.	–	..	–	1	–	3	EXT.	–
72.	- do -	MANU P.S. case No. 53/94 U/S 14 /149/447/365 IPC & 17 of Arms Act.	–	.	–	1	–	3	EXT.	–
73,	-do-	MANU P.S. case No.40/94 U/S 140/149/353/307/400 I.P.C. & 28 of Arms Act.	–	–	–	–	1	5	EXT.	–
74.	Kamalpur	SLM P.S. case No. 6(4)92 U/S 148 149/302 IPC & 28 of Arms Act.	1	–	–	–		3	EXT	–
75.	–do–	SLM P.S. case No. 2(10)92 U/S 364 I.P.C & 27 Arms Act.	..	–	–	1	–	6	EXT.	–
76.	–do–	SLM P.S. case No.7(6)91 U/S 447/326 /427IPC & 3 of E.S. Act.	–	–	–	–	1	3	EXT.	–
77.	–do–	SLM P.S. case No. 1(5)91 U/S 364/302 IPC & 27 Arms Aot.	1	–	–	–	–	1	EXT.	–
78.	–do–	SLM P.S. case No.2(11)90 U/S 394 IPC	–	–	1	–	–	2	EXT.	–
79.	–do–	SLM P.S. case No.4(5)92 U/S 148/149/307 IPC & 27 of Arms Act.	–	–	–	–	1	3	EXT.	–

SL. No.	Name of Sub-Division	Name of P.S. and case reference	Murder	Dicoity	Robbery	Kidnapping	Others	Discharge	Extremets	Political
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
80.	—do—	SLM P.S. case No. 4(11)91 U/S 364/302/201 I.P.C. & 27 Arms Act.	1	—	—	—	—	7	EXT	—
81.	—do—	SLM P.S. case No.4(11)92 U/S 302/34 I.P.C. & 27 of Arms Act.	1	—	—		—	2	EXT	—
82.	—do—	SLM P.S. case No. 1(7) 92 U/S & 28 of Arms Act.		1	—	—	—	9	EXT	—
83.	—do—	SLM P.S. case No. 6 (7)92 U/S 148/149/307 I.P.C. & 28 of Arms Act and 5 of B.S. Act.	.	—	—		1	1	EXT	—
84.	—do—	SLM P.S. case No. 1(11)91 U/S 364 I.P.C. & 27 of Arms Act.	—	—	—	1	—	11	EXT	—
85.	—do—	SLM P.S. case No. 2(1)94 U/S 302/34 I.P.C. & 27 of Arms Act.	1	—	—	—	—	10	EXT	—
86.	—do—	SLM P.S. case No. 1 (4) 92 U/S 148/149/307 I.P.C. & 27 of Arms Act.			.	—	1	5	EXT	—
87.	—do—	SLM P.S. case No. 3 (1) 91 U/S 506/393 I.P.C.	—	—	1	—	.	2	EXT	—
88.	—do—	SLM P.S. case No 5 (3) 92 U/S 148/149/427/380/436/34 IPC & 27 of Arms Act.		—	.		1	22	EXT	—
89.	—do—	SLM P.S. case No. 3(4)92 U/S 364/302/120 (B)/201/34 IPC	1	—	—	.	—	5	EXT	.
90.	—do—	KMP P.S. case No. 4 (2) 93 U/S 148/149/380/325/302 I.P.C. & 27 of Arms Act	1	..	—	.	—	5	EXT	—
91.	Khowai	TLM P.S. case No. 2 (2) 92 U/S 148/149/448/302 IPC & 25 of Arms Act.	1	—	—	—	—	4	EXT	—
92.	Kamalpur	ABS P.S. case No. 2(12)91 U/S 364 IPC & 27 of Arms Act.	—	—	—	.	—	9	EXT	—
93.	—do—	ABS P.S. case No. 13(11)91 U/S 399 IPC & 25 (1) (A) of Arms Act.	—	1	—	—	—	4	EXT	—
94.	—do—	ABS P.S. case No. 3(6)92 U/S	—	—	—	—	1	7	EXT	—

SL. No.	Name of Sub-Division	Name of P.S. and case reference	Murder	Dicoity	Robbery	Kidnapping	Others	Discharge	Extremets	Political
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
95.	–do–	ABS P.S. case No 10(11) 91 U/S 395/397 IPC.	–	1	–	–		11	EXT.	–
96.	–do–	ABS P.S. case No.1 (6) 92 U/S 302 I.P.C /201/34 IPC	1	–	–	–	–	4	EXT.	..
97.	–do–	ABS P.S. case No. 1(9) 92 U/S 396/307 IPC & 28 of Arms Act.	1		–	·		4	EXT.	·
98.	–do–	ABS P.S. case No.5(6)92 U/S 399/400/333/307 IPC & 25(A)(1)of Arms Act.	–	1	–	–	–	2	EXT.	–
99	–do–	ABS P.S. case No.1(1)93 U/S 148/149/323/364/307 I.P.C & 26 of Arms Act.	–	·	–	1	–	9	EXT.	–
100	–do–	ABS P.S. case No.11(4)91 U/S 395/397/364/302 IPC & 27 of Arms Act.	1	–	·		·	5	EXT.	–
101.	–do–	ABS P.S. case No. 60/94 U/S 395/ IPC & 27 Arms Atc.	–	1	–	–	–	1	EXT.	–
102.	KANCHANPUR.	KCP P.S. case No.1(4)91 U/S 302/34 IPC.	1	–	–	–		8	EXT.	–
103.	–do–	KCP. P.S case No.2(8) 91 U/S 395/365 IPC & 27 Arms Act.	–	1	–	–	–	2	EXT.	–
104.	–do–	KCP P S case No.8(6)93 U/S 448/302 IPC & 27 of arms Act.	1	–	–	–		5	EXT.	
	KAILASHAHAR.									
105.	–do–	FTK P.S. case No.12(7)93 U/S 364/302/34 IPC.	1	–	–	–	–	2	EXT.	–
106.	–do–	FTK P.S. case No.12(5)92 U/S 395/397/307/333 I.P.C. & 27 Arms Act.	–	1	–	–	–	3	EXT.	–
107.	AMARPUR.	BRG P.S. case No.3(11)93 U/S 395/397 IPC & 27 of Arms Act.	–	1	–	–	–	11	EXT.	–

Admitted Unstarred Question No . 3

Name of the Member :— **Shri Ratan Lal Nath—.**

Will the Hon'ble Minister -in-Charge of the Home Department be Pleased to state :—

১। ১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯৭ ইং সনের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে মোট কয়টি খুন হয়েছে ? (উগ্রপন্থীদের দ্বারা খুন এবং অন্যান্য খুন সব মিলিয়ে থানা ভিত্তিক হিসাব)

এবং

২। ১৯৯৮ ইং সনের ১লা জানুয়ারী থেকে অদ্য ১৭ - ৩ -৯৮ ইং পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে মোট কয়টি খুন হয়েছে ? (উগ্রপন্থীদের দ্বারা খুন এবং অন্যান্য খুন সব মিলিয়ে থানা ভিত্তিক হিসাব) ।

ANSWER

১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তর তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un Starred Question NO.— 4

Name of the Member :— **Shri Ratan Lal Nath**

Will the Hon'ble Minister -in-Charge of the Home Department. be pleased to state :—

১। ১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯৭ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে মোট কয়টি অপহরনের ঘটনা ঘটেছে ? (থানা ভিত্তিক হিসাব) ।

২। ১৯৯৮ইং সনের ১লা জানুয়ারী থেকে অদ্য ১৭— ৩ —৯৮ইং পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে কয়টি অপহরনের ঘটনা ঘটেছে (থানা ভিত্তিক হিসাব) ।

ANSWER

১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তর তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Unstarred Question No 10

Name of the member :— **Shri Jawhar Saha**

Will the Hon'ble Minister - in - Charge of the Home Department be pleased to state :-

১) ১৯৯৮ ইং সনের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত রাজ্যের থানাগুলিতে কয়টি হামলা, লুট, গৃহদাহ, খুন, মারামারী ও নারী নির্যাতনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ? (থানা ভিত্তিক হিসাব) ।

ANSWER

১নং প্রশ্নের উত্তর তথ্য সংগ্রহাধীন

Admited Unstarred Question no. 12

Name of Member :**Shri Nagendra jamatia**

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture (Horti. & Soil Conservation) Deptt. be pleased to State.

প্রশ্ন ১। অমরপুর মহকুমার তৈল্প ফলের বাগান থেকে সরকারী আয় ও ব্যয়ের পরিমান কত ? (৮৯-৮৯ সাল থেকে ৯৬—৯৭ সাল পর্য্যন্ত বছর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর ১। অমরপুর মহকুমার তৈল্প ফলের বাগান থেকে বৎসর ভিত্তিক সরকারী আয় ও ব্যয়ের পরিমান এইরূপ :— (লক্ষ টাকার হিসাব)

সাল	আয়	ব্যয়
১৯৮৮—৮৯	তথ্য সংগ্রহাধীন	
১৯৮৯—৯০		
১৯৯০ — ৯১	১ · ২৬	৪ . ৪৪
১৯৯১ — ৯২	১ ২৮	৪ · ৫৫
১৯৯২ — ৯৩	১ . ৫৬	৫ ' ৫৮
১৯৯৩ — ৯৪	১ · ৮৯	৭ . ৯৭
১৯৯৪ — ৯৫	২ . ১২	৯ . ২০
১৯৯৫ — ৯৬	২ · ৩৭	. ৭৩
১৯৯৬ ৯৭	২ . ১৪	৯.৬৮

প্রশ্ন ২। অমরপুর মহকুমার তৈল্প ফলের বাগানে বর্তমানে শ্রমিকের সংখ্যা কত ?

উত্তর ২। অমরপুর মহকুমার তৈল্প ফলের বাগানে বর্তমানের শ্রমিকের সংখ্যা ৬২ জন।

Admitted Unstarred Question No. 17

Name of the Member :— **Shri Rati Mohan Jamatia**.

Will the Hon'ble Minister - in - Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। নির্বাচনোত্তরে রাজ্যে কয়টি খুন, অপহরণ, গৃহদাহ ও নারী ধর্ষনের ঘটনা সংগঠিত হয়েছে এবং কোথায় কোথায় ? এবং

২। এই সমস্ত ঘটনা সমূহের সমস্যা সমাধানের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহন করেছেন ?

ANSWER

১ নং — প্রশ্নের উত্তর :—

নির্বাচনোত্তরে রাজ্যে মোট ৬৭টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কোথায় কোথায় হয়েছে তাহা সঙ্গীয়

PAPER'S LAID ON THE TABLE (Question's and Answer s)

তালিকায় দেওয়া গেল :—

২ নং প্রশ্নের উত্তর :—

এই সমস্ত ঘটনা সমুহের সমস্যা সমাধানের জন্য পুলিশ সক্রীয়ভাবে টহলদারীর ব্যবস্থা করেছেন এবং এ পর্যন্ত ১৫জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছেন। তদন্ত অব্যাহত আছে।

STATEMENT OF MURDER,KIDNAPPING,ARSON AND RAPE REPORTED AFTER ELECTION.

Name of place	Murder	Kidnapping	Arson	Rape
1) Sadar	5	—	5	—
2) Bishalgarh	2	1	—	—
3) Khowai	16	—	—	—
4) Dharmanagar	2	—	—	—
5) Kailashahar	1	—	—	2
6) Kanchanpur	1	—	—	—
7) Belonia	3	2	—	1
8) Amarpur	2	3	2	1
9) Sabroom	1	1	3	1
10) Udaipur	—	4	3	—
11) Manu	1	—	—	—
12) Ambassa	1	—	—	—
13) Kamalpur	2	1	—	—
Total :—	37	12	13	5

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO . 19

Name of Member — : — **Shri Nagendra jamatia**

Will the Hon'ble Minister- in-charge of the Agri -culture (Horti- & Soil Conservation)Department be please to state - : —

প্রশ্ন : ১। উপজাতি এলাকায় সব্জি চাষ প্রকল্পের মোট কত জমিতে সব্জি চাষ হয়েছে ? (৮৮-৮৯ সাল থেকে ৯৬ - ৯৭ সাল পর্য্যন্ত বছর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর ১। ৮৮-৮৯ সাল থেকে ৯৬ - ৯৭ সাল পর্য্যন্ত উপজাতি এলাকায় খারিফ ও রবিখন্দে সর্ব-মোট ১২০৩০ হেক্টর জমিতে সব্জি চাষ প্রকল্পের মাধ্যমে সব্জি চাষ করা হয়েছে। বছর ভিত্তিক

হিসাব নিম্নরূপ : —

১৯৮৮ — ৮৯ =	১০০০ হেক্টর
১৯৮৯ — ৯০ =	১৫০০ "
১৯৯০ — ৯১ =	২০০০ "
১৯৯১ — ৯২ =	২০০০ "
১৯৯২ — ৯৩ =	২৫০০ "
১৯৯৩ — ৯৪ =	২০০০ "
১৯৯৪ — ৯৫ =	২০০০ "
১৯৯৫ — ৯৬ =	৫১০ "
১৯৯৬ — ৯৭ =	৬১০ "
	১২০৩০ হেক্টর

প্রশ্ন : ২। ঐ প্রকল্পে প্রতি বছর কত ব্যয়িত হয়েছে ? (৮৮ — ৮৯ সাল থেকে ৯৬ — ৯৭ সাল পর্য্যন্ত বছর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর ২। ঐ প্রকল্পে ৮৮—৮৯ সালে থেকে ৯৬ — ৯৭ সাল পর্যান্ত মোট ব্যয়ের পরিমান ৬ কোটি ৫৪ লক্ষ ৮০ হাজার ৮ শত টাকা। বছর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :

১৯৮৮ — ৮৯ =	৩.০০ লক্ষ টাকা
১৯৮৯ — ৯০ =	৯৯.০০ " "
১৯৯০ — ৯১ =	৯০.০০ " "
১৯৯১ — ৯২ =	১০০.০০ " "
১৯৯২ — ৯৩ =	১২০.০০ " "
১৯৯৩ — ৯৪ =	১২০.০০ " "
১৯৯৪ — ৯৫ =	৩৭.৬৮ " "
১৯৯৫ — ৯৬ =	৪১.৭৬৮ " "
১৯৯৬ — ৯৭ =	৪২.৫৬০ " "
	৬৫৪.৮০৮ লক্ষ টাকা

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Friday, the 27th March, 1998 at 11 A.M.

PRESENT

Shri Jitendra Sarker, Hon'ble Speaker in the Chair. The Chief Minister, The Deputy Speaker, 15 Ministers and 36 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পাশে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলা) :— মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৩।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৩।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৩।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্য্যন্ত কতগুলি স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই ;

২। যে সব বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই সেই সব বিদ্যালয়ে বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হচ্ছে কি না ;

৩। বিভিন্ন স্তরের বিদ্যালয়গুলিতে প্রধান শিক্ষকের খালি পদগুলি পূরণ করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। রাজ্যে ১৬৮৪টি নিম্ন বুনিয়াদী, ৩৪০টি উচ্চ বুনিয়াদী, ৯৭টি উচ্চ বিদ্যালয় এবং ১০৩টি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই।

২। প্রধান শিক্ষকহীন বিদ্যালয়গুলিতে একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাজে কিছু কিছু অসুবিধা হচ্ছে।

৩। প্রধান শিক্ষক পদ পূরণের জন্য প্রশাসনিক নিয়মবিধি মানতে হয়। যথা :— সিনিয়রিটি তালিকা তৈরী; ডি পি সি গঠন করা; এ. সি আর. সংগ্রহ; রোষ্টার পরীক্ষা; ভিজিল্যান্স রিপোর্ট ইত্যাদি বর্তমানে এই প্রক্রিয়াগুলি চলছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২৯-৩-৯৭ ইং সালে শ্রীমতিলাল সাহা, শ্রীশহীদ চৌধুরী ও শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া এবং শ্রীদীপক নাগ মহোদয়ের ২টি লিখিত প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ২,৩১৭টি স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছাড়া বিদ্যালয়গুলি চলছে। নিম্ন বুনিয়াদী থেকে উচ্চতর বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের সংখ্যা ২৮,১৮২ এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৬,৫৩,৫৩৪ জন। আজকে একদিন কম (আগামীকাল এক বছর হবে) এক বছরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উনার উত্তরে জানালেন, ২,২২৪টি স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই এক বছরে মাত্র ৯৩টি স্কুলে প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করতে পারলেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিজেই বলেছেন, একাডেমিক এবং প্রশাসনিক অসুবিধা

হচ্ছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এই গতিতে শিক্ষক নিয়োগ চললে, কত বছরের মধ্যে বিদ্যালয়গুলিতে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভবপর হবে তা জানাতে পারবেন কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— এইভাবে সরলীকরণ করে পদ পূরণ করা শিক্ষা ক্ষেত্রে চিন্তা করা উচিৎ না। মাননীয় সদস্য মহোদয়রা মাঝখানে ৫ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। দয়া করে চিন্তা করুন তখন কয়জন হেড মাষ্টার নিয়োগ করতে পেরেছিলেন। এই যে ব্রেকটা এটা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। কারণ নানা রকম অসুবিধা আছে— সিনিয়রিটি লিষ্ট তৈরী করা, রোষ্টার মেন্টেন করা ইত্যাদি ব্যাপার আছে। তবে আমরা কিছু দিয়েছি এবং আরও ৪৫৫ জনের মত লিষ্ট তৈরী হয়ে গেছে। একটা সিনিয়রিটি লিষ্ট তৈরী হলে কেউ ভাবে যে আমাকে বোধহয় বাদ দেওয়া হয়েছে। তখন একটা কেস টুকে দিলে এটা দীর্ঘদিনের জন্য পিছিয়ে যায়। এই সমস্ত ব্যাপারগুলি আছে। তাছাড়া ডিরিজার্ভেশানের, রোষ্টারের ব্যাপার আছে। ৩১ পার্সেন্ট এস. টি. এবং ১৬ পার্সেন্ট এস. সি. স্পেশ্যাল ড্রাইভের ব্যাপারে কি রকম আতংকগ্রস্ত, সবকিছু মিলিয়ে নানা ধরনের বাধা বিপত্তি আছে। তবে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। আগামী কিছুদিনের মধ্যে আমরা আরও ৪০০ জন প্রধান শিক্ষকের পদ পূরণ করতে পারব। মাঝে মাঝে দেখা যায় প্রাইমারী স্কুলের হেড মাষ্টার পদ প্রমোশন দেওয়া সত্বেও যেহেতু সিনিয়রিটির ভিত্তিতে হেড মাষ্টার হয় এবং সেই শিক্ষক মহোদয়ের হয়তো আর ৩ বছর চাকুরী বাকী আছে, তিনি প্রধান শিক্ষক পদে প্রমোশন পেলেন এবং তাকে গণ্ডাছড়ায় যেতে বলা হলে তিনি আর যান না। এই ভাবে পিছিয়ে যাচ্ছে। যে সমস্ত স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই সেখানে সিনিয়র শিক্ষক বা উপযুক্ত শিক্ষককে ইনচার্জ করে দেওয়া হয়। হয়তো তিনি হেড মাষ্টারের এলাউন্সটা পান না, নৈতিকভাবে অন্যান্য সমস্ত সুবিধাগুলি তিনি পান।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ২৯-৩-৯৭ ইং তারিখে বলা হয়েছিল যে উদ্যোগ চলছে। তিনি টি. পি. এস সি. গঠন, এ সি আর, রোষ্টার পরীক্ষা, ভিজিল্যান্স রিপোর্ট ইত্যাদির কথা আজকে বলেছেন। দীর্ঘদিন ধরে স্কুলগুলিতে হেড মাষ্টার নেই এই পদকে ডিরিজার্ভ করা হবে কিনা ? মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী বলেছিলেন যে কিছু দিনের মধ্যে কিছু শিক্ষককে হেড মাষ্টার হিসাবে নিয়োগ করা হবে। এস. সি, এস. টি, ও অন্যান্যদেরকে ট্রেনিং দিয়ে পদগুলি পূরণ করা হবে কিনা ? এগুলি এখনও করা হয় নি। রোষ্টারসহ অন্যান্য বিষয় প্রশ্ন উঠছে এগুলিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গুরুত্ব সহকারে ক্যাবিনেট মিটিং-এ উঠিয়েছিলেন কিনা পদগুলি পূরণ করার জন্য ? উঠিয়ে থাকলে ক্যাবিনেটে সেই ধরনের সিদ্ধান্ত হয়েছে কিনা ? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, দুটো ব্যাপার আছে। যারা প্রধান শিক্ষক পদে প্রমোশন পাবেন সেই সমস্ত ভদ্র মহোদয়রা দূরবর্তী পাহাড়ে ও গ্রামে, উপজাতি এলাকায় যাবেন কিনা? দ্বিতীয়তঃ যদি একেবারে না থাকে তাহলে ডিরিজার্ভ করার ব্যাপার আছে। শিক্ষা দপ্তরে বিশেষতঃ স্কুল পর্যায়ে এক্ষুনি ডিরিজার্ভ করার মত ব্যাপার আসে নি। অনেক শিক্ষক যারা নাকি এস, সি; এস, টি; জেনারেল সেকশান থেকে প্রমোশন পাবার পর দূরবর্তী পাহাড়ে বা গ্রামে যেতে চান না। নৈতিক দিক থেকে সিদ্ধান্ত হোক যে আমরা দূরবর্তী পাহাড়ে, অনগ্রসর অঞ্চলে যেতে প্রস্তুত আছি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমাভ্যালী) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, অনেক স্কুলে এস, সি, এস, টি, শিক্ষকদের হেড মাষ্টার পদে প্রমোশন পাবার উপযুক্ত হওয়ার পরও তাদের প্রমোশন দেওয়া হচ্ছে না? অনেক স্কুলেই ইনচার্জ করে রাখা হয়েছে। রাইমাভ্যালীর থালছড়া সিনিয়র বেসিক স্কুলে একজন ক্লাস ফাইভ বিদ্যার একজন সারেণ্ডার উগ্রপন্থীকে কে বি, টি, টিচার দেওয়া হয়েছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা? আমার ৩ নং সাপ্লিমেন্টারী হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন প্রমোশন পাওয়ার পরও ট্রাইবেল এলাকায় যেতে চাচ্ছেন না। কখন থেকে এই প্রবণতা দেখা দিয়েছে? কারন আগেও তো এই রকম প্রবনতা ছিল না ট্রাইবেল, নন্ ট্রাইবেল সমস্ত জায়গাতেই সবাই যেতেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এই তথ্যগুলি জানা আছে কি?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য বলেছেন পঞ্চম শ্রেণী পাশ কে, বি, টিচারকে ইনচার্জ করা হয়েছে। এটা হতেই পারে। কারণ উনি যখন টিচার হয়েছে। তবে এই তথ্য আমার কাছে নেই। কিন্তু এখানে এমন অবস্থা হয়ে গেছে যার জন্য করতে হয়েছে। মাননীয় সদস্য দূরবর্তী স্থানের কথা বলেছেন যে, সেখানে প্রমোশন পেলেও টিচাররা যেতে চায় না, এটা ১৯৮০ইং সনের দাঙ্গার পর থেকে জাতি, উপজাতির মধ্যে গভীরতর সংকটাপন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ — সাপ্লিমেন্টারী স্যার,

মিঃ স্পীকার ঃ — মাননীয় সদস্য তিনটা সাপ্লিমেন্টারী হয়ে গেছে, আর নয়। মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ— স্যার, এটা এই রাজ্যের জন্য খুব জরুরী প্রশ্ন। আমাকে এই প্রশ্নটা এলাউ করুন স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ — এই ভাবে সবাই বললে তো টাইম হবে না। একজনকে দিলে সবাই বলতে চাইবে। আপনারা যদি সবাই বলেন তবে বলতে পারেন।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ — সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমি রাজ্যের স্বার্থে শিক্ষা বিভাগ সম্পর্কে একটা প্রশ্ন করেছিলাম এবং মাননীয় মন্ত্রী সেই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড মান অনুযায়ী এটা চালু আছে এন. সি. ই. আর. টি. উনি বলেছেন এই ধরনের পরিকল্পনা আমাদের নেই। এখন এটা স্যার, ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী দেখা যায় মধ্য শিক্ষা পর্ষদ এখানে কিছু কিছু চালু করেছেন ক্লাশ সিক্স থেকে এইট পর্য্যন্ত। কিন্তু এই ক্লাশগুলির পর আবার দেখা গেল নাইন, টেন, একাদশ এবং টুয়েলভ্ সেখানে মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সিলেবাসই পড়ানো হচ্ছে। তাতে দেখা যাচ্ছে কম্পিটিশান মার্কেটে এই সমস্ত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা পিছিয়ে আছে। আবার অন্য দিকে দেখা যাচ্ছে হলিক্রস স্কুল, সেণ্ট পলস্ এবং ডন বসকো এই সমস্ত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক এগিয়ে আছে। এখানে আমার বক্তব্য একটাই সেমিনার করে শিক্ষক, অভিভাবক, আইনজীবী, শিক্ষাবিদ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটা সেমিনার করে এই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য রতনবাবুর ৩১ নং প্রশ্ন আছে। এটা যখন আসবে তখন বলা যাবে।

মিঃ স্পীকার ঃ — মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস (বামুটিয়া) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৫৮

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৫৮।

প্রশ্ন

১। সবকাজে মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রে নারীর মজুরি যাতে পুরুষের চাইতে কম না হয় সেটা বাস্তবে রূপায়িত করতে বর্ত্তমান সরকার পদক্ষেপ গ্রহন করতে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কিনা ?

২। থাকলে প্রশাসনিক স্তরে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

৩। না হলে এর কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ মহাশয়, এটা পরিকল্পনা আছে। পরিকল্পনা না, এটা কার্যকরী আছে। সমকাজে মজুরি ইকুয়েল remuneration অ্যাক্ট ১৯৭৬ এটা ত্রিপুরাতে চালু আছে।

২। শ্রম পরিদর্শকগণ এ ব্যাপারে পরিদর্শন করে থাকেন বিভিন্ন জায়গায়। যদি কোন জায়গায় এটা চালু না থাকে, তার মধ্যে কোন অভিযোগ আমাদের দপ্তরে আসে, তাহলেও সেই অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখে সেখানে যান। শ্রম দপ্তর থেকে ইকুয়েল remueration অ্যাক্ট অনুযায়ী একটি কমিটি আমরা তৈরী করে দিয়েছি। ৩/১২/৯৬-এ সেই কমিটি তৈরী হয়েছে। সেই কমিটিও বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে দেখেন, তারা আলোচনা করেন, অভিযোগ এলে তারা খতিয়ে দেখেন।

৩। উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসেনা।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তরে বলেছেন যে, ৭৬ অ্যাক্ট চালু রেখেছেন এবং শ্রম পরিদর্শকগণ পরিদর্শন করেন ও কমিটি গঠন করেছেন। আর না হলে, এর উত্তরে বলেছেন যে প্রশ্নই উঠেনা। তাহলে শ্রম মজুরি যে আইন ৭৬-এ আছে তার মধ্যে রাস্তা নির্মাণ ও মেরামতের কাজে মহিলা নিয়োজিত থাকে, আপনার বিল্ডিং-এর কাজে নিয়োজিত থাকে, কৃষি-খামারে যে কাজ করে থাকে বিশেষ করে গুড়া মশলা ফ্যাক্টরীতে যে কাজ করে, রাইস মিল, ইট ভাট্টা, চকলেট, চানাচুর; লজেন্স তৈরীর কারখানা সেখানে যে কাজ করে, এই মহিলাদের যে মজুরি আইন আছে সেটাতে সমবেতন দেওয়া হয় কিনা আর সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট একটা টাইম মেন্টেন করা হয় কিনা, আর টাইমের বেশী ওভারটাইম কাজ করলে তাদেরকে অ্যাক্সট্রা কাজের বেনিফিট দেওয়া হয় কিনা এগুলি মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) **:—** স্যার, বিভিন্ন স্তরে কর্মরত যেসব শ্রমিকরা আছেন, তাদের জন্য আলাদা আলাদা মজুরি কমিটি ইত্যাদি তৈরী করে দেই। সেই কমিটির রেকমেণ্ডাশান অনুযায়ী সেইসব মজুরি প্রদান করা হয়। তাতে প্রত্যেকে ওখানে সমান পায়। কোনরকম পার্থক্যের মধ্যে থাকেনা। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, আইনটা তৈরী করে দেওয়াটা সব না। আইনটা আসলে লঘু হল কিনা সেই অনুযায়ী সেটা হচ্ছে মূল বিষয়। আমাদের এখানে যদি অর্থাৎ দপ্তরে কোন অভিযোগ আসে সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেগুলি করি। মাননীয় সদস্যের কাছে যদি এই ধরনের কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ে অভিযোগ থাকে যে, অমুক জায়গায় পায়না, আমি অনুরোধ করব যাতে আমাদের দপ্তরকে জানান, এইসমস্ত প্রত্যেকটা বিষয়ে সমস্ত কিছুই আইন আছে। কমিটি আছে দেখবার জন্য,

আমাদের ইন্সপেক্টাররা আছেন। দপ্তরে সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেগুলি খতিয়ে দেখে তার ব্যবস্থা করছি। এই বিষয়ে আমি গ্যারান্টি দিতে পারি।

শ্রীমানিক দে (মজলিশপুর) ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সমকাজে মজুরির ব্যাপারে নারীদের সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন। সরকারী যেসমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি আছে সেগুলির মধ্যে সমকাজে সম মজুরি কার্যকরী আছে। বেসরকারী যে সংস্থাগুলি আছে সমকাজে সম মজুরির যে বিষয়টা তাদেরকে তদারকি করার জন্য শ্রম পরিদর্শক যারা আছেন, তারা রীতিমত এই তদারকি কাজটা করেন কিনা এবং শ্রম পরিদর্শক যারা আছেন ব্লক স্তরে তাদের সংখ্যাটা আমার মনে হয় অত্যন্ত সীমিত। এটা বাড়ানোর মত কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ? লেবার অফিসার বা লেবার ইন্সপেক্টার যারা সমগ্র বিষয়টাকে তদারকি করছেন এবং সরকারী আইনটাকে কার্যকরী করার জন্য গ্রহণ করবেন তাদের সংখ্যা বাড়ানোর মত কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, এটা ঠিক আমাদের শ্রম দপ্তরের যে পরিকাঠামো এটা খুব দুর্বল। সারা রাজ্যের শ্রমিকরা সব সুযোগ সুবিধা পান কিনা এটা পরিদর্শকের সংখ্যা খুব কম এবং প্রত্যেক ব্লকে দেওয়ার মত অবস্থা আমাদের নেই। আমরা সাব-ডিভিশন ওয়াইজ সেগুলি দিচ্ছি তাতে করে সবটা সঠিক ভাবে অমাদের দপ্তর করতে পারছেন ঘটনা তা নয়। তবে নিয়মিত ভাবে যেসব দেখা দরকার এবং দেখে ব্যবস্থা গ্রহন করা দরকার এটা করতে পারছেন সেটা সত্য ঘটনা। কাজেই ত্রুটি থেকেই যাচ্ছে তবে এই সম্পর্কে যদি কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আসে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি করার জন্য আমাদের দপ্তর উদ্যোগ গ্রহন করেন এবং সেখানে যান। এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে, এই দপ্তরকে আরও শক্তিশালী করা হবে কিনা ? আপনারা জানেন এই পদ সৃষ্টি করার জন্য ফিনান্স আছে এবং পরিকল্পনা দপ্তর আছে, সমস্ত দপ্তর ঘুরে তারপরেই আসতে হয়। মাননীয় সমীর বর্মন হাসতে শুরু করেছেন উনিও জানেন এটা যে কত কষ্টকর ব্যাপার। আমাদের দপ্তর থেকে প্রস্তাব রাখা হয়েছে আরও কিছু পদ সৃষ্টি করার জন্য, আমরা এই প্রস্তাবে অগ্রসর হচ্ছি এবং আশা করছি হয়তো কিছু দিনের মধ্যে আমরা সেই বিষয়গুলিকে পরিস্কার করে এই কাজে অগ্রসর হতে পারব এবং দপ্তরটাকে শক্তিশালী করতে পারব।

—

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, ইকোয়েল রিমিউন্যারেশন এ্যাক্ট ১৯৭৬-এ প্রাইমিনিষ্টার ইন্দিরা গান্ধী চালু করেছিলেন, ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশানে ইকোয়েল পে ফর ইকোয়েল ওয়ার্ক একটা কথা আছে এবং এটা ১৯৭৬ সালে চালু হয়েছে। মাননীয় প্রশ্ন

কর্তা বলেছিলেন যে, রাজ্যের বিভিন্ন ক্যাক্টরী, রাজমিস্ত্রীর যোগালী, রাস্তার কাজের শ্রমিক এবং বিল্ডিং তৈরী করার জন্য যারা শ্রমিক, তন্তুবায়ী শ্রমিক, হস্তকারিগরী শিল্পের শ্রমিক, ক্ষেত মজুর এমন কি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাতেও এই ডিফারেন্সটা আছে এটা প্রেকটিক্যাল এবং বলেছেন ৩-১২-৯৬ই তারিখে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে সেই কমিটিটার পদ্ধতিটা কি অর্থাৎ নিশ্চয়ই বিভিন্ন সংগঠন থেকে কর্মকর্তা নিয়ে এই কমিটিটা করা হয়েছে, যাই হোক, এটা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন। এই হল আমার প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে আমার কাছে খবর আছে বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিকদের একটুতো ডিফাবেন্স আছেই মহিলা এবং পুরুষদের মধ্যে। তা ছাড়াও সি পি এম-এর সমর্থিত সংগনগুলি শ্রমিকদেরকে মজুরি দেওয়ার সময় কিছু অংশ রেখে দেয় এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলেন ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, শ্রমিকদের উন্নতি কল্পে কেউ যদি মানসিক ভারসাম্যের ভোগে আমার কিছু করার নেই। শ্রমিকদের ব্যাপারে এখানে সি, পি, এম, আর কংগ্রেসের প্রশ্নটা এল কি করে। এখানেতো এই প্রশ্ন আসেই না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, এই রকম যখন কোন প্রশ্নের উত্তর দেবেন তখন বসিয়ে দেবেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে উনি হয় হ্যাঁ বলবেন না হয় না বলবেন।

মিঃ স্পীকার :— ওনাকে বলতে দিন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, উনাদের কাছে যদি এই ধবনের কোন ইনফরমেশন থাকে যে অমুক জায়গায় এই আইনটা লাঘু হয়নি, সেটা দিলে আমরা সে জায়গায় এই আইনটাকে লাঘু করে দেব।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছি পুরুষ এবং মহিলাদের একই রকম কাজের জন্য একই রকম মজুরি প্রদান করার জন্য আমাদের কারোই এই ব্যাপারে কোন বিরোধ নেই। এখানে আমার বিরোধী বন্ধুরা যে প্রশ্ন তুলেছেন সেটা তারা জানেন যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সময়ের সিদ্ধান্ত এবং সেটাকেই আমি রেফার করছি।

স্যার, পার্লামেণ্টে যখন আলোচনা হয়—আমরা দেখেছি আইনতো আমাদের দেশের নাগরিক-দের স্বার্থরক্ষা করার জন্য। কিন্তু এটাতে কার্য্যকরী করার ক্ষেত্রে জনগণের দিক থেকেও একটু উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে। এখানে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে, আমাদের লেবার ডিপার্ট-

মেন্টের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার রয়েছে সেটা খুবই উইক্। এটাকে আরো ষ্টেগুার করা দরকার। এটাকে ষ্টেগুার করলে পরেই ব্যাপারটা প্রোটেকটেড হয়ে যাবে এটা মনে করার কোন কারণ নেই। এখন শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যেও বিভাজন রয়েছে। যেমন বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়ন রয়েছে— যেমন সি, আই, টি, ইউ, আই, এন, টি, ইউ, সি এবং আরো অনেক ইউনিয়ন রয়েছে। এই দিক থেকে এই হাউস থেকে নিশ্চয়ই সরকারের দিক থেকে শ্রম দপ্তরকে আরো শক্তিশালী করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সেই আইনটাকে লাগু করার জন্য এবং সেটাকে কার্যকরী করার জন্য যতটুকু নেওয়া সম্ভব সবটাই নেওয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই মিলে আবেদন জানাতে চাই, আমাদের বিভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু শ্রমিক ইউনিয়নগুলির মধ্যে এই প্রশ্নে সবাই আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এটাকে কার্যকরী করতে পারি। আসলে তো শ্রমিকদের, মহিলা শ্রমিকদের ডিপ্রাইভড করছে মালিকরা। আমাদের এখানে ছোট রাজ্য, এখানে একচেটিয়া পুঁজিপতি বলতে যাদের বুঝায় সেটা এই রকম বড় বড় ইণ্ডাষ্ট্রিয়েলিষ্টস্ আমাদের নেই, যেটা আছে ছোট মাঝারী যারা আছেন—কারখানা চালান ব্যবসা-বাণিজ্য করেন, তারাই এই ক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যতিক্রম করেন। যেখানে-যেখানে সম্ভব নিগোশিয়েশনের মাধ্যমে যারা লেবার নিয়োগ করেন তাদেরকে আমরা বুঝাতে পারি, বাধ্য করতে পারি যে, না মহিলা শ্রমিকদের, আমাদের মা-বোনদের একই পরিশ্রমের জন্য একই মজুরী প্রদান করতে হবে। এইক্ষেত্রে তাদেরকে ডিপ্রাইভড করা ঠিক হবে না। এই জায়গায় যদি আমরা যেতে পারি এবং শ্রমিক ইউনিয়ন এবং লেবার ডিপার্টমেন্ট এই দুই শক্তিকে যদি এক সাথে করলে হয়তো এই সমস্যার বহুলাংশে সমাধান করা সম্ভব হবে। কাজেই এই গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে আপনারা যে উদ্যোগ প্রকাশ করেছেন, এটাতো প্রতিদানযোগ্য এতে কোন সন্দেহ নেই। সেই জায়গাতে আমাদের যাওয়া দরকার এবং এই সভায় আমরা আনন্দিত যে, ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দরাও এখানে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, সি, আই, টি, ইউ -র নেতারা আছেন, আই, এন, টি, ইউ, সি-র নেতারা যারা আছেন তারাও এসেছেন। কাজেই তারাও যেন এই ব্যাপারে উদ্যোগ নেন এবং সরকারকে সহযোগীতা করেন। সরকার এবং ট্রেড ইউনিয়ন মিলে আমাদের মা-বোনদের সঠিক মজুরী দেওয়ার ক্ষেত্রে নিশ্চিন্ত করার ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক কুমার রায়।

শ্রীদীপক কুমার রায় (বড়জলা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ৭০

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ৭০।

প্রশ্ন

১) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের মোটর শ্রমিক, চা শ্রমিক সহ বিভিন্ন শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তা কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) ভোক্তা সূচক মূল্যে ৫০ পয়েন্ট বৃদ্ধি পাইলে অথবা দুই বছর যারা কাজ করে, তখনই ন্যূনতম মজুরী বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। এখন যদি ৫০ পয়েন্ট এক্সিড করে যায় তাহলে ন্যূনতম মজুরী বৃদ্ধির জন্য কমিটি করে দিই এবং সেই কমিটি সমস্ত রকম রিকোমেণ্ডেশান করে দিলে সেগুলিকে প্রয়োগ করে দিই। এই পদ্ধতিটি চালু আছে।

শ্রীদীপক কুমার রায় ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা যে, ত্রিপুরায় চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি দেওয়া হয় ২০.৬৩ টাকা করে। পার্শ্ববর্তী আসামের কাছাড় জেলাতেই সেই মজুরি দৈনিক হিসাবে দেওয়া হচ্ছে ২৪.৩০ টাকা করে। কাজেই সেখানকায় তুলনায় ত্রিপুরা রাজ্যে দৈনিক মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়েছে প্রায় চার টাকার মত। ত্রিপুরায় প্রায় চার টাকা করে কম মজুরি প্রদান করা হচ্ছে চা শ্রমিকদের। ঠিক তেমনি ত্রিপুরা রাজ্যে রাবার শ্রমিক থেকে শুরু করে বিল্ডিং শ্রমিকদেরও কম মজুরি প্রদান করা হচ্ছে। সর্বত্রই যেন বৈষম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। বৈষম্য করা হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে সরকারী বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রেও। এই সমস্ত বোর্ডে শ্রমিক প্রতিনিধির প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারেও রাজনৈতিক বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে। ফলে শ্রমিকের দাবী উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। কাজেই এই সমস্ত বৈষম্য দূর করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা এবং করলে সেটা কবে কি ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমাদের এখানে মজুরী নির্ধারণ পদ্ধতি ঠিক করার জন্য মিনিমাম ওয়েজেজ বোর্ড রয়েছে। চা-শ্রমিকদের মজুরি সেই বোর্ডের পরামর্শ অনুসারেই গত ১-২২-৯৭ইং থেকে বৃদ্ধি করা হয়েছে। তবে মোটর শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক, রাইস মিলের শ্রমিক, পেট্রল পাম্পের শ্রমিকদের মজুরী ৯৭ইং-এর সিদ্ধান্ত অনুসারেই দেওয়া হচ্ছে। ব্রীক ফিল্ডের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সেটা দেওয়া হচ্ছে ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাস থেকে। স্টোন এবং মোজাইক কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য মজুরি প্রদানের বিষয়টি দেখার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

হ্যাঁ, এটা হতে পারে যে, কোন কোন রাজ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যের তুলনায় মজুরি বেশী হতে পরে। তবে আমাদের রাজ্যেও এইভাবে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে মজুরি বেশী প্রদান করা হচ্ছে। এটাও সত্যি। মূল্যসূচক ৫০ শতাংশ অতিক্রম করলেই মজুরি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। চা-শ্রমিকদের বর্তমানে ২০.৬৩ টাকা করে মজুরি দেওয়া হচ্ছে। মূল্যসূচক অনুসারে আগের তুলনায় এখানে ৩ টাকা করে মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যান্য বিষয়ে বোর্ড বা কমিটি রয়েছে। তবে কোথাও কমিটি তৈরীর ব্যাপারে বৈষম্য হচ্ছে না। ট্রেড ইউনিয়ন যেমন সিটু বা আই, এন, টি, ইউ, সির প্রতিনিধিরা সেখানে থাকছেন। তারা একদিকে যেমন শ্রমিক প্রতিনিধি হিসাবে থাকছেন অন্যদিকে রয়েছেন মালিক পক্ষও। এই ভাবেই কমিটি তৈরী হচ্ছে এবং তাতে সরকারী পক্ষও থাকছেন। কমিটি তৈরীর ব্যাপারে নোটিফিকেশান হয় এবং এই ব্যাপারে বৈষম্যের কোন প্রশ্নই উঠেনা। নোটিফিকেশান আছে আমার এখানে। সুতরাং এটা অন্য কোন বিষয় না।

শ্রীদীপককুমার রায় ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে যে প্রশ্ন আমি করেছিলাম।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে বলার পর আপনি বলবেন।

শ্রীদীপক কুমার রায় ঃ— না, না, এটা আমার প্রশ্ন, আমি প্রশ্নকর্তা আমার প্রশ্ন শেষ করার সুযোগ দিন। শেষ হলে পরে অন্যকে বলতে দেবেন। যেহেতু উনি বলার জন্য উঠেছেন তার আগে আমাকে দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— আপনি দুটি পাবেন।

শ্রীদীপককুমার রায় ঃ— না, না, আমাকে বলতে হবে, আমি বলছি, যে বৈষম্যের কথা বলেছি আপনার কাছে। স্যার, আমি সেটার উত্তর পাই নি। আপনি বলেছেন তিনটি প্রশ্ন আমাকে দেবেন। অতিরিক্ত যদি কাউকে দিতে হয় তাহলে আপনি পরে দিন।

মিঃ স্পীকার ঃ - না, না, কে বলেছে ?

শ্রীদীপক কুমার রায় ঃ— আমি বলছি স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ— আপনারটাতো আইন না। একজন বিধায়ক হিসাবে জেনে কথা বলবেন।

শ্রীদীপককুমার রায় ঃ— আমি বলছি যে, এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন শিল্পায়নে

শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির ব্যাপারে সরকার কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন কিনা এবং যদি নিয়ে থাকে তাহলে কবে নাগাদ কার্য্যকরী করা হবে ? আপনি পরিকল্পনা আছে বলেছেন কিন্তু আমি বলছি যে, পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে যে বৈষম্য হচ্ছে সেই বৈষম্যের ব্যাখ্যা আমি চেয়েছি, আমার উত্তর পেতে হবে। তার উত্তর এখনো পাইনি। আমি বলতে চেয়েছি যে, চার টাকার বৈষম্য। কাছাড় এবং ত্রিপুরার মধ্যে ভারত সরকারের ধাপে কমিশন রিপোর্টের মূলে কাছাড় এবং ত্রিপুরার মধ্যে ১৯ পয়সার পার্থক্য ছিল। আজকে সেটাকে বাড়িয়ে এনে চার টাকা করা হয়েছে এটার কারণ কি ? এবং এই বৈষম্য দূর করার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? আমার প্রশ্ন সেখানে এবং এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন এবং এই ব্যাপারে আপনার সুস্পষ্ট বক্তব্য কি আমি সেটা জানতে চেয়েছিলাম এবং কবে নাগাদ এই বৈষম্য দূর হবে ? শ্রমিকদের চার টাকা বৈষম্য হওয়া মানে হাজার হাজার শ্রমিকের লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যাপার রয়ে গেছে এখানে। এগুলি কি ব্যাপার, এগুলি বন্ধ করার কি ব্যবস্থা আছে ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি পরিস্কার পরিচ্ছন্নভাবে বলেছি আমাদের রাজ্যে যে পদ্ধতি আছে মজুরি নির্দ্ধারনের ক্ষেত্রে সেই পদ্ধতি সম্পর্কেও আমি বলেছি। না বলার কিছু নেই। আমি বলেছি যে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম রেইট আছে এবং এই রেইট শ্রমিক আন্দোলন গতিধারার উপর নির্দ্ধারিত হয় এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর আমাদের সরকারের পদ্ধতি আছে সেই সরকারের পদ্ধতিতে কোন বেনিয়ম এখানে ঘটে নি। কোথাও কোথাও শ্রমিকরা আন্দোলন করে আরও বেশী রেইট আদায় করে নিতে পারছেন। এখানেও এক লাফে ৩ টাকার উপর মজুরি বেড়েছে। যেটা ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে অতীতের যে কোন সময় থেকে বেশী আমরা বাড়াতে পেরেছি। আগে যে বিষয়গুলি ছিল তার থেকে আমরা এই জায়গায় আনতে পেরেছি। এখন আসামে যে রেইট আছে এই রেইট অন্য জায়গায় সমান হবে, এটা গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে এক রেইট নেই কোথাও এই ধরনের নিয়ম ইত্যাদি হয়নি।

শ্রীদীপককুমার রায় ঃ— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, ১৯৯৬ সনে দুই টাকা বেড়েছিল ১৯৯৭ সালে ২ টাকা ৯৩ পয়সা হয়েছে। এই ৯৩ পয়সা বেড়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছে ৩ টাকা বেড়েছে এক লাফে এটা ভুল তথ্য স্যার।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, ৯৩ পয়সা না, ৩ টাকা ২০ পয়সা বেড়েছে এক লাফে।

শ্রীদীপককুমার রায় ঃ— স্যার, আমার কাছে তথ্য আছে সুনির্দিষ্টভাবে আমি বলছি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— আপনার কাছে যে তথ্য আছে এটা ঠিক না। ৩ টাকা ২০ পয়সা একলাফে বেড়েছে। প্রত্যেক শ্রমিক সংগঠন সেটা জানেন। সুতরাং এটা প্রশ্ন মা এই দিয়েতো হবে না। ১৭টাকা কত পয়সা ওরা পেতেন তার জায়গায় ৩ টাকা ২০ পয়সা বেড়েছে। স্যার, এর মধ্যে আজ পর্য্যন্ত যে পদ্ধতিটা ছিল এর আগে এই পদ্ধতিটা।

শ্রীদীপককুমার রায় :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, অর্ডারের কপিটা আপনি নিন দপ্তর থেকে। ১৯৯৬ সালে দুই টাকা বৃদ্ধি হয়েছে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— এটা গোপনের কোন ব্যাপার না। বিষয়টা হচ্ছে আগে যেটা হয়েছিল যেটা ভুল ছিল। এই মজুরি নির্দ্ধারনের আগে যেখানে মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে একটা বুঝাপড়ার ক্ষেত্রে এটা হয়েছিল। ওখানে আমাদের সি, পি, আই, কাউন্ট আগে করা হয়নি। এইভাবেই প্রথম কনজিউর্মাস ইনডেক্স যেটা আছে সেই ইনডেক্সটাকে এবারেই প্রথম আমরা লাঘু করেছি এবং তাতে মালিকদের এখানে বাঁধা ছিল তারা সেখানে অসহযোগিতা করেছেন। শেষ পর্যন্ত মামলায় ওরা গেছেন। তারপরেও যেহেতু আমরা ইনডেক্স নিয়ে এই প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যে সেটা করেছি। তারজন্য আমরা স্টেণ্ড করতে পেরেছি। আমার কাছে ডেপুটেশান এসেছে মালিকরা বলেছেন আমরা দুই টাকা বাড়িয়ে দেই। আগেও বাড়িয়েছে এবারও আমরা ২ টাকা বাড়িয়ে দেই। আমরা সেটা বলি নি, আমি বলেছি যে না ওটা চলবে না। শ্রমিকদের স্বার্থ যদি ক্ষুণ্ণ হয় সেগুলি চলবে না। তারজন্য আমরা ইনডেক্সটা দিয়ে একলাফে ৩ টাকা ২০ পয়সা বাড়িয়েছি। শ্রমিকরা সেগুলি জানে এটা হতে পারে আমাদের এখানে যেমন আছে অন্য জায়গায় তেমন নেই। ওখানে যা আছে তার থেকে কিছু পার্থক্য এখানে থাকতেই পারে। সারা ভারতবর্ষে একরকম রেইট যেহেতু এখনও হয়নি সেইজন্য এটা রাজ্যে রাজ্যে পার্থক্য হতে পারে তার অর্থ এই নয় যে, আমাদের এখানে যে পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতি চালু হয়নি সেই পদ্ধতি লাঘু নেই। আমরা রাজ্যসরকার সব সময় চেষ্টা করছি শ্রমিকরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আমরা নিশ্চই খুশি হব, আরও যদি বাড়িয়ে দিতে পারি। আমাদের এখানে যে পদ্ধতি আছে সেই অনুসারে আমাদের এখানে করা হচ্ছে। যদি আমাদের এখানেও ওটা ভারত-বর্ষে একই রকম পদ্ধতি থাকত তাহলে অন্যান্য রাজ্যের যে মজুরি আছে তার সঙ্গে একই রকম হত এটা আমি এখানে বার বার বলেছি। এখানে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে যেভাবে চা শ্রমিকদের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমরা সেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেয় নি। তার জন্য শ্রম দপ্তর কাজ করে চলছে। আরও যদি বাড়িয়ে দিতে পারি আমরা খুশি হব।

শ্রীমানিক দে ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মিনিমাম ওয়েজ সম্পর্কে উনার বক্তব্যটা রেখেছেন। উনার বক্তব্য হচ্ছে এখানে মিনিমাম ওয়েজ ঠিক করার ক্ষেত্রে। আমি যতটুকু জানি সি, পি, আই অনুসারে মিনিমাম রিভিজ্যাশনগুলি পর পর কনজিউমার্স প্রাইজ ইনডেক্স অনুযায়ী যে সমস্ত ফেক্টারে মিনিমাম ওয়েজটাকে বাড়ানো হয়ে থাকে রিভিশন করা হয়েছে সেই সমস্ত ফেক্টারে মিনিমাম ওয়েজগুলিকে কার্য্যকরী করার জন্য যে সমস্ত মালিক সেই গাইড লাইন মানে তাদের ব্যাপারে কি কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ? এখানে মিনিমাম ওয়েজের ক্ষেত্রে যেমন চা বাগানের ব্যাপারে প্রশ্ন এখানে এসেছে। টি ওয়ার্কার্সদের ক্ষেত্রে এক সঙ্গে এই টাকা এই প্রথম বেড়েছে সেখানে সি, পি, আই একটা ফিক্স করা আছে এবং অল ইণ্ডিয়াতে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ভাবে ফিক্স করা আছে। এখানে চা ওয়ার্কাসদের ক্ষেত্রে একটা হলো কালেকটিভ ডিসকাসের মধ্য দিয়ে, আর একটা হলো বার্গেনিং এর মধ্য দিয়ে, আর একটা হল সি, পি, আই অনুসারে স্যার একটা বিষয় সিনেমা ওয়ার্কার্সদের ক্ষেত্রে কোন মিনিমাম ওয়েজ গঠন করা হয়নি এবং এখানকার মালিকরা সিনেমা ওয়ার্কার্সদের ন্যূনতম মজুরি পর্য্যন্ত দিচ্ছেন না। এই ক্ষেত্রে সরকারের কোন চিন্তাভাবনা আছে কিনা ? যেমন এখানে পেট্রোল ট্যাঙ্কারের ক্ষেত্রে একটা মিনিমাম ওয়েজ ঘোষণা করেছেন। যেমন এখানে কর্তব্যরত সাংবাদিক যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রেও মিনিমাম ওয়েজ গঠন করার ক্ষেত্রে সরকার চিন্তা করবেন কিনা ?

মিঃ স্পীকার ঃ— আপনার সাপ্লিমেণ্টারী শর্ট করুন। মন্ত্রীকে উত্তর দিতে দিন। সাপ্লিমেণ্টারী করতে ১০ মিনিট সময় নিলে কি করে হবে ?

শ্রীমানিক দে :— মিঃ স্পীকার স্যার, শেষ করছি। এবং তাদের মিনিমাম ওয়েজ গঠন করার প্রস্তাবটি সরকার বিবেচনা করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য অনেকগুলি প্রশ্ন করেছেন। স্যার, আমি পেছন থেকে শুরু করছি যেখানে উনি শেষ করেছেন সেখান থেকে।

মিঃ স্পীকার :— আপনার উত্তর যেন সংক্ষেপে হয়।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— ঠিক আছে স্যার, ওয়ার্কিং জার্নালিষ্ট যারা আছেন তাদের বেতন কাঠামো তৈরী করার জন্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কোন মালিক কোন মিটিং-এ আসেন না। যেহেতু মালিকরা আসে না সেজন্যে যারা সাংবাদিক আছে তাদেরকে বলছি হয়তো তারা আন্দোলনের রাস্তা নিতে হবে, না হলে অন্য কিছু চিন্তা করতে হবে। তারা যাই করুক

আমরা রাজ্য সরকার তাদের পাশে আছি। আর একটা হচ্ছে স্যার, এগ্রিকালচারের ওয়ার্কার, এগ্রিকালচারেল ওয়ার্কারদের মজুরি বৃদ্ধি করেছিল মাননীয় সদস্য জানেন গত পাঁচ বছরে দ্বিগুণের উপর তাদের বেড়েছে। সেখানে ৩২ টাকা করা হয়েছে। সুতরাং, আর একটা হচ্ছে সিনেমা ওয়ার্কার্স সবচেয়ে সাফারার। তাই আমরা অনেক দিন ধরে আইন পরিবর্তন করে তাদের জন্য একটা কিছু করা যায় কিনা দেখছি। অনেক দিন ধরে তাদের মজুরি পরিবর্তন ঘটেনি এবং এই ধরণের মজুরির হার ভারতবর্ষে কোথাও আছে কিনা এবং বিশ্বের কোন জায়গায় আছে কিনা আমার জানা নেই। আমাদের যেটা লেবার দপ্তরের বিষয় আমরা কমিটি করে মিনিমাম ওয়েজ ফিক্সড করে দিতে পারি।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ – স্যার, উনি সঠিক প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উনি বিশ্বের ইতিহাস টানছেন। এটা ঠিক নয়।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, ঠিক আছে। বসুন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : স্যার, প্রশ্ন কর্তা যেই যেই বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সেই বিষয়ে রাজ্য সরকার কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন তাই বলছি। এটা তো উনি প্রশ্ন করেন নি। প্রশ্ন করেছেন মানিক দে। এখানে মানিক দে মহোদয় যেটা বলেছেন সেটার মধ্যে কিছু গোলমাল আছে। উনি বলেছেন ১ বৎসর পর পর করার জন্য। তা না আমাদের দপ্তরের যেটা নিয়ম আছে তা হল ৫০ পার্সেণ্ট বাড়লে এবং ২ বৎসর, ১ বৎসরের জায়গায় ২ বৎসর হবে। এবং ২ বৎসর পর পরই আমরা করি। কোন বারই ২ বৎরের অতিরিক্ত হয় না। সুতরাং আমাদের রাজ্যে যে মূল্য-সূচক আছে সেই মূল্য-সূচক অনুযায়ী প্রত্যেক বিভাগে আমরা করি। তাছাড়া প্রেস ওয়ার্কাররা যারা আছেন তাদের কথাও আমরা নিশ্চয়ই ভাবব এবং আমরা দেখব এখানে কি করা যায়। আমরা পেট্রোল পাম্পের জন্য যে মজুরি নির্ধারন করে দিয়েছি কোন কোন পেট্রোল পাম্পে সেইগুলি লাঘু করেনি সেই সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আসলে পরে নিশ্চয়ই তারা দপ্তর থেকে সেইগুলি কার্য্যকরী করার জন্য আমরা দেখব।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছাওমনু) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখন পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, ব্যবস্থা এখনো আমরা নিচ্ছিনা। আমরা চেষ্টা করছি সেইগুলি করব।

শ্রীদীপককুমার রায় ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি,

মিঃ স্পীকার :— অনেক হয়েছে। অনেক হয়েছে। ২০ মিনিট সময় লেগেছে। আর নয়।

শ্রীদীপককুমার রায় ঃ— স্যার, একটা সাপ্লিমেণ্টারী, একটা মাত্র স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ— না, না, আর নয়। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পিনগর) :— স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৯।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৯।

প্রশ্ন

১) অমরপুর মহকুমার সর্ব্বং-এ জুমিয়া পুর্ণবাসনের কলোনীটির কাজ কবে নাগাদ শুরু হয়েছিল ?

২) বর্তমানে ঐ কলোনীতে কতজন কলোনীবাসী বসবাস করেছেন ?

উত্তর

১) তথ্য সংগ্রহাধীন।

২) তথ্য সংগ্রহাধীন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পিনগর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এটা আশ্চর্য্যজনক ঘটনা। তিনি একটা সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না। এটা কবে শুরু হয়েছে আমি ঠিক বলতে পারছিনা। উনার ফাইলে তা আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য সেটার তথ্য সংগ্রহাধীন আছে। তা এখন কি করবেন। পরবর্তী প্রশ্নে যান।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কোন মন্ত্রী যদি সাধারণ তথ্যও এখানে প্রডিউজ না করেন এবং এর উত্তর দিতে না চান এবং যে তথ্য সংগ্রহাধীন এটা তো গ্রহনযোগ্য না। আমার যে অধিকার তার প্রোটেকশান আপনার কাছে চাই। এই করে যদি মন্ত্রী সত্যিকারের তথ্য চেপে যান তা হলে আমাদের কি করণীয় আছে বলুন। উনি কি বলবেন কবে নাগাদ এই তথ্য দিতে পারবেন ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আসলে এই প্রশ্নটা এসেছে খুব কম সময় হাতে নিয়ে। কাজেই এই ২/৩ দিনের মধ্যে আমাদের এই তথ্য সংগ্রহ করা মুসকিল ব্যাপার। কারণ অমরপুরে যোগাযোগ করার আমার তরফ থেকে চেষ্টা করেছি। এটার অর্থ এই না চেপে যাচ্ছি। নিশ্চই

আমরা এই প্রশ্নের উত্তর যথাসম্ভব ও শীঘ্রই এর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— স্যার, প্রজেক্টটি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডাইরেক্টরেট থেকেই নেওয়া হয়েছিল। কাজেই তথ্য সংগ্রহের জন্য অমরপুরকে এখানে আসতে হবে. ডাইরেক্টরিয়েটকে অমরপুরে তথ্য সংগ্রহের জন্য যেতে হবে না। কাজেই প্রজেক্ট কবে শুরু হয়েছে এই তথ্য তিনদিনও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সংগ্রহ করতে পারেন নি এটা সত্য নয়। এটা চেপে যাওয়া কথা। আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে অনুরোধ করব. মন্ত্রীরা যেন আইনের সুযোগ নিয়ে মেম্বারদের অধিকার খর্ব না করেন সেটা দেখুন।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য আপনাদের অবশ্যই সুযোগ রয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছুটা সময় চাইছেন। তবে তার অর্থ এই নয় যে, আপনাদেরকে ডিপ্রাইভ করা হবে। আপনাদের দলের মেম্বারদের আরো অনেক প্রশ্ন রয়েছে। কাজেই তাদেরকে সুযোগ দিতে হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— স্যার, সরবঙে জোট আমলে খুব সুন্দর একটি প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছিল। এই প্রজেক্টের ফলে সেখানে সুন্দরভাবে আনারস বাগান করা হয়েছিল, সুন্দরভাবে মৎস্য চাষ হচ্ছিল। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে উগ্রপন্থী দিয়ে তাদের কোথায় যে তাড়িয়ে দেওয়া হল কে জানে? আজকে আনারস বাগান নষ্ট হয়ে গেছে, মৎস্য চাষ বন্ধ হয়ে আছে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ইচ্ছা করেই চেপে গেলেন এ সব তথ্য বেড়িয়ে আসবে বলে। আপনি বিষয়টি একটু দেখবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ - ঠিক আছে। এখন মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়াকে উনার প্রশ্নের নাম্বার বলতে অনুরোধ করছি।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৭৮।

মিঃ স্পীকার ঃ — অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৭৮।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৭৮।

প্রশ্ন

১। উদয়পুর মহকুমার "বড়বাড়ী বিশ্বচন্দ্র পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়" থেকে সি, আর, পি, এফ-এর ক্যাম্পটি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করার কোনরূপ পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না; এবং

২। যদি পরিকল্পনা থাকে, তাহলে কবে নাগাদ কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। আছে।

২। এখনও সঠিক সময় বলা সম্ভব নয়।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী যিনি আবার কবিই শুধু নন, একজন বড় নেতাও, উনার জানা আছে কিনা এই বড়বাড়ী বিশ্বচন্দ্র পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। ১৯৯৩ সালে জোট আমলে সেখানে তিন তিনটি ঘর তৈরী করা হয়েছিল এবং সেখানে পড়ান হত। কিন্তু ১৯৯৪ সাল থেকে ঐ স্কুলে সি, আর, পি, এফ, ক্যাম্প বসান হয়েছে। ঐ স্কুলে একজন উপজাতি মহিলা হচ্ছে প্রধান শিক্ষিকা। তা প্রতিনিয়ত সি, আর, পি, এফ-এর জওয়ানরা হেনস্থা করার চেষ্টা করছে? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এটাও নিশ্চয়ই জানা আছে, বড়বাড়ী ভলাকাটা একটি বিরাট পাহাড়ী এলাকা। কাজে আমি বলব, সি, আর, পি, এফ, ক্যাম্পটি ওখান থেকে ফিরিয়ে না নিয়ে অন্যত্র সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। কারণ ৪টি বছর ধরে সেখানে এই ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকায় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এখানে জানাবেন, এই সি, আর, পি, এফ, ক্যাম্প কতদিনের মধ্যে ঐ স্কুল থেকে সরিয়ে আনা হবে?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) **:—** মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রাসঙ্গিক ভাবেই আমি দেখতে পাচ্ছি, যখনই আমাকে কোন প্রশ্ন করা হয় তখন আমাকে কবি হিসাবে সম্বোধন করা হচ্ছে। আমি অনিল সরকার জানি বাজারে কবিতার দামের চেয়ে মাথা বেশী দামে বিক্রী হয়। স্যার, আমাদের এখানে সি, আর, পি, এফ, সামরিক বাহিনী অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য আনতে হয়েছে। কোন সরকারই প্রস্তুত থাকে না আগে থেকে এ অবস্থার জন্য। ক্রমশঃ অবস্থা অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে সেটা গ্রহণ করতে হয়। অ্যাডভান্স ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হয় না। কিন্তু নির্বাচনের প্রাককালে আমরা দেখেছি রাজ্যে খুন, সন্ত্রাস অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমাদেরকে সে জন্য বাইরে থেকে সি, আর, পি, এফ, আনতে হয়েছে। তাদের থাকার জন্য কোন কোন স্কুলঘর ছেড়ে দিতে হয়েছে। নিশ্চয়ই আমরা বিকল্প ক্যাম্প তৈরী করে ওদের সরিয়ে নিচ্ছি। এই ব্যাপারে আমরা ওয়াকিবহাল আছি যে কোন স্কুলে ক্যাম্প থাকলে সেই এলাকার শিক্ষা নষ্ট হয়। পরিস্থিতি এমন এক জায়গায় গিয়েছিল যে আমরা বাধ্য হয়েই ওদেরকে স্কুল ঘরে দিতে হয়েছিল। যত শীঘ্র সম্ভব আমরা তাদেরকে ওখান থেকে সরিয়ে নেব।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ-- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বড়বাড়ী বিশ্বচন্দ্র পাড়া প্রাইমারী স্কুলের

ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনা বিঘ্নিত হচ্ছে, তাদেরকে গাছের তলায় বসিয়ে ক্লাশ করাতে হচ্ছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, এই ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আমরা দেখছি। আমরা চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সামরিক বাহিনীকে অন্যত্র নিতে। তারজন্য আমরা ক্যাম্প তৈরী করছি।

মিঃ স্পীকার :- শ্রীমধুসূদন সাহা।

শ্রীমধুসুদন সাহা (বনমালীপুর) :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৮৫ স্যার।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৮৫ স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, গত ১৪-৭-১৯৯৭ ইং অফিস চলাকালীন সময়ে একদল দুষ্কৃতিকারী ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে কয়েকজন কর্মচারীকে দৈহিক নির্যাতন করে মারাত্মক ভাবে আহত করে ?

২) ইহাও কি সত্য আহতরা জি, বি, হাসপাতালে চিকিৎসিত হয়েছিলেন ?

৩) দোষীদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আদালতে মামলা রুজু করেছেন কিনা, এবং

৪) ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরণের কলঙ্কজনক ঘটনা বন্ধ করতে কর্তৃপক্ষ কি ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২। হ্যাঁ।

৩। গোটা বিসয়টা পুলিশ তদন্তাধীন। সুতরাং বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আলাদা করে আদালতে মামলা করেন নি।

৪। এই ধরণের অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য পুলিসকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ। যে সকল তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর উত্তর পত্রগুলি এবং তারকার চিহ্ন বিহীন প্রশ্নের উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ

করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

MATTER RAISED BY MEMBER

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, এই জিরো আওয়ারে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট অনুরোধ করছি কিছুদিন আগে ২২-৩-৯৮ ইং তারিখে আমপুরাতে উগ্রপন্থীর আক্রমণের ফলে কয়েকজন টি, এস, আর, নিহত হল এবং তার ফলে সেখানে গৃহ দাহের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক খবর আমাদের কাছে এসেছে এবং পত্র-পত্রিকায়ও এটা নিয়ে লেখালেখি হয়েছে। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকারের নেতৃত্বে একদল সর্বদলীয় প্রতিনিধি সেখানে পাঠানোর জন্য আমি প্রস্তাব করছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আমপুরার পরিস্থিতি দেখার জন্য।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:** স্যার, এই ব্যাপারে আমার কোন আপত্তি নেই। মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের সঙ্গে কথা বলে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আজকের কার্যসূচীতে ৬টি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথমটি গত ২৪-৩-৯৮ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় উত্থাপন করেছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্ন উল্লিখিত বিষয় বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেবার জন্য। বিষয় বস্তুটি হলো—"গত ১৬ই মার্চ, ১৯৯৮ ইং অমরপুর মহকুমার তুইসিয়েন গ্রামে বলরাম দাসের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে।"

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** গত ১৬-৩-৯৮ইং তারিখে সন্ধ্যায় বলরাম দাস সহ প্রতিবেশী কয়েকজন মিলে তুইসিয়েন গ্রাম হইতে আঁধা কিলোমিটার দূরে ননীগোপাল রুদ্র পালের বাড়ীতে বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। খাওয়া দাওয়া শেষ করে বলরাম দাস ও তার প্রতিবেশী কৃষ্ণ বিহারী ভৌমিক রাত আনুমানিক ৯-৩০ মিঃ নাগাদ হেঁটে বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। অমরপুর তেলিয়ামুড়া প্রধান সড়কের কাছাকাছি পৌঁছতেই তিন জন অস্ত্র হাতে অপরিচিত উপজাতি যুবক (এন, এল, এফ, টি) নামধারী তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে চলে যেতে বলে। তারা চলতে শুরু করলে তখন ঐ তিন যুবক বলরাম দাসকে আটক করে অপহরণের উদ্দেশ্যে নিয়ে যেতে থাকলে বলরাম দাস ছাড়া পাওয়ার জন্য জোড় করলে তার মাথায় বন্দুক দিয়ে আঘাত করা হয় ফলে ঘটনা স্থলেই তিনি মারা যান। উক্ত ঘটনাটি শ্রীকৃষ্ণ বিহারী ভৌমিকের ৩০২/৩৪ ধারায় এক অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় লিপিবদ্ধ করে। অম্পি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখতে পান

বলরাম দাসের মৃতদেহ জমিতে পড়ে আছে। মৃতদেহ পরবর্ত্তী সময়ে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রেরণ করেন। ময়না তদন্তের পর বলরাম দাসের মৃতদেহ তার নিকট আত্মীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আসাম রাইফেলস্ ও স্থানীয় পুলিশ ঐ এলাকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা জোরদার করেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া:— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, তুইসিয়েন পাড়ার পরই ছেছুয়া বাজার সেখানে বরাবরই সি, আর, পি, এফ, এবং আসাম রাইফেলসের ক্যাম্প ছিল। ঘটনার তিনদিন আগে এইগুলি সব উইথড্র করা হয়েছে কমপ্লিট ছেছুরিয়া এলাকাকে অরক্ষিত রেখে। যখন ক্যাম্পগুলি তুলে নেওয়া হচ্ছিল তখন এলাকায় পুলিশের তরফ থেকে বাধা দেওয়া হয়েছিল, আপত্তি তোলা হয়েছিল এই ধরণের ঘটনার সম্ভাবনা জানতে পেরে তা সত্বেও এই ক্যাম্পগুলি তুলে আনা হয় এই ঘটনা করার জন্য। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কি?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এটা ঠিক, শুধু এই এলাকা নয় ত্রিপুরার এই রকম বিভিন্ন এলাকা থেকে কিছু কিছু সেনা আধা-সামরিক জওয়ানরা বিভিন্ন প্যাকেজে কাজ করছে তাদেরও তুলে নেওয়া হয়েছে। আমাদের কাছে খবর আছে সেটা হলো আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য মিজোরামে একস্ট্রিমিস্ট প্রবলেম বাড়াতে [illegible] নিয়ে উপর থেকে আমাদের এখান থেকে এক ব্যাটেলিয়ান আসাম রাইফেলস্ নিয়ে যেতে হয়েছে। তারা স্পেশাল অপারেশান কনডাক্ট করছে। আমাদের রাজ্যের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে যে, এই রাজ্যে তো চাহিদার তুলনায় সেনা বাহিনীর সংখ্যা কম কাজেই এটা যদি নিয়ে যান তাহলে আমাদের অসুবিধা হয়ে যাবে, এটা নিয়ে যাবেন না। উনারা বলেছেন একটা স্পেশাল অপারেশান তারা করছে এটা আমরা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব। সাথে যেটা আরও সমস্যা হয়েছে আমাদের নির্ব্বাচন শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য নির্ব্বাচন কাইষ্টেজে হয়েছে এবং এখান থেকে প্রায় আড়াই হাজারের মতো সি, আর, পি, এফ, তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, দুটি বি, এস, এফ, ব্যাটেলিয়ান তুলে নেওয়া হয়েছে, সেই জায়গায় আমরা আপত্তি করেছি। আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন ভোটের সময় যেভাবে পীস্ মেইনটেইন করা গেছে, আপনারা এবং আমরা সবাই উদ্বিগ্ন ছিলাম এবং ভোট শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে। যখন ক্যাম্পগুলি নিয়ে যাওয়া হলে এই স্কোপ নিয়ে এই ঘটনাগুলি ঘটাতে থাকে। আমি দায়িত্ব দিয়ে যখন এসেছি তখন প্রাথমিক ভাবে বুঝতে চেষ্টা করেছি তখন তারা এই ব্যাপারটা তুলে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কাজেই সেই জায়গায় তার যে প্রব্লেম সেটা হল পাঠানো যাবেনা, বলা যাবেনা। লেখালেখি করার পর, তার উপরে বলে দিল সি, আর, পি, এফকে যে আমরা তুলে নিয়ে এসেছি, সব আমরা ফেরত দেবনা। আমরা বলেছি যে এটা-ত না হলে চলবেনা। আমাদের সবটা ফেরত দিতে হবে।

তারপরও যেটা তুলে নিয়ে গেছেন, এটা বলা যায় যে বারগেনিং স্ট্রেন্থের মধ্যে ব্যাপারটা এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা চাই সবটা ফিরিয়ে আনতে, তারা চাইছেন যতটা কম দিতে পারেন। দুটো বি, এস, এফের ব্যাটেলিয়ান নিয়ে গেছেন, তারা বলছেন একটা ব্যাটেলিয়ান আমরা ফেরৎ পাঠাব। আমরা বলছি না দুটোই দিতে হবে। কারণ আমাদের যে রিকুয়ারমেন্ট তার চাইতে বি, এস, এফ, কম। ফলে ঘটনাগুলি ঘটে গেছে। কাজেই এটা ঘটনা না, যে ঘটনাগুলি সংঘটিত করতে সাহায্য করার জন্য এটা তুলে আনা হয়েছে। এই সমস্যাটা রাজ্যের কোন কোন জায়গায় তোলা হয়েছে। এই জায়গায় কিভাবে ব্যাপারটাকে আমরা মোকাবিলা করতে পারি এই নিয়ে আমরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি। আজকেও বিকেলবেলা আমরা বসে কথাবার্তা বলব। এই বিষয়গুলি আমরা টেকআপ করব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন এটার সঙ্গে আমি একমত যে, ইলেকশান এবং বিশেষ পরিস্থিতির জন্য যেগুলি নতুন করে দেওয়া হয়েছিল সেগুলি তোলা হয়েছে। কিন্তু চেছুয়া সেইরকম না, এখানে বরাবরই পুলিশ ক্যাম্প ছিল, নতুবা টি, এস, আর, যখন উঠিয়ে নেওয়া হয়, সি, আর, পি আনা হয়, সি, আর, পি যখন উঠিয়ে নেওয়া হয় পুলিশ আনা হয়। একটা না একটা ক্যাম্প এতদিন ছিল। এই ঘটনার তিনদিন আগে সি, আর, পি, এফ তুলে নেওয়া হল, আসাম রাইফেলস তুলে নেওয়া হল। বলরাম দাসকে এর আগেও বছর দুয়েক আগে একবার অপহরণ করা হয়। তখন অ্যাক্সট্রিমিষ্টরা তাকে প্রশ্ন করেছিল, তুমি নগেন্দ্র জমাতিয়ার কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা পেয়েছ, তার মধ্যে আমাদের একলক্ষ টাকা চাঁদা দিতে হবে। তারপর ৩০ হাজার টাকার ধান বিক্রী করে দিয়ে তাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিল। সে আমাকে পরিস্কার বলেছে যে, সে কংগ্রেস এবং যুব-সমিতি করতে পারবেনা, এই শর্তে আমাকে আসতে হয়েছে। আমি তাকে বলেছি ঠিক আছে, তাহলে তুমি আপাততঃ শাসক দলের সঙ্গে মিশে থাক। কারণ তোমার মৃত্যু আমি চাইনা। আমি ডিফিট হোক তার জন্য কিছু না, কিন্তু তোমার জীবনের বিনিময়ে আমাদের জয়ের কোন প্রয়োজন নেই। এই ঘটনাটা একটা রাজনৈতিক ব্যাপার। এটার প্রমান হচ্ছে, এই যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বললেন, সেখানে ত শুধু বলরাম দাস যাননি, আর বহু গেছেন এবং তারা দলে দলে এসেছিলেন, ইভেন এই বলরাম দাস আসার এক মিনিট আগেও একদল এসেছিলেন এই রাস্তা দিয়ে। কাউকে কিছু করেনি। শুধু টর্চ মেরে মেরে খুঁজছিল কারা আসছে জঙ্গল থেকে। আমি নিজেও সেখানে গেছি। এতগুলি লোক কারোর উপর কিছু করেনি। তারপর যখন বলরাম দাস আসল, তখনই তাকে ধরল এবং গুলি করে হত্যা করা হল এই তথ্যটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আছে কিনা? দ্বিতীয়তঃ ঐ এলাকায় শান্তির

পরিবেশ এখনও শিকেয় আছে। আমি নিজেও খুব উদ্বিগ্ন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিলাম ঠিক আছে একটা উঠিয়ে আর একটা দিন। ওখানে বাজার হাট কিছুই বসছেনা, স্কুল চলছেনা। সমস্ত জীবনযাত্রা থমথমে, আতংকের মধ্যে আছে এখনও কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এটাও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে মতামত জানতে চাই।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্যার, রিপ্লেস করার যে প্রশ্ন এটা-ত আমাদের ভাবনা চিন্তার মধ্যে আছেই। সমস্যা হচ্ছে আন-এডেকুয়েসি অফ পাওয়ার ফোর্সেস। কাজেই যদি থাকতই তাহলে ত এই বিষয় নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে দর কষাকষির কোন প্রশ্নই থাকতনা। যেইমাত্র আমাদের কাছে এসে যাবে নিশ্চয়ই আমরা দেব এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তারপর আমি নোট নিয়েছি, আমি কথা বলে দেখব যে কি করা যায়। আর বলরাম দাসের পলিটিক্যাল আইডেনটিটি সম্পর্কে যেটা বলেছেন আমি সেটা মেনশান করতে চাইনা, আমার কাছে তখনও ভোটের ফলাফল বেরোয়নি। আমার কাছে যা রিপোর্ট ছিল তা হল তিনি আমাদের পার্টিরই কর্মী। এখন আমি শুনেছি যে নগেন্দ্র বাবুর সঙ্গে ছিলেন বা উনার সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি আমাদের সঙ্গে এসেছেন। আমি কিন্তু তার মধ্যে যাইনি। এই বিষয় নিয়ে কোন বিতর্কের অবতারনা করার ইচ্ছা নেই। পলিটিক্যাল আইডেনটিকে আমি মেনশান করতে চাইনি। হাউএভার একটা লোক-ত মারা গেছে। প্রশ্ন হচ্ছে এটা, যাতে এইরকম ঘটনা আর না ঘটতে পারে, আমাদের তরফ থেকে প্রচেষ্টার কোন ঘাটতি থাকবেনা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, একটা জিনিস আমি স্পষ্ট করে জানতে চাই যে কেন্দ্রের বাহিনী উঠে গেছে, তার মানে এই নয় যে আমাদের থানা উঠিয়ে নিয়ে গেছে, ক্যাম্প সব উঠে গেছে, তা-ত না। কিন্তু ছেছুয়া এমন একটা সেনসিটিভ জায়গা, এটা ডিসটার্ব এরিয়ার মধ্যে পড়ছে, অথচ সেখানে সেনা-বাহিনী থাকবেনা, পুলিশও রাখা হবেনা। এটা একটা পারমানেন্ট ক্যাম্প। সেই ক্যাম্প থেকে সমস্ত উঠে যাবে ? এখানে সি, আর, পি, এফ, রাখা যায়না কিন্তু পুলিশ কেন থাকবেনা ? এটা-ত একটা ক্যাম্প। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাচ্ছি সেখানে আজকে কালকের মধ্যেই ক্যাম্প পাঠাবেন কিনা ? যেখানে বরাবরই ক্যাম্প চলে এসেছে সেটা বন্ধ হলে পরে বিশাল একটা এলাকা আতংকের মধ্যে পড়ে যায়। এটা মিশ্র জনবসতির একটা অংশ আছে। আর আসামীদের কেন গ্রেপ্তার করা হলনা এটা জানাবেন কিনা ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি পরিস্কার ভাবে বলেছি যে এই রকম শুধু ছেচুয়া নয় বিভিন্ন জায়গায় করতে হয়েছে, তার পরেও পারটিকুলারলি এই রেফারেন্স-এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি

বলেছি যে, এই ব্যাপারে আমি নোট নিয়েছি। কথা বলে দেখব এখানে দ্রুত কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। আজকে হবে, না কালকে হবে এভাবে কমিকমেন্ট করার মত সুযোগ নেই, এটা আমি করতে পারছি না, কিন্তু চেষ্টার কোন ঘাটতি থাকবেনা। আর সবটা মাননীয় সদস্য নিজেও ভাল বোঝেন এবং জানেনও। কাজেই এই দিক থেকে আমাদের উপর আস্তা রাখলে আমাদের চেষ্টার কোন ঘাটতি থাকবে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কথায় আমি খুশি হতে পারছি না, এই রকম একটা এলাকা, যে এলাকায় যেখানে একটা ঘটনা ঘটে গেছে, হয়তো আবার এই রকম হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে, তবু সেখানে কোন ক্যাম্প বসানো হচ্ছে না। তার মানে কি সেখানে আরও ঘটনা হোক। কারণ সেখানে আমাদের টি, ইউ, জে, এস, এবং কংগ্রেসের প্রভাব বেশী, সেখানকার সমস্ত এলাকাটা এখন উগ্রপন্থীদের দখলে চলে গেছে, সেখানে ব্যাপক হারে চিঠি দেওয়া হচ্ছে, ফলে সেখানে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি ইয়েছে এবং আমি যেটা খবর পেয়েছি সেখানে আরও ঘটনা করার জন্যই ক্যাম্প দেওয়া হচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার :— বসুন, বসুন। উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ২৫-৩-৯৮ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার এবং শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক উৎথাপন করেছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হল— "গত ১১-২-৯৮ ইং খোয়াই থানাধীন গণকী ভূমিহীন কলোনীতে উগ্রপন্থী আক্রমণে ৭ জন খুন, কয়েকজন জখম ও বেশ কয়েকটি গৃহ অগ্নি সংযোগ সম্পর্কে।"

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১১-২-৯৮ ইং রাত্রি আনুমানিক ১১টার সময় ৩৫ থেকে ৪০ জনের অজ্ঞাতনামা উগ্রপন্থী গণকী ভূমিহীন কলোনী এবং কলাবাগান মুণ্ডাবস্তিতে অতর্কিত হানা দিয়ে এলোপাথারী গুলি করতে থাকে ও ১৪টি ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। উগ্রপন্থীদের আক্রমণের ফলে (১) ক্ষীরমোহন শুক্লদাস, পিতা রাসমোহন শুক্লদাস। (২) ভজন শুক্লদাস, পিতা পরেশ শুক্লদাস। (৩) দুর্গামোহন শুক্লদাস, পিতা কুঞ্জমোহন শুক্লদাস। (৪) সুরধনী সবর, স্বামী ঈশ্বর সবর। (৫) রীণা মালতী সবর, পিতা ঈশ্বর সবর। (৬) শক্রুঘ্ন সবর, পিতা ঈশ্বর সবর। (৭) তরু সবর, পিতা ঈশ্বর সবর। এরা সকলেই ঘটনা স্থলেই মারা যান। এরা সকলেই গণকী ভুমিহীন কলোনী ও কলাবাগানের। উগ্রপন্থীদের আক্রমণের ফলে নিম্নে বর্নিত ব্যক্তিগণ জখম প্রাপ্ত হন। (১) ঈশ্বর সবর, পিতা গানু সবর। (২) গোবিন্দ তেলেঙ্গা, পিতা পলু তেলেঙ্গা। (৩) সন্ধ্যারঞ্জন শুক্লদাস, পিতা যামিনী শুক্লদাস। (৪) বসন্ত শুক্লদাস, পিতা যামিনী

গুরুদাস। (৫) বীনা সবর, পিতা ঈশ্বর সবর। (৬) প্রভাসীনি পাল, পিতা হরেন্দ্র পাল। (৭) কল্পনা গুরুদাস, পিতা ভজন গুরুদাস। উপরোক্ত জখমীদের চিকিৎসার জন্য জি, বি, হাসপাতালে পাঠানো হয়।

গত ১২-২-৯৮ ইং খোয়াই থানাধীন গনকী সাকিনের মৃত গুরুচরণ পালের পুত্র শ্রীসুধাংশু পালের অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৮, ১৪৯, ৩০২, ৩২৬, ৪৩৬ ধারা, অস্ত্র আইনের ২৭ ধারা আন-ল-ফুল একটিভিটিস প্রিভেনশান অ্যাক্ট-এর ১৩ ধারা মূলে খোয়াই থানায় ১৬, ৯৮ নং মোকদ্দমা রুজু করে পুলিস তদন্তকার্য শুরু করেন।

উপরোক্ত মোকদ্দমার তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এটা জানেন কিনা যে ১৬ ফেব্রুয়ারী ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা রাজ্যের সঙ্গে আমাদের খোয়াই মহকুমার পরিস্থিতিকে অস্থির করে তোলার জন্য এবং বিশেষ করে কংগ্রেস (আই) এর তদানিন্তন প্রার্থী যিনি তার সাহায্যের জন্য জঙ্গলের যে বাহিনী সেই টি, এন, ভি; এবং তার সাকরেদদের সঙ্গে গোপন শলাপরামর্শ করে একটার পর একটা ঘটনা ঘটিয়ে ছিলেন। আমার আরেকটা কলিং অ্যাটেনশন আছে—গত ৯ তারিখে একটা ঘটনা ঘটে সমতল পদ্মবিলে। ১১ তারিখ সেই একই ঘটনা, আরেকটা খোয়াইতে সংগঠিত করে এবং তার সঙ্গে যুক্ত ছিল কংগ্রেস (ই) এর স্থানীয় যিনি সাধারণত নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন তার কাজের জন্য ধীরাজ রায়, দুর্গানগরের বাসিন্দা কংগ্রেস (ই) —এর নেতা রাখাল দাস, মাষ্টারপাড়ার বাসিন্দা খোয়াই শহরের টি, এন, ভি'র একজন নেতা যে সারেণ্ডার করেছিল বিজয় দেববর্মা; চাম্পাহাওর তার বাড়ী; তারা গোপন শলাপরামর্শ করে সেই ঘটনার সময় সেখানে ছিল প্রত্যক্ষদর্শী বলে যিনি মারা গেছেন সেই দুর্গামোহন গুরুদাস তার ছোট ভাই ক্ষীরমোহন গুরুদাস তার বাড়ীতে প্রথমে দেখে যে এক্সট্রিমিষ্টরা প্রবেশ করেছে এবং ঐ ভদ্রলোক তাদেরকে চিনে ফেলে বলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে খুন করা হয়। কারণ তার আগে তাদের পরিবারের লোক বাড়ীতে ছিল না। কংগ্রেস (ই) টি, এন, ভি, তারা যোগ-সাজসেই এই এন, এল, এফ, টি, কে ব্যবহার করে এই ঘটনা ঘটিয়েছে এবং সেখানকার স্থানীয় পূর্ব গনকী গ্রামের স্থানীয় অতীশ বর্ধন কংগ্রেস (ই) নেতা এবং তার ছেলেও এই ঘটনার সঙ্গে এবং তার বাড়ীঘর চিনিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে যুক্ত ছিল। এমন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার মাননীয় সদস্য পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফি-কেশানে যে বিষয়গুলি জানতে চেয়েছেন এখানে একটা বিষয়ে শুধু বলতে পারি যে, সারা রাজ্যের মানুষ দেখেছেন ভোটের আগে ভোটকে ভণ্ডুল করার জন্য আমাদের এখানকার যে দুইটি হার্ডকোর

এক্সট্রিমিষ্টস্ গ্রুপ যারা আন-ল-ফুল বলে ডিক্লেয়ার্ড হয়েছে, তারা যে বিভিন্ন স্লোগান দিয়েছে, মানুষকে থ্রেট করেছে। এখন এই ঘটনার সঙ্গে যারা যুক্ত তারা খোয়াই বা তার সংলগ্ন এলাকায় ভোটকে ভণ্ডুল করার জন্য এটা করেছে বলে অনুমান করাটা অসম্ভব হবে না। যাই হোক সব কিছুকে মোকাবিলা করেই তো ভোট সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে মাননীয় সদস্য উল্লেখ করেছেন এইগুলিতো আমার কাছে নেই। তদন্তের কাজে স্থানীয় পুলিশকে এইগুলি সরবরাহ করে সাহায্য করার জন্য আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি।

শ্রীসমীর দেব সরকার ঃ— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই ঘটনা শুধু এখানকার নয়। তাদের সাহায্য করার জন্য আগরতলা থেকে ভাড়াটে গুণ্ডা গিয়েছিল। সেদিন বেলা বারটার সময় উত্তর চেবরী গাঁও পঞ্চায়েতের সেখানে যে দিগ্বিজয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের পাশ দিয়ে যে রাস্তা গেছে সেই রাস্তা দিয়ে দশ-বারজনের অপরিচিত একটা গ্রুপ গনকীর দিকে যায়। সেই তথ্য খোয়াই থানায় জানানো হয়েছিল যে, সেদিন এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটতে পারে এবং তার সঙ্গে সেখানকার খোয়াই-এর গৌরাঙ্গটিলার একজন ফিজিক্যাল ইনষ্ট্রাকটর রতীশ ঘোষ তিনিও সেই গ্রুপের সঙ্গে ছিলেন এমন সন্দেহের তথ্য খোয়াই থানাতে জানানো হয়েছিল। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না এবং তারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বলে তাদের তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে কি না?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছেনা যে, এর পেছনে ষড়যন্ত্র ছিল। আগরতলা থেকেই হোক বা বাইরে থেকেই হোক যে কোন জায়গা থেকেই এরা যেতে পারে। এইসব তথ্য পুলিশকে দিয়ে তদন্তের কাজে সাহায্য করার জন্য মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি।

শ্রীসমীর দেব সরকার ঃ— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এটা এই মামলার সঙ্গে যদিও সংশ্লিষ্ট নয়। এই ঘটনায় যারা আক্রান্ত হয়েছে এবং আহত হয়েছে তাদের জন্য সরকার থেকে কি সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যারা এখনো বাড়ীঘরে যেতে সাহস পাচ্ছে না তারা এখনো রিলিফ ক্যাম্পে রয়েছেন। তাদের কি সাহায্য করা হয়েছে এবং তাদেরকে বাড়ীঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বা নেওয়া হবে, তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমার কাছে যে তথ্য রয়েছে ঘটনার পরেই রিলিফ অ্যাণ্ড মেজারস্ হিসাবে যে ষ্টেপস্ নেওয়া হয়, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, ১৮,০০০ টাকা এই পরিবারগুলিতে সাহায্য করা হয়েছে। তাদেরকে এমনিতে রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রায় দুই দিন। ২০০ টাকা করে ৯টি পরিবারকে ইউটেনসিলস্ এইগুলি যেগুলি

না হলে না হয় সেগুলি কিনে দেওয়া হয়েছে এবং কিছু গরম জামা কাপড়, শিশুদের জন্য মিল্ক পাউডার, চিরা, গুড় এগুলি কিনে দেওয়া হয়েছে। এমনিতে ৬ টাকা ন্যুনতম থেকে সর্বাধিক ৩০ টাকা করে একটা সময় তাদেরকে সাহায্য করা হয়েছে। এইটা এখনো আছে। খুন খারাবী, বাড়ীঘরে অগ্নি সংযোগ হয়ে যাওয়ার পর বা বাড়ীঘর নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে প্যানিক ক্রিয়েট হয়। তারপর মানুষ সে এলাকায় আর ফিরে যেতে চায় না— তাদেরকে ফিরিয়ে নিতে একটু সময় লাগে। তবে যে এলাকায় বাড়ীঘর বিনষ্ট হয়েছে সরকারের দিক থেকে তাদের সাহায্যের জন্য একটা স্পেসিফিক ব্যবস্থা রয়েছে এবং যে পদ্ধতি রয়েছে এই ব্যাপারে সেটা মেনেই এই পরিবারগুলিকে সাহায্য করার ব্যবস্থা করা হবে যাতে এই এলাকায় ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য একটা উদ্যোগ নেওয়া যায়। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব — তিনি একজন নির্বাচিত সদস্য যেমন তেমনি খোয়াই মহকুমার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্বে স্থানীয় কর্মীও বটে এবং খোয়াই ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম শক্তিশালী জায়গা। যেখানে উপজাতি বাঙ্গালী এক সাথে মিলে রাজ্যের মধ্যে আমরা একটা দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য বহন করে আসছি. তাকে নস্যাৎ করার জন্য এবং ধ্বংস করার জন্য গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। বিশেষ করে ৯৬ইং-এর পর থেকে যে ঘটনাগুলি ঘটেছে এই ঘটনাগুলির মধ্যে দিয়েই এটা পরিস্কার। কিন্তু ওখানকার গণতান্ত্রিক শক্তি যে অনেক বেশী দৃঢ় আবার কিন্তু বিগত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সেটা প্রতিভাত হয়েছে। কাজেই তাদের উপর পূর্ণ আস্থা রাখছি। সেই আন্দোলনের একজন শরীক হিসাবে মাননীয় সদস্যের কাছে অনুরোধ রাখব সহযোগিতা করুন সরকারকে যাতে মানুষ তাদের এলাকায় দ্রুত ফিরে যেতে পারে। সরকারের দিক থেকে সমস্ত সীমাবদ্ধতা নিয়েও মানুষকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে ভূমিকা নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— উল্লেখ্য বিষয়ের তৃতীয়টি গত ২৫-০৩-৯৮ ইং তারিখে মাননীয় শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা ও শ্রীগীতামোহন ত্রিপুরা উৎথাপন করেছিলেন। আমি গ্রামোন্নয়ণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে নিম্নলিখিত বিষয়টির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। বিষয়বস্তুটি হলো— "কমলপুর মহকুমাধীন শিকারীবাড়ী গাঁওসভার শিকারী পাড়া সহ রাজ্যের অন্যান্য প্রত্যান্ত অঞ্চলে পানীয় জলের তীব্র সংকট সম্পর্কে।"

শ্রীঅনন্ত পাল (মন্ত্রী) ঃ - মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যদ্বয় শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা ও শ্রীগীতামোহন ত্রিপুরা যে জিনিষটি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সে সম্পর্কে সরকার নিরন্তর সচেষ্ট। ত্রিপুরা রাজ্যে শুখা মরসুমে কোন কোন স্থানে পানীয় জলের সাময়িক অভাব দেখা দেয়। এটা প্রতি বছরের একটি সাধারণ ঘটনা। পানীয় জলের এই অভাব সাধারণতঃ ঘটে থাকে ভূগর্ভস্থ জল স্তর নেমে যাওয়ার ফলেই। সাধারণতঃ এই সব ক্ষেত্রে টিউবওয়েলের মাধ্যমে জল উত্তোলন অসম্ভব

হয়ে পরে। টিউবওয়েল বা সেনেটারী ওয়েল এই সমস্ত ক্ষেত্রে কার্যকর হয় না। জলের অভাব যেখানেই তীব্র হয়েছে সেখানেই প্রয়োজন মতো সরকার ট্যাংকারের মাধ্যমে জল সরবরাহ করেছেন। বর্তমান মুহুর্তে কোথাও যদি এই রকম সংকট সৃষ্টি হয় তাহলে সরকার অগ্রাধীকারের ভিত্তিতে তার মোকাবেলা করবেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে শিকারী বাড়ী এলাকার কথা বলা হয়েছে সেই শিকারী বাড়ী গ্রামে ১০টি পাড়া রয়েছে। এই ১০টি পাড়াতে পানীয় জলের বন্দোবস্ত যা আছে সেটা এই রকম :— (১) ডাংকারাই পাড়ায় দুটো সেনিটারী ওয়েল রয়েছে। একটা চালু আছে এবং অন্যটা শীঘ্রই মেরামত করা হবে। (২) গঙ্গাধর পাড়ায় একটা সেনিটারী ওয়েল চালু রয়েছে। (৩) অনন্ত পাড়ায় কোন টিউবওয়েল নেই। (৪) ডিট্রেষ্ট পাড়ায় বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে সেখানে বাঁধের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। (৫) বীরেন্দ্র রিয়াং পাড়া, লক্ষীন্দর পাড়া, অন্যরাম পাড়া, মনিরাম পাড়া, কত্তিরাম পাড়ার অবস্থা অনন্ত পাড়ার মতই। গলাছড়া, শ্রীরতন পাড়ায় একটি সেনিটারী ওয়েল চালু রয়েছে। রাঙ্গাছড়ায় তিনটি সেনিটারী ওয়েল চালু রয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় যে, এখানকার মাটিতে পাথরের ভাগ বেশী থাকায় কয়েকটি পাড়াতে মার্ক-টু বা সেনিটারী ওয়েল করা সম্ভব হয়নি। তবে প্রতিটি পাড়াতেই জলের ফিল্টার সরবরাহ করা হয়েছে।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা (সালেমা) :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, শিকারীবাড়ী যে পাড়াটা হাই ওয়ে থেকে ৮–৯ কিলোমিটার ভিতরে। সেখানকার জনসাধারণ জলের জন্য অনেক দুর যেতে হয়, তাছাড়া ছাওমনু থেকে এই জল আনতে হয়। এই জলের জন্য সকাল বেলায় গেলে দুপুর বেলায় জল নিয়ে ফিরে আসতে হয়। এই পানীয় জল সংগ্রহ করতে ৬–৭ ঘন্টা সময় দরকার। সেখানে একটা ব্যবস্থা আছে, পুলিশের ক্যাম্পে তারা একটি ট্রেংকারের মাধ্যমে জল সংগ্রহ করে। কিন্তু গ্রামের লোক জল পায় না। তাই সেখানে যদি পুলিশের এই ট্রেংকারে মাধ্যমে এই গ্রামের লোকদের জল দেওয়া হয়। যেহেতু সেখানে স্থায়ী জলের কোন ব্যবস্থা নেই। তাই এখানে ছাওমনু থেকে হোক বা যে কোন জায়গা থেকে হোক স্থায়ী জলের কোন পরিকল্পনা সরকার নেবেন কিনা, এটা পরিষ্কার ভাবে জানতে চাই।

শ্রীঅনন্ত পাল (মন্ত্রী) :— স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য যে এলাকার কথা বলেছেন, আমি সেই এলাকার বাস্তব অবস্থাটা এখানে তুলে ধরছি। এটা অত্যন্ত উঁচু ভূমি এবং মাটির যে অবস্থা সেটাও পাথরের মাটি। এখানে স্থায়ীভাবে কাজ করার মত কোন সিদ্ধান্ত এই মূহর্তে নেওয়া হয়নি। কিন্তু আমাদের পরিকল্পনা আছে যেভাবে জম্পুইতে আমরা জল সরবরাহ করার চেষ্টা করছি, সেইভাবে এই

এলাকাতে যাতে জল সরবরাহ করা যায়।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, এটা ঠিক ওখানে জলের সমস্যা সব সময় এক। এবং জোট আমলেও ঐ দুই তিনটা গাড়ী দিয়ে পুলিশের সঙ্গে জনসাধারণকেও জল সরবরাহ করা হতো। এটা করা যায় কিনা ? অতিরিক্ত একটা গাড়ী দিলে বোধয় হয় হয়ে যায়। আর একটা হচ্ছে নিচে গাঘড়াছড়াতে একটা বাঁধ দিয়ে সেখান থেকে পাম্প সেট দিয়ে জল খুব সহজে তোলা যায়। যেহেতু সেখানে কারেন্ট আছে এটা করা যায়। এই ব্যাপারটি চিন্তা করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীঅনন্ত পাল (মন্ত্রী) **:—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে পুলিশের টেংকার দিয়ে জল সরবরাহ যেটা করা হচ্ছে এটা কমলপুর মহকুমার যে বি, এ, সি, আছে সেই বি, এ, সি, একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার উনি উদ্যোগ নিয়েছেন সেখানে এই জল সরবরাহ করার জন্য ব্যবস্থা করেছেন। অন্য দিকে সেখানে বাঁধ তৈরী করার ব্যবস্থা হচ্ছে এবং বাঁধের মাধ্যমেও যাতে সেখানে জনসাধারণকে কিছু সাহায্য করা যায়, এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) **:—** পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই আর্থিক বছরে পানীয় জলের সম্প্রসারণের জন্য দপ্তর থেকে কি কি ব্যবস্থা বিশেষ করে মার্ক-টু, মার্ক-থ্রি ইত্যাদি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে সহযোগিতা করার জন্য আমি বলছি প্লিস।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জবাব দেবেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, যে বিষয়টা এখানে তোলা হয়েছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা ঠিক যদিও একটা জায়গার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের রাজ্যে এইরকম কিছু আইল্যাণ্ড আছে যেখানে পানীয় জলের সমস্যা সত্যিই ধাকন সমস্যা। সবটা নিয়ে কিভাবে কম্পোজিট স্কীম করা যায় সেটা পরের ব্যাপার। তবে এখন যে জায়গায় এসেছে সেই পুলিশের মত টেংকার দিয়ে আলাদা করে জলের ব্যবস্থা করা যায় কিনা। আমি অনুরোধ করব আমাদের মাননীয় মন্ত্রী সেখানে যদি উনি ভিজিট করেন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অফিসারদের ডাকেন এবং আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আছেন তাঁরাও যদি থাকেন বসে আলোচনা করে পুলিশ বন্ধুদের জন্য যে সাহায্য করা

যাচ্ছে ফর দি টাইম বিং এটা এই পিরিয়ডে সেখানে করা যায় কিনা, একটু চেষ্টা নিয়ে করা যায় কিনা আর তৃতীয়তঃ যেটা এই যে জায়গাগুলি এইরকম ধরুন ২০-২৫টি স্পট আইডেন্টিফাইড হবে সবটা এক সাথে আমরা করতে পারব না। এখন ওখানে বোরিং করে জল পাওয়া যায় না এই কথা যেমন সত্য কিন্তু ঐ এলাকার মানুষকেতো জল না দিয়ে রাখা যাবে না। কাজেই আমাদের বিকল্প ব্যবস্থার সমাধান করতেই হবে। একটু সময় লাগলেও সেখানে যাব আমরা তার বদ্ধপরিকর।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, আমি এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, প্রথম বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা থেকে শুরু করে তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নৃপেন চক্রবর্তী মহোদয়, আসলে ত্রিপুরা রাজ্যের সবচেয়ে ড্রাই এড়িয়া হচ্ছে সদর উত্তরাঞ্চল, হতে পারে শহরের কাছাকাছি। এই ব্যাপারটা মন্ত্রিসভা ভাল করে জানেন। বিশেষ করে সদর উত্তরাঞ্চলের পরই গামছাবাড়ী থেকে আরম্ভ করে সিমনার ডাগিয়াবাড়ী পর্যন্ত এই এলাকা সবচেয়ে ড্রাই এরিয়া এই রাজ্যের মধ্যে। এই ব্যাপারটা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এটা স্বীকার করেছেন। সেইদিন মোহনপুর ব্লকের ভি,ডি,সি, মিটিং এ স্বীকার করা হয়েছে। এখন গামছা কবরা এলাকাতে একটি টিউব ওয়েল করার পরিকল্পনা নিয়েছে, সেখানে অনেকদিন ধরে কাজ বন্ধ হয়ে আছে। সেখানে জরুরী ভিত্তিতে পানীয় জলের সুব্যবস্থা করার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, পানীয় জলের সমস্যা সমাধান করা কোন দায়িত্বশীল সরকারের প্রথম দায়িত্ব তার কোন সন্দেহ নেই। বামফ্রন্ট সরকার এই সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু এক সঙ্গে সব করে উঠা সম্ভব হচ্ছে না। সারা ভারতবর্ষে সবখানেই এই সমস্যা আছে। মাননীয় সদস্য ঠিকই বলেছেন এলাকাটা খুবই ড্রাই এরিয়া এবং এছাড়াও আরও বেশী ড্রাই এরিয়া আছে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে। এই দপ্তরে নুতন করে একজন মন্ত্রী দায়িত্ব নিয়েছেন আপনি উনাকে বুঝাতে চেষ্টা করুন। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে আপনি একজন নির্বাচিত সদস্য। আপনার অধিকার আছে মন্ত্রীর সঙ্গে বসে সমস্ত সমস্যা নিয়ে কথা বলা। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করব। কিন্তু এই কথা আমি দিতে পারছিনা যে কালকের মধ্যে সেখানে একটা কিছু করে দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের উপর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটি উপস্থিত করেছিলেন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহাশয় গত ২৬,৩, ৯৮ইং তারিখ। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল - "সাম্প্রতিক ঝড়ে রাজ্যের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে।"

এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ২২ থেকে ২৫শে মার্চ রাজ্য জুড়ে টানা বর্ষণ ও ঝড়ে বাড়ীঘর, গাছপালা সকল প্রকার সব্জি ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থার প্রভৃতি ক্ষতি হয়েছে। বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির হিসাব আমার নিকট এসেছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

পশ্চিম ত্রিপুরা

বিশালগড়ের বাইদ্যা দীঘিতে বাজ পড়ে নয়জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে পাঁচ জন মহিলা এবং দুই জন শিশু রয়েছে। এদের সকলকে জি.বি. হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। টাকারজলা ও জম্পুইজলা অঞ্চলে ৯০০ পরিবার ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেখানে রিলিফ ক্যাম্প খোলা হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ নিরূপনের কাজ চলছে। তাছাড়া ১২টি সি, আর, পি, এফ, ক্যাম্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সদরের জিরানীয়ার হরিনাথ সর্দার পাড়ায় ১১৬টি পরিবার ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, মোট ১৬, ৩৬০ টাকা ত্রান সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। আগরতলা শহরের রাজনগর অঞ্চল থেকে ৫৬৮টি পরিবারকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। জলমগ্ন হওয়ার কারণে ১৪,১০০ টাকার রেশন এবং ত্রান সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। উভয়ক্ষেত্রেই রিলিফ ক্যাম্প খোলা হয়েছে। খোয়াই মহকুমার কামিনী পাড়া ক্যাম্পও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এই ঝড়ে।

দক্ষিণ ত্রিপুরা

উদয়পুর মহকুমার কাকড়াবন থেকে খিল পাড়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঝড়ে ১২০টি বাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারমধ্যে ২০টি বাড়ী সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ১০০টি বাড়ী আংশিক ক্ষতি হয়েছে। ত্রান সামগ্রী বন্টন ও ক্ষতির পরিমান নির্দ্ধারণের কাজ চলছে। ঘর চাপা পড়ে ৩ জন আহত হয়েছেন চিকিৎসা চলছে। ২ জনকে জি, বি, হাসপাতালে আর বাকী ১ জন কাকড়াবন হাসপাতালে রয়েছেন। এছাড়া এটা একটা ট্রেডিশানল রোড় এরিয়া। তাতে হরিজলা এবং তারাটেপা এই জায়গা জলে ক্ষতি হয়েছে এবং যত বোড়ো ফসল ছিল আজ পর্যন্ত সেগুলি জলের তলায় রয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ সেখানে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিলোনিয়া ও অমরপুর মহকুমার সাড়াসীমা ও রামপুর অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে যায়। উক্ত অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গুলিকে যথাযথ সাহায্য করা হচ্ছে। অমরপুরে ৪০টি বাড়ীর আংশিক ক্ষতি হয়েছে। সাব্রুম মহকুমার হারবাতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের হারবাতলী এবং চিওবাড়ীতে ৩৮টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ১১টি পরিবারের বাড়ী সম্পুর্ন ক্ষতি হয়েছে। ৫, ০০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

ধলাই

কমলপুর মহকুমায় ৩০০টি বাড়ী সম্পুর্ণ ক্ষতি হয়েছে এবং ৬০০টি পরিবার আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত।

১০০ হেক্টর সব্জির ক্ষেত নষ্ট হয়েছে ক্ষতির পরিমাণ নির্দ্ধারনের কাজ চলছে। গণ্ডাছড়া মহকুমায় ৩০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের কাজ চলছে।

লংতরাই ভ্যালীতে ২৫টি বাড়ীর আংশিক ক্ষতি হয়েছে এবং ত্রান সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

উত্তর ত্রিপুরা

উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে কদমতলা ব্লকে ৮টি বাড়ী, পানিসাগর ব্লকে ৫টি বাড়ী সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উত্তর ত্রিপুরায় সর্বমোট ১৬২টি ঘর আংশিক ক্ষতি হয়েছে, যার মধ্যে ৭৪টি ধর্মনগরে, ৬৫টি কৈলাশহরে এবং ২২টি কাঞ্চনপুরে, ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ত্রানের কাজ পুরাদমে চলছে। এই পর্য্যন্ত ১০,০০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

এই ঝড় বৃষ্টিতে কোন প্রকার জীবনহানির খবর নেই। তবে অনেক জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে। সব্জির প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। তবে আশা করা যায় এই বৃষ্টির ফলে বোড়ো ফসলের উপকার হবে। কিন্তু ট্রাডিশন্যাল বোড়ো জমির এলাকাগুলি এই জলে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমান নিরূপনের কাজ চলছে। জেলাশাসকগণ জানিয়েছেন পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ত্রান সামগ্রী মজুত আছে। ত্রানের কাজে কোন প্রকার অসুবিধা হবে না।

আমি সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ করব হঠাৎ করে খবরাখবর নেওয়া সম্ভব না। মাননীয় সদস্যরা যারা আছেন কোন জায়গায় যদি এই ধরণের ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ থাকেন তাদের কাছে হয়তো আমরা পৌঁছতে পারিনি, তারা যদি আমাদের জানান নিশ্চই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এডমিনিস্টেশান আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। এডমিনিস্টেশানকে বলা হয়েছে দুঃস্থ মানুষদের কাছে যাতে গিয়ে দাঁড়ান এখন পর্য্যন্ত কোন মৃত্যুর খবর আসেনি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে জানাবেন কি, এই ঝড়ে যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, যাদের ঘর সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে, কারোর ঘর আংশিক নষ্ট হয়েছে, তার জন্য সরকার থেকে কোন সাহায্য দেওয়া হচ্ছে কিনা ? এবং দেওয়া হলে কিভাবে দেওয়া হচ্ছে ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) **:—** স্যার, আমাদের রিলিফের একটি নর্মস আছে। মাননীয় সদস্যও সেটা জানেন। যাদের বাড়ীর আংশিক ক্ষতি হয়েছে তাদেরকে ৪০০ টাকা যাদের বাড়ী সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে তাদেরকে ২ হাজার টাকা করে নর্মস অনুযায়ী দেওয়া হয়। আর যারা আহত হয়েছে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তাদের জন্য হাসপাতালে বলা হয়েছে তাদের যখন ঔষধ প্রয়োজন হবে তা যেন হাসপাতাল থেকে দেওয়া হয়। তাছাড়া ক্ষতি লোকদের মাথাপিছু ৬ টাকা এবং ম্যাকসিমাম ৩০ টাকা হারে রিলিফ দেওয়া হয়েছে। ফসলের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ ফসল নষ্ট হয়েছে তা নিরূপণ করে নর্মস অনুযায়ী ব্যবস্থা হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— স্যার, ঝড় যখন হয় তখন দেখা যায় গ্রামে কারো বাড়ীতে সংলগ্ন রাস্তায় গাছ ভেঙ্গে পড়ে আছে। আমাদের জোট আমলে এস, আর, ই, পি, দিয়ে এ সব কাজ করান হত, এমন কি এস, আর, ই, পি, দিয়ে ঘরও তৈরী করে দেওয়া হত। কাজে কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, সরকার এই ধরণের কিছু করার চিন্তা ভাবনা করছেন কিনা ? আর কৃষি ক্ষেত্রেও জোট আমলে আমরা কৃষকদের পরবর্তী ফসল করার জন্য বিনামূল্যে সার ও বীজ বণ্টন করেছি। সে রকম কিছু করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমরা ক্ষতির পরিমাণ নিয়ে কৃষি দপ্তরকে নিয়ে বসব। আর যদি কারোর বাড়ীতে গাছ পড়ে থাকে তাহলে খবর আসলে পঞ্চায়েত ব্লক আছে সেখান থেকে করা হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, ২য় বামফ্রণ্টের আমলে আমরা দেখেছি, এই সমস্ত ক্ষেত্রে কখনো কখনো ইন্দিরা আবাসন যোজনার দলবাজী করা হতো। এইবারও শুনেছি, দলবাজী হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলছেন, দলবাজী হবে না। কিন্তু বাস্তব চিত্র অন্য রকম। আমাদের জোট আমলে আমি নিজে এরকম ক্ষেত্রে গেছি। যেমন, গর্জন মুড়ায় আমি নিজে গিয়ে কাজ করিয়েছি। এই জায়গার লোকেরা মাননীয় মন্ত্রী গোপাল দাসের নির্বাচনী ক্ষেত্রে কিন্তু আমি নিজে গিয়ে কাজ করেছি। মাননীয় মন্ত্রী কাকডাবনের। উনি আরো বেশী দলবাজী করেছেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বজন বিদিত, তাদের গভর্ণমেণ্টই দলবাজীর কাজ করে থাকেন। মাননীয় সদস্য নিজেও মাননীয় মন্ত্রী গোপাল দাসের ভোটার। উনার বাড়ীও গোপাল দাসের কনসটিটিউন্সীতে। স্যার, যারা দুঃস্থ তাদের কোন দল নেই। দুঃস্থরা সবাই তারা কংগ্রেস যুব সমিতি নয়, সি, পি, আই (এম) নয়। মাননীয় সদস্য হয়তো রাজনীতির স্বার্থে একথা বলছেন। কারণ, মাননীয় সদস্য নিজেই জানেন, বামফ্রণ্টই একমাত্র দল যারা সমস্ত রাজনীতির উর্দ্ধে থেকে জনগণের মঙ্গলের জন্য কাজ করে থাকেন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, বিপন্ন মানুষের জন্য কি এখানে কথা বলা যাবে না ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বসুন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, মোহনপুর ব্লকে ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ ইমিডিয়েটলী সংগ্রহ করে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— তথ্য থাকলে আমি নিশ্চয়ই দেব। আমাকে তো আগে বলা হয়নি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পেপার কাটিং প্লেস করুন। প্রকাশ দাস মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই ঘটনা জানিয়েছেন। এস, ডি, ও, ডি, সি, পঞ্চায়েত প্রধান সেখানে গিয়েছিল। এরকম হতে পারে না। টোটাল ব্লককে বাদ দিয়ে বড়জলা থেকে সিমনা পর্য্যন্ত খবর নিলেন। আপনার দপ্তর কি চালাচ্ছে ?

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য আপনি বসুন।

উল্লেখ্য বিষয়ের পঞ্চমটি গত ২৬-৩-৯৮ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল চন্দ্র দাস মহোদয় উৎথাপন করেছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো গত ২৩শে মার্চ, ১৯৯৮ ইং তারিখে স্থানীয় দৈনিক সংবাদ পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় বৈরী হামলার আগাম খবর ছিল আরক্ষা দপ্তরে শিরোনামে প্রকাশিত ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল চন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত উল্লেখ্য বিষয়টির উপর বিবৃতি দিচ্ছি-গোয়েন্দা বিভাগের খবর প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যেহেতু খোয়াই, কল্যানপুর, তেলিয়ামুড়া থানাধীন এলাকাগুলিতে বৈরী দল চলাফেরা করে সেজন্য সর্বদা পুলিশ, প্যারা মিলিটারী ও আর্মির তরফ থেকে সব সময় অপরেশন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে থাকে।

গত ২২-৩-৯৮ ইং তারিখে টি, এস, আর এর দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়নের জওয়ানদের উপর কল্যাণপুর থানাধীন আমপুরায় বৈরী দল কর্তৃক আক্রমণের ঘটনাটি কল্যাণপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩০২/৩০৭/৩২৬/৩২৭/৩৭৯ ও অস্ত্র আইনের ২৭ ধারা এবং আন-ল-ফুল এ্যাকটিভিটিজ এ্যাক্ট্ এর ১৩ ধারা মূলে একটা মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। এই ঘটনার সংস্রবে একটি উচ্চ পর্য্যায়ের তদন্ত চলছে।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস ঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কিনা যে, ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকার শপথ নেবার আগের দিন থেকে ঠাকুরবাড়ী, বড় ময়দান, খাস কল্যাণপুর, পাগলা বাড়ী, সর্ব্বং, রোখরাই, এক্সাবাজার ও দেবতাবাড়ীতে এ, টি, টি, এফ-এর নেতৃত্বে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ৫০/৬০ জনের একটি গ্রুপ প্রকাশ্য দিনের বেলায় পশ্চিম কল্যাণপুর গাঁওসভার উপ-প্রধান মধু দেববর্মার নেতৃত্বে উনার বাড়ী থেকে শুরু করে নক্সীরায় দেববর্মার নির্দেশে প্রকাশ্যে এই সব এলাকায় চাঁদা তুলছিল।

শ্রীসমীর দেবসরকার ঃ— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে অসত্য তথ্য পরিবেশন করছেন। মধু দেববর্মাকে আমি চিনি। উনি প্রবীন ও ভালো লোক।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য আপনি বসুন।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস ঃ— সেই সময় এলাকার লোকেরা প্রতি মূহুর্তে থানার সামনে এসে পুলিশ অফিসার ইনচার্জকে বলেছে এই লোকগুলি সর্ব্বং-এর অমুক অমুক জায়গায় খাওয়া দাওয়া করছে। স্যার, আমি নিজে গিয়ে থানার ও, সি এবং এখানকার এস, ডি, ওকে বলেছি, ওরা তৎক্ষণাৎ ষ্টেপ নেবার জন্য আগরতলায় খবর পাঠিয়েছিলেন। এটা আমি জানি। তার পরবর্তী মুহুর্তে এখান থেকে নির্দেশ না পাওয়ায় আমার মনে হয় ওখান থেকে কারো মাধ্যমে কনভিন্সড হওয়ার কারণে কর্তৃপক্ষ নির্দেশ না দেওয়ায় আমপুরাতে এত বড় ঘটনা ঘটেছে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে সমস্ত তথ্যগুলি বলেছেন সেগুলি খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা ঘটনা যে উগ্রবাদীরা এন, এল, এফ, টি, এবং টাইগার ফোর্স তাদের কিছু কিছু সদস্য অস্ত্র নিয়ে এলাকায় ঘোরাফেরা করে চাঁদার নোটিশ দিয়ে মানুষকে ভয় দেখিয়ে চাঁদা আদায় করেছে। দিনের বেলায়ও অনেক সময় তাদের দেখা যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা তারা পুলিশকে জানান না তা নয়। কিন্তু এই রকম দেখা গেছে খবর যখন পুলিশের কাছে পৌঁছে তখন এটার যে দূরত্ব এই দূরত্ব কাভার করে, কারণ তারা তো আর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। তাই আধা সামরিক বাহিনী যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছায় তখন দেখা যায় তারা কিছুক্ষণের মধ্যে কাজ করে চলে যায়। কারণ এটার নিয়মই আণ্ডার গ্রাউণ্ড, তাই-ই করবে। ফলে খবর পাওয়া যায় না। এটা যেমন কিছু দুর্বলতা আবার খবর অন্-দি-স্পট ভেরী পারটিকুলার স্পট খবর পাওয়ার পর যখন তাঁরা যায় যখন উগ্রবাদীরা চলে যায় এই রকম কিছু ঘটনা। মাননীয় সদস্য আপনি যে বিষয়গুলি বলেছেন সবগুলি পরিষ্কার ভাবে বলা খুব কঠিন। আমি অনুরোধ করব তদন্ত যেহেতু চলছে আমরা আমাদের পুলিশের একজন উচ্চ পদস্থ অফিসার দিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তদন্ত কমিটি বসিয়েছি এবং তারা তদন্তে যাবেন দোষীদের সাব্যস্ত করার চেষ্টা করবেন। যারা নিহত হয়েছে এবং যাদের ঘর-বাড়ী পুড়েছে এই ইনফরমেশানগুলি তাদের দিয়ে আপনারা সাহায্য করুন। খোয়াইয়ের মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছে এই খবর পাওয়ার পর আগরতলা থেকে কেউ কনভিন্স্ করছে, "তোমরা যাবে না, ওরা মরুক"। সরকারের মধ্যে এই রকম কোন লোক নেই। বাইরে যদি কেউ থাকেন এবং তাদের সঙ্গে উগ্রবাদীদের যদি গোপন যোগাযোগ থাকে এই রকম ঘটনা আপনাদের জানা থাকলে এবং আমাদের দিলে আমরা সেটা পয়েন্ট আউট করার চেষ্টা করব। সরকার থেকে বরং আমরা প্রতিনিয়ত সচেষ্ট, যাতে এই রকম ঘটনা আর

না। ঘটতে পারে। এমনি একটা ঘটনা ঘটলে সাধারণ মানুষের চেয়ে সরকার বেশী উদ্বিগ্ন হোন।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস ঃ— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমি আজকেও কল্যাণপুরে যোগাযোগ করেছিলাম এবং সেই গ্রুপটা আবার নূতন করে অমর কলোনী, তোতাবাড়ী, মাইস ভাণ্ডার, গোজাখা ইত্যাদি জায়গায় প্রকাশ্য দিনের বেলায় চাঁদা কাটছে এবং পুলিশ পুনরায় বলছে এটা ডিসষ্টার্বড, এরিয়া আর্মি যায় না। মাননীয় মন্ত্রী যে কথা বলেছেন, ওখানে কাজ করতে গেলে পুলিশকে অনেক সময় অস্ত্র সঞ্চালন করতে হয়। ডিস্টার্বড এরিয়া ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে পুলিশ যেতে পারছে না। কিন্তু অমর কলোনীতে আগে যে ক্যাম্প ছিল সেই ক্যাম্প সরিয়ে নেওয়ার ফলে সেখানে এই কাজগুলি অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবে করা হচ্ছে। ওখানকার এলাকাবাসীকে নূতন করে রক্ষা করার জন্য ঐ অমর কলোনীতে ক্যাম্প আগে যেটা ছিল সেটা পুনরায় স্থাপন করা হবে কিনা, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, ভালই হলো আপনি যে প্রশ্নটা তুলেছেন যে, আর্মিকে নাকি ঠিকমত কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না, ইন্টারাপ্ট করা হচ্ছে। আপনি বলছেন আর্মি পুলিশকে যেতে দেয় না। এই জায়গায় গোটা খোয়াই এরিয়াই ডিষ্টার্বড এরিয়া। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আর্মি, পুলিশ, বি,এস,এফ; সি,আর,পি,এফ তারা ইন কো-অর্ডিন্যাশান কাজ করছে এবং তার জন্য একটা ষ্টেট লেভেল কমিটি আছে। প্রতি সাতদিনে তারা রিভিউ করে নেকসট্ ষ্ট্যাপ কি হবে ঠিক করে। ফলে আমাদের এই কমিটি আমি তো সে দিন মাত্র দায়িত্বে এসেছি এবং আমি সেটা চেক আপ করার চেষ্টা করছি। আর্মি অফিসারদের ডেকেছি এবং আমাদের পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা বলেছেন আমাদের এই কমিটি ওয়ার্ক করছেন। আমাদের জিজ্ঞাসা হচ্ছে মোকাবিলা করার প্রশ্ন আছে এখন এটা ঘটছে কো-অর্ডিনেশানের মধ্যে কোন গ্যাপ থাকলে আমরা দেখব কিন্তু কো অর্ডিনেশানে কোন গ্যাপ নেই। উপদ্রুত অঞ্চলের মধ্যে আর্মি তো প্রধান ভূমিকা নিচ্ছে কাজেই সেই জায়গায় যদি কোন ক্যাম্পের প্রশ্ন থাকে পুলিশ, আধা সামরিক বাহিনী কোন কোন জায়গায় আছে। আর্মির সঙ্গে এটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল প্রথম দিকে তাদের আপত্তি ছিল ক্যাম্পের দরকার নেই কিন্তু এখন তারা বাস্তবতা উপলব্ধি করে। বলছেন কোন কোন জায়গার ক্যাম্পের প্রয়োজন আছে।

আমরা আবার এটাও প্রশ্ন শুধু যদি ক্যাম্প ছড়িয়ে দেই, তাহলে পরে এরা যারা এই জায়গা থেকে সেই জায়গায়, ধরুন পারটিকুলার একটা জায়গায় আপনি একটা গ্রুপ দেখেছেন সেখানে একটা ক্যাম্প হল, তখন তারা-ত আর সেই জায়গায় থাকছে না, তারা আর একটা জায়গায়

চলে যাবে। এই করে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের দুই হাজার স্পটে ঘুরতে থাকে। একটা গ্রুপ ৫টা জায়গায়ও যেতে পারে। তাহলে সব জায়গায় ত আর ক্যাম্প দেওয়া যাবেনা। একটা স্ট্রাগলিং ফোর্স লাগবে, তার কোম্বিং অপারেশনের জন্য লোক লাগবে এই ব্যবস্থাগুলি করার প্রশ্নে কতগুলি স্ট্রেটেজিক ব্যাপার আছে। আর একটা ব্যাপার মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়ার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম, আর একটা এইরকম ছিল ছেছুয়ার ব্যাপারটা। কাজেই এইরকম অনেকগুলি জায়গাতেই সমস্যা রয়ে গেছে। কি কি ঘটনা হয়েছে। ফ্যাক্সের মাধ্যমে আমরা জানিয়েছি। আমরা যতটুকু সাধ্য চেষ্টা করছি। কাজেই এই জায়গায় মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে, এখানে যদি কোন গ্যাপ থাকে আমাদের দেখতে হবে। আমরা রেগুলার বসার চেষ্টা করছি এবং সমস্যাটা অস্বীকার করছি না। আমি নিজেও বলছি যে, এটা ঘটনা যে তারা কোন কোন জায়গায় ঘুরছে, নোটিশ দিচ্ছে, চাঁদা তুলছে, চাঁদা যদি ঠিকমত না পাচ্ছে সেই জায়গায় কারো কারো জীবন নিয়ে নিচ্ছে। এটা ঘটনা।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে, আমপুরাতে যে ঘটনা ঘটেছে, যা আমরা পত্রিকায় দেখেছিলাম, তার মধ্যে এন,এল,এফ,টি, বা তার সহযোগীরা এই কাজটা করেছে। তাদের বাহিনী আমি যতটুকু জানি যেহেতু খোয়াই শহরে আমার বাস সেখানে দেখি এন,এল,এফ,টি, যারা ধরা পড়েছে, বিশেষ করে কল্যাণপুর এলাকায় বা তার আশ পাশ এলাকায় তারা এই ধরণের কাজ করছে, তাদেরকে জামিন আনার জন্য আজকে এখানে মাননীয় সদস্য কাজল দাস মহোদয় এখানে আছেন, বিগত দিনগুলিতে উনার একটা বিশেষ ভূমিকা দেখেছিলাম যারা বিভিন্ন মামলায় ধরা পড়েছেন তাদেরকে জামিন দিয়ে আনার জন্য। এই ঘটনাগুলিকে বিধানসভায় উল্টো দেখা যায়। এখানে বিধানসভাকে, রাজ্যবাসীকে বিভ্রান্ত করার জন্য বিবৃতি দিচ্ছেন। সেখানে মধু দেববর্মার কথা বলা হয়েছে ওকে আমরা চিনি, গত কয়েকদিন আগে, নির্বাচনের কয়েকদিন আগে, সেই মধু দেববর্মা উগ্রপন্থীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আহত হয়েছেন। এখনও তিনি বাড়ীতে থাকতে পারছেন না, চিকিৎসা করাচ্ছেন। এই ঘটনাগুলি জানা আছে কিনা এবং যারা এন, এল, এফ টি সহযোগী নির্বাচনের কাজে মাননীয় সদস্য ব্যবহার করেছেন এবং তার পক্ষে কাজ করেছেন এই এন, এল, টি সহযোগীরা এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা এবং এটা দেখবেন কিনা ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে এটাই-ত ঘটনা যে বিভিন্ন জায়গায় উগ্রবাদী যারা কাজের সঙ্গে যুক্ত তারা একা নিজের শক্তির উপর এগুলি করতে পারে না। তাদের হারবারেজ আছে, তাদের কোলাবরেটার আছে। কোন কোন জায়গায় আর্মি বা প্যারা মিলিটারী ফোর্স সেই হারবারেজদের বা কোলাবরেটরদের যদি গ্রেপ্তার করে থাকে এবং তাকে গ্রেপ্তার করে

থানায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে মাঝখানে বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। আমি এখানে কোন দলের নাম বলব না। লক্ষ্য করা গেছে সেখানে কিছু দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল যারা এই ঘটনাগুলি ঘটলে পরে সেখান থেকে একটা রাজনৈতিক শ্লোগান তোলার চেষ্টা করে। তাদেরকে ধরে এনে যখন তাদের থেকে তথ্য বের করার চেষ্টা হয় বা তাদের মাধ্যমে উগ্রবাদীদের এগুলি তথাৎ কার্যকলাপ বেরোলোর চেষ্টা করা হয়, তাদেরকে আনার ক্ষেত্রে বাঁধার সৃষ্টি হয়। ওখানে তার একটা ল অর্ডার প্রোব্লেম ক্রিয়েট করার চেষ্টা করে। যার জন্য এই সমস্যা হচ্ছে। একদিকে আমরা সবাই মিলে বলছি যে, উগ্রবাদীদের সমস্যার সামাধান চাই এবং তার জন্য কতগুলি স্টেপ নেওয়ার চেষ্টা হয়, তখন তাদেরকে আবার প্রিভেন্ট করার জন্য কতগুলি কৌশলও সেখানে বের করা হচ্ছে। বোথ দি থিংগস কেন নট গো টুগেদার। কাজেই এই জায়গায় আমাদের একটা জায়গায় অনেষ্ট হতে হবে, সিনসিয়ার হতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি, সবাই এই হাউসের মধ্যে এই ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করছে। এই জায়গায় আমরা একটা কারেক্ট স্টেপ সবাই মিলে নেব। এখানে যে প্রশ্নটা এসেছে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এগুলি ধরুন, কাউকে যদি গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়, মাননীয় সদস্য তিনি যদি মনে করে থাকেন যে লোকটা নিরপরাধ তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছেন, তার জন্য তাকে ছাড়ার জন্য বেল চাইতেই পারেন। আর যদি আপনি মনে করেন যে না উনি অপরাধী, তাহলে আপনি আপনার মত করে অভিযোগ করুন। এই নিয়ে-ত পুলিশ ঠিক করবে। কাজেই আমরা বিধানসভায় বসে এই নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবনা। তবে অনুরোধ থাকবে সবার কাছে উগ্রবাদী কার্যকলাপ মোকাবিলা করার জন্য তাদের যারা সহযোগী তাদেরকে যাতে আমরা কেউ সহযোগিতা না করি ত্রিপুরার স্বার্থে।

মিঃ স্পীকার :— এখন-ত রেফারেন্স পিরিয়ড শেষ। প্রশ্ন হচ্ছে আরো অনেকগুলি রেফারেন্স এবং কলিং অ্যাটেনশান আছে। হাউস যদি মনে করেন তাহলে এটা লে হয়ে যেতে পারে। তাহলে পরে অন্য যে আপনার প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশান আছে এতে সময় আপনারা বেশী পাবেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশান আছে, এটা ত কারটেল করা যাবেনা সুতরাং এগুলি লে করে দিলে চলবে। লে করে দিয়ে প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশান আরম্ভ করুন।

(বাকী সমস্ত রেফারেন্সের নোটিশের উপর বক্তব্য এবং দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশগুলি লে করে দেওয়া হয়)। ANNEXURE'S—'C' & 'D'

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

মিঃ স্পীকার :— আমি একটি ঘোষনা দিচ্ছি, মাননীয় সদস্যদের অনেকের আইডেন্টিফিকেশান কার্ড নেই। তাদের সবাইকে ফটো তুলতে হবে। আমাদের ফটোগ্রফার আছেন। আপনারা একটার সময় ফটো তুলে নেবেন।

এই সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

After Recess at 2-00 PM

LAYING OF PAPER ON THE TABLE

Mr. Speaker :— Now the businss before the House, laying of a Copy of The Tripura Tea Companies (Taking over of Management of Certain Tea Units) (Second Amendment) ordinance, 1997 (Tripura Ordinance No. 3 1997) "Now, I request the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Deptt. to lay the above Ordinance on the Table of the House.

Shri Pabitra Kar (Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay a copy of The Tripura Tea Companies (Taking over of Management of Certain Tea Units) (Second Amendment) Ordinance, 1997 (Tripura Ordinance No. 3 of 1997)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের সভায় পেশ করা অর্ডিন্যান্স-এর প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

FORM \TION OF ASSEMBLY COMMITTEES

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, এখন আমি ঘোষনা দিচ্ছি যে, ১৯৯৮ইং সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৯৯ সালের ৩১ শে মার্চ পর্য্যন্ত পাবলিক এ্যাকাউন্টস্ কমিটি, এ্যাষ্টিমেটস্ কমিটি, পাবলিক আণ্ডারটেকিংস্ কমিটি, কমিটি অন্ ওয়েলফেয়ার অব সিডিউল ট্রাইবস্ এবং কমিটি অন্ ওয়েলফেয়ার অব্ সিডিউল কাষ্টস্ গঠন করার জন্য মাননীয় সদস্যদের মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে গত ২৩শে মার্চ, সোমবার, ১৯৯৮ইং তারিখ আমি এই সভায় ঘোষণা দিয়েছিলাম। তদানুযায়ী উক্ত কমিটিগুলির প্রত্যেকটির ১১টি করে মনোনয়নপত্র যথা সময়ে পাওয়া গিয়েছে। সবগুলি মনোয়নপত্র পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

পরীক্ষান্তে দেখা গেছে সবগুলি মনোনয়নপত্রই বৈধ এবং কোন সদস্যই উনার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেননি। উপরোক্ত কমিটিগুলির প্রত্যেকটির সদস্য সংখ্যা ১১ জন। মনোনয়ন পত্রও পাওয়া গিয়েছে ১১টি করে এবং সবগুলিই বৈধ। কজেই নির্বাচনের প্রয়োজন নেই। তাই আমি উক্ত কমিটিগুলির জন্য মনোয়ন পত্র দাখিলকারী মাননীয় সদস্য মহোদয়দের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করছি।

নির্বাচিত সদস্য মহোদয়দের নাম হলো ঃ –

১) পাব্লিক এ্যাকাণ্টস্ কমিটি

১)	শ্রীসমীর দেব সরকার	সদস্য
২)	শ্রীসুধীর দাস	সদস্য
৩)	শ্রীপ্রনব দেববর্মা	সদস্য
৪)	শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং	সদস্য
৫)	শ্রীবাসুদেব মজুমদার	সদস্য
৬)	শ্রীমানিক দে	সদস্য
৭)	শ্রীমনোরঞ্জন দেববর্মা	সদস্য
৮)	শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায়	সদস্য
৯)	শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা	সদস্য
১০)	শ্রীকাশীরাম রিয়াং	সদস্য
১১)	শ্রীজওহর সাহা	সদস্য

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়কে পাবলিক এ্যাকাউন্টস্ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

২) এ্যাষ্টিমেটস্ কমিটি

১)	শ্রীবিধুভুষণ মালাকার	সদস্য
২)	শ্রীসমীর দেব সরকার	সদস্য
৩)	শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া	সদস্য
৪)	শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা	সদস্য
৫)	শ্রীগৌরকান্তি গোস্বামী	সদস্য
৬)	শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী	সদস্য
৭)	শ্রীপদ্মকুমার দেববর্মা	সদস্য
৮)	শ্রীমতি সন্ধ্যা রাণী দেববর্মা	সদস্য
৯)	শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া	সদস্য
১০)	শ্রীমধুসুধন সাহা	সদস্য
১১)	শ্রীসুদীপ রায় বর্মন	সদস্য

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয়কে এ্যাষ্টিমেটস্ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

৩) পাবলিক আণ্ডারটেকিংস্ কমিটি

১)	শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ	সদস্য
২)	শ্রীসুধন দাস	সদস্য
৩)	শ্রীঅমিতাভ দত্ত	সদস্য
৪)	শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং	সদস্য
৫)	শ্রীগৌরকান্তি গোস্বামী	সদস্য
৬)	শ্রীগীতামোহন ত্রিপুরা	সদস্য
৭)	শ্রীমানিক দে	সদস্য
৮)	শ্রীমতি বৈজয়ন্তী কলই	সদস্য
৯)	শ্রীবিল্লাল মিঞা	সদস্য
১০)	শ্রীদীপককুমার রায়	সদস্য
১১)	শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া	সদস্য

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত মহোদয়কে পাবলিক আণ্ডারটেকিংস্ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

৪) কমিটি অন্ ওয়েলফেয়ার অব সিডিউল কাস্টস্

১)	শ্রীবিধুভূষণ মালাকার	সদস্য
২)	শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ	সদস্য
৩)	শ্রীসুধন দাস	সদস্য
৪)	শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস	সদস্য
৫)	শ্রীঅমিতাভ দত্ত	সদস্য
৬)	শ্রীমনোরঞ্জন দেববর্মা	সদস্য
৭)	শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী	সদস্য
৮)	শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায়	সদস্য
৯)	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস	সদস্য
১০)	শ্রীরতনলাল নাথ	সদস্য
১১)	শ্রীকাজলচন্দ্র দাস	সদস্য

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষণ মালাকার মহোদয়কে কমিটি অন ওয়েলফেয়ার অব সিডিউল কাস্টস্-এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

৫) কমিটি অন ওয়েলফেয়ার অব সিডিউল ট্রাইবস্

১)	শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া	সদস্য
২)	শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা	সদস্য
৩)	শ্রীপ্রনব দেববর্মা	সদস্য
৪)	শ্রীবাসুদেব মজুমদার	সদস্য
৫)	শ্রীঅনিল চাকমা	সদস্য
৬)	শ্রীপদ্মকুমার দেববর্মা	সদস্য
৭)	শ্রীগীতামোহন ত্রিপুরা	সদস্য
৮)	শ্রীমতি বৈজয়ন্তী কলই	সদস্য
৯)	শ্রীবিরজিৎ সিন্হা	সদস্য
১০)	শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা	সদস্য
১১)	শ্রীবিজয় কুমার রাংখল	সদস্য

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে কমিটি অন্ ওয়েলফেয়ার অব সিডিউড ট্রাইবস্-এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে জানাচ্ছি যে, বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা অনুসারে ১৯৯৮ ইং সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৯৯ ইং সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত কমিটিগুলি গঠন করা হয়েছে। এখন আমি কমিটিগুলির নাম এবং কমিটিতে যে সকল সদস্য মহোদয়গণ মনোনীত হয়েছেন তাদের নাম এবং কমিটিগুলির চেয়ারম্যানদের নাম একসঙ্গে ঘোষণা করছি।

(১) ঃ রুলস্ কমিটি ঃ

১)	শ্রীজীতেন্দ্র সরকার, স্পীকার, এক্স-অফিসিও,	চেয়ারম্যান
২)	শ্রীসুবল রুদ্র, ডেপুটি স্পীকার, এক্স-অফিসিও	সদস্য
৩)	শ্রীঅমিতাভ দত্ত	সদস্য
৪)	শ্রীসুধীর দাস	সদস্য
৫)	শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায়	সদস্য
৬)	শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ	সদস্য
৭)	শ্রীবিজয়কুমার রাংখল	সদস্য
৮)	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস	সদস্য
৯)	শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা	সদস্য

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২৫৯ ধারা মতে অধ্যক্ষ মহোদয় রুলস্ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হয়ে থাকবেন।

(২) ঃ কমিটি অন্ প্রিভিলেজ ঃ

১)	শ্রীঅভিজিৎ দত্ত	সদস্য
২)	শ্রীগৌরকান্তি গোস্বামী	সদস্য
৩)	শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং	সদস্য
৪)	শ্রীঅনিল চাকমা	সদস্য
৫)	শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা	সদস্য
৬)	শ্রীবাসুদেব মজুমদার	সদস্য
৭)	শ্রীরতনলাল নাথ	সদস্য
৮)	শ্রীসুদীপ রায় বর্মন	সদস্য
৯)	শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া	সদস্য

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা মহোদয়কে কমিটি অন্ প্রিভিলেজ এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

(৩) ঃ লাইব্রেরী কমিটি ঃ

১)	শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা	সদস্য
২)	শ্রীবিধুভূষণ মালাকার	সদস্য
৩)	শ্রীপ্রণব দেববর্মা	সদস্য
৪)	শ্রীগৌরকান্তি গোস্বামী	সদস্য
৫)	শ্রীঅনিল চাকমা	সদস্য
৬)	শ্রীজয় গোবিন্দ দেবরায়	সদস্য
৭)	শ্রীদিলীপ সরকার	সদস্য
৮)	শ্রীকাজলচন্দ্র দাস	সদস্য
৯)	শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা	সদস্য

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা মহোদয়কে লাইব্রেরী কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— (৪) কমিটি অন্ ডেলিগেটেড লেজিসলেশান

১। শ্রী উমেশচন্দ্র নাথ, সদস্য
২। শ্রী বিন্দুরাম রিয়াং সদস্য
৩। শ্রী গীতামোহন ত্রিপুরা সদস্য
৪। শ্রী বাসুদেব মজুমদার সদস্য
৫। শ্রী সুধীর দাস সদস্য
৬। শ্রী সুধনচন্দ্র দাস সদস্য
৭। শ্রী দিলীপ সরকার সদস্য
৮। শ্রী মধুসূদন সাহা সদস্য
৯। শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া সদস্য

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রী উমেশচন্দ্র নাথ মহোদয়কে কমিটি অন্ ডেলিগেটেড লেজিসলেশান এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

(৫) কমিটি অন্ গভর্মেন্ট অ্যাস্যুরেন্স

১। শ্রী বিন্দুরাম রিয়াং সদস্য
২। শ্রী মানিক দে সদস্য
৩। শ্রী মতিসন্ধ্যারাণী দেববর্মা সদস্য
৪। শ্রী পদ্মকুমার দেববর্মা সদস্য
৫। শ্রী প্রনব দেববর্মা সদস্য
৬। শ্রী নারায়ণচন্দ্র চৌধুরী সদস্য
৭। শ্রী জওহর সাহা সদস্য
৮। শ্রী রতনলাল নাথ সদস্য
৯। শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা সদস্য

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং মহোদয়কে কমিটি অন্ গভর্ণমেণ্ট অ্যাস্যুরেন্স কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

(৬) কমিটি অন্ পিটিশানস্

১। শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া সদস্য
২। শ্রী সমীর দেব সরকার সদস্য

৩। শ্রী সুধন দাস — সদস্য
৪। শ্রী অমিতাভ দত্ত — সদস্য
৫। শ্রীমতি বৈজয়ন্তী কলই — সদস্য
৬। শ্রী নারায়ণচন্দ্র চৌধুরী — সদস্য
৭। শ্রী বীরজিৎ সিন্‌হা — সদস্য
৮। শ্রী বিল্লাল মিঞা — সদস্য
৯। শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা — সদস্য

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সুধন দাস মহোদয়কে কমিটি অন্ পিটিশানস্-এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

(৭) কমিটি অন্ অ্যাব্‌সেন্স অব মেম্বারস্‌ ফ্রম দি সিটিংস অব দ্যা হাউস

১। শ্রী সুধীরচন্দ্র দাস — সদস্য
২। শ্রী গীতামোহন ত্রিপুরা — সদস্য
৩। শ্রী বিধুভূষণ মালাকার — সদস্য
৪। শ্রী বাসুদেব মজুমদার — সদস্য
৫। শ্রীমতি সন্ধ্যারাণী দেববর্মা — সদস্য
৬। শ্রী মনোরঞ্জন দেববর্মা — সদস্য
৭। শ্রী প্রকাশচন্দ্র দাস — সদস্য
৮। শ্রী কাজলচন্দ্র দাস — সদস্য
৯। শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া — সদস্য

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর দাস মহোদয়কে কমিটি অন্ অ্যাবসেন্স অব মেম্বারস্ ফ্রম দ্যা সিটিং অব দ্যা হাউস-এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

(৮) হাউস কমিটি

১। শ্রী প্রনব দেববর্মা — সদস্য
২। শ্রী বিধুভূষণ মালাকার — সদস্য
৩। শ্রী মনোরঞ্জন দেববর্মা — সদস্য
৪। শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া — সদস্য
৫। শ্রী সুধন দাস — সদস্য
৬। শ্রী মানিক দে — সদস্য
৭। শ্রী দীপককুমার রায় — সদস্য
৮। শ্রী জওহর সাহা — সদস্য
৯। শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া — সদস্য

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রী প্রনব দেববর্মা মহোদয়কে হাউস কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করছি।

GOVERNMENT BILLS - Considered and passed

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, The Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill 1998 (Tripura Bill no. 4 of 1998)

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Sri Badal Chowdhury (Minister) .— Mr. Speaker Sir, I beg to move "The Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1998 (Tripura Bill no. 4 of 1998)" be taken into consideration.

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎযাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো "The Tripura Appropriation (Vote on Account) bill, 1998 (Tripura bill no. 4 of 1998)"

(THE MOTION WAS PASSED BY VOICE VOTE).

মিঃ স্পীকার ঃ আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং হইতে ৩ নং পর্যান্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের ধারাগুলি ধ্বনিভোটে বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি এখন বিলের অনুসূচীটি (সিডিউল) ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি (সিডিউল) এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।)

(বিলের অনুসূচীটি (সিডিউল) বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, বিলের শিরোনামটি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক"।

(অতঃপর ধ্বনি ভোটে বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Tripura Appropriation (Vote on Account) bill, 1998 (Tripura bill no. 4 of 1998)." পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি অর্থ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উৎথাপন করার জন্য।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি প্রস্তাব করছি যে, The Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 4 of 1998)" পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো, "The Tripura Approprlation (Vote on Account) bill, 199৮ bill no. 4 of 1998)" পাশ করা হউক।

(অতঃপর ধ্বনি ভোটে আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।)

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Tripura Apprepriation (no. 2) bill, 1998 (Tripura bill no 5 of 1998)." এই সভায় বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Appropriation (no. 2) bill. 1998 (Tripura bill no. 5 of 1998." বিবেচনা করা হউক।

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাব হলো, "The Tripriation on. 2 bill, 1998 (Tripura bill on. 5 of 1998)." বিবেচনা করা হউক।

(অতঃপর ধ্বনি ভোটে প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং হইতে ৩ নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

অতঃপর উক্ত বিলের ধারাগুলি বিলের অংশরূপে ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং হইতে ৩ নং পর্য্যন্ত গণ্য করা হউক।

(অতঃপর উক্ত বিলের ধারাগুলি বিলেন অংশরূপে ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি এখন বিলের অনুসূচীটি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(অতঃপর উক্ত অনুসূচীটি ধ্বনি ভোটের এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(অতঃপর বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলেব অংশরূপে ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।)

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Tripura Appropriation (No 2) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 5 of 1998)." পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Appropriation (No 2) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 5 of 1998)." পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো-"The Tripura Appropriation (No 2) Bill. 1998 (Tripura Bill No. 5 of 1998)." পাশ করা হউক।

(অতঃপর ধ্বনি ভোটে আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Tripura Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) (Second Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 1 of 1998," এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) (Second Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No, 1 of 1998)," বিবেচনা করা হউক।

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো, "The Tripura Public premises (Eviction of Unauthorised Occupants) (Second Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 1 of 1998)" বিবেচনা করা হউক।

(অতঃপর, প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখছি প্রত্যেকটা বিল যেভাবে করা হয় সেখানে টেকনিক্যাল একটা ষ্টেটমেন্ট থাকে এবং ফিনান্সিয়াল একটা ষ্টেটমেন্ট থাকে এটা খরচ হউক বা না হউক। তবে হবে কি হবে না এই ব্যাপারে এখানে নীরব। কাজেই, আমাদের রুলস অব প্রসিডিউরে যেটা বলা আছে তাতে ফিনান্সিয়াল একটা ষ্টেটমেন্ট থাকতে হয়। কিন্তু এটা এখানে করা হয়নি। আমার মনে হয় এই দিকটা মন্ত্রী মহোদয় একটু খতিয়ে দেখা উচিৎ ছিল।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ—স্যার, এটার তো ফিনান্সিয়াল রিপোর্টটা আছে। এটা ফিনান্সিয়াল ইনভলমেন্ট-এ এই বিলের সঙ্গে কিছু নেই। সুতরাং ঠিক আছে, এটা খতিয়ে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং ও ২নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(অতঃপর বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :— "বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(অতঃপর বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরূপে ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, ' The Tripura public premises (Eviction of Unauthorised Occupants) (Second Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No, 1 of 1998) পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— Mr. Speaker sir, I beg to move, that "The Tripura public premises (Eviction of Un-authorised Occupants) (Second Amendment) Bill, 1998, (Tripura Bill No, 1 of 1998) be taken into consideration and also that the Bill be passed."

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো, ' The Tripura public premises (Eviction of Un-authorised Occupants) (Second Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No, 1 of 1998).' পাশ করা হউক।

(অতঃপর আলোচ্য বিলটি ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION-Adopted in amended from

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, "প্রাইভেট মেম্বারস রিজিউলিউশান।" আজকের কার্যসূচীতে দুইটি প্রাইভেট মেম্বারস রিজিউলিউশান আছে। প্রথম রিজিউলিউশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুদীপ রায় বর্মন মহোদয় এবং দ্বিতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয়।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীসুদীপ রায় বর্মন মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিউলিউশানটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন (আগরতলা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আমার রিজিউলিউশানটি সভায় উত্থাপন করছি।

রিজিউলিউশানটি হলো, এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, এ. ডি. সি. এলাকাভুক্ত ভিলেজ কমিটির নির্বাচন আগামীতিন মাসের মধ্যে সম্পন্ন করে জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীসুদীপ রায় বর্মন কর্তৃক উত্থাপিত রিজিউলিউশানটির উপর মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় একটা সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন। এবং এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করে সংশোধনী নোটিশটি হাউসে উত্থাপনের জন্য অনুমতি দিয়েছি। এই সংশোধনের কপি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ পেয়েছেন। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে অনুরোধ করছি তার সংশোধনী প্রস্তাবটি সভায় উত্থাপন করার জন্যে।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার সংশোধনী প্রস্তাবটি উত্থাপন করছি সংশোধনী প্রস্তাব যে শব্দ আগামী তিন মাসের মধ্যে রিজিউলিউশনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় লাইনের সেটি হবে 'যথা শীঘ্র সম্ভব।'

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীসুদীপ রায় বর্মণকে অনুরোধ করছি ওনার প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য রাখতে।

Shri Sudeep Roy Barman :— Mr. Speaker Sir, in support of my Resolution I would sincerely hope in the greatest interest of the state and particularly the vast tribal population the Resolution will be passed I would ask upon my friends the opposition as well as the Treasery Bench to support this resolution unanumoushy. And the same time I find an amendment to this resolution brought by Mr Khagendra Jamatia, stating that "AGAMI TIN MASER MADHYE" be substitued by "JATHA SEEGRA SAMBAB". I find that Jatha seegra Sambhab vague which got no meaning and limitation. Mr. Speaker Sir, very wishly say the repeat of falsehood of hundred times it becomes stronger than strongest truth. This is axactly what the member of treasury bench are doing to day. They plan the budding tribal ganeration which is yet to select their council for idealing uses and take over the glory on themselves. I am reminded of what Mr. Bhupen Datta Bhowmik once said a renowned Editor of Dainik Sambad, that the Government changed the tribal fools; But the population of tribal knows Govt. Strying to make them fool. We heard last several years the consern on the rolling Left Front regarding the Democretic rights and privilaqe of the tribal people. We have also

witnessed Crocodile tears sad by the Government. In this connection, it may not be out of mention utmost gratitute that the limited self rule the tribal brethrer are enjog in Tripura to day because of the sagacious commitment towards cause by late beloved Prime Ministe Mrs. Indira Gandi. It was first April 1985 by way of amending the constitution TTAADC was born. Yet the friends of the treasury bench they miss no opportunity to call themselve the champign of the of the tribal. It is nothing due to Mr. Speaker sir, all of them always practied the art of drawning the weaknes of people. But this time if is bomourein to them. Last election result will clearly indicate with their vote bank is no more with them. I appeal to the member of the treasury bench the read line, what ever between the words. Coming back to the panchyat Election, we all know after the 3rd Left Fornt Ministry regined by office in April, 1993. Panchyat election were held without proper elecyorel rules without proper delimitation and reservation and even up providing minium opportunity to the opposition parties. Oppositicn parties were obstracted to submit their nomination papers also. This expeses their so called commitment to the decentraliation of power to the grass root level. Mr. Speaker Sir, A.D.C. covers 70% of the total area, with 74.67 tribal populations having 462 revenue villages. Yet no election has taken place over there. This is certainly are deliberate steps for depriving the tribal people from the legitimate rights to share the powor of Government in the gross root leval. Mr. Spoaker Sir, we speak of problems in this House, we speak of problems are extremey, we speaks of development problems, we speaks of deteriorating law and order problems. But, I am very happy that the Leader of the House, Hon'ble Chief Ministe in this House very categorically said that he sought for common approach in redressig this problems. I believe the Hon'ble chief Minister is honest, in evrey matter what he said. If that be so then the first step should be to hold the election immediately. Mr. Speaker Sir. when he was speaking in this House for a Concerted approach, let us be very free and tair and let us be open on the issue on our cards. So, that the people of Tripura will be heppy if it devise all logic as to why village Committee election could not be held still date. Mr. speaker Sir, there are lot of issues which concerned the common men in the villages. Only they know the reason If you want peace, progress and prosperity in the state, I think the whole of House will agree with me. This is the first step for taking decision and holding the election within three months delayed. Mr. Speaker Sir, about the present nominated village committees he list said

majority of these Committee moved by the ruling Left Front cadres withoutany sanction or verdict of the common people. And thus without any responsibility they fail to discharge their duties. Functioning of thise bodies have bembited the entire socio-econimic and even up to the extent of political develcpment in the state. The villages Tripura of boring and volcaning Corruption will ceteinly spared further unless we take our genuine step to solve these problems with this few wards I once again appeals each one of all to come forwerd of support the Resolution in the greater interest of the steps, in the greater interest of the state as a whole and strongly appose the amendment to Private members resolution submittcd by Mr. Knegendre Jamatia and request him to withdraw his amendment and support the resulation put by me. Thank you.

মিঃ স্পীকার ঃ এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে মাননীয় সদস্য শ্রীসুদীপ রায় বর্মন মহোদয় কর্তৃক আনীত প্রাইভেট মেম্বার্স রিজিউলিউশানের উপর যে অ্যামেন্টমেন্ট এনেছেন তার উপর বক্তব্য রাখতে। এখনে আমি মাননীয় সদস্যদেরকে জানাচ্ছি যে বিরোধী দল থেকে আমি দুইজন মেম্বারের নাম পেয়েছি এর উপরে আলোচনা করার জন্য। রুলিং পার্টি থেকে কেহ বলতে চাইলে নাম দেবেন। এখানে আমি মাননীয় সদস্যদের সময়ও জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের এখানে আজকে দু'টি প্রাইভেট মেম্বার্স রিজিউলিশান এসেছে। এই দু'টির উপর আমাদের সময় নির্দিষ্ট আছে ২-৩০ মিঃ অর্থাৎ ১৫০ মিনিট। এই ১৫০ মিনিট থেকে বিরোধী দল পাবেন, ৫০ মিনিট এবং রুলিং পার্টি পাবেন ১০০ মিনিট।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ - মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসুদীপ রায় বর্মন মহোদয় প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশান এনেছেন তার উপর আমার একটি সংশোধনী আছে। আমার সংশোধনী হচ্ছে, যেখানে আগামী তিন মাসের মধ্যে কথাটি লেখা আছে সেখানে হবে যথা শীঘ্র সম্ভব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি যে, ত্রিপুরা রাজ্যের স্ব-শাসিত জেলার মধ্যে রেভেনিউ ভিলেজ আছে, ৪৬১টি, ভিলেজ কমিটি আছে, ৪৩২টি, জোন্যাল অফিস আছে ৪টি এবং সাব-জোন্যাল অফিস আছে, ২২টি। কাজেই আমি আশা করব এখানে জুন মাসের মধ্যে নির্বাচন করা সম্ভব হবে না এ কারণে যথা শীঘ্র সম্ভব নির্বাচন করার জন্য যে অ্যামেণ্ডমেন্ট আমি এনেছি, এই অ্যামেণ্ডমেন্টকে সবাই সমর্থন করবেন। তাছড়া আমি জানি, ভিলেজ কমিটির নির্বাচন কোর্টে চলে গেছে। এখন এটা কোর্টের ব্যাপার। কাজেই যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোর্টের রায় না হবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুই করা যাবে না।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ - পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, ইট ইজ নট কারেট। কোর্টের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— স্যার, আমরা বুঝতে পারছি, এখানে যে রিজলিউশান আনা হয়েছে তা দুরভিসন্ধিমূলক। আমরা ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্য্যন্ত এই রাজ্যে জোটের আমল দেখেছি। তখন আপনারা নির্বাচিত পঞ্চায়েত গুলিকে পর্য্যন্ত ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচন করবেন ? কিন্তু করেছিলেন কি ? ১৯৯০ সালে বে-আইনীভাবে এ, ডি, সি, দখল করেছিলেন। স্যার, আমরা রাজ্য সরকারের পক্ষে জাতি-উপজাতিদের জন্য অর্থাৎ কারা এ, ডি, সি,তে থাকবে, আর কারা এ, ডি সি, থেকে বেড়িয়ে আসবে, এবং এ, ডি সি-এর সীমানা নির্ধারণ করার জন্য দু'জন সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কৌশিক ভট্টাচার্য এবং সলিল দেববর্মা। স্যার, আমরা সবাই জানি' বামফ্রন্ট নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং সে অনুযায়ী জনসাধারণে হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে আগ্রহী। জোট সরকারই তা মানেনি। মানুষের অধিকার কিভাবে খর্ব করা হয়েছিল তা আমরা ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে দেখেছি। স্যার, ভিলেজ কমিটি ভাঙ্গার জন্যে তাঁরা সুপ্রীম কোর্ট পর্য্যন্ত গিয়েছে। কংগ্রেস যুব সমিতি সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ৩/৪টি গ্রুপে কোর্টে গিয়েছিল। এবং যার ফলশ্রুতি আমরা এ, ডি, সি, তে ৪টি সীটে নির্বাচন করতে পারিনি। এ, ডি, সি,তে সীট ২৮। নির্বাচন হয়েছে ২৪টিতে। এই ২৪টির মধ্যে ২৩ জন আছেন বামফ্রন্টের এবং যুব সমিতির একজন আছেন।

আমরা দেখেছি ১৯৯০ সালে এ, ডি, সিতে তারা কি করেছিলেন ? শুধু উন্নয়নের নামে লুটপাট চলত। আমরা দেখেছি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে তারা কিভাবে লুটপাট করেছিলেন। ১৯৯৫ ইং সালে যুব সমিতি একমাত্র আসনে জয়ী হয়েছিল। সুতরাং এই নির্বাচনই প্রমান আপনারা উন্নয়নের নামে কি করেছিলেন। স্যার, কোর্টের রায় না হওয়া পর্য্যন্ত ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, ১৯৯৩ ইং সালে আমরা ক্ষমতায় আসার সাথে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন করেছি, ল্যাম্পস, প্যাকস, সমবায় সমিতিগুলিতে নির্বাচন করেছি। আমরা মানুষের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। স্যার, মাননীয় সদস্য সুদীপ রায় বর্মন যে প্রস্তাবটা এনেছেন সেটাকে আমি বিরোধিতা করছি এবং এই প্রস্তাবের উপর আমি যে এমেণ্ডমেন্ট এনেছি সেই এমেণ্ডমেন্টকে সমর্থন করছি এবং আশা করছি মাননীয় বিরোধী সদস্য মহোদয়রাও আমার এই এমেণ্ডমেন্টকে সমর্থন করবেন। এই বিশ্বাস রেখে আমার এমেণ্ডমেন্টকে আবার সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা। মাননীয় সদস্য আপনি ১০ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী সুদীপ রায় বর্মন মহোদয় এখানে প্রাইভেট মেম্বারস রিজলিউশান এনেছেন এটাকে সমর্থন করছি এবং ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে মাননীয় সদস্য শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধিতা করে আমি আমার

বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য খগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় রিজলিউশানটির সম্পর্কে না জানায় উনি এখানে এমেণ্ডমেন্ট এনেছিলেন। উনাকে জিজ্ঞেস করা হলো বাংলার নাম, আর উনি বলে দিলেন দাদুর নাম। এখানে বলা হয়েছে ডিস্ট্রিকট কাউন্সিল অন্যান্য ভিলেজ কমিটির ইলেকশান, আর উনি বলছেন এটা কোর্টে আছে। স্যার, ডিস্ট্রিকট কাউন্সিলের কনস্টিটিউয়েন্সী হচ্ছে ২৮টা। এই ২৮টার মধ্যে ২৪টা ঠিক আছে আর উনি বলছেন বাকী ৪টা নিয়ে কোর্টে কেস আছে। এটা ঠিক নয়, কেস এখন আর সুপ্রীম কোর্টে নেই। এখন রাজ্য সরকার এবং গর্ভণরের উপর দায়িত্বটা বর্ত্তায়। কারণ সুপ্রীম কোর্ট বলে দিয়েছে ডিলিমিটেশন সংশোধন করে আবার নির্বাচন করতে। সুতরাং এখানে বারবার কোর্টের কথা বলে হাউসকে মিসলীড করা হচ্ছে। জেলা পরিষদের নির্বাচনী কেন্দ্র হচ্ছে ২৮টা। এই ২৮টার মধ্যে ৪টা বাদ দিয়ে বাকী ২৪টাকে নির্বাচন করা যায়। কোন অসুবিধাতো নেই।

স্যার, এখানে আসল কথা হচ্ছে "নাচতে না জানলে উঠান তেরা" দোষ দেওয়া হচ্ছে। ইলেকশান করার ইচ্ছা না থাকলে যা ইচ্ছা তাই করা হচ্ছে। ডিস্ট্রিকট কাউন্সিলের এরিয়া ৭.১৩২৫৬ স্কোয়ার কিলোমিটার এই জায়গায় পপুলেশান হচ্ছে ৮ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩০০ জন- টোট্যাল। এর মধ্যে উপজাতি হচ্ছে ৬ লক্ষ ৬২ হাজার ৭৩০ জন এবং সিডিউ্যালড কাষ্ট হচ্ছে ৬৭ হাজার ৪৫ জন। রেভিনিউ ভিলেজ আণ্ডার দি ডিস্ট্রিকট কাউন্সিল টোট্যাল ৪৬২ স্কোয়ার কিলোমিটার এবং ভিলেজ কমিটি টোট্যাল হচ্ছে ৪২৫টি। এই ৪১৫টি মধ্যে ৪টি কনষ্টিটিউশান বাদ দিয়ে ইলেকশান করতে আপত্তির কথা নয়। স্যার, এখানে উপজাতিরা কি দশায় আছে, ডিস্ট্রিকট কাউন্সিলের দশা কি? আগে খুমলুঙে উপজাতিরা কিছু সাহায্য পেত। এই খুমলুঙ এখন সীমালঙ পরিণত হয়েছে। সীমালঙ হচ্ছে বক্ বরক ভাষা। সীমালঙ মানে শ্মশান। শ্মশানে পরিণত হয়েছে এবং সেখানে স্যার, বেলা তিনটার পরে কি করে অফিসার থেকে শুরু করে সবাই বাড়ী ফিরে আসবেন সেই চিন্তা নিয়ে থাকেন। ডিস্ট্রিকট কাউন্সিলের হেড-কোয়ার্টারসে নতুন করা হয় অফিস থেকে টেনে নিয়ে। ডিস্ট্রিকট কাউন্সিল প্রশাসনটা ভিলেজ লেবেল পর্য্যন্ত বার বারই বলে থাকেন মার্কসবাদীর কমিউনিষ্ট পার্টির শিশ্যরা রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রশাসনের কাজ করতে হবে রন্ধ্রে রন্ধ্রে সব জায়গায় আমাদের সুযোগ সুবিধা পৌছে দিতে হবে, গরীব-মেহনতী মানুষের কাছে পৌছে দিতে হবে। এই গরীব মেহনতী মানুষের দায়িত্ব আজকে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে। এখন নূতন সরকার হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মাণিকবাবুর নেতৃত্বে। কিন্তু গত ৫/১০ বছর বছর ধরে যখন দশরথবাবুর নেতৃত্বে ছিলেন এই ডিস্ট্রিকট কাউন্সিল তখন কিভাবে গাঁওসভাগুলি চলেছিল। এখানে ডিস্ট্রিকট কাউন্সিলের বাইরে নির্বাচন হয়ে গেছে রিগিং করে যে ভাবেই হোক আপনারা এসেছেন এবং সরকার চালাচ্ছেন। কিন্তু এটার বাইরে ডিস্ট্রিকট

কাউন্সিল আমাদের খগেন বাবু এটা উল্লেখ করেন নি। যে কোন্ শাসন কার দ্বারায়, কোন্ কমিটির দ্বারায় সেই পঞ্চায়েতগুলি চলছে, ব্লকের কাজগুলি কার মাধ্যমে করানো হচ্ছে এবং সেখানে প্রতিটি জায়গায় এই ভাবে গেজেট নোটিফিকেশানের মাধ্যমে কোন কমিটি আছে কিনা সেটা বললেন না কেন? এক দিন, দুই দিন চলতে পারে অনবরত ঘুরে ঘুরে ৫/৭ বছর চলতে পারে না এই ভাবে। স্যার, এখানে ১২৭৪টি স্কুল আছে এবং তার মধ্যে টোট্যাল ৮৩৫টি বন্ধ। কোন জায়গায় খোঁজই পাওয়া যাচ্ছে না এই বন্ধ স্কুলগুলি কোথায় গিয়েছে? স্যার, ডিস্ট্রিকট কাউন্সিল এলাকায় এখন কি কাজ হচ্ছে? কম্বল ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে, মশারী দেওয়া হচ্ছে। মশারী দিলে ভাল কথা কারণ মশার যন্ত্রণা থেকে রক্ষা হতে পারে কিন্তু গরমকালে কম্বলের কি দরকার স্যার। কয়েক দিন আগেও গণ্ডাছড়ায় কম্বল বন্টন করা হয়েছে গরমের দিনে। স্যার, উপজাতিরা এখন কি অবস্থায় আছে? কারণ তাদের লেবার কার্ড দিয়ে কাজ করতে হয়। এখন তাদের মশারী আর কম্বল দেওয়া হচ্ছে। স্যার, একটা কথা আছে" থালা, ঘট-বাটি, কম্বল জেলখানার সম্বল"। আর এখন উপজাতিদের সম্বল কি? "লেবার কার্ড, মশারী আর কম্বল উপজাতিদের"।

এভাবে কি চলা যায়? ৬০ হাজার উপজাতি সন্ত্রাসের ফলে, অভাব অনটনের ফলে নিয়ারিং ষ্টেট মিজোরামে চলে গেছে। সিক্রাটি থাউজেণ্ড গতকাল উনারা স্বীকার করেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যারা রিয়াং শরনার্থী রাজ্যে কিছু রয়ে গেছেন। তাদের রেশন কার্ড এখনও অন্তর্ভূক্ত আছে, তাদের ভোটার তালিকায় নাম এখনও অন্তর্ভূক্ত রয়ে গেছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, তার জন্য উপজাতিরা কি দুর্দশায় আছে। পানীয় জলের সংকট, একদিকে শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা নেই, খাদ্যের ব্যবস্থা নেই, রাস্তাঘাট নেই, উপরন্তু চাঁদার জুলুম। সমস্ত সন্ত্রাস উপজাতিদের বেলায় বাড়ছে। ত্রিপুরার ৩০ লক্ষ মানুষের মধ্যে বেশীর ভাগ উপজাতি অংশের লোকেরাই উগ্রপন্থীদের কবলে আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী অবহেলিত উপজাতিরাই। একদিকে বলছেন সি, আর, পি, আসাম রাইফেলের কথা, অন্যদিকে উগ্রপন্থী আয়া হ্যায়? আয়া তো হ্যায়, খানা খিলায়া? খানা খিলায়া তো হ্যায়, পয়সা দিয়া? পয়সা তো দিয়া হ্যায়। পাকার লো। নিয়ে আসে, তারপরে আবার থানাতে গিয়ে বলবে। আবার উগ্রপন্থীরা এসে বলবে খাবার দাও, পুলিশকে খবর দিলে শেষ করে ফেলব। গ্রাম চুক্তি জ্বালিয়ে দেব। উপজাতিরা যাবে কোথায়? এই ত অবস্থা এটা চিন্তা করতে হবে। একতরফা ওরা কেবল উপজাতিদের দোষ দিচ্ছে। উগ্রপন্থীর কারণে উপজাতিদের ক্ষতি হচ্ছে এই কথা বললে হবে না, তা খতিয়ে দেখতে হবে। উগ্রপন্থীর সমস্যার কথা যখনই তোলা হয় সহযোগিতার কথা বলা হয়। যখনই উগ্রপন্থীর সমস্যার কথা বলা হয়, এই বিধানসভাতে চিৎকার করা হয়, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী

মহোদয় নতুন একটা যুগ সূচনা করছেন। এটা হচ্ছে, হবে, হবে, দেখা যাবে ইত্যাদি। সহযোগিতা চাই, সবকিছু সহযোগিতা। সবকিছু যদি সহযোগিতা করতে হয় তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব কি ? মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব এখন উগ্রপন্থীর বেলায় পানীয় জলের কথা বলুন তাতেও সহযোগিতার কথা বলেন, একটা কুয়া করবেন এটাও সহযোগিতা চাই, একটা টিউব-ওয়েল বসাবে এটাও সহযোগিতা চাই, মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীর কাজ করাবে এটাও সহযোগিতা চাইবে কিনা জানিনা। তা আপনাদের দায়িত্বটা কি ? তাহলে আমি বলছি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এটাকে ৬০ ভাগ করে নিন এবং একটা সহযোগিতার ক্রত করা হোক। তারপর আমরা এখানে টি, ইউ, জে, এস ছেড়ে দেব, আপনারা সি, পি, এম ছেড়ে দিন। সবাই দলমত নির্বিশেষে একটা মন্ত্রিসভা করা হোক। এটা হবে সহযোগিতার সরকার। আর নেই দরকার বামফ্রন্ট সরকার আসুক এবার সহযোগিতার সরকার করি। কি অসুবিধা আছে ? সহযোগিতা, সহযোগিতা করে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হচ্ছে সবকিছু। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার বলার সময় নেই। যার জন্য আমি আমার বক্তব্য সংক্ষেপ করে নিচ্ছি। খগেনবাবুর মনে হয় কিছুটা বোধগম্য হয়েছে। এটা ভিলেজ কমিটির নির্বাচন। কাজেই মূল প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আপনাদের যে তাবিজাবি একটা সংশোধনী এনেছেন সেটাকে একটু পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে উইথড্র করে আমাদের বিরোধী দল থেকে যে এসেছে সেটাকে সমর্থন করবেন এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য মানিক দে মহোদয়।

শ্রীমানিক দে (মজলিশপুর) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীসুদীপ রায় বর্মন যে প্রাইভেট মেম্বারস রিজিউলেশন প্রস্তাব এনেছেন আমি এটাকে সমর্থন করতে পারছি না। মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া এটার উপর যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। এখানে ভিলেজ কমিটির নির্বাচন হওয়া দরকার, কারণ বামফ্রন্ট সরকার গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন এবং জনগণের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হোক এটা বামফ্রন্ট সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার ইতিমধ্যেই গণতান্ত্রিক সেট-আপ যেগুলি আছে সেগুলির নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন। ভিলেজ কমিটির যে নির্বাচন এই নির্বাচন যথাশীঘ্র করা সম্পর্কে কোন সন্দেহ আছে বলে মনে হয় না। কারণ এই ভিলেজ কমিটির নির্বাচন করতে গেলে তারা আগে আনুসঙ্গিক কিছু কাজ থাকে যেমন, একটা একটা পঞ্চায়েত এলাকাকে নির্ধারণ করার প্রশ্ন থাকে ওয়ার্ড গুলি পুন নির্ধারণ করার প্রশ্ন থাকে এবং এই কাজ গুলি করতে গেলে কতগুলি আইনের বাধাও থাকে। আমাদের প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স থেকে দেখেছি যখনই বামফ্রন্ট সরকার কোন গণ-

তান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পুনর্জীবিত করতে গিয়েছেন বা কোন গণতান্ত্রিক সংস্থার নির্বাচনের ব্যবস্থা করছেন তখনই সেখানে সময়ে সময়ে মামলা করে এটাকে আটকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যেমন পঞ্চায়েত নির্বাচন বা এ. ডি. সির নির্বাচন মানে যে কোন নির্বাচনই করা হয় সেই নির্বাচনে মামলা করার একটা অভ্যাস হয়েছে এবং বিরোধী পক্ষের যারা আছেন তারা সেখানে সহযোগিতা করছেন। এ. ডি. সি. এলাকায় নির্বাচন করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, এই এ. ডি. সির গঠন থেকে শুরু করে মানে প্রথম থেকেই বাধা, তার বিল যখন আনা হয়েছিল তখনও বাধা এবং এটাকে আটকানোর জন্য মামলা এবং তার বিরুদ্ধে আন্দোলন। এমন কি দাঙ্গাও সৃষ্টি করে সেখানে অনেক ঘটনা সংঘটিত করেছেন, কিন্তু তার পরেও ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এই এ. ডি. সিকে তারা তৈরী করেছেন এবং এ. ডি. সি তার কাজও করছেন। তা হল বামফ্রন্ট সরকারের এ. ডি. সি এলাকার নির্ধারণ করা, এখানে এ. ডি. সি গঠনের যে কাজ এটা তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। কাজেই এই সরকারের এ. ডি. সি. নির্বাচন করা সম্পর্কে সদিচ্ছার ঘাটতি আছে এটা কোন সুস্থ মস্তিস্কের লোক বলেন কিনা আমার জানা নেই। কারণ সরকার চাইছে নির্বাচন যত তাড়াতাড়ি হোক এবং আমরা এটা চাইছি এবং ওনারা একটু দেরীতে হলেও বুঝতে পেরেছে যে একটা নির্বাচনের দরকার আছে। স্যার, উনাদের নির্বাচন সম্পর্কে ধারণাটা ভাল না, আমরা দেখেছি এই এ. ডি. সির নির্বাচনের সময় বাধা দেওয়া হয়েছে এবং যারা এই এ. ডি. সি. এলাকার নির্বাচন ও এ. ডি. সির এলাকার ভিলেজ কমিটির নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছেন তারা কারা? আমি তো তাদের নামই বলতে পারি, তারা কংগ্রেস (আই) দলের খুব ভাল লোক, ভাল লোক মানেই এই কাজে পটু। তারা যে কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনাকে আটকানোর জন্য পটু যেমন, চম্পকনগরে যারা মামলা করেছেন ঐ সুপ্রীম কোর্ট পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন নিত্যানন্দ দেবনাথ, তারপর চন্দ্রমোহন দাস ও উপেন্দ্র দাস, এরা কারা, তারা তো উনাদেরই লোক। তারা টাকা সংগ্রহ করে গোটা এলাকা থেকে এ. ডি. সির নির্বাচনকে আটকাতে হবে বলে, এ. ডি. সির এলাকার পুনর্নিধারণ করা যাবে না, ভিলেজ কমিটির নির্বাচন করা যাবে না তাকে আটকাতে হবে। মানে সমগ্র ব্যবস্থাপনাটাকে উনারা নষ্ট করছেন আবার এখানে উনারা প্রস্তাব এনেছেন যে, এ. ডি. সি. এলাকা নির্বাচন তিন মাসের মধ্যে করতে হবে। তিন মাস দুই মাস বলে কোন প্রশ্ন না, প্রশ্ন হল যত দ্রুত করা যায় সেটাই কাম্য এবং এটা করতে গেলে উনাদের দিক থেকে মানসিকভাবে উনারা তৈরী কিনা সেটাই হল প্রশ্ন। তবে একটা ধারণা হয়তো উনাদের হতে পারে, আমরা দেখেছি এ. ডি. সি এলাকার ভিলেজ কমিটির নির্বাচন যে এলাকাটার মধ্যে হবে তার একটা বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে উনাদের যে টিমগুলি আছে এখন সেগুলির কোন ফাংশন নেই এবং সেই গুলিকে কাজে লাগিয়ে বিধানসভা নির্বাচনে বেশ কয়েকটা সীট উনারা হারিয়ে নিয়েছেন। এখন উনাদের একটা ধারণা হতে পারে

যে, সেই একই কায়দায় বা পদ্ধতিতে যদি ভিলেজ কমিটির নির্বাচনটা তাড়াতাড়ি সেরে নেওয়া যায় এবং আগেও সেই কায়দায় যদি ভিলেজ কমিটিগুলি দখল করে নেয়া যায় তাহলে লুটপাট করতে আরও বেশী সুবিধা হবে। এখন এখানে আমার প্রশ্ন হল এ, ডি, সি, এলাকার ভিলেজ কমিটির এই নির্বাচনের ক্ষেত্রে চাই যত দ্রুত সম্ভব এটাকে করার জন্য এবং এ, ডি, সিতে যারা দায়িত্ব প্রাপ্ত আছেন তারা নিজেরা তার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন এবং সরকার থেকেও ব্যবস্থা গ্রহণ করুন এবং নির্বাচনটা করার জন্য বিরোধীদের দিক থেকে আমার মনে হয় একটা সহযোগিতার দৃষ্টান্ত উনাদের রাখা উচিৎ। তাদের সেই সহযোগিতাটা হল উনারা যাদেরকে প্রশ্রয় দিয়ে মামলা মোকদ্দমা করান তাদেরকে একটু বিরত করুণ, উনারা উনাদের এলাকায় গিয়ে বলুন না যে, এটা করবেন না, এটা করা ঠিক হবে না। এই মামলা মোকদ্দমা গুলি না করলেই তো যথা সময়ে নির্বাচনটা করা যায়। এই জিনিষটা যদি উনারা মনের দিক থেকে উপলব্ধি করে থাকেন যে নির্বাচনটা তাড়াতাড়ি হওয়া উচিৎ, তাহলে নিশ্চয়ই সেই ধরণের সহযোগিতা উনাদের দিক থেকে থাকবে।

মামলা মোকদ্দমা না করলেই তো যথা সময়ে নির্বাচন করা যায়। এখন এইটা যদি উনারা মনের দিক থেকে উপলব্দি করে থাকেন যে নির্বাচন তাড়াতাড়ি হওয়া উচিৎ তাহলে নিশ্চয়ই সে ধরণের সহযোগিতা উনাদের দিক থেকে থাকবে যদি সেটা হার্ট অ্যাণ্ড সোল্ উনারা এনে থাকেন। আর যদি হার্ট অ্যাণ্ড সোল ভাবে না এনে থাকেন আনার জন্য আনা, বলার জন্য বলা, সেটা অন্য প্রশ্ন থাকতে পারে। এখন উনাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা কি ? উনারা সেটা বলতে পারবেন। কিন্তু উনাদের এই ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের সন্দেহটা এই কারণে যে পাঁচটা বছর উনারা ক্ষমতায় ছিলেন এ, ডি, সিতে এখানে আমার পূর্ব বক্তা বলে গিয়েছেন—উনারাই এ, ডি, সি,র দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু একটা বারওতো উচ্চারণ করেননি যে ভিলেজ কমিটির নির্বাচনটা করা দরকার। একটা বারওতো উনারা কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। এমনকি পঞ্চায়েতের নির্বাচন পর্য্যন্ত উনারা করেন নি। আমরা তো পঞ্চায়েত নির্বাচন করেছি। মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদি আমাদের বিরুদ্ধে অনেক হয়েছে -- তবু আমরা নির্বাচন করেছি।

শ্রীজওহর সাহা (বীরগঞ্জ) :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় সদস্য মানিকবাবু যেটা পঞ্চায়েত নির্বাচনের কথা বলেছেন আসলে তো স্যার, এইটা নির্বাচন হয়নি। পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রার্থীদের জোর করে নোমিনেশন পেপার্স প্রত্যাহার করার জন্য বাধ্য করা হয়েছে এবং কংগ্রেসের প্রার্থী যারা দাঁড়িয়েছিলেন তাদের বাড়ী ভাংচুর করেছে। এইটা (গণ্ডগোল) কিসের নির্বাচন এইটা একটা প্রহসন।

শ্রীমানিক দে (মজলিশপুর) ঃ— এই এ. ডি. সি এলাকায় এর আগে যখন রবীন্দ্রবাবু বলেছিলেন, তখন আপনারা কোথায় ছিলেন ? এখানে এ. ডি. সি হেড কোয়ার্টারে এ. ডি. সি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি (রবীন্দ্রবাবু) বলেছেন যে এ. ডি. সি এলাকায় নির্বাচন করার মত সুষ্ঠ পরিবেশ নেই, এই নেই, সেই নাই ইত্যাদি। নির্বাচনের জন্য এ. ডি. সি এলাকায় সুষ্ঠ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা করছেন। আগে দেখা গেছে যে বেলা তিনটার পরে এ. ডি. সি হেড-কোর্টারস্ থেকে কেউ আসতে পারছেন না। সব কর্মচারীদের বেলা দুইটার পরেই চলে আসতে হতো। কিন্তু এখন বিকাল পাঁচটা পর্য্যন্তও কর্মচারীদের সেখানে কাজ করতে দেখা যায়। তাদের জন্য ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমের গাড়ী আসে তারা সে গাড়ী করে সাড়ে পাঁচটার পরে আসেন। আগে তো এটা ছিল না। এখন একটা কাজের পরিবেশ ফিরে এসেছে। এবং এই সুষ্ঠ পরিবেশের সঙ্গে ভিলেজ কমিটির নির্বাচনও জড়িত।

এখানে যে কথাটা বলতে চাই সেটা হলো এই নির্বাচনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ডেলিমিটেশনের ক্ষেত্রে সরকার তো উদ্যোগ নেবেন প্রথমে। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া যে সংশোধনী এনেছেন যে, 'যথা সম্ভব শীঘ্র' এই নির্বাচনটা সরকার করবেন। এই নির্বাচন করার ক্ষেত্রে বিরোধী সদস্যদের কাছে আমার আবেদন থাকবে যে, এরিয়া পুনর্গঠন করতে গিয়ে যে কাজটা করা হচ্ছে সে ক্ষেত্রে যদি তাদের কোন বক্তব্য থাকে তাহলে সেটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বলবেন। তারপর এসেছে ভোটার লিষ্ট তৈরী করা। আপনারা বলেছেন যে, তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে, কিন্তু একটা ভোটার লিষ্ট তৈরী করতেই তো তিন মাস সময় লাগে তারপর রয়েছে এরিয়া ডেলিমিটেশনের ব্যাপার। এখন ওয়ার্ড ইত্যাদি করার ক্ষেত্রে আগে নিয়মানুযায়ী নোটিফিকেশান করতে হবে। যদি নোটিফিকেশান না দেওয়া হয় এবং কোন অবজেকশান থাকলে সেটা হেয়ারিং না করলে পরে বলবেন যে অগণতান্ত্রিক রিগিং এই ধরণের কতগুলি ল্যাংগুয়েজ আছে সেগুলি আপনারা ব্যবহার করবেন। এবং এই বিষয়গুলি উনারা ভালভাবেই জানেন যে এই কাজগুলি করতে গেলে অনেক সময়ের প্রয়োজন। তিন মাসের মধ্যে এইটা করা সম্ভব নয়, শুধু ভোটার লিষ্ট তৈরী করতে গেলে তিন মাস সময় লাগবে। এই কারণেই আমরা বলেছি 'যথা শীঘ্র সম্ভব' এই নির্বাচনটা করা দরকার।

তারপরই সরকার একটার পর একটা কাজ শুরু করবেন। কাজেই আমি আশা করবো এখানে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রীসুদীপ রায় বর্মন যে প্রস্তাবটি এনেছেন সেটা তিনি প্রত্যাহার করে নেবেন এবং মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় এখানে যে সংশোধনী প্রস্তাবটি এনেছেন সেটাকে সমর্থন জানাবেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীবিজয় কুমার রাংখল মহোদয়। সময় ১০ মিনিট।

শ্রীবিজয় কুমার রাংখল (কুলাই) **ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনের জন্য মাননীয় সদস্য শ্রী সুদীপ রায় বর্মন মহোদয় যে প্রাইভেট মেম্বারস রেজিলিউশানটি সভায় এনেছেন সেটাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য আমি শুরু করছি।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই রেজিউলিশানটি এই কারণেই সমর্থন করছি যে, ট্রাইবেলদের হেরিটেজ রক্ষার স্বার্থে এটার প্রয়োজন রয়েছে। এটা না থাকাতে ট্রাইবেলরা রাজ্যে অসুবিধায় রয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই। আজকে এই নিয়ে এখানে সরকার পক্ষ বা বিরোধী পক্ষ বলে কোন কথা নয়, আমাদের আরোও আগেই এই দায়িত্বটি পালন করা উচিৎ ছিল। কাজেই আমাদের সবারই এখন দায়িত্ব হচ্ছে ভিলেজ কাউন্সিলের নির্বাচন করা এবং দ্রুত করা। এইটার জন্য উপজাতি কাস্টমারি-ল ক্ষতি-গ্রস্ত হচ্ছে। সেটা করা যাচ্ছে না ঠিকভাবে। আমি সরকার পক্ষকে অনুরোধ করব আর সময় নষ্ট না করে এইটা তাড়াতাড়ি করার জন্য উদ্যোগ নিন। প্ল্যান না থাকলে তো কিছুই হবে না। কাজেই এইটা গঠন করার জন্য সরকারের একটা প্ল্যান থাকতে হবে। প্ল্যাম অনুসারে কাজ না হলেও জনগণ দুঃখ পাবে এটাই ঠিক। আমাদের সবারই সেই চেষ্টা থাকতে হবে। আমি দেখেছি আমাদের কমলাছড়া গ্রামে যে ধরণের কমিটি রয়েছে সেই কমিটির মেম্বাররা নিয়ম জানেন না। আমরা গিয়ে জিজ্ঞেস করেছি বলা হল যার জুম নেই তাকেও জুম কাটার টাকার দেওয়া হয়েছে এবং অন্য কিছুও দিয়েছে। যাদের ভূমি নেই, তাদেরকে দেওয়া হয়েছে পুকুর খনন করার টাকা। কাজেই এটাতো হতে পারে না।

আমাদের ইনডিজিনিয়াস নামগুলি পরিবর্তন হচ্ছে। বিভিন্ন ট্রাইবেল গ্রামে যে আমাদের নামগুলি এগুলি বিকৃত করে তহশীল কাছারীতে এইসব রেকর্ড করা হয়। তারজন্য অনেকে সরকারী সাইন বোর্ডগুলি নষ্ট করতে চায় যে এটা ঠিকভাবে লেখা হয়নি। ছোটখাট ঘটনা থেকে মানুষের সেন্টিমেন্টটা উঠে। এই ভাবে তারা ভায়লেন্স হয়। এটা আপনাদের প্রশাসনের অনেক দোষ আছে।

দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে চারটি কন্সটিটিউয়েন্সীর ব্যাপার, এটা সুপ্রীম কোর্টে গেছে। এটাও আমরা রাজ্যপাল মহোদয়ের সঙ্গে যখন আলোচনা করি তখন উনি বললেন "এটা যদি রাজ্য সরকার মনে করে তাহলে এটা রাজ্য সরকার করতে পারেন। যেহেতু সুপ্রিম কোর্ট এটা ছাড় দিয়ে দিয়েছে রাজ্য সরকারের কাছে।" তারপর ঐ চারটি কেন্দ্র এখন হউক বা না হউক রাজ্য সরকার যদি মনে করেন তাহলে করতে পারে। এবং ভিলেজ কমিটিতো এটা যতটুকু সম্ভব করা এটা প্রয়োজন আছে। কাজেই এখন আমরা আমাদের রাজনৈতিক দৃষ্টি কোন থেকে বলি এটা হতে হবে। যেটা যুক্তি হলেও আমরা বিরোধীরা বললে করতে হবে না সেই মনোভাব নিলে ট্রাইবেলদের

উন্নতির যে বড় বড় কথা এখানে (হাউসে) বলি এটা বোধ হয় বৃথা হবে ; কাজেই আজকে মাননীয় সদস্য মিঃ বর্মন যে প্রাইভেট মেম্বারস রিজিউলেশান এখানে উথাপন করেছেন তাকে আমি সমর্থন করি। এবং কোন সরকারকে আমরা ইনডিফিনিটে রাখতে চাইনা। আমরা এই যুক্তিতে সহযোগিতা করতে চাই যদি সরকার উইথইন লিমিটেড টাইম, উইথইন টাইম বাউণ্ড যদি সুনির্দিষ্টভাবে নেন তাতে আমি না করলেও জনসাধারণ এটা সমর্থন করবেন।

তারপর আমি আসতে চাই এ, ডি. সির ভিতরে যে কাজ এখন সরকার টুকিটাকি এই ব্রিজ কনস্ট্রাকশন, রোড মেরামত বিভিন্ন কাজ করছেন এইসবও ঐ সিলেকটেড মেম্বাররা করছেন ইলেকটেড মেম্বার নয়। কারণ তাদেরতো লাইবেলিটি নেই, অ্যাকাউন্ট্যাবিলিটিও নেই। কাজেই তারা সিলেকটেড কিন্তু আজকে আর নেই তাহলে তার আর কি বিচার হবে ?

এখানে আপনারা নিশ্চয় দেখেছেন এ, জি, নন প্রডাকশান অব রেকর্ডস পুরো, আমাদের ডিস্টিকট কাউন্সিলের যে এ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা এখন অকেজো। এখানে হিসাবের যে এই আছে রিপোর্ট অব দি কনট্রোলার এণ্ড অডিটর জেনারেল অব ইণ্ডিয়া এটা আমাদের সরকারী ভাষা। এটা যদি আপনারা দেখেন ডিস্টি্রকট কাউন্সিলের এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটা কোনখানে নেই, কোটি কোটি টাকার কোন হিসাব নেই। কাজেই এটা বাস্তব আপনারা স্বীকার করেন কিনা জানি না কার দোষ, কার গুন। কাজেই স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে সাবমিট করতে চাই যে, একটা সময় সীমার মধ্যে তিন মাসের মধ্যে করতে, এটাতো কোন অসুবিধা নেই। আমরা গণতন্ত্রের জন্য এখানে আসার সুযোগ পেয়েছি এবং আমাদের ছোট্ট একটা রাজ্যে, যে রাজ্যে আমরা বাস করব সবাই সেই রাজের যে পিছিয়ে পড়া ট্রাইবেলের জন্য যদি তারও কিছু করার চেষ্টা করি এবং যদি চিন্তা করি তবে আমাদের এটা খুব তাড়াতাড়ি, নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে এই ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করা উচিত। তারপরে এই সিলেকটেড কমিটির কিছু মেম্বার বলে যে আমাকে উগ্রপন্থী চিঠি দিয়েছে দশ হাজার, পঁচিশ হাজার টাকা দিতে হবে। এই চিঠি কে দিয়েছে না দিয়েছে আমরা ঠিক জানি না। যাই হোক, এখন আমি এত টাকা কোথা থেকে দেব ? সেখানে তারা কি করছে বিভিন্ন স্কীম থেকে, যার জুম নেই তাকে জুম চাষের জন্য টাকা দেবে, যার জায়গা নেই তাকে পুকুর খনন করার জন্য টাকা দেবে। কাজেই এটা ঠিকভাবে কার্য্যকরী হচ্ছে না। আপনারা যদি মনে করেন সুনির্দিষ্ট কয়েকটি গ্রামে আমরা আপনাদের নিয়ে যেতে পারব যেখানে কোন কাজ হয়নি। কাজেই এতবড় যদি হয়ে থাকে এবং আমরা যদি ট্রাইবেলদের উন্নতির চিন্তা করি তাহলে আমাদের যে স্বপ্ন সেই স্বপ্ন কোন দিন কার্য্যকরী হবে না।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅঘোর দেববর্মা মহোদয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় বিধায়ক শ্রীসুদীপ রায় বর্মন কর্তৃক আনীত ভিলেজ কমিটি নির্বাচন সম্পর্কে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তাকে বিরোধিতা করছি তার উপর মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি কয়েকটি বিষয়ে এখানে উল্লেখ করতে চাই। স্যার, এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় ভিলেজ কমিটি নির্বাচন এই প্রস্তাবটি আমাদের বিরোধী দলের তরফ থেকে উত্থাপিত হয়েছে। কারণ এটা ত্রিপুরা রাজ্যের আমি কেন, আমরা কেন, এই রাজ্যের সবাই জানেন, স্বশাসিত জেলা পরিষদ এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হউক উপজাতিদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার তার একটা পথ এই বিষয়টি তারা অস্বীকার করেছেন। ১৯৮২ সালে সপ্তম তফ্‌শীলি মোতাবেক জেলা পরিষদ নির্বাচনের সময় দেখেছি কংগ্রেসের তরফ থেকে নির্বাচনটাকে বিরোধিতা করেছিল, আর আজকে এই ভিলেজ কমিটির নির্বাচনটা আন্তরিকতার সহিত এত দ্রুততার প্রয়োজন মনে করলেন, এটাই হচ্ছে আনন্দের বিষয়। আমাদের বামফ্রন্ট দল জনসাধারণের অধিকার সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে অর্থাৎ জনগণের অধিকার তাদের হাতে তুলে দিতে এটা সরকারের নীতির মধ্যে উল্লেখ করা রয়েছে। এটাই তার নীতি। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচন, জেলা পরিষদ নির্বাচন তারপরে যে সমস্ত স্বয়ং শাসিত সংস্থা আছে সেইগুলি নির্বাচন করে, এই সরকারেই করেছে। এবং সেই দিক থেকে আজকে যে ভিলেজ কমিটির নির্বাচন নিয়ে মাননীয় সদস্য বিজয়বাবু এই প্রস্তাবের উপর আলোচনা করেছেন। এখানে স্বশাসিত জেলা পরিষদ উন্নতি হউক, যে সমস্ত জেলা পরিষদ এলাকা আছে এটা জেলা পরিষদ এলাকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কাজেই সমস্ত এলাকাগুলি জেলা পরিষদ এলাকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এই রাজ্যে এ, ডি, সি, এলাকা পুর্ণনির্ধারণের প্রয়োজন আছে এই দাবীটা টি. এন, ভির তরফ থেকে উত্থাপন করেছিলেন। বিজয়বাবু যখন চুক্তি করেছিলেন তখনই এই প্রস্তাবটি চুক্তির মধ্যে ছিল। তারপর কংগ্রেস টি. ইউ. জে, এস. ছিল পাঁচটি বছর সরকারের কিন্তু বিজয়বাবু তখন চুপ করে বসে ছিলেন। জানিনা কেন চুপ করে বসেছিলেন। এটা চালু করা হউক, পুর্ণগঠন করার ব্যবস্থা নেওয়া হউক, অন্ততঃ বিজয়বাবু জোট সরকারের কাছে একটি কথা বলার সাহস পান নি। এই যে আমরা বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর, তৃতীয় বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর এ. টি. টি এফ. এবং টি, এন, ভি চুক্তিগুলিকে কার্য্যকরী করার প্রশ্নে রাজ্যের উপজাতিদের অধিকারকে আরও বেশী সুনিশ্চিত করার প্রশ্নে আমরা টু ম্যান কমিটি গঠন করে এ. ডি, সি, এলাকা পুনগঠনের কাজে হাত দিয়েছি। মানিক বাবু এখানে বলেছেন যে টু ম্যান কমিশন যখন সুপারিশ করেছিলেন আমরা ১৪৮টা রেভিনিউ সেই ৫৯২টা যে গ্রাম এটা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছি। আবার কিছু গ্রাম তারা বাদ দেওয়ার জন্য প্রস্তাব

দিয়েছেন। ট্যু ম্যান সুপারিশ অনুসারে যে গ্রামগুলি অন্তর্ভুক্তি হল তারা এটা মানতে পারছিলেন না। তারা গৌহাটী হাই কোর্টে মামলা করেছে।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ— পয়েন্ট অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, অন্তর্ভুক্তি করার ফলে অনেকে হাই কোর্টে বা সুপ্রিম কোর্টে কেস্ করেছে এটা ঠিক নয়। যাদেরকে এ, ডি, সি এলাকা থেকে বের করে দিয়েছে তারাও মামলাতে গিয়েছে। এবং এখানকার চম্পক নগরের কথা মানিকবাবু বলেছেন যে, এখানকার মানুষ এসে আমাকে বলেছেন, মানিকবাবু তাদেরকে বলেছেন যে, আমি যেতে পারছি না তোমরা গিয়ে মামলা কর।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি এটা এখানে বিস্তারিত ভাবে বলার চেষ্টা করেছিলাম। মামলা হল এটা সবাই জানে। রতন বাবু তা জানেন না, তা হয়। সকলেই জানেন। উনি আইনজ্ঞ মানুষ, তিনি তা জানেন। আমি বলছি এই কারণে সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে এই দায়িত্বটা রাজ্যপালের কাছে তুলে দেওয়া হল এবং তারপরে মাননীয় রাজ্যপালকে বলা হল ২ মাসের মধ্যে যারা পিটিশনার ছিলেন তাদের রিপ্রেজেন্টেশান দিতে হবে। ২০ তারিখের মধ্যে তাদের মতামত জানাতে হবে যুক্তি দিয়ে, সেটা বলতে হবে। এটা ২০/৩/৯৭ ইং তারিখে সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে ডিস্পোস করা হয়েছিল কিন্তু দেখা গেল ২টি কনস্টিটিউয়েন্সীর লোক মাত্র রাজ্যপালের কাছে রিপ্রেজেন্টেশান দিয়েছে। এটা হচ্ছে বোধজং নগর, ওয়াকি নগর, এস, টি, মান্দাই নগর, পুলিনপুর এই দুইটা কেন্দ্র। বাকী ২টি কেন্দ্র থেকে কোন কিছু দেয়নি। অতঃপর রাজ্যপালের কাছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছিল, আমাদের মতামত রাজ্যপালের কাছে দিয়েছি। তাড়াতাড়ি এই বিষয়টা অন্ততঃ ডিস্পোস্ করার জন্য একটা ব্যবস্থা করা হউক। আমাদের এটা লেটেস্ট বক্তব্য। কিন্তু রাজ্যপালের যে বক্তব্য সেটা এখনো আসেনি। কিন্তু প্রশ্ন হল আমরা ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করার জন্য... ....

(গণ্ডগোল)

শ্রীজওহর সাহা ঃ— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, সুপ্রিম কোর্ট থেকে এটা রেফার করা হয়েছে রাজ্যপাল-এর কাছে, সেটা ৯৭ ইং এর পরে রাজ্য সরকার নাকি রাজ্যপালকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডিস্পোস্ করার জন্য বলেছেন তাও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এই বক্তব্য। এর পর আমি জানতে চাইছি কবে নাগাদ রাজ্য সরকার রাজ্যপালকে......

(গণ্ডগোল)

শ্রীজওহর সাহা ঃ— রাজ্য সরকার রাজ্যপালকে দিয়ে এটার বিলম্বিত করা হচ্ছে। এটা ঠিক কিনা ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য বসুন, বসুন। আপনারা বসুন। মাননীয় সদস্য এটা তো পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না। এটা ক্ল্যারিফিকেশান না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলুন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, এই ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে আমরাও অত্যন্ত আগ্রহী। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পারা যায় এই ভিলেজ কমিটির নির্বচন করার জন্য আমাদের উদ্যোগের কোন ত্রুটি নেই। আমরা এটার চেষ্টা চালাচ্ছি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— যে দুই একটা রিপ্রেজেন্টেশান দেওয়া হয়েছে এর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ— এটা এখানে রাজ্যপালের তরফ থেকে না বললে তো কিছু করার নেই। রাজ্যপালের কাছ থেকে রিপ্রেজেন্টেশান আসেনি। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের ডাইরেক্শান ছিল ঐ ৪টা কেন্দ্রে যারা আপিল করেছিল এদের মতামত এবং তাদের বক্তব্য শুনে রাজ্যপাল এটার রায় দেবেন। ব্যাপারটা এই জায়গায়। এখন যেহেতু ২টি প্রার্থী গেছে ২টি কেন্দ্রের জন্য, আর বাকী ২টি কেন্দ্রের জন্য যেহেতু কেউ যায়নি স্বাভাবিক ভাবেই অটোমেটিকেলি এটা বোধ হয় হয়ে যাবে। এটা বেশী দিন হয়নি। রিসেন্টলি এই ঘটনাগুলি ঘটেছে। এখন বিরোধীদের তরফ থেকে কেউ কেউ বলছেন ঐ ৪টা কেন্দ্রকে বাদ দিয়ে বাকী যেগুলির ডিস্‌পোট নেই সেইগুলির নির্বাচন হচ্ছেনা কেন ? এই প্রশ্নগুলি আজকে আসছে। কিন্তু এখানে আমাদের আন্তরিকতার কোন অভাব নেই। আমরা এই ব্যাপারে আইনজ্ঞের পরামর্শ নেওয়ার চেষ্টা করছি। কারণ হচ্ছে এলাকাটা এই রকম জায়গায়, ধরুণ ডি-লিমিটেশান করতে হবে, পাশাপাশি একটা কন্‌স্টিটিউয়েন্সী আরেকটা কন্‌স্টিটিউয়েন্সীর ডিস্‌পোট নেই কিন্তু পাশাপাশি হওয়াতে এই গ্রামগুলির বেলায় ডিসপোর্ট রেইজ করতে পারে। সেজন্য আইনজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়ার চেষ্টা করছি। আমি মনে করি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দন্দ্ব রয়েছে এই রি-ড্রয়িংয়ের ক্ষেত্রে। এই জন্য কিছু কিছু মামলাও হয়েছে। আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ করব, আন্তরিকতার সাথে বিষয়টি বিবেচনা করে দেখুন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করার জন্য সহযোগিতা করুন। সারা রাজ্যের মানুষ পঞ্চায়েত নির্বাচন করতে পারছে। এ, ডি, সি, এর লোক পাবে না এই অধিকার, এটা হতে পারে না। মাননীয় সদস্য বিজয়বাবু বলেছেন, ভিলেজ কমিটি না হলে ট্রাইবেলদের কাষ্টমারি-ল হেম্পার হবে। হেম্পার হবার প্রশ্ন নয়। আমরাই এ, ডি, সি, তে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, ভিলেজ কমিটি গঠন করা হবে। স্যার, কাষ্টমারি-ল করার জন্য আলাদা ভাবে চেষ্টা করা হবে। আপনারা যখন এ, ডি, সি,তে ক্ষমতায় ছিলেন তখন কিছু কনভেনশান করেছিলেন। কিন্তু এই অ্যাক্টের ভেতরে কাষ্টমারি-ল করার

স্কোপ ছিলনা। এ জন্য আলাদা আইন তৈরী করতে হবে। কাজেই আমি আশা করব, এই সব বিষয়ে আপনারা সাহায্য করবেন, সহযোগিতা করবেন, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীসুদীপ রায় বর্মন ইচ্ছা করলে জবাবী ভাষণ রাখতে পারেন। যদি জবাবী ভাষণ রাখেন, তাহলে খুব অল্প কথায় রাখবেন।

Shri Sudeep Roy Barman :— It is clear from the discussion that the treasury bench member Shri Khangendra Jamatia raised an amendment and the Hon'ble Tribal welfare Minister in charge of the District Council delivered his reply. He did not give any specific time bound when the election will be held. There should be specific time limit. নির্দিষ্ট টাইম না থাকলে একটা ভেগ থেকে যায়। তিনি বলেছেন অতি শীঘ্রই। কিন্তু একটা টাইম লিমিট থাকতে হবে যে এত দিনের মধ্যে আমরা নির্বাচন করব। দেখা যাচ্ছে তাঁরা নির্বাচনের জন্য খুবই ইন্টারেষ্টেড। কিন্তু বিভিন্ন টেকনিক্যাল প্রশ্ন তুলে তাঁরা এই নির্বাচনকে ঢিলে করতে চাইছেন। কাজেই এখানে যে এমেণ্ডমেণ্ট আনা হয়েছে আমি তার বিরোধিতা করছি। আমার প্রস্তাব হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইলেকশান করতে হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন মাননীয় সদস্য খগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত সংশোধনী প্রস্তাবটি আমি ভোটে দিচ্ছি এবং সর্বশেষে মূল রিজিলিউশানটি আমি ভোটে দেব। সংশোধনী প্রস্তাবটি হলো, The words "আগামী তিন মাসের মধ্যে" in the second and third line of the resolution be substituted by the words "যথাশীঘ্র সম্ভব"।

(সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন আমি মূল রিজলিউশানটি সংশোধিত আকারে ভোটে দিচ্ছি। সংশোধিত আকারে রিজিলিউশানটি হলো— "এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, এ, ডি, সি, এলাকা ভুক্ত ভিলেজ কমিটির নির্বাচন যথা শীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করে জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক।"

(সংশোধিত আকারের প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION—Adopted

মিঃ স্পীকার ঃ— দ্বিতীয় রিজলিউশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয়। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিলিউশানটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীসমীর দেব সরকার ঃ— স্যার, আমার রিজলিউশানটি হলো, "এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব করিতেছে যে, রাজ্যে দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারীদের প্রকৃত শতকরা হার ৭৩.৫৮ মেনে নিয়ে তাদের সকলের জন্য ভর্তুকীতে চাল সরবরাহ করার ব্যবস্থা, এবং বর্তমান সরবরাহের হার মাথাপিছু মাসে দশ কেজির পরিবর্তে কুড়ি কেজি করে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হোক।"

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয়ের উত্থাপিত রিজলিউশানটি উপর মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় একটি সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন এবং আমি গুরুত্ব আরোপ করে সংশোধনী প্রস্তাবটি অনুমোদন করেছি। সেই সংশোধনী প্রস্তাবের কপি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ পেয়েছেন। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে অনুরোধ করছি রিজলিউশানটি উপর আনীত উনার সংশোধনী প্রস্তাবটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার সংশোধনী প্রস্তাবটি হচ্ছে রিজলিউশানটির শেষে নিম্নলিখিত লাইনটি যুক্ত করা হোক, "এবং ব্লক ভিত্তিক সর্ব্ব দলীয় কমিটি গঠন করে বেনিফিসারীদের তালিকা প্রনয়ণ করা হোক।"

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয়কে উনার রিজলিউশানটির উপর আলোচনা করতে অনুরোধ করছি। তারপর মাননীয় সদস্য বক্তব্য রাখবেন। তারপরও যদি কেউ ইন্টারেস্টেড থাকে তাহলে নাম দিতে পারেন আলোচনা করার জন্য।

শ্রীসমীর দেব সরকার ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার উত্থাপিত প্রস্তাবের স্বপক্ষে এবং মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় যে এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন তার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। প্রশ্ন এখানে দারিদ্র সীমা রেখার নীচে বসবাসকারী লোক সংখ্যা আমাদের রাজ্যে ৭৩.৫৮। স্যার, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে ভারতবর্ষের মধ্যে গণতন্ত্রের পীঠস্থান বলে আখ্যায়িত একটা দেশে যখন আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ পালন করছি সেই ৫০ বছর বাদে আমাদের রাজ্যের অবস্থা কি? শতকরা ৭৩.৫৮ শতাংশ লোক দারিদ্র সীমা রেখার নীচে বসবাস করে এবং এদের জন্য ভর্তুকীতে চালের ব্যবস্থা করতে হবে। ভারতবর্ষের ৫০ বছর স্বাধীনতার মধ্যে ৪৬ বছর একনাগাড়ে কংগ্রেস দল এবং বাকী কয়টা বছর বুর্জুয়া রাজনৈতিক দলের মধ্যে পরিচালিত ক্ষমতায় ছিল। সংবিধানে নানা কথা লেখা আছে, মৌলিক অধিকারের নানা কথা লেখা আছে, ভারতবর্ষের দারিদ্র অংশের মানুষের কল্যাণের জন্য নানা কথাবার্তা মানুষের বাঁচার প্রশ্ন, উন্নয়নের প্রশ্ন এবং আরও কত কি? কিন্তু এটা অনস্বীকার্য্য ৫০ বছর স্বাধীনতার পর অত্যন্ত পক্ষে রাষ্ট্র নায়ক

যারা ছিলেন তাদের যদি সার্টিফিকেট নিতে হয় যে, ভারতবর্ষ কোন দিক থেকে পিছিয়ে আছে এবং অলিম্পিকের মত মেডেল দেওয়া হতো তাহলে সেই মেডেল পাওয়ার উপযুক্ত অবশ্যই ভারতবর্ষের রাষ্ট্র নায়ক যারা কংগ্রেস (আই) বলে যারা ৪৫ বছর ছিলেন গোল্ড মেডেলটি তাদের গলায় ঝুলত। পৃথিবীর যত মানুষ ভারতবর্ষে বাস করে তাদের অর্ধেকের বেশী বেকার আছেন। ভারতবর্ষে যাদের কর্ম ক্ষমতা থাকা সত্বেও তারা বেকার। তাদের অর্ধেক বেকার আমাদের ভারতবর্ষে ১৬ থেকে ১৮ কোটি এবং সাড়ে ৪ কোটি রেজিস্ট্রিকৃত বেকার। পৃথিবীর যত অংশের মানুষ নিরক্ষরতার মধ্যে আছে তাদের অর্ধেকের বেশী এই উপ-মহাদেশে আছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের এই ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরা এখানে স্বাভাবিক ভাবেই ভারতবর্ষ সরকারের দায়িত্ব, এটা গণতান্ত্রিক দেশের সরকারের দায়িত্ব আছে সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষ যারা তাদেরকে খাইয়ে, পড়িয়ে রাখার জন্য তাদের দায়িত্ব আছে। আমরা দীর্ঘ দিন ধরে ভারতবর্ষের সংবিধান থেকে ভাল ভাল কথা শুনেছি কিন্তু দীর্ঘ এই শাসন ব্যবস্থায় আমরা দেখছি দারিদ্র সীমা রেখার নীচে বসবাসকারী মানুষের জন্য কুম্ভীরাশ্রু ছাড়া আর কিছুই করেন নি? উপজাতি অংশের, তফশীলি জাতি অংশের মানুষ এবং আদার ব্যাকওয়ার্ড অংশের মানুষ তাদের জন্য এই বিধানসভার ভিতরে দেখছি কংগ্রেস (আই) এবং উপজাতি যুব সমিতির নেতারা অশ্রু বিসর্জন করছেন তেমনি পার্লামেণ্ট দেখছি নানা কথার ফুলছড়ি ছড়াচ্ছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে কোথায় আছে যারা অনাহারের স্বীকার? উড়িষ্যার কালাহাণ্ডিতে এটা তৈরী হয়েছিল কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে। আমরা এখানেও দেখছি গত ৫ বছরে জোট সরকারের আমলে। শচীন সিংহ এবং সুখময় সেনগুপ্তের আমলে দেখেছি প্রতিদিন ত্রিপুরা রাজ্যে ভোগ মিছিল এবং সেই ভোগ মিছিলের উপর প্রতিদিন আক্রমণও হয়েছে। জোট জমানায় ৫ বছরে এখানে লুটপাটের রাজত্ব কায়েম হয়েছিল। তার ফলশ্রুতিতে রাজ্যের গরীব মানুষ না খেয়ে মরতেন, ক্ষুধার জ্বালায় সন্তান বিক্রি করতেন। ক্ষুধার্ত মানুষ যখন ভোগ মিছিল করতেন, তখন সেই মিছিলের উপর গুলীও চলেছিল। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র বাবু সেদিন সরকারে ছিলেন। সেই দুঃখজনক দিনগুলির কথা চিন্তা করে ভারতবর্ষে যখন একটা ছোট্ট পরিবর্তন, মারাত্মক বৈপ্লবিক পরিবর্তন নয়, একেবারে দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন নয়াদিল্লীতে যখন সংযুক্ত মোর্চা সরকার ক্ষমতায় এসেছিল স্বাভাবি ভাবেই আমরা বিরাট কিছু আশা করি নি। কিন্তু ন্যূনতম কিছু কর্মসূচী তাদের কাছ থেকে শুনেছি। দারিদ্র সীমা রেখার নীচে বসবাসকারী লোকদের জন্য বিনামূল্যে নয় ভর্তুকিত ৪ টাকায় চাল দেওয়ার জন্য একটা স্কীম রচিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে আমাদের রাজ্য সরকার গরীব অংশের মানুষের কল্যাণের স্বার্থে স্কীমটা তড়িঘড়ি করে অথবা সেই স্কীমটা তাৎক্ষনিক সেখানে গ্রহণ করে রাজ্যের মানুষের কল্যাণে যাতে কার্যকরী করতে পারেন, গরীব অংশের মানুষ যারা আছেন দারিদ্র

সীমার নীচে তারা যাতে এই সুযোগ পায় তারজন্য ব্যবস্থা নিলেন। কিন্তু আমরা দেখলাম, আমাদের রাজ্যে প্রকৃত দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারীর সংখ্যা হল ৭৩'৫৮ শতাংশ। কার্য-ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের রাজ্যের জন্য অনেক কম বরাদ্দ করেন। অনেক কষ্টই হল, অনেক কথাবার্তার পর, পরবর্তী সময়ে আমরা দেখেছি সেটাকে একটু বাড়িয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে আসামের হারে সেটাকে শেষ পর্য্যন্ত মেনে নেওয়া হল। অনেক কথাবার্তার পর সেটাকে আসামের হারে ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে ৪১ শতাংশের কম এখনও। যারা আমাদের রাজ্যে প্রকৃত দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষ তার চাইতে খুব কম। এটা কোন দলের কথা না। দারিদ্র সীমার নীচে যারা বসবাস করছেন তারা সমস্ত দলমত নির্বিশেষে সমস্ত অংশের মানুষ এই সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কাজেই প্রথম হচ্ছে রাজ্যের প্রকৃত দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী যে লোকসংখ্যা ১০০ জনের মধ্যে ৭৩'৫৮ শতাংশ তাদের প্রত্যেকের জন্য যাতে এই কর্মসূচীটা সেখানে যাতে বরাদ্দ হয় তার জন্য আমি এই প্রস্তাব এনেছি। আশা করি এই হাউসের ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা, বিরোধী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা তারা সবাই এটাকে গ্রহণ করবেন। এটা দৃষ্টিভঙ্গীগত প্রশ্নে আমি কথাটা এই কারণে বলেছিলাম যে, শুধু এটা না যে, দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী লোকসংখ্যা যারা আছেন তাদের শুধুমাত্র রিলিফের প্রশ্ন না, নৈতিক দায়িত্ব। একটা সরকারের নৈতিক দায়িত্ব তাদের জন্য কিছু করা। আমি মনে করি যারা দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে তাদেরকে উপরে তোলার জন্য বিভিন্ন স্কীম, কর্মসূচীর মাধ্যমে যেখানে আছে, সেটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সরকার শুধু না, যে রাজনৈতিক দলগুলির যারা প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন, সেই রাজ-নৈতিক দলের প্রতিনিধিরা তারজন্য অবশ্যই সেই দায়িত্ব নেবেন। স্যার, সেই ক্ষেত্রে আমার একটা রাজনৈতিক দলের না বলে পারছিনা। আমি আশা করব আমার এই প্রস্তাবকে তারা সমর্থন জানাবেন। এখানে আপনারা লক্ষ্য করেছেন অ্যামেণ্ডমেন্টে যা বলা হয়েছে এটাত আসলে স্যার, দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্ন। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় এটাকে যেভাবে সংশোধিত আকারে এনেছেন ব্লক ভিত্তিক সর্বদলীয় কমিটি করে বেনিফিসারীদের তালিকা প্রনয়ণ করতে হবে। চমৎকার প্রস্তাব। কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখেছিলাম নগেন্দ্রবাবুদের নির্বাচনের স্বপক্ষে, নির্বাচিত সংস্থাগুলির পক্ষে, গণতন্ত্রের পক্ষে এখানে বাগাড়ম্বর করেছিলেন। রাজ্য জুড়ে যখন ত্রিস্তর পঞ্চায়েতরাজ অনুযায়ী, প্রতিটা ব্লকে যখন পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি মূলক সংস্থা আছে। না, তার উপর আস্থা রাখা যাচ্ছে না। নিজেদের হাতে তোলার জন্য কোন না কোন ভাবে এই গরীব অংশের মানুষেরা যাতে তোখায় মরে সেই জায়গায় পর্য্যন্ত তারা লালায়িত হয়ে আছেন। না, নির্বাচিত সংস্থা না। সেখানে আবার

সর্বদলীয় কমিটি করে নগেন্দ্রবাবুদের লোকদের ঢুকিয়ে দিতে হবে। চিন্তা করা যায়? গণতন্ত্রের পক্ষে কথা হচ্ছে? কেন নির্বাচনের সময় কংগ্রেস-ত নগেন্দ্রবাবুর দলের লোকেরা, টি, এন, ভির লোকেরা তারাও প্রার্থী হয়েছিলেন। তাদের সেখানে-ত আপত্তি ছিল না। জনগণ যাদেরকে রায় দিয়েছেন তারাই জিতে এসেছেন। স্বাভাবিকভাবেই সেই জনপ্রতিনিধিরা কারা দারিদ্রসীমার নীচে আছেন, কারা না আছেন তারা নির্ধারণ করবেন। নগেন্দ্রবাবুরা তা চাইছেন না, তারা চাইছেন আগের মতই কোন না কোনভাবে তাদের নিজেদের লোকদের কিছু পাইয়ে দেবার জন্য, যারা দারিদ্রসীমার নীচে না তাদেরকেও কিছু পাইয়ে দেবার জন্য সম্ভবতঃ এই প্রস্তাব এনেছেন অথবা মূল প্রস্তাবটা আজকে একটা রাজনৈতিক পার্টির মধ্যে ফেলে যা চলছে সত্যিকারের নিরপেক্ষভাবে যেভাবে নির্বাচিত সংস্থাগুলির মাধ্যমে পৌঁছায়, তারা যাতে না পায় তার জন্য রাজনৈতিক পাকের আবর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে মূল প্রস্তাবটাকে বিপথে পরিচালিত করার জন্য হয়ত তিনি এখানে এই প্রস্তাব এনেছেন। তাঁর বাইরে কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। স্যার, এদের দৃষ্টিভঙ্গী-ত আপনি দেখেছেন, আমরাও দেখেছি। শুরু থেকে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব অংশের মানুষের সর্বনাশ এই ৫০ টা বৎসরের মধ্যে ৪০ বৎসর আমরা দেখেছি। একটা বিরাট অংশের প্রথম দিকে ৩৫ বৎসর, জোট জমানায় ৫ বৎসর উনারা সর্বনাশ করেছেন। কংগ্রেস দল, টি, ইউ, জে, এস; টি, এন, ভি এক নাগাড়ে সেই জোট জমানায় সর্বনাশ করেছে। তাদের নেতাদের মুখে কত কথা স্যার, ১৯৮৮ সনের বিধানসভায় নির্বাচনে কংগ্রেস দলের তৎকালীন সর্বভারতীয় নেতা প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ত্রিপুরা সফরে এসেছিলেন। কি কথার ফুলঝুরি, ত্রিপুরার মানুষকে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে হওয়া নিয়ে যাওয়ার জন্য, মানুষের মনকে জয় করার জন্য, ছোট গরীব রাজ্য ত্রিপুরা, পাহাড়ী রাজ্য ত্রিপুরা, দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে। যেখানে ৭০ শতাংশের বেশী মানুষ শতকরা ৩১ জন মানুষ যেখানে উপজাতি অংশের মানুষ, যেখানে ১৬ জন মানুষ তপশিলী জাতিভুক্ত এবং ৩০-৩২ জন মানুষ আদার ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটির মানুষ। এদের মধ্যে যেমন দারিদ্রতার স্বীকার সবচেয়ে বেশী। যেখানে ১৬ শতাংশ তপশিলী উপজাতি অংশের মানুষ, ৩০ থেকে ৩২ শতাংশ হচ্ছে বাকওয়াড কমিউনিটির মানুষ। স্যার, এদের মধ্যে যখন দারিদ্রতা সব চেয়ে বেশী তখন সেই রাজ্যের গরীব অংশের মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য কংগ্রেসের সর্ব্বভারতীয় নেতা প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী পর্য্যন্ত সেদিন বলেছিলেন যে ত্রিপুরার মানুষ যদি, আমাদেরকে সরকারে আনতো দুই টাকা কেজি চাউল খাওয়াব এবং ঘরে ঘরে চাকুরী দেব, তা কতটুকু করেছিলেন ত্রিপুরার মানুষের জন্য, তখন কি মনে ছিল আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষের কথা।

শ্রীজওহর সাহা :— পয়েন্ট অফ্ আর্ডার স্যার, আমরা জোট সরকারের আমলে এই রাজ্যে আমাদের কর্মসূচী অনুসারে আমাদের দুই টাকার কোন কর্মসূচী ছিল না, ছিল কম দামে চাউল দেবে। এটা ওনার বিভ্রান্তকর কথা।

শ্রীসমীর দেব সরকার ঃ— স্যার, এটা পয়েন্ট অফ অর্ডার না। নিজেদের সম্পর্কে ছাফাই দিচ্ছেন উনি। আমি আমার আলোচনায় বলেছি এটা, এতে জওহর বাবুদের সাফাই দেওয়ার কিছু নেই। তাছাড়া আপনি কোন্ দলের লোক আমি জানি না। কংগ্রেস দলের যদি হন তো রাজীব গান্ধীর বক্তৃতা আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না। আপনি কোন দলের লোক সেটা আগে ঠিক করুন। আমি কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতির কথা বলছি না, আমি রাজীব গান্ধীর বক্তৃতার কথা বলছি অবশ্য আপনাদের কিছু ঠিক আছে কখনও কংগ্রেস, কখনও নির্দল, কখনও অন্য দল করেন, অভ্যাস আছে তো। আমি এখন রাজীব গান্ধীর প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কথা বলছি, আপনার কথা বলছি না, আপনাকে এখানে সাফাই গাইতে হবে না। মিঃ স্পীকার স্যার, ওরা মুখে বলে গরীব অংশের মানুষের জন্য তাদের কোন কর্মসূচী নেই বলেন। কিন্তু তাদেরও এই ধরণের কোন কর্মসূচী থাকে না এর স্বার্থের জন্য গরীব অংশের রুটি রুজি নষ্ট করার চেষ্টাই তারা করছেন। কাজেই এই সুবাদে এই দলের প্রতি আমি মনে করছি তাদের এই যে দৃষ্টিভঙ্গি গরীব অংশের মানুষের প্রতি এটা তাদের নীতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। তাদেরকে শোষণ করা মানে গরীব অংশের মানুষকে শোষণ করা বা তাদেরকে বিভ্রান্ত করা নানা ভাবে নানা কায়দা করে এটাই তাদের কাজ। ঐ নগেন্দ্র বাবুদের মত কায়দা করে উনিতো খুব চালাক লোক বলে জানি এবং অনেক চালাকি উনি করেছেন বাস্তবে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে, ঐ জঙ্গলের রাজনীতির ক্ষেত্রে এবং বাইরের রাজনীতি করে মিলিয়ে মিশিয়ে রাখার কায়দা তাদের আছে। কাজেই চালাকি না করে এবং এইভাবে চালাকি অ্যামেণ্ডমেন্ট না করে সত্যি সত্যি গরীব অংশের মানুষের কল্যাণে ত্রিপুরায় দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী যারা আছেন শতকরা ৭৩ জন যারা আছেন এবং এর মধ্যে বেশীর ভাগ উপজাতি অংশের মানুষ, তপশিলীজাতি অংশের মানুষ এবং আদারস্ বেক-ওয়ার্ড অংশের মানুষ যারা আছেন তাদের কল্যাণে আমার এই প্রস্তাব। নির্বাচিত সংস্থাগুলির মাধ্যমে যারা দারিদ্র সীমার নীচে আছেন তাদেরকে নির্ধারণ করা হবে এবং সত্যি সত্যি দলমত নির্বিশেষে ত্রিপুরার সত্যিকারের যারা গরীব অংশের মানুষ তাদের কল্যাণে আমার এই প্রস্তাব আসবে এবং আমরা আশা করছি এই প্রস্তাব মোতাবেক কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্যই আমাদের সমস্ত দাবী মেনে নেবেন এবং দশ কেজি চাউলের পরিবর্তে বিশ কেজি চাউল দেওয়ার প্রস্তাবকে মেনে নেবেন এবং এই প্রস্তাবকে সবাই সমর্থন করবেন এই বিশ্বাস রেখে এবং নগেন্দ্র বাবুকে তার এই অ্যামেণ্ডমেন্ট প্রস্তাবটাকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য আশা করি সবাই আমার প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন। এই অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহাশয়, আপনার সময় দশ মিনিট।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার এখানে একজন সিনিয়র মেম্বার এবং উনি খুব সুন্দরভাবে প্রস্তাবটা এখানে এনেছেন, উনার প্রস্তাবের বিরোধিতা করার কোন প্রশ্নই উঠে না এবং সেটা আমরা করিনি। এখানে আমি যেটা এনেছি সেটা হচ্ছে এই প্রস্তাবকে মেনে ইমপ্লিমেন্টেশানটা কিভাবে হবে এটা চিন্তা করেই আমার প্রস্তাবটা হল, ব্লক ভিত্তিক সর্বদলীয় কমিটি গঠন করে বেনিফিসারীদের তালিকা প্রনয়ণ করা হোক, এই হচ্ছে আমার অ্যামেণ্ডমেন্ট। উনি যেটা বলেছেন যে, এইটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে এটা তার বিপরীত। আমি এটা এনেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই রাজ্যের প্রতি, রাজ্যের জনগণের প্রতি, রাজ্যের উন্নয়ণের সমৃদ্ধির প্রতি, বিভিন্ন সমস্যার প্রতি উনার যে আগ্রহ এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গি সবাইকে নিয়ে চলার, সবাইকে নিয়ে কাজ করার, এই যে একটা উদার দৃষ্টি-ভঙ্গি উনি এখানে তোলে ধরেছেন সেটাকে গুরুত্ব দিয়েই, এটাকে মনে রেখেই এই প্রস্তাবটা আনা হয়েছে। যে আমরা সবাই সব বিষয়েই দলবাজী করে যার যার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মুখোমুখি হব কি না ? এখন নির্বাচনে বিরোধী একজন হয়তো ডাকলো-আজ্ঞা, নগেন্দ্রবাবু দাঁড়ান আমি দাঁড়ালামনা কিন্তু এখানে তো সেটা হতে পারে না। এখানে গরীব মানুষকে চাল দেব এখানেও কি আমাদের মধ্যে ঝগড়া হবে কি না ? এটাকে দলীয় স্বাথে হবে না দলীয় স্বার্থের উর্দ্ধে হবে ? এই প্রশ্নের আজকে মীমাংসা হওয়া দরকার এটা আমার বক্তব্য না, এইটা হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে এক্ষেত্রে দলীয় স্বার্থের উর্দ্ধে, দলীয় মতের উর্দ্ধে আমাদের যেতে হবে।

মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এক রকম বলেন, সমীরবাবু (শ্রীসমীর দেব সরকার) আরেক রকম বলেন। আমি জানি না কে কে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আছেন আর কে কে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আছেন। কে কোন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ক্ষেপে আছে, কেউ ক্ষুব্ধ, কেউ বিপন্ন এইভাবে কে কোথায় আমি জানি না। এখানে দেখেছি যে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের নাম উঠলেই মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকেশব মজুমদারের এবং মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅনিল সরকারের মুখ কালো হয়ে যায় এটা আমি দেখেছি। এখন সমীর দেব সরকারের মনের মধ্যে যে কোন দুঃখ নিয়ে তিনি বিরোধিতা করছেন তারসঙ্গে অনৈক্য আছে সেটা আমি জানি না মানানীয় ডেপুটি স্পীকারের ক্ষেত্রেও দেখেছি উনিও মন্ত্রীত্ব চেয়েছিলেন। উনাকে যাইহোক ডেপুটি স্পীকারের পদটা দিয়ে একটু শান্ত করা হয়েছে। এখন খুশীই দেখেছি তাকে। কিন্তু মিঃ চাকমার আবার দেখেছি চটে গিয়ে অ্যাডভাইসারী কমিটি থেকে পদত্যাগ করে বসেছেন। অবশ্য এটা তাদের দলের ব্যাপার এটাতে আমি যাচ্ছি না।

মিঃ স্পীকার : — নগেন্দ্রবাবু এটাই হচ্ছে নিময় যিনি ডেপুটি স্পীকার হবেন তিনি বাই ভারটিউ অব হিজ পোষ্ট একস্-অফিসিও মেম্বার হিসেবে ইন্ডাক্টেড হবেন। কাজেই এখানে অনিল চাকমার রাগের কোন ব্যাপার নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— ঠিক আছে স্যার, আপনি যদি মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমাকে খুশী করতে পারেন তাহলে আমিও খুশী। কিন্তু মনে হচ্ছে যে মিঃ চাকমা খুশী নয়। আর দ্বিতীয়জন পেলাম সমীর দেব সরকার তিনিও খুশী নন্। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখেছি উনি একমত নন সেটা বুঝা গেছে।

মিঃ স্পীকার স্যার, উনি যেটা বলেছেন এটাও গ্রহণযোগ্য যে ব্লক স্তরে যারা যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি তাদের নিয়েই সেই কমিটিগুলি হোক। আমি এখান থেকে চাপিয়ে দেওয়ার কথা বলছি না। তবে এ, ডি, সি, র বেলায় হবে অন্য রকম। সেখানে যেহেতু নির্বাচিত কোন প্রতিনিধি নেই। সেখানে হবে অন্যভাবে কিন্তু সেটা দলীয় পর্য্যায়ে হবে না। এটাই হচ্ছে আমার প্রস্তাব। আমি দেখেছি তৈদুতে একজন বিলো পোভার্টি লাইনের তাকে এই দশ কে, জি, চালের সুযোগটা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু একজনের নামে এলাকার মানুষ অভিযোগ করেছেন—তিনি হচ্ছেন একজন মহিলা। তার স্বামী সরকারী চাকুরী করেন। আমি নিজেও সেটা এন্‌কোয়ারী করে দেখেছি সত্যি সত্যি উনি ভাল বেতনের চাকুরী করেন। তাকেও এই তালিকায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা নিরপেক্ষভাবে হয়নি—কেন হলো? কারণ তার স্বামী সি, পি, এম, কে ভাল চাঁদা দিয়েছেন, এইটাই একমাত্র কারণ। উপরন্তু দেখেছি যারা মিছিলে যাবে এবং লাঠি ধরে বিরোধীদের সামনে গিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে তারাই এই সুযোগ পাবে। কাজেই দলীয় স্বার্থের উর্দ্ধে উঠার প্রশ্নটা এসেছে এই জায়গায়। এইটাই বাস্তব।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি শুনেছি মাননীয় সমীর দেব সরকারের এলাকাও তিনি বেশী করেছেন কাজেই উনি তো রাগ করবেনই। এটাই স্বাভাবিক কথা। যারা কম করেছেন তারা কম প্রতিবাদ করবেন আর যারা বেশী করেছেন তারা বেশী প্রতিবাদ করবেন—এটাই স্বাভাবিক কথা। কিন্তু যেটা মানুষের সামগ্রিক প্রয়োজন সেক্ষেত্রে আমরা সবাই একমত হতে পারি কি না এ ব্যাপারে আজকে একটা বিরাট পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি। আমি যতটুকু জানি এটা বোধহয় দুই লক্ষের উপরে পরিবারকে এর আওতায় আনা হয়েছিল। আর এখন ১১ লক্ষের মত পপ্যুলেশান এর আওতায় এসে গেছে। কিন্তু আমরাও স্বীকার করি যে, এর চাইতেও অনেক বেশী বিলো পভার্টিলাইনে আছে। আমাদের এখানে জনসমষ্টির একটা অংশ হচ্ছে উপজাতি। যারমধ্যে বেশীরভাগই হচ্ছে জুমিয়া আরেকটা হচ্ছে সর্ব্বশান্ত যারা হচ্ছে উদ্বাস্তু। তাদের একটা বিরাট অংশ বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরায় এসেছেন। এদেরও একটি অংশ পায়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছেন এবং আর একটি অংশ দিন আনে দিন খাই অবস্থায় জীবন নির্ধারণ করে চলেছেন। জুমিয়া যারা পাহাড়ে রয়েছেন তাদের অবস্থাটা ভয়াবহ। জুম চাষ ঠিকভাবে হলে তারা কোন মতে বছরের তিনটি মাস দু'বেলা খেতে পারেন। বাকী ৯টি মাসই তাদের অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে। সাংঘাতিক করুণ অবস্থা

সেটা। সমতলের মানুষের মধ্যে যারা কৃষির উপর নির্ভরশীল তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই তিনটি করে ফসল করেন। বরো ফসল মার খেলে আউস পাচ্ছেন। আউস মার খেলে আমন পাচ্ছে। এই ব্যবস্থাটা আছে। কিন্তু জুমিয়াদের একটি ফসল মার খেলে আর কোন সুযোগই একটি বছরের মধ্যে নেই ফসল উৎপাদনের জন্য। তাকে উপবাসই থাকতে হবে। কারণ তারা পাহাড়ের এত দুর্গম অঞ্চলে থাকে যে তাদের কাছে প্রশাসনও সময় মত সাহায্যে যায় না। তারা রাস্তার কাজ পায় না। তারা লাকড়ি বিক্রি করার সুযোগও তেমনটা পায় না। কাজেই জুমিয়াদের নিয়ে কোন দলবাজীর প্রশ্ন এখানে উঠতে পারে না। থাকতে হবে তাদের জন্য সঠিক স্কীম এবং তার বাস্তব রূপায়ণ। আসুন, মানবিক দিক থেকে হলেও তাদেরকে আমরাই সবাই মিলে রক্ষা করি। যে কাজ ত্রিপুরার মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

জুমিয়াদের স্কীমটা রাজ্য সরকারের নয়। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের স্কীম। জুমিয়াদের ব্যাপারে আমাদের কর্মসূচীগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যাতে গ্রহণযোগ্য হয় সেটাও লক্ষ্য রাখতে হবে। স্কীমটার সঠিক রূপায়ণ করতে হবে এবং সেটা করতে হবে দল মতের উর্ধে উঠে।

মিঃ স্পীকার স্যার, অমর্ত্য সেন একটি জায়গায় লিখেছিলেন কোন জায়গায় অনাহার মৃত্যু হলে রাজনৈতিক হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে মন্ত্রীরাও এটা নিয়ে রাজনীতি করেন। কিন্তু এই দেশে যারা অভুক্ত অবস্থায় দিন যাপন করছেন তাদের জন্য এখনও ভাবার অবকাশ কেউ পাচ্ছে না। এই জিনিষটা ত্রিপুরা রাজ্যেও আছে। কিন্তু এখানে এটা নিয়ে কোন ইস্যু হয় না। কারণ তারা বিশেষ করে জুমিয়ারা অনেক অনেক দূরে থাকেন। তাদের কথা প্রশাসন বা আমরা জানতে পারি না সময় মত। তারাও তাদের প্রতিকারের দাবী তোলার জন্য আসতে পারে না।

স্যার, কেন উগ্রপন্থী হয়? প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি উপজাতি পারিবারের একটি যুবক যদি দেখে তার ঘরে খাওয়ার নেই, তার মা বোন অভুক্ত এবং সে নিজেও তাদের জন্য কিছু করতে পারছে না তখন তার মনে কি অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে? সেই প্রত্যন্ত অঞ্চলের যুবকটি হয়ত কোন দিন সমতলের কোন বাড়িতে এসে দেখল সেই বাড়ীতে টেবিল চেয়ার রয়েছে খাওয়ার জন্য এবং রয়েছে আরোও অনেক কিছুই কিন্তু তার বাড়ীতে কেউ গেলে পড়ে সে খাওয়ারতো দূরের কথা সামান্য লবণও দিতে সমর্থ নয় তখন তার মনের মধ্যে বেঁচে থাকার প্রশ্নের, মা বোনকে অভুক্ত থেকে মুক্ত করার জন্যে কি প্রশ্ন উঁকি দিতে পারে? তার মনে তখন এই ধরণের অবস্থা সৃষ্টি হয়।

কাজেই সেটার দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। এবং সেটার দিকে লক্ষ্য রাখতে গেলে এটা আগে দরকার। কারণ তাদেরকেতো খাওয়াতে হবে। যতক্ষণ পর্যান্ত আমি তাদেরকে

স্বাবলম্বী করতে না পারছি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি তাদেরকে পুরা নিরাপত্তা না দিতে পারছি ততক্ষণ পর্য্যন্ত খাওয়ানোর দায়িত্বতো সরকারকে নিতে হবে। কাজেই এই স্কীমটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাতে আমরা রাজী আছি এবং রাজ্য সরকারকে আমি অনুরোধ করব বলব যে, প্রথম ইমপ্লিমেনটেশন আপনারা খুব বিলম্ব করেছেন। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে, এখানে রাজ্য সরকারের কিছু ভূমিকা থাকা দরকার। যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ৮০ টাকা খরচ করছে সেখানে রাজ্য সরকার ২০ টাকা খরচ করা উচিত। তারা দুই লক্ষের একটু বেশী পরিবারকে দিয়েছে সেখানে আপনারা অন্ত্যন্ত ৫০ হাজার পরিবারের জন্য গ্রহণ করুন। এরপরে বাকি অংশটা কেন্দ্রীয় সরকার আবার দায়িত্ব নিক এটা হওয়া উচিৎ। মাননীয় স্পীকার স্যার, এর সঙ্গে আমি আরও দুটো জিনিষ যুক্ত করব। এখানে যেটা স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের টিফিনের পরিবর্তে চাউল দেওয়া হচ্ছে এটা ভালো স্কীম। কিন্তু দেখা যাচ্ছে অনিয়মিততো বটেই দুর্নীতি চলছে কারচুপি চলছে। তারপরে যেসমস্ত চাউল দিচ্ছে একেবারে অখাদ্য। এই খাদ্য দপ্তরকে আমি অনুরোধ করব পাঞ্জাব থেকে যে চাউল আসে তার তিন বছর আগে তাদের যে গোডাউনে তার নিচে যেটা পচে পড়ে আছে সেগুলিকে অনেক সময় আমাদেরকে এখানে সেটা নিয়ে আসি অথচ অখাদ্য। এগুলি আপনার ছাত্রছাত্রীদেরকে টিফিনের পরিবর্তে যে চাউল সেটাকে আপনারা সরবরাহ করেছেন। আই, সি, ডি, এস, প্রকল্পতে যে চাউল সরবরাহ হচ্ছে বিভিন্ন সেখানেও দুর্নীতি হচ্ছে। রেশন দোকানগুলিতে অনবরত দুর্নীতি হচ্ছে। কাজেই এত বড় একটা স্কীম এটার মধ্যে দুর্নীতি হলে সমস্তটাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই এখানে যে মানবিক প্রস্তাব আনা হয়েছে এতে আমরা যাতে একমত হতে পারি দলের উর্দ্ধে উঠতে পারি রাজ্য সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য বার বার মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছিলাম এটা আন্তরিক কিনা আমি জানি না। তা নাহলে মুখ্যমন্ত্রী কি বলবেন আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য কনক্লোড করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— কিন্তু উনার কাছ থেকে আশা করব যে, মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকারকে উনি বুঝাবার চেষ্টা করুন তার সঙ্গে মতানৈক্য থাকতে পারে কিন্তু এটা রাজ্যের স্বার্থ। সুতরাং আপনাদের দলগতভাবে ঝগড়া করুন কিন্তু রাজ্যের স্বার্থে মাননীয় সদস্য শ্রীসমীরদেব সরকার মহোদয় যখন প্রস্তাবটা এনেছেন তাই উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আজকে এখানে সংশোধনী সহ পাশ করুন।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীবাসুদেব মজুমদার আপনাদের ১৮ মিনিট সময় আছে, বক্তা আছেন তিনজন। যেহেতু মন্ত্রী মহোদয়ের বেশী সময় লাগবে তাই ১৫ মিনিট বলবেন।

শ্রীবাসুদেব মজুমদার ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি প্রথমে মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকারের প্রস্তাবকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করছি। সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধিতা করছি, এই কারণে এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে এই রাজ্যের মধ্যে দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী সমস্ত মানুষের জন্য চাউল বরাদ্দ করা হউক এবং এটার সংখ্যা যা সেটা সুনির্দিষ্টভাবে করা হউক, বিশেষ করে এই সংখ্যাটা ৭৫.৫৮ শতাংশ করা হউক। অতএব এটা যদি বরাদ্দ হয়ে যায় এরপরে বেনিফিসেয়ারী ঠিক করার জন্য নতুনভাবে কমিটি গঠন করার কোন প্রশ্ন আসে? বিলো পভার্টি লাইনে যারা আছেন তাদের নামের তালিকা রাজ্যস্তরে অলরেডি ঠিক হয়ে গেছে। সেইজন্য এই সংশোধনীর কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে প্রস্তাব রেখেছিলাম দেরীতে হলেও যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। যদিও আমি জানি আমাদের রাজ্যের মধ্যে দারিদ্র সীমার নিচে যারা বসবাস করছেন এদের যে সংখ্যা তার ধারে কাছেও তারা যেতে পারেন না এবং একইভাবে বরাদ্দকৃত চাউল যে পরিমাণ সেটাও একেবারে কম। কিন্তু তারপরেও যে দৃষ্টিভঙ্গী গরীব অংশের মানুষকে সাহায্য করার জন্য এটা একটা শুভ দৃষ্টিভঙ্গী দেরীতে হলেও এটা তারা গ্রহণ করেছেন এই জন্য তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ত্রিপুরা রাজ্যের মত অসংখ্য অমূল্য প্রাণ অসময়ে শেষ হয়ে গেছে অনাহার জনীত কারণে। বিগত কেন্দ্রীয় সরকার ন্যূনতম দায়িত্ব নিয়ে এই ধরণের কর্মসূচী এই ধরণের রাজ্যের জন্য যদি ঘোষনা করতেন তাহলে এই সর্বনাশ আমাদের রাজ্যে নাও হতে পারত। কিন্তু সেটা করেন নি। সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করার কোন সরকার তখনও ছিলেনা ভারতবর্ষে। স্বাভাবিকভাবে এই সর্বনাশ আমাদের রাজ্যের মধ্যে হয়ে গেছে। আমি যতটুকু জানি এক সময় ত্রিপুরা রাজ্যে সর্বনাশা ছিল এক সময় ত্রিপুরার মধ্যে মৃত্যুর মিছিল চলত। এবং এই মিছিলে অধিকাংশ সামিল হতেন উপজাতি অংশের মায়েরা বোনেরা। আমরা সবাই জানি খাদ্যের দাবীতে এসে মায়েরা গুলি বিদ্ধ হয়েছেন। ক্ষুধার দাবীর বিনিময়ে গুলি খেয়েছেন। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের অভিজ্ঞতা। সেই কারণেই কেন্দ্র সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। কারণ তারা একটা শুভ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাহলে এই দাবী আমরা আরও দৃঢ়তার সঙ্গে করতে পেরেছি যে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গরীব অংশের মানুষের অধিকার রক্ষা করার জন্যে। ন্যূনতম উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। এই জন্যেই আমরা এখন দাবী করছি যে সংখ্যা তারা ঘোষণা করেছেন বা দিয়েছেন এটা যথাযথ সংখ্যা না। এই সংখ্যা যাতে পুনর্নির্ধারিত করা হয় তার জন্যে এই প্রস্তাব এই হাউসে আমরা তুলছি। আমরা অবাক হয়ে গেছি যে কি ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে পরে গরীব অংশের মানুষের প্রতি কোন ধরণের

মনোভাব পোষণ করলে পরে রাজ্য থেকে এই ধরণের সংখ্যা দিল্লীতে পাঠানো হয়। আপনারা সবাই জানেন সেই সময় আমাদের কাছে সংখ্যা ছিল ৭'২২ শতাংশ। এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করার পরে তাকে সংশোধন করে বলা হয়েছিল উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্যে একটা সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেটা ২২'৪ শতাংশ। এটাও আসল যে সংখ্যা তার ধারে কাছে যায় নি। তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করার পর সেখানে করা হয়েছিল ৪০ শতাংশ। যেটা এখনো ঠিক শতাংশ হিসাবে নির্ধারিত হবে তা এখনো ঠিক হয় নি আপনারা সবাই জানেন এই ধরণের অবস্থা হয়েছিল। কোন প্রশাসনের মাধ্যমে এই তথ্য দিল্লীতে গেল কেন? পাঠিয়েছিলেন এই বিষয়ে আলোচনা হওয়া উচিৎ। এটা দেশের বিরুদ্ধে, জাতির বিরুদ্ধে এই রাজ্যের অধিকাংশ মানুষের বিরুদ্ধে এটাকে বিশ্বাসঘাতকতা বলেই আমি মনে করি। এই জন্যেই এই সভায় যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে এটা দৃঢ়তার সহিত আন্তরিকভাবে এটাকে সমর্থন করছি। এই রাজ্যে দারিদ্র সীমার নিচে যারা বসবাস করেছেন এই সংখ্যা ৭৩'৮৮ শতাংশ। অতএব এই সংখ্যা নির্ধারণ করে কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হউক। যাতে করে এই রাজ্যে যারা গরীব অংশের মানুষ তাদের সবার জন্যে চাল বরাদ্দ হয়. চাল যাতে সবার ঘরে পৌঁছে যায়। এই জন্যেই আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। একই সঙ্গে আমি সমর্থন করছি ১০ কেজি চাল যেটা পাঠানো হচ্ছে, আপনারা সবাই জানেন আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা জানি একটা বাচ্চার জন্যও ১০ কেজি চাল এক মাসের জন্য সংকুলান হয় না। এই সংখ্যা ন্যূনতম পক্ষে ২০ কেজি করবার জন্য সে প্রস্তাব এখানে উঠেছে এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। এবং যাতে এই কার্য্যকরী করা হয় তার জন্যে আমি এই হাউসের কাছে আবেদন করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এটাকে কার্য্যকরী করা যাবে এতে এমন কোন সর্বনাশ কেন্দ্রীয় সরকারের হয়ে যাবে না। এটা কার্য্যকরী করতে গেলে অসুবিধা একটাই দৃষ্টিভঙ্গির অসুবিধা, সদিচ্ছার অসুবিধা। সেই অসুবিধা যদি দূর করা যায় তাহলে পরে এই ধরণের সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করতে পারে। এর ফলে এই রাজ্যের অধিকাংশ গরীব অংশের মানুষ এই রাজ্যের উপজাতি অংশের মানুষের মধ্যে, তফশিলী জাতি অংশের মানুষের মধ্যে আশ্বস্ত করা যাবে তারা উৎসাহিত হবে। এরই মধ্যে দিয়ে আমরা যে কথা জোরের সঙ্গে বলতে চাইছি এখানের অগ্রগতি এবং উন্নতির জন্যে প্রথম এবং উন্নতি কাজ নিজেদের মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি এবং শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করা এবং শান্তি রক্ষা করার জন্যে আর, ব্যাপক অংশের মানুষকে আমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারব। সেই জন্যে এই প্রস্তাব যাতে কার্য্যকরী হয়, নির্দিষ্ট সংখ্যা যাতে ঠিক করা হয়, বরাদ্দকৃত যে দাবী আমরা উত্থাপন করেছি এটা যাতে বাস্তবায়িত হয় এই জন্যে সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা যদি আন্দোলন গড়ে তুলতে পারি, চাপসৃষ্টি করতে পারি। আমি জানি না এটা কোথায় বাধা আছে সরকারের তরফ থেকে যে

কোন প্রস্তাব করলে পরে বিরোধীদলের মাননীয় সদস্যরা সেটা প্রত্যাখ্যাণ করবেন আর বিরোধীদের তরফ থেকে যে কোন গঠন মূলক প্রস্তাব আনলে পরে সরকার পক্ষ এটা প্রত্যাখাণ করবেন। এই ধরণের নিয়ম আছে কিনা আমি জানি না। এবং মুখ্যমন্ত্রী এটা প্রমাণ করে দিয়েছেন দ্বিতীয় বিষয়টি। তিনি তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সেটা ঘোষণা করেছেন যে বিরোধীরা যদি গঠন মূলক প্রস্তাব দিতে পাবেন, তাদের তরফ থেকে যদি গঠনমূলক প্রস্তাব আনতে পারেন আমরা সেটা গ্রহণ করব। এবং আমরা সেটা গ্রহণ করে সরকার চালাব। এই ধরণের ঘোষণা আমাকে উৎসাহিত করেছে। আমাকে আনন্দিত করেছে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। এবং এই ভাবে বিরোধীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমরা বলব আলোচনার গ্রহণ করার জন্য এবং পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকুন এবং মনটা খোলা রাখুন। তাহলে পরেই অগ্রগতির দিকে, উন্নতির দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়। যারা আলোচনা গ্রহণ করতে পারেন না তাদের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। আত্মবিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। অতএব সমালোচনার জন্য সমালোচনা না, বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা না, এতে দেশের ক্ষতি হয়, জাতির ক্ষতি হয়, তা রাজ্যের বিরুদ্ধে যাবে, গরীব অংশের মানুষের বিরুদ্ধে যাবে। অতএব মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার এখানে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন এবং এই প্রস্তাবকে আমি আন্তরিক ভাবে সমর্থন করছি এবং মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীবীরজিৎ সিন্হা মহোদয়।

শ্রীবীরজিৎ সিন্হা (কৈলাসহর) **ঃ—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বি পি এল এর উপরে প্রাইভেট মেম্বার্স রিজিউলেশানের উপর মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র বাবু যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন এটার উপর আমি কিছু বক্তব্য রাখতে চাইছি। বি পি এল স্কীমটা ভারত সরকারের স্কীম এটা আমরা সবাই জানি। এই স্কীম রূপায়ণের ক্ষেত্রে ত্রিপুরায় গত দেড় বৎসরে অনেক অভিযোগ উঠেছে। এবং অভিযোগ নিয়ে আমরা দিল্লীতে গিয়েছিলাম প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত উনার কাছেও আমরা মেমোরেণ্ডাম দিয়েছিলাম। অনেক ত্রুটি ছিল। দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী কারা এটা যারা নির্ণয় করেছেন তারা তা সঠিক ভাবে নির্ণয় করেনি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এমন নজিরও আমরা প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েছিলাম সেই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে আমি ছিলাম তখন প্রধান মন্ত্রী এবং ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে কিছু লিষ্ট দিয়েছিলাম তার নমুনা কিছু বলছি ত্রিপুরার হাইকোর্টের একজন স্বনামধন্য উকিল যিনি দারিদ্রসীমার উপরে বসবাস করেন, সেই নামটাও বি পি এল-এর অন্তঃর্ভুক্ত হয়েছে। ত্রিপুরার কলেজের একজন প্রফেসর উনার

নামও বি পি এল-এর অর্ন্তভুক্ত ছিল। উনার স্ত্রী একজন শিক্ষিকা। উনার ভাই একজন পঞ্চায়েত সেক্রেটারী, উনার ভাইয়ের স্ত্রীও চাকুরী করেন। এই রকম নামও বি পি এল-এর মধ্যে অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। তখন আমাদের ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আপনাদের কমিউনিস্টেরই ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত উনি এটা দেখার পর অবাক হলেন, "আরে এটা কিভাবে হল ?" আমরা বলেছিলাম যে এটাই যদি দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারীর নমুনা হয়ে থাকে এটা তো ত্রিপুরার দরিদ্র মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং এটাকে নূতন করে সমীক্ষা করা হউক। তখন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, "এটাকে নূতন করে সমীক্ষা করার জন্য আমরা দেখব।" তদানীন্তন বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আমার মনে হয় প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তরফ থেকে এখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসেছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রীও এসেছিলেন, রাজ্য সরকারের যারা উর্ধতন কর্তৃপক্ষ মুখ্যমন্ত্রী চীফ সেক্রেটারী লেভেলে আলাপ আলোচনা হয়েছে তার কারণে এই বি, পি এল-এর স্কীম দেওয়ার ক্ষেত্রে নূতন করে তালিকা করা হয়েছিল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তা আপনিও জানেন। সুতরাং আমাদের বক্তব্য হচ্ছে ১০ কেজির পরিবর্তে ২০ কেজি নয়, আরো ৫০ কেজি করে দেওয়া হউক এতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু সত্যিকারের দারিদ্রসীমার নীচের মানুষ যাতে পায় সেই দিকে আপনারা বিবেচনা করবেন এবং আপনাদের কাছে আমি এই সুযোগে বলতে চাই যে, রবীন্দ্রবাবু আমাদের এম এল এ উনি আগে বলেছেন যে, সব সময় কমিউনিস্টরা সুন্দর কথা বলেন দরিদ্র, নিপীড়িত নিস্পেসীত, শোষিত মানুষের বন্ধু বলে কিন্তু আজকে আমি বলতে চাই, প্রথম যখন বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে, তখন সবাই ভেবেছিল, সত্যি বুঝি গরীবের বন্ধু এসেছে। কারণ তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল, গরীবদের তাঁরা দারিদ্রসীমার নীচ থেকে উপরে তুলবে। কিন্তু তাঁদের সময়ে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারীদের একটা বিরাট অংশকে আই, আর, ডি, পি, এর অন্তভুক্ত করা হয়নি। আমরা পাঁচ বছর জোট সরকারে ছিলাম। অ্যাকজাম্পল হিসাবে বলতে পারি, ত্রিপুরা রাজ্যের হাজার হাজার চা শ্রমিকদের আমরা কাজ করে দিয়েছি, আই, আর ডি, পি, এর অন্তভুক্ত করেছি। আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি, ভারতবর্ষের আর কোথাও তা হয়নি। আমরাই প্রথম তা ত্রিপুরা রাজ্যে করেছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি কয়েকটি কথা আজকে এই প্রসঙ্গে বলতে চাই। যেহেতু, দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারীদের নিয়ে এখানে আলোচনা হচ্ছে, সেজন্য শাসক পার্টির কাছে অনুরোধ রাখব, কারণ তাঁরা সব সময়ই দরিদ্র দরদী বলে নিজেদের জাহির করে থাকেন সেজন্য, দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী যারা সরকারী বিভিন্ন স্কীম থেকে ঋণ নিয়েছেন, কিন্তু প্রশাসনিক গ্যাড়াকলের কারণেই হউক তারা আর দারিদ্র সীমার উপরে উঠতে পারেন নি। কিন্তু যারা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন তাদেরকে এই ঋণ মুকুব করার জন্য এই বিধানসভা থেকে প্রস্তাব নেওয়া হউক এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার যেন নূতন করে সাব-সিডির

মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জানি, দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা আমাদের রাজ্য থেকে পাঞ্জাবে খুবই কম। কিন্তু পাঞ্জাবের বিধানসভা এবং মন্ত্রীসভা থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠান হয়েছিল, ঋণগ্রস্ত মানুষদের জন্য ১ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ঋণ মুকুব করতে। সেই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আই, কে, গুজরাল মহোদয় জলন্ধরে গিয়ে পাঞ্জাবে বসবাসকারীদের জন্য ৮ হাজার ৫০০ টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। আমি জানতে চাই, ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা থেকে এ ধরনের প্রস্তাব নেওয়া হবে না কেন? কেন বিধানসভায় এ ধরণের প্রস্তাব আসবে না? এখানে কংগ্রেস, টি, ইউ, জে, এস, কিংবা টি, এন, ভি, র ঋণ মকুব হবে তা নয়। সবাই সুযোগ পাবে।

(ভয়েসেস্ ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ :— আপনাদের নরসীমা রাওকে বলুন)

এটা নরসীমা রাও-এরই স্কীম। আমরা দেখেছি, আগে খাদ্য নিয়ে প্রব্লেম্ ছিল। খাদ্য আন্দোলনে মানুষ মারা গেছে পুলিশের গুলিতে। কিন্তু এখন আর খাদ্য আন্দোলন হয়? খাদ্যে দেশকে স্বয়ং সম্পুর্ণ কে করেছে? আপনাদের সি, পি, আই, (এম)? ইন্দিরা গান্ধী দেশকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পুর্ণ করেছেন। এটা আপনাদের জানার দরকার আছে।

(গণ্ডগোল)

মাননীয় স্পীকার স্যার, বেশীদিন সি, পি, আই, (এম) এর ক্ষমতায় থাকা উচিত নয়। কারণ, আপনাদের স্বভাব শুধু চিৎকার করা। বিরোধীদের বক্তব্য শোনার ধৈর্য্য আপনাদের নেই। বেশী দিন আপনারা ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

(গণ্ডগোল)

স্যার, আমাকে বলতে না দিলে আমি বসে যাই। এভাবে বলার সময় ডিষ্টার্বড্ করলে কি করে বক্তব্য রাখব?

মিঃ স্পীকার ঃ -- মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা শান্ত হউন। বীরজিৎ বাবুকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দিন।

শ্রীবীরজিৎ সিনহা ঃ - স্যার, হাইকোর্টের একজন অ্যাডভোকেট বি, পি, এল-এর সুযোগ পাচ্ছেন। একজন গেজেটেড অফিসারও সুযোগ পাচ্ছেন। যদি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেন, বিষয়টি দেখে শাস্তির ব্যবস্থা করবেন, তাহলে অবশ্যই আমি সব পুট আপ করব। নাহলে, শুধু শুধু তাদেরকে বিপদে ফেলতে চাই না।

শ্রীসুধন দাস ঃ— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে অসত্য তথ্য পরিবেশন করেছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— এটা পয়েন্ট অর্ডার হয় না। আপনি বলুন।

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা ঃ— স্যার, আমি আর আমার বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করছি না। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় এখানে যে এমেন্ডমেন্ট এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ -- শ্রীপ্রণব দেববর্মা।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা (সিমনা) : মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয় এখানে যে প্রাইভেট মেম্বার্স রিজিলিউশান এনেছেন সেটাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এবং মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় এখানে যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধিতা করে আমি আমার আলোচনা শুরু করছি। স্যার, আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের অনেক রাজ্যগুলির মধ্যে যোগাযোগের দিক থেকে এবং আর্থিক দিক থেকে খুবই দুর্বল। এটা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য না সারা ভারতবর্ষের মানুষই এটা জানেন। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বিশেষ করে যারা গরীব অংশের মানুষ, যারা সংখ্যালঘু অংশের মানুষ, শ্রমিক শ্রেণী, উপজাতি অংশের মানুষ তারাই সবচেয়ে গরীব। সমতল এলাকার মানুষ অধিকাংশই তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে এখানে এসেছেন এবং তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই গরীব। ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি অংশের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে জুমচাষ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু আগের মত এখন আর জুমের ফসল হচ্ছে না। যার ফলে উপজাতিরা বেশীর ভাগই দিনের পর দিন গরীব হচ্ছে। যদিও ভারতবর্ষ গরীব রাষ্ট্র, তবুও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঙ্গ রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সবচেয়ে বেশী গরীব। আজকে স্বাধীনতার ৫০ বছর পরে ভারতবর্ষের গরীব মানুষদের তালিকাভুক্ত করে অর্ধেক দামে চাউল সরবরাহ করা লজ্জার ব্যাপার। আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদেরকে প্রশ্ন রাখতে চাই যে, ৫০ বছরের মধ্যে সাড়ে তিন বছর বাদ দিলে বাকী সময় তাদের দলই কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। তাঁরা কি এই দেশের গরীব অংশের মানুষের স্বার্থে কোন কাজ করেছেন? একমাত্র কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই দেশের গরীব অংশের মানুষদের জন্য যারা দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করছেন এই বি. পি. এল. স্কীমটিকে কার্য্যকরী করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছেন। স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেস দীর্ঘ সময় কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। তাদের ভুল নীতির ফলেই এই দেশের মানুষ দিনের পর দিন গরীব হয়েছে, তারা দুই বেলা দুমোঠো ভাত খেতে পারছে না। আজকে এখানে বিরোধী বেঞ্চে বসে উনারা এই প্রস্তাবের উপর এমেণ্ডমেন্ট এনে বিরোধিতা করছেন, ভারতবর্ষের মানুষ জানেন বাস্তবটা কি? কাজেই সেই দিক থেকে বিরোধীদলের সদস্য মহোদয়দের এই সংশোধনী প্রস্তাবকে তুলে নিয়ে এবং মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার

মহোদয়ের আনীত এই প্রস্তাবটিকে আরও বেশী সমর্থন করা উচিত নিজেদের দুর্বলতাকে ঢাকার জন্য। আপনারা দেশের গরীব অংশের মানুষদের জন্য কোন কাজই করেন নি। ইউনাইটেড ফ্রন্ট আসার পর আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে দাবী করা হলো আমাদের রাজ্যে দারিদ্রসীমারেখার নীচে বসবাসকারী লোকসংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৭৩'৫৮ শতাংশ। আমরা আমাদের এই রাজ্যের গরীব অংশের মানুষকে রক্ষা করতে চাই। কাজেই আমাদের দাবী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের রাজ্যের দারিদ্রসীমারেখার নীচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা শতকরা ৭৩'৫৮ মেনে নিয়ে তাদের সকলের জন্য ভর্তুকিতে ৩০ কে, জি, করে চাল দেওয়া হয়। মাননীয় সদস্য সমীর দেব সরকার এই সম্পর্কে যে রিজলিউশান এনেছেন সেই রিজলিউশ্যানকে আমি সমর্থন করছি। এখন ত্রিপুরা রাজ্যে ১০ কে, জি, করে ভর্তুকীতে চাল দেওয়া হচ্ছে কিন্তু এই চাল দিয়ে একটা সংসার প্রতিপালন করা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারণ কোন কোন পরিবারের লোক সংখ্যা ৫ জন, কোন পরিবারের লোক সংখ্যা ৭ জন, কোন পরিবারের লোকসংখ্যা ১০ জন এবং কোন কোন পরিবারের লোক সংখ্যা ১২ জনও আছে তাই এই ১০ কে, জি, চাউল দিয়ে কি হবে? তাই এখানে আমার অনুরোধ ১০ কে, জি, চাল না দিয়ে ৩০ কে, জি, চাল দেওয়া হউক। যদি ৩০ কে, জি, চাল দেওয়া না হয়, তাহলে অন্ততঃ পক্ষে ২০ কে, জি, করে যেন চাল দেওয়া হয়। মাননীয় বিরোধী সদস্যরাও তো সরকারে ছিলেন কিন্তু গত ৫ বছরে আপনারা কি করেছেন গরীব অংশের মানুষের জন্য? যার জন্য ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা কি হয়েছে এটা আপনারা অবগত আছেন। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য কেন্দ্রের ইউনাইটেড ফ্রন্ট গভর্ণমেন্ট ক্ষমতায় থাকার সময় গরীব অংশের মানুষকে রক্ষা করার জন্য যে নীতি চালু করেছিলেন এবং যে হারে ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব অংশের মানুষকে চাল দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন সেই হারেই এখনও দেওয়া হচ্ছে। এখন আমাদের নূতন সরকারের কাছে দাবী রাখছি যাতে আমাদের পাহাড় বেষ্টিত এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরার গরীব অংশের জনগণের জন্য অন্ততঃ পক্ষে ২০ কে, জি করে ভর্তুকিতে যেন চাল সরবরাহ করা হয়। আমরা জানি, কংগ্রেসের দুর্বলতা ছিল দীর্ঘ দিন কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকার সময় আমরা জানি বুর্জোয়া অংশের যারা, ব্যবসায়ী যারা, কালোবাজারী যারা তাদেরকে কংগ্রেস দল প্রশ্রয় দিচ্ছে একমাত্র তাদের ভয় ছিল সেই কালো বাজারীদের সমর্থন পাবে না, বুর্জোয়া অংশের যারা সমর্থক, যারা আমাদের ভারতবর্ষের ৯০ জন মানুষকে পায়ের নীচে ফেলে ১০ জন মানুষের জন্য শাসন প্রশাসনকে কাজে লাগাচ্ছে, তাদের ভয়ে কংগ্রেস আমাদের রাজ্যের গরীব অংশের মানুষকে এই আইনের আওতায় আনেনি। এবং এই হার বৃদ্ধি করে গরীব অংশের মানুষকে রক্ষার চেষ্টা করেননি। আজকে সারা দেশের মধ্যে এটা উন্মোচিত হয়ে গেছে যে, না কংগ্রেস সারা ভারতবর্ষের মানুষকে, বিভিন্ন অঙ্গ রাজ্যের মানুষকে বাঁচাতে পারবে না। পারে না, একমাত্র বামফ্রন্ট

দল, ইউনাইটেড ফ্রন্ট তারাই একমাত্র গরীবের জন্য দরদী। এটাই প্রমানিত হয়ে গেছে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে। কাজেই আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যেটা বাস্তব অবস্থা, অর্থনৈতিক দিক থেকে, যোগাযোগের দিক থেকে ত্রিপুরা রাজ্য সবচেয়ে দুর্বল, সবচেয়ে অনুন্নোত রাজ্য। এই রাজ্যের মধ্যে গত জোট জমানার ৫ বৎসরে গণ বন্টন ব্যবস্থার কি অবস্থা হয়েছিল? এটা আমরা লক্ষ্য করেছি। এটাকে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর একটু উন্নতি হয়েছে। আমরা দেখেছি চিমতি হালাম সাত দিনের উপোস, পেটে ভাত নেই, খাদ্য চাইতে গিয়েছিল গুদামে তাকে গুলী করে হত্যা করা হল। বাফার স্টক করা হয়নি। চাল কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে বরাদ্দ হত এগুলি কালোবাজারীদের হাতে চলে যেত, প্রকৃত গরীব অংশের মানুষ যাদের জন্য রেশম কার্ড বরাদ্দ করা হত তাঁদের কাছে চাল পেঁছায়নি। এইরকম অবস্থা ছিল জোট জমানায়। তৃতীয় বামফ্রন্ট গভর্নমেন্ট ক্ষমতায় আসার পর আপনারা সবাই জানেন যে, এই তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন। উপজাতি কল্যাণ দপ্তর সহ ত্রিপুরা রাজ্যে এত সমস্যার মধ্যে থেকেও, এত উগ্রপন্থীর সমস্যার মধ্যে থেকেও যেভাবে নির্বাচনের প্রতিশ্রুতিকে পালন করার জন্য অক্ষরে অক্ষরে যেসমস্ত কাজকর্ম অগ্রসর করেছেন তার জন্য ত্রিপুরা সরকারকে পুরস্কার দিয়েছেন। এটা আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন না। কাজেই আমরা বামফ্রন্ট সরকার তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের গরীব অংশের মানুষের কথা চিন্তা করে, দুর্গম এলাকার কথা চিন্তা করে, এই রেইনি সিজনে, বর্ষার সিজনে কোন সময় ব্রিজ ভেঙ্গে যায়, পাহাড়ের ধ্বস নেমে রাস্তা বন্ধ থাকে, তার জন্য বর্ষার আগে বাফার ষ্টক করে যাতে গরীব অংশের মানুষ দুর্গম অঞ্চলের মানুষ যারা আছেন তারা যাতে কোন অসুবিধায় না পড়েন তার জন্য বাফার ষ্টক করা হয়। খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন বাফার স্টকের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কাজেই আমি অনুরোধ করব যে, আমাদের দলের পক্ষ থেকে মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন এই প্রস্তাবকে বিরোধী বেঞ্চের সদস্যরা গ্রহণ করবেন। এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত সংশোধনীকে বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার কর্তৃক আনীত প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশনের উপর এই সভায় মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া যে, সংশোধনী এনেছেন আমি এই সংশোধনীকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করছি এই কারণে যে, আসলে রাজ্যের বাস্তব অবস্থাটা বোঝা দরকার। আমি সমীরবাবুকে অভিনন্দন জানাবো যে উনি একটা প্রস্তাব এনেছেন যদিও সেই প্রস্তাবের মধ্যে কিছু ত্রুটি আছে, এটা থাকতেই পারে এবং এটা থাকাটা

স্বাভাবিক। কিন্তু উনি যে প্রস্তাবটা এনেছেন তাতে আরও কিছু সংশোধন আনা উচিৎ ছিল। যেমন এই রাজ্যে যারা দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করছেন তাদের প্রত্যেককে এর আওতায় আনা উচিৎ ছিল। পাশাপাশি এখানে আমাদের একটা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারি গবীর যেকথা আমার পূর্ববর্তী বক্তা মাননীয় সদস্য শ্রীবীরজিৎ সিনহা বলেছেন যে, পরিকল্পনাটা সবটা কেন্দ্রীয় সরকারের, রাজ্য সরকার এখানে বাহবা নেওয়ার মত এমন কিছু নেই। অথচ পরের ধনে পোদ্দারী করা যেটা এই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার বা সমীর বাবুরা সেটা করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছেন রাজ্যের দরিদ্র অংশের মানুষের যাদের খাওয়ার সংস্থান নেই তাদেরকে এই বি, পি, এল, স্কীমের আওতায় আনার জন্য। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখছি, যেমন আমি আমার এলাকার কথাই বলছি এখানে মাকর্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির যারা পঞ্চায়েত সদস্য যারা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তারাই এই বি, পি, এল-এর আওতায় আছে। আমি নাম বলে দিচ্ছি, আবদুল হামিক মৌনাক গ্রাঁও পঞ্চায়েতের উপপ্রধান, উনি সরকারের পয়সা দিয়ে তিনটা পুকুর করেছেন। অধীর ঘোষ, উনি ডিলার। এই ধরণের নাম আমার কাছে আরও অনেক আছে, আমি চ্যালেঞ্জ করছি যদি এগুলি অসত্য হয় তাহলে আমি আমার সদস্য পদ ছেড়ে দেব, আমি এই হাউসে চ্যালেঞ্জ করছি। আরও অনেক নাম আমার কাছে আছে আমি তথ্য দিতে পারব। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে প্রস্তাব দিচ্ছি এই হাউসের সদস্যদের নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা হোক এবং মাননীয় চীফ মিনিষ্টার তার প্রধান হোক আমার কোন আপত্তি নেই। ওনাকে প্রধান করে দিয়ে এই কমিটিকে বলুন প্রত্যেকটা ব্লকে ব্লকে গিয়ে এগুলি তদন্ত করুক এবং তাহলেই দেখা যাবে যে, এই বি, পি, এল কর্মসূচী নিয়ে কি ধরণের দুর্নীতি হচ্ছে। যেমন, রামপুরের অমূল্য দাস, তার নিজস্ব বাড়ী নেই তবু সে এই বি, পি, এল-এর আওতায় আসতে পারেনি। তারপর মতিলাল দাস, পূবরাঙ্গামাটির সে একজন মৎস্যজীবী তবু সে এই বি, পি, এল-এর আওতায় আসতে পারেনি। শম্ভু দাস রঙ্গলাল দাস এরা দীনমজুর এবং তাদের নিজস্ব কোন জায়গা নেই, তারপর অমূল্য দেবনাথ সে ভূমিহীন ১৯৮০ সালের দাঙ্গায় তাকে একটা কলোনীতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল। আজকে তাকে সেই কলোনী থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে এই রাজ্যের উগ্রপন্থীদের কারণে এরা কেউই এই বি, পি, এল-এর আওতায় আসেনি। অম্পিনগর গাঁও পঞ্চায়েতের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শম্ভু দাস সে গত দুই দিন যাবত তার পরিবারের লোকদের নিয়ে সে অনাহারে আছে, অথচ সেও এই বি, পি, এল-এর কর্মসূচীর আওতায় পড়েনি। তাহলে কাদেরকে নেওয়া হয়েছে এই বি, পি, এল-এর আওতায়? ঐ তাদেরকে যারা রুলিং পার্টির মাননীয় সদস্যদের আত্মীয় স্বজন আছেন এবং এছাড়া যারা তথাকথিত ভাবে নির্বাচিত হয়েছেন তাদের পরিবারের লোকরাই হল এই বি, পি, এল-এর আওতাভুক্ত। কাজেই এটাকে আমরা সমর্থন করতে পারছি না। এই কারণে যে পদ্ধতিকে নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই

হাউসে প্রথম থেকে শুরু করে আজ অবধি বলছেন যে "আমরা বিরোধীদের কাছ থেকে গঠনমূলক সহযোগিতা চাই।" কিন্তু আমি বলব যে এখানে আপনারা যারা এই সভার সদস্য আমরাও এই সভার সদস্য। আমরা বাঁকা বা চোরা পথে কেউ এখানে আসিনি। কিন্তু এটা ঠিক বন্দুক তো আপনাদের কাছে। বন্দুক আপনারাই সাপ্লাই দেন। এখানে অমরপুরে বন্দুক আপনারাই কাজে লাগিয়েছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আসলে ব্যাপারটা উনাদের গাত্রদাহ হচ্ছে। অমরপুরে বিধানসভার একটা আসনও ওরা পায়নি। অমরপুরে নগর পঞ্চায়েতে ওরা টিকতে পারেনি। সুতরাং এই গাত্রদাহটার জন্য এরা বন্দুকের কথা বলছেন। বন্দুকের কারখানাতো উনারাই চালান এইগুলি উনারাই সারা রাজ্যে সাপ্লাই দিচ্ছেন। এই ইনষ্টিটিউশনের প্রিন্সিপাল কে? এইটা আমরা জানি না, দয়া করে পরবর্তী সময়ে আমাদের জানিয়ে দেবেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারীদের সমস্যা কত আমরাও কিন্তু এই রাজ্যের মানুষ জানতে পারিনি এখনো সঠিক তথ্য পাইনি। এই রাজ্যে কংগ্রেস যখন শাসন ক্ষমতায় ছিল তখন দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারীদের সংখ্যা ছিল ৬০ শতাংশের মত। এরপর দশ বছর এই রাজ্যে এক নাগাড়ে বামফ্রন্ট শাসনক্ষমতায় ছিল। একদিকে তারা বলছেন সেটা ৮০ শতাংশ। আবার পরবর্তী সময়ে সেটাকে কমিয়ে বলছেন ৭০ শতাংশ, কখনো ৭৩ শতাংশ। আপনার মাধ্যমে আমরা জানতে চাই আসলে এই রাজ্যে দারিদ্রসীমার নীচের বসবাসকারীদের সংখ্যা কত? আমাদের সরকারের আমলে আমরা যখন দিল্লিতে গিয়েছি—তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের প্রদত্ত বিভিন্ন রকমের তথ্য আমরাও বিভ্রান্ত হয়েছি। আমরা যখন সেখানে কেন্দ্রিয় মন্ত্রীদের সঙ্গে মিটিংএ গিয়েছি তখন তারা আমাদের বলেছেন যে, "তোমাদের রাজ্য সরকারের রিপোর্ট কোথাও রয়েছে— ৬৭ পারসেন্ট, কোথাও বলা হচ্ছে ৮০ পারসেন্ট। আসল তথ্যটা কি?"

সুতরাং আজকে রাজ্যের গরীব মানুষের উন্নয়নের জন্য যদি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকে তাহলে কোন দিনই সেই কর্মসূচীটি বাস্তবায়িত হতে পারবে না। এবং তার সুফল কোনদিনই গরীব মানুষের কাছে পৌঁছাবেনা। এই রাজ্যের মধ্যে যদি দরিদ্রতম মানুষ বলা হয় তাহলে বলা হবে রাজ্যের উপজাতিদের। এটা একশ ভাগের একশ ভাগই সত্যি কথা। এবং তাদের মধ্যে যারা জুমিয়া তাদের প্রত্যেকেই এই স্কীমের আওতায় আনা উচিৎ ছিল। এদের কিছুই নেই, তিন মাসের বেশী ওদের ঘরে খোরাক থাকে না। বছরের অবশিষ্ট সময় হয় তাদের অনাহারে থাকতে হয়, নতুবা অর্দ্ধাহারে থাকতে হয়। কিন্তু এখানে আমরা দেখেছি যেমন ভুঙ্গিয়া গাও পঞ্চায়েতে, কর্মা গাওপঞ্চায়েতে, লাউগাঙ গাঁও পঞ্চায়েত আছে— যেখানে ৯০-১০০ শতাংশই আছে যারা জুমিয়া। সেখানে কাদেরকে এই স্কীমের আওতায় আনা হবে? যারা সি, পি, এম এর মিছিলে যাবে, মিটিংএ

যাবে যারা সি, পি, আই, এম, কে ভোট দেবে তারাই এর আওতায় আসবে। এর বাইরে যারা আছে তারা এই বি, পি, এল, স্কীমের আওতায় আসবে না। এটা আরো দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার। আমরা অবাক হয়ে যাই যে রাজ্য সরকার একটা স্কীম করেছে— বি, পি, এল, ভুক্ত যারা তারাই একমাত্র আগরতলার জি, বি, হাসপাতালে, কিংবা আই, জি, এম, হাসপাতালে কিংবা অন্য কোন হাসপাতালে চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে ফ্রী অব্ কস্ট-এ তাদের চিকিৎসা করা হবে। কিন্তু প্রকৃত যারা জুমিয়া, যারা গরীব, যাদের দু'বেলা দু'মুঠো খাবারের সংস্থান নেই, তারা এই সুযোগের আওতা থেকে বাইরে থাকবে। কাজেই স্যার, এইগুলি পুনর্বিবেচনা করতে হবে। কাজেই, আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় যথাযথভাবেই এই প্রস্তাবকে সংশোধিত আকারে এনেছেন যে এটা সর্বদলীয় কমিটির মাধ্যমে হোক। কাজেই, এই সংশোধনী প্রস্তাবকে আমরা সমর্থন করছি। এখানে শুধু দশ হাজার কিংবা বিশ হাজার, নয়, আমরা বলব যে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারীদের প্রতিটি পরিবারকে এই বি, পি, এল, স্কীমের আওতায় আনতে হবে। এবং আনা প্রয়োজন। পাশাপাশি এখন যাদেরকে বি, পি, এল, স্কীমের আওতায় আনা হয়েছে, সেখানে আমি বলব যে একটা উচ্চ পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হোক এই সভা থেকে। তারা ব্লক ভিত্তিক তদন্ত করে দেখুক যে আমরা যে অভিযোগগুলি করেছি কিংবা এই অভিযোগের বাইরেও আরো অনেক সত্যতা আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শেষ করুন।

শ্রীজওহর সাহা ঃ— স্যার, আমি এক মিনিটে শেষ করছি। সেখানে এই গরীব অংশের মানুষকেও বঞ্চিত করে কিছু সুযোগ সুবিধা নিচ্ছে সরকারী কর্মচারী অফিসার কিংবা ভালো অবস্থা সম্পন্ন লোক। এদের চিহ্নিত করে প্রকৃত গরীবদেরকে এর আওতায় আনা হউক। এটার মধ্যে দল বাজীর প্রশ্ন নয়, এটার মধ্যে কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়ার জন্য নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার বক্তব্য শেষ করার আগে এটুকু আবার বলব যে, এই বি, পি, এল, বলুন আই, সি, ডি, এস, স্কীম বলুন কিংবা নিউট্রেশান স্কীম বলুন এখানে যে সকল চাউল সরবরাহ করা হচ্ছে এগুলি এক কথায় বলতে পারি গো-খাদ্য। গরীব অংশের কোন কোন ক্ষেত্রে অসুস্থ হয়ে যায় এগুলি মানুষের খাদ্য নয় এগুলি দিয়ে মানুষের ধাপ্পা দেওয়া হচ্ছে, ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে। তাই এগুলি তদন্ত করে দেখা হউক। আজকে চারিদিকে বলছে আন্ত্রিক মহামারি এগুলি কেন হচ্ছে? এগুলির জন্য দায়ী হচ্ছে অখাদ্য, গো-খাদ্যগুলি জোর করে বাধ্য করে গরীব মানুষদের খাওয়ানো হচ্ছে বলেই হচ্ছে। আমি অনুরোধ করব আমাদের নতুন খাদ্যমন্ত্রীকে আগের খাদ্যমন্ত্রী এই ধরণের খাদ্য জনসাধারণের খাওয়াচ্ছেন বলেই আজকে উনি পটল গেছেন। সুতরাং

আপনাকেও বলব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে উনিও পটলে উঠবেন যদি এই গো-খাদ্যগুলি আবার জনসাধারণকে খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। এর আগে রামকুমারবাবু খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন উনিও অক্কা গেছেন, কি করে গেছেন ? এই গো-খাদ্য যখন মানুষকে খাওয়ানোর চেষ্টা করেছেন কিংবা খাওয়াচ্ছেন তখনই। যাই হউক, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিভিন্ন স্কীমে যেসকল চাউল সরবরাহ করা হচ্ছে এগুলি যাতে মনুষ্য খাওয়ার উপযোগী হয় সেই ব্যাপারেও যাতে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়। পাশাপাশি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাব বার বার এই হাউসে দিয়েছেন শুধু বিরোধিতা করার জন্য নয় সেখানে বাস্তব অবস্থা উপলব্দি করে বিরোধীদের কাছেও উনি সহযোগিতার আবেদন করেছেন। আমরা কথা দিচ্ছি যে আমরা সহযোগিতা করব কিন্তু এই রাজ্যের মানুষের বাস্তব অবস্থা সমস্যাটাকে একটু উপলব্দি করতে হবে। এই সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় এই হাউসের সদস্য যে তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস। সময় ১৫ মিনিট আছে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীসমীরদেব সরকার এই হাউসে প্রস্তাব এনেছেন যে, "দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী প্রকৃত সংখ্যা যেখানে ৭৪,৫৮ শতাংশ এই হারে যাতে কেন্দ্রীয় সরকার এখানে বি, পি, এল-এ যে চাউল দেওয়ার স্কীমে সেই স্কীমে বর্তমানে যেটা ১০ কেজি দেওয়া হচ্ছে সেটা বাড়িয়ে ২০ কেজি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। এটা খুবই যুক্তিযুক্ত এবং সময়োপযোগী। কিন্তু আমি হতাশ হয়েছি যে, দীর্ঘদিনের পুরানো বন্ধু নগেন্দ্রবাবু এখানে উনার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার উপর কোন সন্দেহ ছিল না এতদিন। আমি ভেবেছিলাম উনি খুব বুদ্ধিমান এবং সেইভাবে প্রস্তাবটা আনবেন। কিন্তু যে প্রস্তাবটা এখানে এনেছেন মূল প্রস্তাবের সঙ্গে কোন সঙ্গতি নেই। মূল প্রস্তাব হচ্ছে বর্তমানে যে হারে এখানে চাউল দেওয়া হচ্ছে সেই হারটা বাড়িয়ে যাতে ডাবল করে কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন করেন এটা হচ্ছে মূল প্রস্তাব। আর মূল প্রস্তাবের সঙ্গে কোন সঙ্গতি নেই কবে চাউল বিতরণ হবে এই যে, "কাল নেমির লংকা ভাগ" তারজন্য নগেন্দ্রবাবুরা এখানে এই সমস্ত প্রস্তাব আনছেন। ডাইভার্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই জন্য আমি এই সংশোধনী প্রস্তাবটির সঙ্গে সহমত পোষন করতে পারছি না বলে দুঃখিত।

মাননীয় স্পীকার স্যার, কেন্দ্রে যখন ইউনাইটেড্ ফ্রন্ট সরকার গঠিত হয় তখন সেই সরকার সমগ্র দেশে কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম অনুসারে বি, পি, এল, প্রকল্প চালু করেছিল। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্রবাবু এখানে হাউসকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলেছেন, ত্রিপুরা রাজ্যে এই স্কীম চালু করার ক্ষেত্রে বিলম্ব করা হয়েছে। আমি বলছি, এটা নগেন্দ্রবাবুর অজ্ঞতা অথবা তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে

হাউসকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই ধরণের তথ্য পরিবেশন করেছেন। এই ত্রিপুরাই হচ্ছে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম রাজ্য যেখানে ১, ৫, ৯৭ইং থেকে বি, পি, এল, প্রকল্প চালু হয়েছে। দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে এই স্কীম চালু হতে শুরু করেছে ১০,৬,৯৭ইং থেকে। কাজেই, নগেন্দ্রবাবু ইচ্ছাকৃতভাবে হাউসকে বিভ্রান্ত করার জন্য এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই ধরণের বিকৃত তথ্য পরিবেশন করেছেন।

স্যার, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারীর সংখ্যাটা নিয়ে একের পর এক গল্প পরিবেশন করে চলেছেন। পাশাপাশি বিভ্রান্তিমূলক তথ্যও এখানে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। যেমন জওহরবাবু বলেছেন, তাদের আমলে রাজ্যে নাকি ৬০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করতেন। এবং এই নিয়ে আরোও ইত্যাদি ইত্যাদি বলেছেন। আসল ঘটনাটা কি? আমরা যখন তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় ফিরে আসি তখন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে একটি সার্কুলার আসল। তাতে বলা হল ত্রিপুরা রাজ্যে আই, আর, ডি, পি, স্কীম এবং অন্যান্য স্কীমে ৭'২২ শতাংশের বেশী সুযোগ দেওয়া যাবে না। কারণ, এটাই নাকি আগের সরকারের রিপোর্ট ছিল। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের এই মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। গৌহাটীতে যে কনফারেন্স হয়েছিল সেখানেও এর প্রতিবাদ করা হয়েছে। তারপর বি, পি, এল, প্রকল্প রাজ্যে চালু হওয়ার আগে রাজ্য সরকারের দাবী কিছুটা মেনে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বলেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের ৩৯'০১ শতাংশ মানুষ অর্থাৎ দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারীরা এই বি, পি, এল, প্রকল্পের সুযোগ পাবে। যদিও এই সংখ্যা অনুসারে রাজ্যে বি, পি, এল চালু হয়েছে কিন্তু তখনই কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম আমাদের রাজ্য আর, ডি, থেকে যে সার্ভে হয়েছিল তাতে রাজ্যে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারীর সংখ্যাটা এসেছে ৭৩ ৫৮ শতাংশ। সেই অনুসারে আমরা পুনরায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠাই বিষয়টি পুনঃবিবেচনা করার জন্য। এমন কি এই রাজ্যে যখন ফিনান্স কমিশন এসেছিল তখন তাদের কাছেও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এই পরিসংখ্যানটা তুলে দেওয়া হয়েছিল। আমরা শুক্লা কমিশনের কাছেও এই তথ্য তুলে ধরেছি। অনেক কিছু করার কেন্দ্রীয় সরকার এটাকে বাড়িয়েছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন কমিশনের কাছে এই নিয়ে বলা হয়েছে। এই বি, পি, এল স্কীমটা একেবারেই কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব পরিকল্পনা। এতে রাজ্য সরকারের কোন প্রস্তাব নেই।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার এনে এখানে কথা বলার জন্য তিনি কথা

বলছেন তিনি এটা হয়ত জানেন না যে আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এই সমস্ত দাবী তোলার পর কেন্দ্রীয় সরকার সেই সংখ্যাটাকে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য বৃদ্ধি করে বর্তমানে করেছেন ৪০.৮৬ শতাংশ। আগে ৩৯.৩১ শতাংশ যখন কার্য্যকরী ছিল তখন রাজ্যের ১১ লক্ষ ৭৯ হাজার লোক অর্থাৎ ২.২ লক্ষ ফেমেলি (দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী) রাজ্যে কভার করা হয়েছিল। এখন এই সংখ্যাটা বেড়ে আরোও ১০ হাজার পরিবারকে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এবং এর ফলে ১১.৮৯ হাজার লোক অতিরিক্ত সংখ্যায় এই রাজ্যে বি.পি, এল, স্কীমের আওতাভুক্ত হয়েছে।

এখন আরও দশ হাজার ফেমিলি এডিশন্যাল আমরা পেয়েছি তার ফলে ১১.৮৯ হাজার পয়েন্ট পপিউলেশন এই স্কীমের আওতাভুক্ত হয়েছে। এই স্কীমটা চালু হওয়াতে আমাদের এখানে অধিকাংশ মানুষ উপকৃত হবেন। আমরা এখানে অস্বীকার করছিনা যে এটা কেন্দ্র সরকারের স্কীম। কিন্তু এই স্কীমটা কেন্দ্রে যতদিন কংগ্রেস সরকার ছিল ৫০ বছরের মধ্যে ৪৭ টা বছর তারা কিন্তু এই স্কীমটা চালু করেন নি। যখন এই রাজ্য থেকে দাবী উঠেছে যে চৌদ্দটা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সারা দেশে সরবরাহ করতে হবে। সমস্ত প্রস্তাবিত দাবীগুলি নাকচ হয়ে গেছে। বামফ্রন্ট সরকারের তরফ থেকে বার বার এই প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দিয়েছি। সেখানে কারা ছিলেন? শ্রীমতী গান্ধী ছিলেন, রাজীব গান্ধী ছিলেন তারা এই দাবীকে নাকচ করে দিয়েছেন। ইউনাইটেড ফ্রন্ট সরকার তারা সেই সরকার অন্ততপক্ষে এই দাবীকে তারা স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু সবটা তারা পারেন নি তবে ১০ কেজি করে তারা চাল দিয়েছেন। এই বাস্তব উপলব্ধিতাকে স্বীকার করে নিতে হবে। এখানে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র বাবু কবে থেকে রাজনৈতিক বিষয়ক জ্যোতিষী হয়েছেন সেটি আমি জানি না। উনি কেশববাবুর মুখ দেখে অনিলবাবুর মুখ দেখে বুঝতে পারছেন মানিক সরকারের নাম উঠেলে পরে তাদের মুখ কালো হয়ে যায়। তিনি কি রাজনৈতিক ব্যবসাটা ছেড়ে দিয়েছেন, জানি না। এখানে অনেক কান্না কেঁদেছেন নগেন্দ্রবাবু জুমিয়াদের জন্য, গরীব মানুষের জন্য। আমি জিজ্ঞাস করতে চাই জোট আমলে যখন উপজাতি মায়েরা বোনেরা তাদের দাবী নিয়ে গিয়েছিল সেই খেদাছড়াতে, আনন্দ বাজারে তখন কারা গুলী করে সেই মা বোনদের হত্যা করেছে? কাজেই এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। যেসব মায়া কান্না কেঁদে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চান আসল সত্যকে তারা ঢাকতে চান। এটা ত্রিপুরার মানুষ বুঝতে পেরেছে বলেই মানুস তাদেরকে পরিত্যাগ করেছে। এবং মানুষ তাদেরকে বর্জন করেছে। স্যার, আমরা এখানে খুব পরিস্কার ভাবে এই কথা বলতে চাই যে, আজকে আমাদের এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে আমরা সারা ত্রিপুরায় যারা গরীব অংশের মানুস আছেন তাদেরকে যাতে আরও বেশী সুবিধা দেওয়া যায় তার জন্য আমরা এই প্রস্তাবটা এখানে এনেছি। এখানে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই। তারা এখানে রাজনৈতিক কোথায় খুঁজে পেয়েছেন আমি জানি না। তারা সেখানে কিছু

কিছু অভিযোগ তারা এনেছেন সেটি নিশ্চয়ই আমরা তদন্ত করে দেখব। যদি সঠিকর নাম ঠিকানা দিয়ে বলতে পারেন সেখানে তদন্ত করে আমরা ব্যবস্থা নেব। কিন্তু অভিযোগের জন্য যদি সেখানে অভিযোগ এনে থাকেন সেটা কিছুই করার নেই। এখানে মাননীয় সদস্য বীরজিৎ সিংহ বলেছেন যে ঋণ মুকুবের প্রশ্ন। এই তথ্যটা নিশ্চয়ই উনি ভুলে গেছেন যে ভি, পি, সিং যখন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন তখন ১০ হাজার পর্য্যন্ত ঋণ মুকুব করা হয়েছিল।. তারপর যখন রাজ্যে জোট সরকার ক্ষমতায় আসেন তখন যেখানে বেনিফিসারী আছে তাদেরকে সার্টিফিকেট দিতে হয় সেটি তারা দেন নি। তৃতীয় বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর যখন এই রাজ্যের গরীব মানুষ দাবী করেছেন তাদের সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য তখন তাদেরকে এই সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এর আগে কখনো সেটি হয় নি। কাজেই তারা ফরম বিলির নামে ফরম বিলি করেছেন ঋণ মেলার নামে, মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন। যে ঋণ মেলার ঋণ মেলা নিলে পরে এটাকে ফেরত দিতে হয় না। সমস্ত মানুষকে দেওলিয়া করেছে আর এখানে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন।

শ্রীবিজয়কুমার রাংখল ঃ— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, ১১ লক্ষ ৮৯ হাজার যে বেনিফিসারীর কথা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, বি, পি, এল স্কীমে সমান চাল দেওয়া হয়। কিন্তু এখানে কয়েকটি রেশনে খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, আগে যারা রেশনে যাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৭ জন কিংবা ১০ জন ছিল, সেখানে তারা ১৫ কেজি চাউল পেত। সেটা উদাহরণ। কিন্তু বি, পি, এল-এর পর তাদের ১০ কেজি দেওয়া হল সারা মাসের জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে তার রেইটও বৃদ্ধি করা হল, তাতে দেখা গেল যে সারা মাসে সে ১৫ কেজি চাউল কিনতে পারল না। সে ১০ কেজিতে কনৃকাইন হলো সারা মাসের জন্য। এটার সুরাহা চাইছি। দ্বিতীয় হচ্ছে স্যার, যে সমস্ত স্কুলে হোষ্টেল আছে প্রাইভেট হোক কিংবা সরকারী আণ্ডার টেকিং হোক এই সব হোষ্টেলের ষ্টুডেণ্টদের রেশনের চাউল দেওয়া হয় কিনা ?

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) **ঃ—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে প্রশ্নটা উঠেছে চাউলের প্রশ্নে, ১০ কেজি করে ৪ টাকা দরে যে চাউল দেওয়া হয় এটা হচ্ছে বি. পি, এল-এর। কিন্তু তার বাইরেও ঐ পরিবারে আমাদের যে স্কেল আছে পার ইউনিট, এডাল্ট ব্যক্তি হলে ৪ কেজি করে প্রতি মাসে পাবে। বাকী অংশ তাকে ৭টাকা ৮০ পয়সা দরে নিতে হবে। কিন্তু বি, পি, এল, পরিবার হলে ১০ কেজি চাউল ৪ টাকা দরে পাবে। এটা খুব পরিস্কার। এখানে বিভ্রান্তি হওয়ার কোন সুযোগ নেই। এই সুবিধাটা সে পাচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই যে স্কীম এটা ভাইটাল, আমি এটা অনুরোধ করব অতিরিক্ত ১০ হাজার আমরা পেয়েছি তাদেরকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য। কিন্তু এখানে অনেকগুলি পঞ্চায়েত সমিতির তরফ থেকে সিলেক্সান আসেনি। এমনকি আমাদের সবচেয়ে কাছে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটু বলছি মাননীয় সদস্যবৃন্দ হাউসের সময় ৫টা শেষ হয়ে যাচ্ছে। মন্ত্রী বাহাদুর কতটুকু সময় নেবেন? আর বাকী যে বিজনেস আছে তার জন্য আমি সময় চাইছি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিজনেস শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এই হাউসের সময় বাড়ানো হউক।

মিঃ স্পীকার ঃ— ঠিক আছে, শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত হাউস চলবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলুন।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) ঃ— এমন কি আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি তারাও এই বেনিফিসিয়ারীদের তালিকা আমাদের কাছে না পৌছাতে আমরা যে সমস্ত দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করেন তাদের সেই সুযোগটা দিতে পারছিনা। আমি অনুরোধ করব তাদের কাছ থেকে অবিলম্বে যাতে এই সমস্ত বেনিফিসারীদের নাম সেখানে এসে পৌছে যাতে আমরা গরীব অংশের মানুষদেরকে সেই সুযোগটা দিতে পারি। এই উদ্যোগটা যাতে তারা নেয় আমি সেই অনুরোধ রাখব। এখানে বলা হয়েছে বেনিফিসারী সিলেকশান—স্যার, আমি কিছু বুঝতে পারছি না—আমরা কোন ব্যবস্থার মধ্যে আছি, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পঞ্চায়েতগুলি নির্বাচিত হয়েছে ৭৩ তম এমেণ্ডমেন্টের মধ্য দিয়ে। কনষ্টিটিউশ্যান এই পাওয়ার দিয়েছে পঞ্চায়েতগুলিকে, জেলা পরিষদকে, পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে। আজকে নগেন্দ্র বাবু তারা কি প্রস্তাব দিয়েছেন এটাকে এডভয়েড করে সেখানে সর্বদলীয় কমিটি ইত্যাদি করার জন্য এই সব অবাস্তব প্রস্তাব দিচ্ছেন। আমি বুঝতে পারছি না তারা কি ভারতবর্ষের সংবিধান জানেন না, তারা কি ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মানেন না। কাজেই এই সমস্ত প্রস্তাব হচ্ছে মানুষকে বিভ্রান্ত করা এটা অবাস্তব প্রস্তাব। আমি আশা করব নগেন্দ্র বাবু তিনি এই যে সমস্ত প্রস্তাব এনেছেন তা মূল প্রস্তাবের সঙ্গে কোন সঙ্গতি নেই। তাই এই প্রস্তাবকে প্রত্যাক্ষান করে নিয়ে মূল যে প্রস্তাব এটাকে সমর্থন করবেন এবং এই স্কীমটা যাতে আরো ভালভাবে কার্যকরী করা যায় তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা এই প্রস্তাব পাঠাইয়াছি —তাতে পূর্ণাঙ্গ সমর্থন করবেন এই আশা এবং বিশ্বাস রেখে আমি এই হাউসকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, সকলের সহযোগিতা নিয়ে আগামী দিনে আমরা এই রাজ্যে যাতে আরো ভালভাবে বন্টন ব্যবস্থা করতে পারি এবং সেখানে যারা কালোবাজারী, মুনাফা খোর তাদেরকে যাতে তারা প্রশ্রয় না দেন এবং সহযোগিতা না করেন এই অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আলোচনা শেষ হয়েছে। আমি মাননীয় সদস্যদের বলতে

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

চাই। প্রথমে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনিত রিজিলিউশানের উপর সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দেব। এবং পরে মূল রিজিলিউশান ভোট দেব। সংশোধনী প্রস্তাবটি হলো :— "That the following words be added to the and of the resolution" "এবং ব্লক ভিত্তিক সর্বদলীয় কমিটি গঠন করে বেনিফিসিয়ারীদের তালিকা প্রনয়ণ করা হোক"।

(সংশোধনী প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক বাতিল হয়)।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমীরদেব সরকার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মূল রিজিলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি। রিজিউলিউশানটি হলো :—

"এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব করিতেছে যে, রাজ্যে দারীদ্রসীমার নীচে বসবাসকারীদের প্রকৃত শতকরা হার ৭৩.৫৮ মেনে নিয়ে তাদের সকলের জন্য ভূতুকীতে চাল সরবরাহ করার ব্যবস্থা, এবং বর্তমান সরবরাহের হার মাথা পিছু মাসে দশ কেজি-র পরিবর্তে কুড়ি কেজি করে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হোক"।

(মূল প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)।

শ্রীজওহর সাহা ঃ— স্যার, আমি এখানে একটি কথা বলতে চাই, কথাটা হচ্ছে, নূতন গভর্ণমেন্ট আসার পর কোন ডাইরী আমরা এখনও পাই নি। আমাদের ডাইরী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক।

মিঃ স্পীকার ঃ— অবশ্যই আপনাদের ডাইরী দেওয়া হবে।

FOR MATION OF ALL PARTY LEGISLATIVE CCMMITTEE.

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আপনাদের জন্য একটি ইনফরমেশন। ইনফরমেশন হল, শ্যামাচরণ বাবু একটি প্রস্তাব রেখেছিলেন,' একটি সর্বদলীয় কমিটি গঠণ করে আপনারা খোয়াই সাব-ডিভিশনের আমপুরায় যে ঘটনা ঘটেছে সেখানে পরিদর্শনে যেতে চান, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে কথাও বলেছেন নিজে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে। উনি মুখে জাষ্ট ইনফরমেশনের জন্য বলেছেন। আমি এখানে যাদের নাম বলব তাঁরা আগামীকাল ২৮-৩-৯৭ ইং তারিখ সকাল ৯টার সময় গভর্ণমেন্ট চীফ হুপ, মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। সকাল ৯টায় এখান থেকে আপনারা ষ্টার্ট করবেন। নামগুলি হচ্ছে, শ্রীসুবল রুদ্র, ডেপুটি স্পীকার, শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা, মেম্বার, শ্রীকাশীরাম রিয়াং, মেম্বার, শ্রীবিজয়কুমার রাঙ্খল, মেম্বার, শ্রীকেশব মজুমদার, মন্ত্রী, শ্রীপদ্মকুমার দেববর্মা, মেম্বার, শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায়, মেম্বার, শ্রীসমীর দেব সরকার, মেম্বার, শ্রীকাজল চন্দ্র দাস, মেম্বার।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটি অসুবিধা আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি রিকোয়েষ্ট করব, সবাই যান।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— স্যার, ব্যাপারটা হচ্ছে, শ্বশুর-জামাই বলে কথা নয়। রবীন্দ্র বাবুর বাড়ী সেখানে। পরিচিতি বেশী। কাজেই রবীন্দ্র বাবু গেলে বেশী কাজ হবে। এজন্য শ্যামাচরণ বাবুর পরিবর্তে রবীন্দ্র বাবু গেলে ভাল হবে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— ঠিক আছে, আপত্তির কিছু নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ— ঠিক আছে। রবীন্দ্র বাবুই যাবেন।

VALEDICTORY SPEECH BY THE SPEAKER

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আজকে এখানেই অধিবেশনের শেষ দিন। অর্থাৎ অষ্টম বিধানসভার প্রথম অধিবেশনের শেষ দিন। কাজেই আমি এই বিধানসভার সমস্ত সদস্যবৃন্দকে, বিধানসভার সচিব মহোদয়কে, অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ, দূরদর্শনের কর্মচারীবৃন্দ, আরক্ষা দপ্তরের কর্মী-বন্ধুগণ এবং অন্যান্য শুভানুধ্যায়ী যারা আমাকে বিধানসভা পরিচালনার ক্ষেত্রে সহৃদয় সহযোগিতা এবং সাহায্য করেছেন তাদের প্রতি আমি গভীর ভাবে কৃতজ্ঞ। আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে এই সভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী ঘোষনা করছি।

ANNEXURE— 'A'

PAPER'S LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

Admitted starred Question No.—5

Name of M.L.A. ; Sri Umesh Chandra Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত ইংগিবাড়ী গাঁও সভার সাবাজপুর গ্রামে একটি J B. School স্থাপন করার জন্য উক্ত এলাকার গ্রামবাসীগণ দীর্ঘদিন যাবৎ দাবী করছেন।

২। যদি সত্য হয় তবে উক্ত দাবীটি পূরণের জন্য বিবেচনা করা হবে কি না, এবং

৩। যদি করা হয় তা হলে কবে নাগাদ উক্ত স্কুলটি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

৩। ভবিষ্যতে অন্যান্য প্রস্তাবগুলির সাথে উক্ত স্কুলটি স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা হবে।

(Question & Answer)

Admitted starred Question No.—11

Name of M.L.A. :— Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯৭ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত শিক্ষা বিভাগে বিভিন্ন পদের কতজন কর্মীকে বদলী করা হয়েছে, এবং

২। এই সকল বদলীর ক্ষেত্রে সরকারী কোষাগার থেকে মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছিল ?

উত্তর

১। ১৯৯৩ ইং সনে এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯৭ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত শিক্ষা বিভাগে বিভিন্ন পদে মোট ৮,৫৬৪ (আট হাজার পাঁচশত চৌষট্টি) জনকে বদলী করা হয়েছে।

২। এই সকল বদলীর ক্ষেত্রে সরকারী কোষাগার থেকে মোট ৪৮,৪২,৩৪২ টাকা (আটচল্লিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার তিনশত বিয়াল্লিশ টাকা) ব্যয় হয়েছে।

Admitted starred Question No —30

Name of M. L. A. :— Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। এন, সি, ই, আর, টি, সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা রাজ্যে চালু আছে কি না এবং

২। যদি না থাকে তবে এন, সি, ই, আর, টি, সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা রাজ্যে চালু করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীন ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অনেক বিষয়ে এন, সি, ই, আর, টি, সিলেবাস এবং পাঠ্য পুস্তক ত্রিপুরায় চালু আছে।

২। অন্যান্য শ্রেণীতে এন, সি, ই, আর, টি, সিলেবাস চালু করার কোন পরিকল্পনা নাই।

Admitted starred Question No. :—71

Name of Member :— Shri Dipak Kumar Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকার কর্তৃক গঠিত শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বোর্ড কমিটিকে প্রত্যেক ট্রেড ইউনিয়ন থেকে সম সংখ্যক শ্রমিক প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হয় কি না ?

২। যদি না হয় তাহার কারন কি ?

উত্তর

১। রাজ্য সরকার কর্তৃক গঠিত শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট শ্রমদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন বোর্ড ও কমিটি শ্রমিক ও মালিক সংগঠন থেকে সম সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে আইন অনুযয়ী গঠিত হয়।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. :—75

Name of M L A. :— Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। অমরপুর মহকুমার সোনাছড়া টি. এম, সি, হাইস্কুলে গত বছর কতজন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল।

২। তারমধ্যে কতজন পাশ করেছে, এবং

৩। বর্ত্তমানে ঐ হাইস্কুলে শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। অমরপুর মহকুমার সোনাছড়া টি. এম. সি. হাইস্কুলে গত বছর ১৬ (ষোল) জন পরীক্ষার্থী ছিল।

২। একজনও পাশ করে নাই।

৩। বর্ত্তমানে শিক্ষক শিক্ষিকা'র সংখ্যা ১৩ (তের) জন।

Admitted Starred Question No. :—77

Name of M. L. A. :— Shri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, গত ১৯৯৭ ইং শিক্ষাবর্ষে উগ্রপন্থীদের কারনে ও অন্যান্য অসুবিধা থাকায়

রাজ্যে বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয়নি, এবং

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে ঐ সকল বিদ্যালয়ে পরবর্তী সময়ে পরীক্ষা নেওয়ার কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে কি না।

উত্তর

১। হাঁ।

২। বন্ধ বিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহনের প্রশ্ন উঠে না।

Admitted starred question No. 80

Name of M.L.A. : – Sri Prakash Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কি কি যোগ্যতার ভিত্তিতে ন্যাশনেল স্কলারশীপ দেওয়া হয় ?

২। উক্ত ন্যাশনেল স্কলারশীপের কর্ম শিক্ষা দপ্তরের কোন সেক্শন থেকে দেওয়া হয় ?

উত্তর

১। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায় দুই প্রকার জাতীয় বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা আছে।

ক) মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের জন্য জাতীয় বৃত্তি।

যোগ্যতার ভিত্তি :—

১। স্বীকৃত শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা কমপক্ষে শতকরা ৬০ (ষাট) নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয় এবং যাদের পিতা/মাতার বার্ষিক আয় ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত তারা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠের জন্য এই বৃত্তি পাওয়ার যোগ্য।

২। অনুরূপ ভাবে স্বীকৃত শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা কমপক্ষে শতকরা ৬০ (ষাট) নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয় এবং যাদের পিতা/মাতার বার্ষিক আয় ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত তারা স্নাতক পর্যায়ে পাঠের জন্য এই বৃত্তি পাওয়ার যোগ্য।

৩) স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এই বৃত্তির জন্য আয়ের কোন উর্দ্ধসীমা নাই।

৪) আয়ের নির্ধারিত উর্দ্ধসীমার কারণে যে সকল যোগ্য ছাত্রছাত্রী এই বৃত্তি পায় না তাদেরকে একশত টাকা মূল্যের একটি পুরস্কার এবং 'Certificate' দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

ক) বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের অধীনে অভয়নগরে অবস্থিত State Council of Educational Reserch & Training পরিচালিত প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত গ্রামীন এলাকায়

বসবাসরত অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদেরকে মেধাক্রম অনুসারে ব্লক ভিত্তিক ৪ (চারটি) করে বৃত্তি দেওয়া হয় নবম শ্রেণী থেকে প্রতি বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ছাত্রছাত্রীরা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এই বৃত্তি পেয়ে থাকে।

২। প্রথমোক্ত জাতীয় বৃত্তির জন্য নির্দ্দিষ্ট ফর্ম মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় জাতীয় বৃত্তির জন্য (গ্রামীণ এলাকার অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য) নির্দ্দিষ্ট ফর্ম বিভিন্ন হাই/হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে পাওয়া যায়।

Admitted starred question No. 81

Name of M.L.A — Sri Prakash Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be Pleased to state :—

প্রশ্ন

১। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি জনিত কারণে রাজ্যের বিদ্যালয়ের বোর্ডিং হাউসের আবাসিকদের ষ্টাইপেণ্ডের হার বাড়ানোর ব্যাপারে রাজ্য সরকার আগ্রহী কিনা।

২। আগ্রহী হলে কবে নাগাদ উক্ত ষ্টাইপেণ্ডের হার বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

৩। আগ্রহী না হলে এর কারণ ?

উত্তর

১। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি জনিত কারণে বোর্ডিং হাউসের আবাসিকদের ষ্টাইপেণ্ডের হার সময় সময় বাড়ানো হয়।

২। এ ব্যাপারে সরকার চিন্তা ভাবনা করছেন।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 83

Name of Member — Shri Umesh Chandra Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Sch. Castes & O. B. C, welfare Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে সর্ব মোট কয়টি সম্প্রদায়কে ও, বি, সি ভূক্ত করা হয়েছে।

২। উক্ত ও, বি, সি-দের জন্য চাকুরীর ক্ষেত্রে সংরক্ষনের জন্য ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকার উদ্যোগ গ্রহন করবেন কি না ?

উত্তর

১। রাজ্যে সর্বমোট ৪৬টি সম্প্রদায়কে ও, বি, সি, ভুক্ত করা হয়েছে। সম্প্রদায়গুলির নাম দিয়ে দেওয়া গেল :—

১) আচার্য্য (গণক)। ২) বাদ্যকর, ঢুলি, নগরচী, শব্দকর। ৩) বৈষ্ণব। ৪) বারুই, বারুজীবি। ৫) বাউরী। ৬) ভর, রাজভর। ৭) ভূমিজ, বূমিজ। ৮) বীন। ৯) বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী। ১০) বিন্দ। ১১) চৌহান। ১২) দোসাধ, দোসাদ। ১৩) গণ্ডা। ১৪) গরেরী। ১৫) গোয়ালা, গোপ, যাদব, আহীর। ১৬) হেলে দাস, হালো দাস, হালুয়া দাস। ১৭) ঝারা। ১৮) কন্দ। ১৯) কাপালী। ২০) কর্মকার, কামার। ২১) কৈরী। ২২) কুম্ভকার, কুমার, রুদ্রপাল। ২৩) কুরী। ২৪) কূর্মী। ২৫) লোহার। ২৬) মণিপুরী। ২৭) মারার। ২৮) মোদক। ২৯) নট, নট্ট। ৩০) নাপিত, শীল। ৩১) নায়েক। ৩২) নেপালী (লিম্বু, মাতেয়ারী, রাই)। ৩৩) নুনিয়া, নুনিআ। ৩৪) পান। ৩৫) পানকী, পৈনাক। ৩৬) পার্সী। ৩৭) রাই (ওড়িয়া)। ৩৮) রেইলি। ৩৯) সূত্রধর। ৪০ তেলেঙ্গা। ৪১) তাঁতী, তান্তী। ৪২) তেলী। ৪৩) যোগী, যুগী, নাথ। ৪৪) গিরি। ৪৫) বংশী। ৪৬) পাঙ্গল (মণিপুরী মুসলীম)

২। বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন।

Admitted Starred Question No 84

Name of M.L.A. — Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। বর্তমানে সারা রাজ্যে ককবরক শিক্ষক কর্মচারী সংখ্যা কত।
(পুরুষ ও মহিলা শিক্ষক কর্মচারীর পৃথক পৃথক হিসাব)

উত্তর

১। বর্তমানে সারা রাজ্যে ককবরক শিক্ষক কর্মচারীর সংখ্যা ৩১০২ জন। তারমধ্যে পুরুষ ২৪৭৮ জন মহিলা ৬২৪ জন।

Admitted Starred Question No. 93

Name of Member :— Shri Prasanta Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। আগামী ১৯৯৮-৯৯ইং আর্থিক বছরে কতগুলি উপজাতি পরিবারকে পুর্ণবাসন দেওয়ার

পরিকল্পনা সরকারের আছে ?

এবং

২। কিসের ভিত্তিতে এই পুর্ণবাসন দেওয়া হবে ?

উত্তর

১) ১৯৯৮-৯৯ইং আর্থিক বৎসরে আনুমানিক এক হাজার উপজাতি পরিবারকে পুর্ণবাসন দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

২) রাবার, কফি, চা, ইত্যাদি চাষ ভিত্তিক এবং কৃষি উদ্যান প্রকল্পের মাধ্যমে উপজাতি পরিবারের পুর্ণবাসন দেওয়া হইবে।

Admitted Starred Question No. 94

Name of M. L. A. :— Shri Prasanta Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রাজ্যের যে সমস্ত বেকার সরকারী চাকুরীর জন্য জব করম পূরণ করেছিল তাদের জন্য বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার বিবেচনা করছেন কিনা ?

উত্তর

যারা জব ফরম জমা দিয়েছেন এবং সেই ভিত্তিতে ইন্টারভিউ দিয়েছেন তাদের বিষয়টি সরকারী বিধি মোতাবেক বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 107

Name of Member :— Shri Madhusudan Saha

প্রশ্ন

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Forest Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে আদালতের নির্দেশে সরকারী কাজ কর্মে কাঠের ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ায় রাজ্যের বহু স'মিল (কাঠকল) শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছেন ?

২। সত্য হলে এইসব কর্মহীন স'মিল শ্রমিকদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য কোন সহানুভূতিশীল পদক্ষেপ রাজ্য সরকার নেবেন কিনা ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে যে আদালতের নির্দেশে সরকারী কাজে কাঠের ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে। এই

জন্যে কোন শ্রমিক কর্মহীন হওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পর এই প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 119

Name of Member — Shri Rabindra Deb Barma

— Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be Pleased to state :—

প্রশ্ন

১) স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করার পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায়,

৩। না থাকিলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আছে।

২। ত্রিপুরার মাননীয় রাজ্যপাল ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের ৪টি নির্বাচন ক্ষেত্রের সিদ্ধান্ত নিবেন। তা ছাড়া নির্বাচন ক্ষেত্রের সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরেজমিনে সম্পন্ন করতে হবে। এইগুলি সম্পন্ন হওয়ার পরই ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করা যাইতে পারে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

ANNEXURE— 'B'

Admitted Un-starred Question No. 9

Name of M.L A. :— Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Education Department be Pleased to state .—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য সারা রাজ্যে বিভিন্ন স্তরের বহু স্কুল দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে, এবং

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে এর সংখ্যা কত ? (ইন্সপেকটরেট দপ্তর ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)

উত্তর

১। রাজ্যে কিছু কিছু স্কুল বন্ধ আছে।

২। মোট—৩৭টি।

(ইন্সপেকটরেট ভিত্তিক হিসাব)

ক)	রূপাইছড়ি (A.D.C.)	— ২টি।
খ)	কাঞ্চনপুর (A.D.C.)	— ১টি।
গ)	গণ্ডাছড়া (A.D.C.)	= ১৯টি।
ঘ)	ছৈলেংটা (A.D.C.)	= ১২টি।
	ছৈলেংটা (NON A.D.C.)	= ১টি।
ঙ)	কেলিয়ামুড়া (A.D.C)	= ১টি।
চ)	মোহনপুর (NON-A.D.C.)	= ১টি।
	মোট :—	৩৭টি।

Admitted Un-starred Question No. — 14

Name of M.L.A. :— Shri Madhu Sudhan Saha'

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৩ সালের ১০ই এপ্রিল থেকে ১৯৯৮ সালের ১০ই মার্চ পর্য্যন্ত ত্রিপুরার বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কতগুলি র‍্যাগিং-এর ঘটনা হয়েছে।

২। উক্ত সময়ে কতজন ছাত্র-ছাত্রী র‍্যাগিং-এর ফলে নির্যাতিত হয়েছে ফলে শিক্ষাদপ্তরের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে, এবং

৩। উক্ত কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং কতজন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১। ১৯৯৩ সালের ১০ই এপ্রিল থেকে ১৯৯৮ সালে ১০ই মার্চ পর্য্যন্ত সমগ্র ত্রিপুরার বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বমোট ৩টি র‍্যাগিং-এর ঘটনা ঘটেছে।

২। উক্ত সময়ে মোট ৩ জন ছাত্র র‍্যাগিং-এর ফলে নির্যাতিত হয়েছে।

৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার জন্য এবং র‍্যাগিং বন্ধ করার উদ্দেশ্যে রাজ্যের কলেজগুলিতে Advisary Committee/Disceiplinating Committee গঠন করা হয়েছে। উপরোক্ত ৩টি র‍্যাগিং-এর ঘটনাই রাজ্যের পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে ঘটেছিল। এই সব র‍্যাগিং-এর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে মোট ৭ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

Written statement of the Reference Cases.

ANNEXURE—'C'

"প্রতাপগড়ে কংগ্রেস কর্মী খুন, বোমা ফেটে ৬ সি, পি, এম কর্মী আহত" এই শিরোনামে ১৯৯৮ইং সনের গত ১৫ই মার্চ, "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

গত ১৩-৩-৯৮ইং তারিখ শ্রীমতি অনিমা বণিক স্বামী শ্রীচন্দন বণিক প্রযত্নে গোপাল দে সাং- পশ্চিম প্রতাপগড়, থানা- পশ্চিম আগরতলা এর অভিযোগ মূলে পশ্চিম আগরতলা থানায় মোকদ্দমায় নং ৬৭/৯৮ ও ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/৯৪৯/৩৬৪/৩০২ ধারামূলে নথীভুক্ত হয় এই মর্মে যে গত ১৩/৩/৯৮ইং তারিখ বেলা অনুমান দুপুর ১২ ঘটিকায় ১) প্রবীর নন্দী - পিতা- সত্য নন্দী ২) রাজু সূর ও ৩) রণজীৎ ওরফে মনু আরো ১০/১৫ জন সঙ্গী সহ সকলের ঠিকানা পশ্চিম প্রতাপগড়, থানা পশ্চিম আগরতলা জোড়পূর্বক দীপক দেবকে পিতা শ্রীগোপাল দেব সাং মধ্য প্রতাপগড়, থানা পশ্চিম আগরতলা তার বাড়ী হইতে ধরিয়া নিয়া যায় এবং তারপর হইতে দীপক দেব নিখোঁজ থাকে।

পুলিশ তদন্ত কালে ১৪/৩/৯৮ইং তারিখ সকালবেলা দীপক দেবের মৃতদেহ একটি বস্তার ভিতর বঙ্গেশ্বর নদী হইতে উদ্ধার করে। মৃতদেহের ময়না তদন্ত করায় এবং অন্যান্য আইনানুকারী ব্যবস্থা করে। তদন্তকালে পুলিশ ১) রঞ্জন দাস—পিতা যোগেশ দাস, সাং মধ্য প্রতাপগড় এবং ২) বাবুল শীল-পিতা-মৃত অমূল্য শীল সাং ঐ উক্ত মামলা সংশ্রবে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করে। ডি, এস পি, সেণ্ট্রালের তদারকিতে উক্ত মোকদ্দমার তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে।

গত ১৩-৩-৯৮ ইং তারিখ শ্রীবাবুল সরকার পিতা দুর্গেশ সরকার সাং—পশ্চিম প্রতাপগড় থানা পশ্চিম আগরতলা-এর অভিযোগ মূলে ৬৫/৯৮ নং মোকদ্দমা ও ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৪৮/১৪৯/৩২৬ ধারায় এবং বিস্ফোরক আইনের ৩/৫ এবং অস্ত্রআইনের ২৭ নং ধারায় নথীভুক্ত হয় যে গত ১৩-৩-৯৮ইং তারিখ আনুমানিক বেলা ১২-৩০ মিনিট সময় টিঙ্কু দাস, ঝন্টু, গোয়ালা, উত্তম সাহা, বিশ্বজীৎ আচার্য্য, মৃদুল দাস, এবং রামু দাস, সকলের ঠিকানা পশ্চিম প্রতাপগড় থানা—পশ্চিম আগরতলা দলবদ্ধভাবে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সহ এলাকার সি, পি, এম সমর্থকগণকে উক্ত এলাকায় বিজয় মিছিল করার সময় আক্রমন করে এবং সুভাষ বণিক, বিশ্বেশ্বর দাস, আশুতোষ শূর, রঞ্জন দাস এবং আরো অনেককে মারাত্মকভাবে আহত ও জখম করে। দুস্কৃতিকারীগণ উক্ত মিছিলের উপর বোমা নিক্ষেপ করে। বোমায় আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য জি, বি, হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

উক্ত ঘটনায় তদন্ত কালীন সময়ে পুলিশ উত্তম সাহা পিতা কৃষ্ণপদ সাহা সাং কবিরাজটীলা এবং মিণ্টু রায় পিতা মৃত ধীরেন্দ্র রায় সাং পশ্চিম প্রতাপগড় থানা পশ্চিম আগরতলা গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করে। তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে।

ANNEXURE—'D'

"১৯৯৮ইং সনের গত ১১ই ফেব্রুয়ারী সিধাই থানধীন উরাবাড়ীতে বৈরীদল কর্তৃক গণহত্যা এবং অগ্নি সংযোগের ঘটনা সম্পর্কে।"

গত ১১-২-৯৮ইং তারিখ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭-১০ মিঃ সময়ে ২০/৩০ জনের মত উগ্রপন্থীদল এলোপাথারী গুলি করিতে করিতে সিধাই থানাধীন উরাবাড়ী গ্রামে প্রবেশ করে ১৩/১৪টি বাড়ীতে আগুন লাগায় এবং তাদের গুলিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ঘটনাস্থলেই মারা যান:— ১) মিনু রাণী চক্রবর্ত্তী, স্বামী পরিমল চক্রবর্ত্তী, ২) নিরুপমা চক্রবর্ত্তী, স্বামী মৃত রেবতী মোহন চক্রবর্ত্তী, ৩) পরেশ দেবনাথ, পিতা—মৃত রমেশ দেবনাথ।

এছাড়া জ্ঞানবালা দেবনাথ ঘটনাস্থলেই আগুনে পুড়ে মারা যান এবং গুরুতর আহত অবস্থায় বিনোদ দেবনাথকে জি, বি, হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং পরের দিন উনি মারা যান।

উগ্রপন্থীদের মধ্যে ৪/৫ জন জলপাই রংয়ের পোষাক পরিহিত ছিল।

উক্ত ঘটনা সংক্রান্তে গত ১১-২-৯৮ইং তারিখে উরাবাড়ী সাকিনের যোগেশ দেবনাথের পুত্র দীনেশ দেবনাথের অভিযোগ মূলে সিধাই থানার পুলিশ ভাঃ দঃ বিঃ আইনের ১৪৮/১৪৯/৪৩৬/৩০২ ধারা ও অস্ত্র আইনের ২৭ ধারা এবং ১৩ Unlawful Activities Act বিধি অনুসারে জেলা পুলিশ সুপার ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসারগণ দ্রুত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং মৃতদেহগুলিকে পোষ্টমর্টেমের ব্যবস্থা করেন।

তদন্তকালে ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ প্রচুর পরিমান কার্তুজের খোল বাজেয়াপ্ত করে। এই ঘটনায় কাহাকেও এখন পর্য্যন্ত কেহই গ্রেপ্তার হয়নি। তবে উগ্রপন্থীদের গ্রেপ্তারের জন্য আসাম রাইফেলসের সহায়তায় বিশেষ তল্লাসী অভিযান অব্যাহত আছে।

"গত ১৭ই মার্চ ৯৮ইং তারিখে বিলোনীয়া মহকুমার শান্তির বাজার থানাধীন দেবীপুর পঞ্চায়েতের চাকাকু বাড়ীতে উগ্রপন্থীদের দ্বারা সংকুরায় রিয়াং সহ ৪ (চার) জনকে খুন করে মাটিতে পুতে রাখা সম্পর্কে।

গত ১৭-৩-৯৮ইং তারিখ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭ ঘটিকার সময় শান্তিরবাজার থানাধীন চাকাকো নিবাসী শম্ভুরায় রিয়াং খগেন্দ্র রিয়াং পবিত্র রিয়াং এবং দুর্বাজয়রিয়াংকে এন, এল, একটি সংগঠনের একটি দল (যাহারা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম দেবীপুরে একটি সভায় উপস্থিত থাকার জন্য আসিয়াছিল) ডেকে নিয়ে যায়। উক্ত ৪ (চার) জন এন, এল, এফ, টি, দলের সহযোগী বলে জানা যায় এবং তাদেরকে সাধারণত বিভিন্ন গ্রামে টাকা পয়সা আদায়, চিঠি পত্র, নোটিশ ইত্যাদি বিলি করার জন্য

ব্যবহার করা হত। এই ৪ (চার) জনকেই উগ্রবাদী সংগঠনের সহযোগী সহানুভূতিশীল একটি বৃহৎ অংশের উপস্থিতিতে গুলি করে হত্যা করে। তাদের মৃতদেহগুলিকে দেবীপুর বাজার হতে ১ কিঃ মিঃ দূরত্বে লোগাংছড়ার নিকট গভীর জঙ্গলে মাটিতে পুঁতে রাখে। উগ্রবাদী দলটি দেবীপুর ও চাকাকো উভয় গ্রামের বাসিন্দাদের শাঁসিয়ে যায় এই বলে, যদি তারা ঘটনাটি পুলিশকে জানায় তবে তাদেরও এরূপ অবস্থা হবে। ফলস্বরূপ, পুলিশ গত ১৮-৩-৯৮ইং তারিখ গোপন খবরের মাধ্যমে দেবীপুর পৌছুলে গ্রামের বাসিন্দারা ঘটনাটি সম্পর্কে কিছু জানাতে আগ্রহী হয়নি, এমনকি মৃতদেহগুলি যেখানে পোঁতা ছিল সেখানেও যেতে চায় নি।

গত ১৯-৩-৯৮ইং তারিখ সকালে এডিশনাল এস, পি, দক্ষিণ জেলা ১ম ব্যাটেলিয়নের ৩ প্লেটুন টি, এস, আর, জোয়ান এবং স্থানীয় থানার অফিসার সহ দেবীপুর চাকাকো রাস্তা ও ছড়ার পাশে তল্লাশি চালায়, এবং লাওগাং ছড়ার পশ্চিম পার্শ্বে কয়েকটি এবরো থেবরো মাটির ডিপি দেখতে পাওয়া যায়। একজিকিউটিব ম্যাজিস্ট্রেট এবং মেডিক্যাল অফিসারদের উপস্থিতিতে সমস্ত আইনানুগ ব্যবস্থাদি নিয়ে উপরোক্ত মাটির ডিপি হতে ৪ (চার) জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

তদন্তে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত মৃত ৪ ব্যক্তিই এন, এল, এফ, টির নামে প্রচুর টাকা পয়সা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে আদায় করে এন, এল, এফ, টি-র নেতাদের হাতে জমা দেয় নি।

ঘটনাটি মৃত খগেন্দ্র রিয়াং এর বড়বোন পুরাতন লাওগাং নিবাসী কমলি রিয়াং-র অভিযোগ মূলে শান্তির বাজার থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২-২০১-৩৪ এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ১৬-৯৮ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেন।

ঘটনাটি তদন্তকার্য্য অব্যাহত আছে।

"গত ১৭-১২-৯৭ইং তারিখে তেলিয়ামুড়া থানাধীন তুই-থামপুই গ্রামের বাসিন্দা উপজাতি যুব সমিতির সক্রিয় কর্মী শ্রীদিঘিরায় রিয়াং পিতা মৃত দেব কুমার রিয়াং ও জয়চন্দ্র পাড়ার নিবাসী উপজাতি যুব সমিতির সক্রিয় কর্মী শ্রীদিলীপ দেববর্মা পিতা মৃত জয়চন্দ্র দেববর্মা উভয়ই এ, টি, টি, এফ, নামধারী উগ্রপন্থীদের কর্তৃক অপহরণের ঘটনা সম্পর্কে।"

গত ১৭-১২-৯৭ইং তারিখে বেলা ৪ ঘটিকার সময় তেলিয়ামুড়া থানা অন্তর্গত বড়রাই পাড়া নিবাসী জনৈক দিলীপ দেববর্মা পিতা মৃত জয়চন্দ্র দেববর্মা এবং তুই থাংপুই নিবাসী দেব কুমার রিয়াং পিতা মৃত দুখিরাম রিয়াং ১৩-১৫ জন টাইগার কমাণ্ডো ফোর্সের নামক উগ্রপন্থীরা তেলিয়ামুড়া থানাধীন তুইকরমা গ্রাম থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়, এই ঘটনাটি তুইকরমা নিবাসী জনৈক শচীন্দ্র দেববর্মা পিতা মৃত মঙ্গল দেববর্মা অভিযোগ মূলে তেলিয়ামুড়া থানায় ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩৬৫ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মোকদ্দমা

নং ৩/৯৮ নথিভুক্ত করা হয়, এই ঘটনার সংশ্রবে তুই করমা নিবাসী [redacted] দেববর্মা পিতা শ্রীগণচন্দ্র দেববর্মা এবং তাহার ছড়া নিবাসী অভিরাম দেববর্মা পিতা শ্রীরাম চন্দ্র দেববর্মাকে গত ১৬-১-৯৮ এবং ১-২-৯৮ পর্যায় ক্রমে গ্রেপ্তার করা হয়। অপহৃত ব্যক্তিরা এখনও ফিরে আসে নাই। এখানে উল্লেখ থাকে যে, দিখিরাই রিয়াং নামক কেহই গত ১৭-১২-৯৮ইং তারিখে অপহৃত হয় নাই। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত আছে।

“গত ৪ঠা মার্চ ৯৮ ইং অমরপুর করবুক ব্লক প্রাঙ্গনে রাত আনুমানিক ১২-৩০ মিঃ ট তিনজন উপজাতি যুবতীকে কতিপয় দুস্কৃতিকারী বলপূর্বক ধর্ষন করা ঘটনা সম্পর্কে।”

গত ৫-৩-৯৮ইং আনুমানিক ১১ ঘটিকায় ১) কুমারী রাজারাণী ত্রিপুরা (১৫ বৎসর) পিতা যুদ্ধ মোহন ত্রিপুরা সাকিন জলেয়া, থানা নূতন বাজার, ২) কুমারী সুধুরাং ত্রিপুরা (১৮ বৎসর) পিতা লক্ষী কুমার ত্রিপুরা এবং ৩) কুমারী আপন মালা ত্রিপুরা (১৬ বৎসর) পিতা দীন কুমার ত্রিপুরা (উভয়ই একই গ্রামের) নূতন বাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের নিকট উপস্থিত হয়ে এই মর্মে মৌখিক অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেন যে ৪-৩-৯৮ইং রাত্রি বেলায় যখন তাহারা করবুক ব্লকে অফিস চৌহদ্দির ভিতরে একটি অস্থায়ী সেডে নিদ্রায় মগ্ন ছিল, মধ্য রাত্র প্রায় ১২ ঘটিকায় ডেগার, পিস্তল সহ সশস্ত্র দুজন দুস্কৃতিকারী তাদের সেডে প্রবেশ করে এবং জোরপূর্বক ধর্ষন করে। নির্যাতিত বালিকারা শংকর জয় জমাতিয়া নামে একজন দুস্কৃতিকারীকে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়। অন্য দুস্কৃতিকারীকে তাহারা দেখলে চিনতে পারবে বলে জানায়।

এই ঘটনার সংশ্রবে ভারতীয় দণ্ড বিধির ৪৪৮, ৩২৩ ধারায় নূতন বাজার থানার২১/৯৮ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করে, পুলিশ ঘটনাটির তদন্তকার্য্য আরম্ভ করে। তদন্তকালে পুলিশ শংকরজয় জমাতিয়া (২১ বৎসর) পিতা শ্রীজৈষ্ঠ্যমোহন জমাতিয়া সাং পূর্বকরবুক (ব্রজেন্দ্র পাড়া) থানা নূতন বাজার গত ৮-৩-৯৮ইং তারিখে গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দেন।

অন্য আসামীর বিবরণ নিম্নরূপ :—

১। শ্রীবিপদ সাধন জমাতিয়া, পিতা শ্রীকইনালা কুমার জমাতিয়া, পূর্ব করবুক (রত্নাসর্দার পাড়া) একজন আত্মসমর্পনকারী TRA সদস্য। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য জোর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সে ফেরার। তদন্তকালে ইহা প্রকাশ পায় যে, নির্যাতীত বালিকারা করবুক ব্লক অফিস প্রাঙ্গনের একটি অস্থায়ী সেডে বাস করিতেছিল, যেহেতু তাহাদিগকে কিছু নির্মান কাজের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল।

ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

“হালাহালিতে পার্টি লোক্যাল কমিটি সদস্যকে অপহরণ করে হত্যা” এই শিরোনামে গত

১৫ই মার্চ ১৯৯৮ইং তারিখে 'ডেইলি দেশের কথা' পত্রিকার প্রথম পাতায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

গত ১৪-৩-৯৮ইং আনুমানিক ১০-৩০ মিঃ সময় ৮/১০ জনের একটি সশস্ত্র উগ্রপন্থী দল (NLFT) সদস্য বলে সন্দেহ করা হয়) শ্রীপ্রহ্লাদ দেববর্মা পিতা মৃত পদ্মকুমার দেববর্মা। গ্রাম সন্তোষিয়া বাড়ী আক্রমন করে এবং শ্রীপ্রহ্লাদ দেববর্মাকে জোর পূর্বক তুলে নিয়ে তাহার বাড়ী হতে পূর্ব দিকে ৩ কিঃ মিঃ দূরে সরলমণি পাড়ায় বন্দুকের আঘাতে হত্যা করে। উক্ত ঘটনার স্থলটি শিববাড়ী BSF কেম্প হতে ১½ (দেড়) কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত।

উক্ত ঘটনায় শ্রীরবিচন্দ্র দেববর্মা পিতা মৃত পদ্ম চন্দ্র দেববর্মা গ্রাম সন্তোষিয়া পাড়া অভিযোগ মূলে কমলপুর থানায় ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩৬৪ (ক) ৩০২ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারার মোকদ্দমা নং ১৪/৯৮ পুলিশ লিপিবদ্ধ করে। ঘটনা সংঘটিত করার পর দুস্কৃতকারীরা বাংলা দেশের রিজার্ভ ফরেষ্টের দিকে ফিরে যায়, অনুসন্ধানের সময় পুলিশ এ, কে ৪৭ এর দুইটি খালি কার্তুজ উদ্ধার করে। দুস্কৃতকারীদের খুঁজে বেরকরার জন্য পুলিশ অভিযান অব্যাহত আছে।

ঘটনার তদন্তকার্য্য অব্যাহত আছে।

"ধলাই জেলার অন্তর্গত মনুথানাধীন করাতিছড়া গ্রামে গত ১৩-২-৯৮ তারিখ রাত্রি আনুমানিক ১০ ঘটিকার সময় উগ্রপন্থী নামধারী কতিপয় দুস্কৃতিকারী কর্তৃক মনীন্দ্র দাস ও তার নাতনি শিল্পী দাসকে গুলি করে হত্যা করা সম্পর্কে।"

গত ১৪-২-৯৮ ইং তারিখ আনুমানিক রাত্রি ১০-৩০ মিনিট হইতে ১১টার মধ্যে একদল অজ্ঞাত সশস্ত্র উগ্রপন্থী মনু থানাধীন কাস্তাচৌধুরী পাড়া গ্রামে (করাতিছড়া) এসে মনীন্দ্র দাস পিতা হরেন্দ্র দাসের বাড়ী লক্ষ্য করে এলোপাথোরি গুলি ছুঁড়তে থাকে ফলে মনীন্দ্র দাস ঘটনা স্থলেই নিহত হন। উক্ত গুলি বৃষ্টির ফলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ গুলি বিদ্ধ হন :— ১) শিল্পী রাণী দাস (আড়াই বছর) ২) শ্রীমতি সুষমা দাস (৬০) বৎসর স্বামী মনীন্দ্র ৩) শ্রীমতি ঝুনু রাণী দাস (৩৫) বৎ: স্বামী সমীর ৪) সতীশ দাস (৫০) বৎ: পিঃ মৃঃ কার্তিক দাস। উগ্রপন্থী দলটি ফিরে যাবার সময় মৃত মনীন্দ্র দাসের বাসগৃহে অগ্নি সংযোগ করে, যার ফলে ৬ (ছয়)টি ঘর আগুনে পুড়ে যায়। আহত শিল্পী দাসের ঐ রাতেই কৈলাশহর হাসপাতালে মৃত্যু হয়।

উক্ত ঘটনায় ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩২৫/৩২৬/৪৩৬,৩০২ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারার ৬/৯৮ নং মোকদ্দমায় শ্রীতিলক দাস পিতা মৃত বিপিন চন্দ্র দাসের অভিযোগমূলে মনু থানায় মামলা লিপিবদ্ধ করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করেন। স্থানীয় পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর সহায়তায় দুস্কৃতকারীদের খুঁজে বের করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করেন।

ঘটনাটির তদন্তকার্য্য অব্যাহত আছে।

"বিশালগড় মহকুমার আমতলী থানার চারিপাড়ার (পল্লান পাড়া) খাদ্য গুদাম শ্রমিক শচীন্দ্র নমঃ দাস গত ৪-৩-৯৮ইং দুষ্কৃতি কারীদের হাতে খুন হওয়া সম্পর্কে"।

গত ২-৩-৯৮ইং রাত্রি অনুমান ১ ঘটিকায় আমতলী থানাধীন পল্লান পাড়ার শ্রীমতি সুমিত্রা নমঃ দাস আমতলী থানায় এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করেন যে, ঐদিন রাত্র অনুমান ১০ টার সময় অভিযোগকারিনীর স্বামী শচীন্দ্র নমঃ দাস কাজ থেকে ফেরার পথে কল্যাণ সমিতি ক্লাবের নিকট শ্রীমাখন সরকার সহ ৭ জন কংগ্রেস (ই) দুষ্কৃতিকারীরা দা ও আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে তাহার স্বামীকে গুরুতর আহত করে। পরবর্তী সময়ে আহত শচীন্দ্র নমঃ দাসকে জি, বি, হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়। ৩-৩-৯৮ইং সকাল ৭ টার সময় আহত শচীন্দ্র নমঃ দাস মারা যান।

উক্ত ব্যপারে আমতলী থানায় মোকদ্দমা নং ২২/৯৮, ১৪৮/১৪৯/৩২৬/৩০২ ধারায় মামলা নথীভূক্ত করা হয় ও তদন্ত চলাকালে ৩ জন আসামীকে ধরে কোর্টে সোপার্দ করা হয়।

ধৃত আসামীদের নাম ও ঠিকানা

১) উদয় সরকার পিতা গোবিন্দ সরকার ২) নির্মল রায় পিতা গৌরাঙ্গ রায় ৩) স্বপন রায় পিতা শচীন্দ্র রায়। সকলেই কল্যান পাড়ার, থানা অমতলী।

"খোয়াই থানাধীন সমতল পদ্মবিল গ্রামে উগ্রপন্থী হামলায় খুন, জখম, গৃহদাহ সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে"।

খোয়াই থানার অন্তর্গত সমতল পদ্মবিল নিবাসী শ্রীবিনোদ শীল পিতা ঈশ্বর শীলের অভিযোগ-মূলে গত ৯-২-৯৮ইং তারিখে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩০২/৩৩৬/৪৩৬ এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারা ও **Unlawful Activities Act** এর ১৩ ধারায় খোয়াই থানায় মোকদ্দমা নং ১৪/৯৮ মর্মে লিপিবদ্ধ করা হয় যে গত ৯-২-৯৮ইং তারিখ রাত ৭-৩০ মিঃ সময় ২৫/৩০ জন অপরিচিত সশস্ত্র উগ্রপন্থী সমতল পদ্মবিল গ্রামে আক্রমন চালায় ও অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র থেকে এলোপাথারী গুলি বর্ষন করে এবং দা দিয়ে গ্রামবাসীদের আঘাত করে ফলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের মৃত্যু ঘটে :—

১) স্বর্ণলতা শীল (৩২) স্বামী মনীন্দ্র শীল ২) মনোজীত শীল (দেড় বছর) পিতা মনীন্দ্র শীল ৩) বিকাশ শীল (৫) বৎ: পিতা শ্রীবিনোদ শীল ৪) শিল্পী শীল (১৬) বৎ: পিতা শ্রীমনিন্দ্র শীল ৫) রাহুল শীল (৭) বৎ পিতা মনীন্দ্র শীল এছাড়া গীতা শীল (৪২) স্বামী শ্রীবিনোদ শীল এবং সঞ্চিতা কপালী (১৫) পিতা সত্যেন্দ্র কপালী আহত হয়। তাছাড়া উগ্রপন্থীরা ঐ গ্রামেরই শ্রীবীরচন্দ্র শীল ও কনীন্দ্র শীলের বসত ঘরে এবং শ্রীঅজয় দেবের দোকান ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে ঘরগুলি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়।

তারপর উগ্রপন্থীরা ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত পালিয়ে যায়। ১৯/৯৮ নং মোকদ্দমা রুজু করিয়া পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করেন। রাজ্য পুলিশ উক্ত ঘটনায় দোষীদের গ্রেপ্তারের জন্য প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে।

উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী Relief দেয়া হয়েছে। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে চাকুরী অথবা আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হবে।

তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে।

"সিধাই থানাধীন নোয়াগাঁও এলাকায় গত ২১-৩-৯৮ইং তারিখ বোমা ফেটে নিতাই শীলের নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

গত ২১-৩-৯৮ইং রাত্র ৯-৩০ মিঃ সিধাই থানাধীন জগৎপুর সাকিনের শ্রীনারায়ণ শীল এই মর্মে সিধাই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যে, ঐ দিন সন্ধ্যা অনুমান ৭-১৫ মিঃ একটি বিকট শব্দে বোমা ফাটিবার আওয়াজ পান। তারপর অনুমান ৫-১০ মিনিটের পর তার বোনের নিকট শুনিতে পান যে তাহার ভাই নিতাই শীল মারা গিয়েছে। উক্ত খবরের ভিত্তিতে বাদী নারায়ণ শীল গ্রামের ২-৩ জনকে সঙ্গে নিয়ে নিতাই শীলের খোঁজে বাহির হন ও নোয়াগাঁও চৌমুহনীর পাশে নিতাই শীলকে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখেন। অজ্ঞাত পরিচয় দুস্কৃতি-কারীর ছোড়া বোমায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ ক্রমে নারায়ণ শীল এজাহার দায়ের করে।

উক্ত এজাহার মূলে সিধাই থানায় মোকদ্দমা নং ৩৭/৯৮ Under Section 302-IPC ও E.S Act এর ৫ ধারা নথীভুক্ত হয় ও SDPO (Sadar) এর তদারকীতে উক্ত ঘটনার তদন্ত কার্য্য চলিতেছে।

Printed by :

Secretary

Junior Press Owner's Association Tripura.

AGARTATA, TRIPURA